



আবু দাউদ শরীফ

চতুর্থ খন্ড

ইমাম আবু দাউদ (র)

আবু দাউদ শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ

ডঃ আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক

সম্পাদনায়

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

অধ্যাপক আবদুল মালেক



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আবু দাউদ শরীফ (চতুর্থ খণ্ড)

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্‌সিগিস্তানী (র)

অনুবাদ : ডঃ আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৮০

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৫১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৯০৩/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪২

ISBN : 984-06-0427-9

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯৭

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রাবণ ১৪১৩

রজব ১৪২৭

আগস্ট ২০০৬

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৪২.০০ টাকা মাত্র

ABU DAUD SHARIF (4th Vol) Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashas As-Sigistani (Rh) and translated by Dr. A. F. M. Abu Baker Siddique into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068

August 2006

E-mail: info@islamicfoundation-bd.org

Website: www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 242.00 ; US Dollar : 10.00

সূচীপত্র

১. অনুচ্ছেদ :	মুসলিম বন্দীকে কাফির হতে বাধ্য করা	৩
২. অনুচ্ছেদ :	গুপ্তচর মুসলিম হলে.....	৪
৩. অনুচ্ছেদ :	যিশির গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে	৫
৪. অনুচ্ছেদ :	নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে.....	৬
৫. অনুচ্ছেদ :	যুদ্ধের জন্য উত্তম সময় কোনটি?.....	৮
৬. অনুচ্ছেদ :	যুদ্ধের সময় চুপ থাকা.....	৮
৭. অনুচ্ছেদ :	যুদ্ধের সময় বাহন হতে অবতরণ করা	৮
৮. অনুচ্ছেদ :	যুদ্ধের ময়দানে শৌর্য-বীর্য দেখান	৯
৯. অনুচ্ছেদ :	শত্রু দ্বারা ঘেরাও হলে	৯
১০. অনুচ্ছেদ :	শত্রুর অপেক্ষায় ওৎপেতে থাকা.....	১১
১১. অনুচ্ছেদ :	যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ হওয়া	১২
১২. অনুচ্ছেদ :	দুশমন নিকটবর্তী হলে তরবারি বের করবে.....	১২
১৩. অনুচ্ছেদ :	দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কে.....	১২
১৪. অনুচ্ছেদ :	নাক-কান কাটা নিষিদ্ধ	১৩
১৫. অনুচ্ছেদ :	মহিলাদের হত্যা সম্পর্কে.....	১৪
১৬. অনুচ্ছেদ :	দুশমনকে আগুনে না পোড়ানো.....	১৬
১৭. অনুচ্ছেদ :	যুদ্ধে প্রাপ্য মালে গনীমতের অর্ধাংশ বা পূর্ণাংশ প্রাপ্তির শর্তে যদি কেউ তার ভারবাহী পশু ভাড়া দেয়.....	১৭
১৮. অনুচ্ছেদ :	কয়েদীকে শক্তভাবে বাঁধা সম্পর্কে	১৮
১৯. অনুচ্ছেদ :	বন্দীকে মারপিট করে তথ্যাদি গ্রহণ	২১
২০. অনুচ্ছেদ :	বন্দীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা	২২
২১. অনুচ্ছেদ :	ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার আগে কোন বিধর্মী বন্দীকে হত্যা করা	২৩
২২. অনুচ্ছেদ :	কয়েদীকে বেঁধে রেখে হত্যা করা.....	২৫
২৩. অনুচ্ছেদ :	কয়েদীকে বেঁধে তীর দিয়ে হত্যা করা	২৬
২৪. অনুচ্ছেদ :	কয়েদীদের উপর সদয় হয়ে কোন বিনিময় ছাড়া মুক্ত করা সম্পর্কে	২৬
২৫. অনুচ্ছেদ :	মালের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া	২৭
২৬. অনুচ্ছেদ :	দুশমনদের উপর বিজয়ী হওয়ার পর নেতার ময়দানে অবস্থান	৩১
২৭. অনুচ্ছেদ :	কয়েদীদের পরস্পর পৃথক করা.....	৩১
২৮. অনুচ্ছেদ :	বয়স্ক কয়েদীদের পৃথক রাখার অনুমতি.....	৩২
২৯. অনুচ্ছেদ :	যদি শত্রুপক্ষ মুসলমানদের নিকট হতে কোন সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং পরে তা তার মালিক মালে-গনীমত হিসাবে পায়	৩৩

৩০. অনুচ্ছেদ :	মুশরিকদের কৃতদাস যদি মুসলমানদের কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করে	৩৪
৩১. অনুচ্ছেদ :	দুশমনদের দেশের খাদ্য হালাল হওয়া সম্পর্কে	৩৫
৩২. অনুচ্ছেদ :	শত্রুদেশে খাদ্যশস্য কম থাকলে তা লুটপাট না করা সম্পর্কে	৩৫
৩৩. অনুচ্ছেদ :	দারুল হরব (শত্রু-দেশ) থেকে খাদ্যশস্য আনা	৩৭
৩৪. অনুচ্ছেদ :	শত্রু-দেশে উদ্ধৃত খাদ্য বিক্রি করা	৩৭
৩৫. অনুচ্ছেদ :	কোন ব্যক্তির গনীমতের মাল হতে উপকার গ্রহণ করা	৩৮
৩৬. অনুচ্ছেদ :	যুদ্ধে যুদ্ধান্ত্র পাওয়া গেলে তা যুদ্ধে ব্যবহার করা বৈধ	৩৮
৩৭. অনুচ্ছেদ :	গনীমতের মাল আত্মসাত করা মহা-অপরাধ	৩৯
৩৮. অনুচ্ছেদ :	গনীমতের মাল হতে সামান্য কিছু আত্মসাত করা হলে নেতা তাকে ছেড়ে দেবে এবং তার আসবাব-পত্র জ্বালাবে না	৪০
৩৯. অনুচ্ছেদ :	গনীমতের মাল আত্মসাতকারীর শাস্তি	৪১
৪০. অনুচ্ছেদ :	গনীমতের মাল আত্মসাতকারীর অপরাধ গোপন না রাখা	৪৩
৪১. অনুচ্ছেদ :	নিহত কাফিরের মালামাল তার হস্তাকে দেওয়া	৪৩
৪২. অনুচ্ছেদ :	নেতা ইচ্ছা করলে নিহত ব্যক্তির মালামাল হত্যাকারীকে নাও দিতে পারেন, ঘোড়া এবং হাতিয়ার মালের অন্তর্ভুক্ত	৪৫
৪৩. অনুচ্ছেদ :	নিহত ব্যক্তির মালামাল হত্যাকরী পাবে, তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ নেওয়া যাবে না	৪৭
৪৪. অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি আহত মৃত্যুপথযাত্রী কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সেও তার মালামাল হতে পুরস্কার হিসাবে কিছু পাবে	৪৮
৪৫. অনুচ্ছেদ :	গনীমতের মাল বটনের পর যদি কেউ আসে, তবে সে কিছুই পাবে না	৪৮
৪৬. অনুচ্ছেদ :	মহিলা ও ক্রীতদাসকে গনীমতের মাল হতে কিছু দেওয়া সম্পর্কে	৫০
৪৭. অনুচ্ছেদ :	মুশরিক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে থাকলে সে গনীমতের মালের অংশ পাবে কিনা?	৫৩
৪৮. অনুচ্ছেদ :	ঘোড়ার জন্য মালে গনীমতের দুই অংশ নির্ধারণ সম্পর্কে	৫৩
৪৯. অনুচ্ছেদ :	ঘোড়ার জন্য একটি অংশ নির্ধারণ সম্পর্কে	৫৪
৫০. অনুচ্ছেদ :	গনীমতের মাল হতে কাউকে কিছু পুরস্কার হিসেবে দেওয়া	৫৫
৫১. অনুচ্ছেদ :	সেনাবাহিনী হতে বহির্গত কোন বিশেষ দলকে কোন কিছু অতিরিক্ত দেওয়া	৫৭
৫২. অনুচ্ছেদ :	পুরস্কার দেওয়ার আগে 'খুমুস' নেওয়া সম্পর্কে	৬০
৫৩. অনুচ্ছেদ :	সেনাবাহিনীর এক অংশের মাল প্রাপ্তি সম্পর্কে	৬২
৫৪. অনুচ্ছেদ :	সোনা-রূপা এবং গনীমতের প্রথম মাল হতে অতিরিক্ত প্রদান সম্পর্কে	৬৪
৫৫. অনুচ্ছেদ :	যে সম্পদ কাফিরদের থেকে হস্তগত হয়, তা থেকে নেতার নিজের জন্য কিছু নেওয়া	৬৫
৫৬. অনুচ্ছেদ :	ওয়াদা পূরণ করা	৬৬

৫৭. অনুচ্ছেদ :	নেতার দেওয়া ওয়াদা পালন করা	৬৭
৫৮. অনুচ্ছেদ :	মুসলিম নেতা এবং কাফিরদের মাঝে সন্ধি হওয়ার পর তিনি শত্রুদেশ সফর করতে পারেন.....	৬৭
৫৯. অনুচ্ছেদ :	ওয়াদা পূরণ করা ও তার মর্যাদা রক্ষা করা	৬৭
৬০. অনুচ্ছেদ :	দূত প্রেরণ সম্পর্কে.....	৬৮
৬১. অনুচ্ছেদ :	মুসলিম মহিলার কোন কাফিরের নিরাপত্তা দেওয়া	৬৯
৬২. অনুচ্ছেদ :	শত্রুর সাথে সন্ধি করা.....	৭০
৬৩. অনুচ্ছেদ :	দুশমনকে তাদের দলভুক্ত হওয়ার ভান করে অসতর্ক অবস্থায় হত্যা করা	৭৩
৬৪. অনুচ্ছেদ :	সফরকালে প্রতিটি উঁচু স্থানে আরোহণের সময় তাকবীর পাঠ করা	৭৫
৬৫. অনুচ্ছেদ :	জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ হওয়ার পর পুনরায় অনুমতি প্রসঙ্গে.....	৭৬
৬৬. অনুচ্ছেদ :	কাউকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান.....	৭৬
৬৭. অনুচ্ছেদ :	সুসংবাদ বহনকারীকে পুরস্কৃত করা সম্পর্কে.....	৭৭
৬৮. অনুচ্ছেদ :	শোকর-সূচক সিঁজদা	৭৮
৬৯. অনুচ্ছেদ :	দু'আর সময় হাত উঠানো সম্পর্কে.....	৭৮
৭০. অনুচ্ছেদ :	রাতের বেলা সফর হতে ঘরে ফেরা সম্পর্কে.....	৭৯
৭১. অনুচ্ছেদ :	মুসাফিরদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানান.....	৮০
৭২. অনুচ্ছেদ :	যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের পর যদি কেউ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতে পারে তবে তা অন্য মুজাহিদকে দিবে.....	৮০
৭৩. অনুচ্ছেদ :	সফর থেকে ফেরার পর সালাত আদায় করা	৮১
৭৪. অনুচ্ছেদ :	বন্টনকারীর মজুরী সম্পর্কে.....	৮২
৭৫. অনুচ্ছেদ :	জিহাদের মাঝে ব্যবসা করা	৮৩
৭৬. অনুচ্ছেদ :	দুশমনের দেশে হাতিয়ার নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে.....	৮৩
৭৭. অনুচ্ছেদ :	শিরকের স্থানে অবস্থান সম্পর্কে.....	৮৪

অধ্যায় কুরবানী

৭৮. অনুচ্ছেদ :	কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে.....	৮৫
৭৯. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী করা	৮৫
৮০. অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি কুরবানী করতে ইচ্ছা করে সে যেন যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিন চুল, নখ না কাটে.....	৮৬
৮১. অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর জন্য কোন ধরনের পশু উত্তম.....	৮৭
৮২. অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর পশুর বয়স কত হবে সে সম্পর্কে.....	৮৯
৮৩. অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর অনুপযোগী পশু সম্পর্কে.....	৯১
৮৪. অনুচ্ছেদ :	গাভী এবং উট কতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েয	৯৩
৮৫. অনুচ্ছেদ :	জামা'আতের পক্ষ হতে বকরী কুরবানী করা	৯৪

৮৬. অনুচ্ছেদ :	ইমামের কুরবানী ঈদগাহে করা সম্পর্কে.....	৯৫
৮৭. অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করা সম্পর্কে.....	৯৫
৮৮. অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর পণ্ডর উপর অনুহাহ করা.....	৯৬
৮৯. অনুচ্ছেদ :	মুসাফিরের কুরবানী সম্পর্কে.....	৯৭
৯০. অনুচ্ছেদ :	আহলে কিতাবদের কুরবানী সম্পর্কে.....	৯৭
৯১. অনুচ্ছেদ :	আরবদের গৌরব প্রকাশের নিমিত্ত হত্যাকৃত পণ্ডর ভক্ষণ করা.....	৯৯
৯২. অনুচ্ছেদ :	সাদা পাথর দিয়ে যবাহু করা.....	৯৯
৯৩. অনুচ্ছেদ :	বন্য পণ্ডকে কোন কিছু নিষ্ক্ষেপ করে যবাহু করা.....	১০১
৯৪. অনুচ্ছেদ :	উত্তমরূপে যবাহু করা.....	১০২
৯৫. অনুচ্ছেদ :	গর্ভস্থ বাচ্চা যবাহু করা সম্পর্কে.....	১০২
৯৬. অনুচ্ছেদ :	যবাহুর সময় বিস্মিল্লাহ বলা হয়েছে কিনা তা জানা না থাকলে সে গোশত খাওয়া সম্পর্কে.....	১০৩
৯৭. অনুচ্ছেদ :	রজব মাসে কুরবানী করা সম্পর্কে.....	১০৪
৯৮. অনুচ্ছেদ :	'আকীকা সম্পর্কে.....	১০৫

শিকার সম্পর্কীয় হাদীছ

৯৯. অনুচ্ছেদ :	শিকারের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন প্রয়োজনে কুকুর পোষা.....	১১১
১০০. অনুচ্ছেদ :	শিকার করা সম্পর্কে.....	১১২
১০১. অনুচ্ছেদ :	যদি জীবিত কোন শিকারকৃত জন্তুর দেহ থেকে গোশতের টুকরা কেটে নেওয়া হয় সে সম্পর্কে.....	১১৭
১০২. অনুচ্ছেদ :	শিকার পচাদ্ধাবন করা.....	১১৭

অধ্যায় : ওসীয়াত

১০৩. অনুচ্ছেদ :	ওসীয়াতের ব্যাপারে নির্দেশ.....	১১৯
১০৪. অনুচ্ছেদ :	ওসীয়াতকারীর জন্য তার মাল হতে যে পরিমাণ ওসীয়াত করা অবৈধ সে সম্পর্কে.....	১১৯
১০৫. অনুচ্ছেদ :	সুস্থাবস্থায় দান করার মর্যাদা সম্পর্কে.....	১২১
১০৬. অনুচ্ছেদ :	ওসীয়াত দ্বারা উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করা অন্যায়.....	১২১
১০৭. অনুচ্ছেদ :	ওসীয়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া.....	১২২
১০৮. অনুচ্ছেদ :	মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়াত করার নির্দেশ বাতিল হওয়া সম্পর্কে.....	১২৩
১০৯. অনুচ্ছেদ :	উত্তরাধিকারদের জন্য ওসীয়াত করা.....	১২৩
১১০. অনুচ্ছেদ :	ইয়াতীমের ঋণদায় সাথে নিজ ঋণ্য মিশান সম্পর্কে.....	১২৩
১১১. অনুচ্ছেদ :	ইয়াতীমের মাল হতে তার তদারককারী কি পরিমাণ নিতে পারবে.....	১২৪

১১২. অনুচ্ছেদ :	ইয়াতীমের সময়-কাল কখন শেষ হয়.....	১২৫
১১৩. অনুচ্ছেদ :	ইয়াতীমের মাল ভক্ষণের শাস্তি সম্পর্কে.....	১২৫
১১৪. অনুচ্ছেদ :	মৃতের কাফন তার সমুদয় মালের মধ্যে গণ্য হওয়ার প্রমাণ সম্পর্কে.....	১২৬
১১৫. অনুচ্ছেদ :	কোন ব্যক্তি কোন জিনিস হিবা করার পর ওসীয়াত বা উত্তরাধিকার সূত্রে তা পেলে.....	১২৬
১১৬. অনুচ্ছেদ :	কোন ব্যক্তির কোন সম্পদ ওয়াক্ফ করা সম্পর্কে.....	১২৭
১১৭. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদাকা সম্পর্কে.....	১২৯
১১৮. অনুচ্ছেদ :	যদি কেউ ওসীয়াত না করে মারা যায়, তার পক্ষ হতে সাদাকা প্রদান প্রসংগে.....	১৩০
১১৯. অনুচ্ছেদ :	কোন কাফিরের ওসীয়াত তার মুসলিম ওয়ালীর জন্য পালন করা প্রসংগে.....	১৩০
১২০. অনুচ্ছেদ :	যদি কেউ করযদার অবস্থায় মারা যায় এবং ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তখন করযদাতাদের উচিত ওয়ারিসদের কিছু সময় দেওয়া এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা.....	১৩১

কিতাবুল ফারাইয

১২১. অনুচ্ছেদ :	ফারাইয শিক্ষা সম্পর্কে.....	১৩৩
১২২. অনুচ্ছেদ :	কালালা সম্পর্কে.....	১৩৩
১২৩. অনুচ্ছেদ :	যার কোন সন্তান নেই, তবে ভগ্নীরা আছে সে সম্পর্কে.....	১৩৪
১২৪. অনুচ্ছেদ :	ওরসজাত সন্তানদের মীরাছ সম্পর্কে.....	১৩৫
১২৫. অনুচ্ছেদ :	দাদীর অংশ সম্পর্কে.....	১৩৮
১২৬. অনুচ্ছেদ :	দাদার মীরাছ সম্পর্কে.....	১৩৯
১২৭. অনুচ্ছেদ :	'আসাবা সম্পর্কে.....	১৪০
১২৮. অনুচ্ছেদ :	নিকটাত্মীয়ের মীরাছ সম্পর্কে.....	১৪০
১২৯. অনুচ্ছেদ :	ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত ও অভিশপ্ত মহিলার সন্তানের মীরাছ সম্পর্কে.....	১৪৩
১৩০. অনুচ্ছেদ :	কোন মুসলমান কি কোন কাফিরের ওয়ারিছ হতে পারে?.....	১৪৪
১৩১. অনুচ্ছেদ :	মীরাছ বন্টনের আগে ওয়ারিছ মুসলমান হলে.....	১৪৬
১৩২. অনুচ্ছেদ :	আযাদকৃত দাসের পরিত্যক্ত মাল সম্পর্কে.....	১৪৬
১৩৩. অনুচ্ছেদ :	কেউ কারো হাতে ইসলাম কবুল করলে সে সম্পর্কে.....	১৪৮
১৩৪. অনুচ্ছেদ :	আযাদকৃত দাস-দাসীর মাল বিক্রি করা সম্পর্কে.....	১৪৮
১৩৫. অনুচ্ছেদ :	সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে চীৎকার করে কাঁদার পর মারা গেলে সে সম্পর্কে.....	১৪৯
১৩৬. অনুচ্ছেদ :	আত্মীয়তার মীরাছ মৌখিক স্বীকৃতির মীরাছকে বাতিল করে দেয়.....	১৪৯
১৩৭. অনুচ্ছেদ :	শপথ গ্রহণ সম্পর্কে.....	১৫২
১৩৮. অনুচ্ছেদ :	স্বামীর দীয়াত বা রক্তপণে স্ত্রীর মীরাছ সম্পর্কে.....	১৫২

অধ্যায় : কর-খাজনা, অনুদান ও প্রশাসনিক দায়িত্ব

১৩৯. অনুচ্ছেদ :	অধীনস্থদের ব্যাপারে নেতার দায়িত্ব সম্পর্কে.....	১৫৫
১৪০. অনুচ্ছেদ :	নেতৃত্ব চাইলে সে সম্পর্কে.....	১৫৫
১৪১. অনুচ্ছেদ :	অন্ধ ব্যক্তির নেতৃত্ব সম্পর্কে.....	১৫৬
১৪২. অনুচ্ছেদ :	উযীর (মন্ত্রী) নিয়োগ করা সম্পর্কে.....	১৫৭
১৪৩. অনুচ্ছেদ :	'আরাফা (সমাজপতি) সম্পর্কে.....	১৫৭
১৪৪. অনুচ্ছেদ :	মুছরী বা করণিক রাখার ব্যাপারে.....	১৫৯
১৪৫. অনুচ্ছেদ :	সাদকা আদায়কারীর সাওয়াব.....	১৫৯
১৪৬. অনুচ্ছেদ :	খলীফা মনোনয়ন সম্পর্কে.....	১৬০
১৪৭. অনুচ্ছেদ :	বায়আত সম্পর্কে.....	১৬১
১৪৮. অনুচ্ছেদ :	সরকারী কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে.....	১৬২
১৪৯. অনুচ্ছেদ :	সরকারী কর্মচারীদের হাদিয়া গ্রহণ সম্পর্কে.....	১৬৩
১৫০. অনুচ্ছেদ :	সাদাকা ও যাকাতের মাল আত্মসাত করা সম্পর্কে.....	১৬৪
১৫১. অনুচ্ছেদ :	রাষ্ট্রনায়কের উপর নাগরিকদের অধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব.....	১৬৪
১৫২. অনুচ্ছেদ :	বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত বণ্টন সম্পর্কে.....	১৬৬
১৫৩. অনুচ্ছেদ :	মুসলমানদের সন্তান-সন্ততিদের খোরপোশ প্রদান সম্পর্কে.....	১৬৭
১৫৪. অনুচ্ছেদ :	কত বছর বয়সের যোদ্ধার জন্য যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমতের হিসসা নির্ধারণ করা হয়.....	১৬৮
১৫৫. অনুচ্ছেদ :	শেষ যামানায় অংশ নির্ধারণের কুফল সম্পর্কে.....	১৬৮
১৫৬. অনুচ্ছেদ :	দানপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের নাম রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা.....	১৬৯
১৫৭. অনুচ্ছেদ :	গনীমতের মাল হতে কিছু মাল রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের জন্য বেছে নিতেন, সে সম্পর্কে.....	১৭১
১৫৮. অনুচ্ছেদ :	ঐ পঞ্চমাংশ যা রাসূলুল্লাহ (সা.) গনীমতের মাল হতে নিতেন, কোথায় কোথায় তা বণ্টন করতেন এবং নিকটাত্মীয়দের হক সম্পর্কে.....	১৮২
১৫৯. অনুচ্ছেদ :	গনীমতের মালে নবী (সা.)-এর পসন্দনীয় অংশ.....	১৯৪
১৬০. অনুচ্ছেদ :	মদীনা হতে ইয়াহুদীদের কিরূপে বের করা হয়েছিল.....	১৯৮
১৬১. অনুচ্ছেদ :	বনু নযীরের ঘটনা সম্পর্কে.....	২০১
১৬২. অনুচ্ছেদ :	খায়বরের যমীনের হুকুম সম্পর্কে.....	২০৪
১৬৩. অনুচ্ছেদ :	মক্কা বিজয় সম্পর্কে.....	২১১
১৬৪. অনুচ্ছেদ :	তায়েফ বিজয় সম্পর্কে.....	২১৪
১৬৫. অনুচ্ছেদ :	ইয়ামানের যমীনের হুকুম সম্পর্কে.....	২১৫
১৬৬. অনুচ্ছেদ :	ইয়াহুদীদের আরবভূমি হতে বহিষ্কার প্রসঙ্গে.....	২১৭
১৬৭. অনুচ্ছেদ :	কাফিরের দেশে যুদ্ধে প্রাপ্ত যমীন মুসলমানদের অধিকারে আসা সম্পর্কে.....	২১৯
১৬৮. অনুচ্ছেদ :	জিযিয়া কর নেওয়া সম্পর্কে.....	২২০

১৬৯. অনুচ্ছেদ :	অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ সম্পর্কে	২২২
১৭০. অনুচ্ছেদ :	জিযিয়া কর আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ সম্পর্কে	২২৪
১৭১. অনুচ্ছেদ :	যিম্মী কাফিরের তেজারতী মাল হতে 'উশর বা দশ ভাগের একভাগ নেওয়া সম্পর্কে	২২৪
১৭২. অনুচ্ছেদ :	যদি কোন যিম্মী বছরের মাঝখানে ইসলাম কবুল করে, তবে তাকে কি অবশিষ্ট সময়কালের জন্য জিযিয়া কর দিতে হবে?	২২৭
১৭৩. অনুচ্ছেদ :	ইমামের জন্য মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ সম্পর্কে	২২৮
১৭৪. অনুচ্ছেদ :	যমীন খণ্ড করে বন্দোবস্ত দেওয়া	২৩২
১৭৫. অনুচ্ছেদ :	অনাবাদী যমীন আবাদ করা	২৪০
১৭৬. অনুচ্ছেদ :	খারায়ী যমীন ক্রয় করা সম্পর্কে	২৪৩
১৭৭. অনুচ্ছেদ :	কোন যমীনের ঘাস বা পানি ইমাম বা কোন ব্যক্তির সংরক্ষণ করা সম্পর্কে	২৪৪
১৭৮. অনুচ্ছেদ :	খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে	২৪৫
১৭৯. অনুচ্ছেদ :	কাফিরদের পুরাতন কবর খোঁড়া সম্পর্কে	২৪৬

কিতাবুল জানাজা

১৮০. অনুচ্ছেদ :	গুনাহ মার্জনাকারী রোগের বর্ণনা	২৪৯
১৮১. অনুচ্ছেদ :	যখন কোন লোক কোন নেক কাজে অভ্যস্ত হয় পরে অসুখের বা সফরের কারণে তা আদায় করতে ব্যর্থ হয় সে সম্পর্কে	২৫১
১৮২. অনুচ্ছেদ :	মহিলা রোগীদের সেবা প্রসঙ্গে	২৫১
১৮৩. অনুচ্ছেদ :	রোগীর পরিচর্যা সম্পর্কে	২৫২
১৮৪. অনুচ্ছেদ :	যিম্মী কাফিরের পরিচর্যা সম্পর্কে	২৫৩
১৮৫. অনুচ্ছেদ :	পায়ে হেঁটে রোগী দেখতে যাওয়া সম্পর্কে	২৫৩
১৮৬. অনুচ্ছেদ :	উযুর সাথে রোগী দেখার ফযীলত সম্পর্কে	২৫৪
১৮৭. অনুচ্ছেদ :	বারবার রোগী পরিদর্শন করা সম্পর্কে	২৫৫
১৮৮. অনুচ্ছেদ :	চোখের রোগীর পরিচর্যা সম্পর্কে	২৫৫
১৮৯. অনুচ্ছেদ :	মহামারীর স্থান হতে অন্যত্র গমন সম্পর্কে	২৫৬
১৯০. অনুচ্ছেদ :	রোগী দেখার সময় তার রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করা সম্পর্কে	২৫৬
১৯১. অনুচ্ছেদ :	রোগী দেখার সময় তার জন্য দু'আ করা সম্পর্কে	২৫৭
১৯২. অনুচ্ছেদ :	মৃত্যু কামনা করা অনুচিত হওয়া সম্পর্কে	২৫৮
১৯৩. অনুচ্ছেদ :	হঠাৎ মৃত্যু সম্পর্কে	২৫৮
১৯৪. অনুচ্ছেদ :	মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত	২৫৯
১৯৫. অনুচ্ছেদ :	রোগীর নখ কাটা ও লজ্জাস্থানের লোম মুগুন সম্পর্কে	২৬০
১৯৬. অনুচ্ছেদ :	মৃত্যুর সময় আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা	২৬১

১৯৭. অনুচ্ছেদ :	মৃত্যুর সময় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে কাফনের পবিত্র কাপড় পরানো সম্পর্কে.....	২৬১
১৯৮. অনুচ্ছেদ :	মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে কি ধরনের কথা বলা উচিত	২৬২
১৯৯. অনুচ্ছেদ :	তাল্কীন ২ সম্পর্কে.....	২৬২
২০০. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করা সম্পর্কে.....	২৬৩
২০১. অনুচ্ছেদ :	“ইন্না লিল্লাহ্” পড়া সম্পর্কে.....	২৬৪
২০২. অনুচ্ছেদ :	মৃতের দেহ বস্ত্রাবৃত করা সম্পর্কে.....	২৬৪
২০৩. অনুচ্ছেদ :	মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে.....	২৬৪
২০৪. অনুচ্ছেদ :	বিপদের সময় বসে পড়া সম্পর্কে.....	২৬৫
২০৫. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা.....	২৬৫
২০৬. অনুচ্ছেদ :	মুসীবতের সময় সবার করা.....	২৬৬
২০৭. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা.....	২৬৭
২০৮. অনুচ্ছেদ :	বিলাপ করা সম্পর্কে.....	২৬৮
২০৯. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির পরিজনদের খাদ্যদান সম্পর্কে.....	২৭০
২১০. অনুচ্ছেদ :	শহীদের গোসল দিতে হবে কিনা?.....	২৭০
২১১. অনুচ্ছেদ :	গোসলের সময় মৃতব্যক্তির লজ্জাস্থান আবৃত রাখা সম্পর্কে.....	২৭২
২১২. অনুচ্ছেদ :	মৃতব্যক্তির গোসল দানের পদ্ধতি.....	২৭৩
২১৩. অনুচ্ছেদ :	কাফন সম্পর্কে.....	২৭৫
২১৪. অনুচ্ছেদ :	দামী কাফন ব্যবহার না করা সম্পর্কে.....	২৭৭
২১৫. অনুচ্ছেদ :	স্ত্রীলোকের কাফন সম্পর্কে.....	২৭৮
২১৬. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির জন্য মিশকের খুশবু ব্যবহার প্রসঙ্গে.....	২৭৯
২১৭. অনুচ্ছেদ :	দাফন-কাফনের জন্য জলদি করা.....	২৭৯
২১৮. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির গোসলদাতার গোসল সম্পর্কে.....	২৮০
২১৯. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা.....	২৮১
২২০. অনুচ্ছেদ :	রাত্রিতে দাফন করা.....	২৮১
২২১. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির লাশ এক স্থান হতে অন্যস্থানে নেওয়া.....	২৮১
২২২. অনুচ্ছেদ :	জানাযার নামাযে কাতারবন্দী হওয়া.....	২৮২
২২৩. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির লাশের পেছনে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ.....	২৮২
২২৪. অনুচ্ছেদ :	সালাতুল জানাযা আদায় করা ও লাশের অনুগমন করার ফযীলত.....	২৮২
২২৫. অনুচ্ছেদ :	জানাযার সাথে আগুন নেওয়া নিষেধ.....	২৮৪
২২৬. অনুচ্ছেদ :	জানাযা আসতে দেখে দাঁড়ান সম্পর্কে.....	২৮৪
২২৭. অনুচ্ছেদ :	জানাযার সাথে বাহনে সাওয়ার হয়ে যাওয়া নিষেধ.....	২৮৬
২২৮. অনুচ্ছেদ :	জানাযার আগে আগে যাওয়া সম্পর্কে.....	২৮৭
২২৯. অনুচ্ছেদ :	জানাযা দ্রুত বহন করা.....	২৮৭

২৩০. অনুচ্ছেদ :	আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাযে ইমামের শরীক না হওয়া	২৮৯
২৩১. অনুচ্ছেদ :	শরীআতের বিধান অনুসারে বিচারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া সম্পর্কে	২৯০
২৩২. অনুচ্ছেদ :	শিশুর সালাতুল জানাযা পড়া সম্পর্কে	২৯০
২৩৩. অনুচ্ছেদ :	মসজিদে জানাযার নামায আদায় সম্পর্কে	২৯১
২৩৪. অনুচ্ছেদ :	সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দাফন না করা	২৯২
২৩৫. অনুচ্ছেদ :	পুরুষ এবং মহিলার জানাযা এক সাথে হাযির হলে কার জানাযা (লাশ) আগে থাকবে	২৯২
২৩৬. অনুচ্ছেদ :	জানাযা নামায পড়ার ইমাম মৃত ব্যক্তির কোন স্থান বরাবর দাঁড়াবে	২৯৩
২৩৭. অনুচ্ছেদ :	জানাযার নামাযের তাকবীর সম্পর্কে	২৯৫
২৩৮. অনুচ্ছেদ :	জানাযার নামাযে যা পড়তে হবে	২৯৬
২৩৯. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা	২৯৬
২৪০. অনুচ্ছেদ :	কবরের উপর সালাতুল জানাযা আদায় করা	২৯৮
২৪১. অনুচ্ছেদ :	মুশরিকদের দেশে মৃত্যুপ্রাপ্ত মুসলমানের সালাতুল জানাযা আদায় সম্পর্কে	২৯৯
২৪২. অনুচ্ছেদ :	কয়েকজন মৃত ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা এবং কবর চিহ্নিত করা সম্পর্কে	৩০০
২৪৩. অনুচ্ছেদ :	কবর খননকারী যদি মৃত ব্যক্তির হাঁড় পায়, তবে সেখানে কবর খুঁড়বে না	৩০১
২৪৪. অনুচ্ছেদ :	লাহাদ বা বগলী কবর সম্পর্কে	৩০১
২৪৫. অনুচ্ছেদ :	মুর্দা রাখার জন্য কতজন কবরে প্রবেশ করবে	৩০১
২৪৬. অনুচ্ছেদ :	মরদেহ কিরূপে প্রবেশ করাবে	৩০২
২৪৭. অনুচ্ছেদ :	কবরের পাশে কিভাবে বসবে	৩০৩
২৪৮. অনুচ্ছেদ :	লাশ কবরে রাখার সময় দু'আ পড়া	৩০৩
২৪৯. অনুচ্ছেদ :	মুসলমানের কোন মুশরিক স্বজন মারা গেলে	৩০৩
২৫০. অনুচ্ছেদ :	কবর অধিক গভীর করা	৩০৪
২৫১. অনুচ্ছেদ :	কবর সমতল করা	৩০৫
২৫২. অনুচ্ছেদ :	লাশ দাফন করে ফিরে আসার সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মুর্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা	৩০৬
২৫৩. অনুচ্ছেদ :	কবরের পাশে যবাহু না করা	৩০৬
২৫৪. অনুচ্ছেদ :	কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির কবরের উপর জানাযার নামায পড়া	৩০৭
২৫৫. অনুচ্ছেদ :	কবরের উপর সৌধ নির্মাণ না করা	৩০৭
২৫৬. অনুচ্ছেদ :	কবরের উপর না বসা	৩০৮

২৫৭. অনুচ্ছেদ :	জুতা পায়ে দিয়ে কবর স্থানে চলাফেরা করা	৩০৯
২৫৮. অনুচ্ছেদ :	বিশেষ কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করা	৩১০
২৫৯. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা	৩১০
২৬০. অনুচ্ছেদ :	কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে	৩১১
২৬১. অনুচ্ছেদ :	মহিলাদের কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে	৩১২
২৬২. অনুচ্ছেদ :	কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কি বলবে?	৩১২
২৬৩. অনুচ্ছেদ :	কেউ ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে কি করতে হবে	৩১২

অধ্যায় : শপথ ও মানতের বিবরণ

২৬৪. অনুচ্ছেদ :	মিথ্যা কসম খাওয়া কঠোর অপরাধ	৩১৫
২৬৫. অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি অন্যের মাল আত্মসাতের জন্য মিথ্যা কসম খাবে	৩১৫
২৬৬. অনুচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিস্বরের কাছে মিথ্যা কসম করা খুবই বড় গুনাহ	৩১৭
২৬৭. অনুচ্ছেদ :	আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খাওয়া	৩১৮
২৬৮. অনুচ্ছেদ :	বাপ-দাদার নামে কসম না করা	৩১৮
২৬৯. অনুচ্ছেদ :	আমানতের উপর কসম খাওয়া	৩২০
২৭০. অনুচ্ছেদ :	অস্পষ্ট স্বরে ছলনামূলক কসম করা	৩২০
২৭১. অনুচ্ছেদ :	ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মায়হাব গ্রহণ করার জন্য কসম খাওয়া	৩২১
২৭২. অনুচ্ছেদ :	তরকারী না খাওয়ার জন্য কসম খাওয়া	৩২২
২৭৩. অনুচ্ছেদ :	কসমের পর ইনশা আল্লাহ্ বলা	৩২২
২৭৪. অনুচ্ছেদ :	নবী (সা.)-এর কসম কিরূপ ছিল	৩২৩
২৭৫. অনুচ্ছেদ :	অন্য কাজ মঙ্গলজনক হলে কসম ভংগ করা	৩২৪
২৭৬. অনুচ্ছেদ :	যে কোন কসম খেলে কি তা সত্যিকার কসম হবে?	৩২৫
২৭৭. অনুচ্ছেদ :	ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করলে	৩২৬
২৭৮. অনুচ্ছেদ :	কসমের কাফ্ফারায় কোন্ সা'আ গ্রহণীয় সে সম্পর্কে	৩২৭
২৭৯. অনুচ্ছেদ :	কাফ্ফারাতে আযাদযোগ্য মুসলিম দাসী	৩২৭
২৮০. অনুচ্ছেদ :	মানত না করা সম্পর্কে	৩২৮
২৮১. অনুচ্ছেদ :	গুনাহের কাজে মানত করা	৩২৯
২৮২. অনুচ্ছেদ :	যখন গুনাহের মানত ভংগ করবে, তখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে	৩২৯
২৮৩. অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি বায়তুল মাক্দিসে গিয়ে সালাত আদায়ের জন্য মানত করে	৩৩৩
২৮৪. অনুচ্ছেদ :	মৃত ব্যক্তির মানত পূরা করা	৩৩৪
২৮৫. অনুচ্ছেদ :	মানত আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে	৩৩৫
২৮৬. অনুচ্ছেদ :	যার মালিক নয়, এরূপ কিছু মানত করলে	৩৩৬
২৮৭. অনুচ্ছেদ :	নিজের সব মাল কেউ সাদাকা করতে চাইলে সে সম্পর্কে	৩৩৮
২৮৮. অনুচ্ছেদ :	জাহিলিয়াত যুগের মানতের পর ইসলাম কবুল করলে	৩৩৯
২৮৯. অনুচ্ছেদ :	নির্ধারিত না করে যদি কেউ মানত করে	৩৩৯

২৯০. অনুচ্ছেদ :	বেহুদা কসম খাওয়া.....	৩৪০
২৯১. অনুচ্ছেদ :	যদি কেউ কিছু না খাওয়ার জন্য কসম করে.....	৩৪১
২৯২. অনুচ্ছেদ :	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্না করার জন্য শপথ করলে.....	৩৪২
২৯৩. অনুচ্ছেদ :	শপথ করার পর ইনশাআল্লাহ বলা.....	৩৪৩
২৯৪. অনুচ্ছেদ :	যদি কেউ এরূপ মানত করে, যা পূরণ করার ক্ষমতা তার নেই.....	৩৪৪

অধ্যায় ৪ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য

২৯৫. অনুচ্ছেদ :	ব্যবসার মধ্যে কসম ও মিথ্যা মিশ্রিত হওয়া সম্পর্কে.....	৩৪৫
২৯৬. অনুচ্ছেদ :	খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা সম্পর্কে.....	৩৪৬
২৯৭. অনুচ্ছেদ :	সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করা.....	৩৪৬
২৯৮. অনুচ্ছেদ :	সূদখোর এবং তার মক্কেল সম্পর্কে.....	৩৪৯
২৯৯. অনুচ্ছেদ :	সূদ প্রত্যাহার করা.....	৩৪৯
৩০০. অনুচ্ছেদ :	ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মিথ্যা কসম খাওয়া ঘৃণিত কাজ.....	৩৪৯
৩০১. অনুচ্ছেদ :	মাপে কিছু বেশী দেওয়া এবং কয়ালী নিয়ে মাপ সম্পর্কে.....	৩৫০
৩০২. অনুচ্ছেদ :	নবী (সা.)-এর বাণী : মদীনাবাসীদের মাপই গ্রহণযোগ্য.....	৩৫১
৩০৩. অনুচ্ছেদ :	দেনা আদায়ের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা.....	৩৫২
৩০৪. অনুচ্ছেদ :	দেনা পরিশোধে গড়িমসি করা.....	৩৫৪
৩০৫. অনুচ্ছেদ :	উত্তমরূপে দেনা পরিশোধ করা.....	৩৫৪
৩০৬. অনুচ্ছেদ :	সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে.....	৩৫৫
৩০৭. অনুচ্ছেদ :	তরবারির বাঁট দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা.....	৩৫৬
৩০৮. অনুচ্ছেদ :	রূপার বিনিময়ে সোনা নেওয়া.....	৩৫৮
৩০৯. অনুচ্ছেদ :	পশুর বদলে পশু বাকীতে বিক্রি করা.....	৩৫৯
৩১০. অনুচ্ছেদ :	বাকীতে পশু ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে.....	৩৫৯
৩১১. অনুচ্ছেদ :	নগদে বদলী ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে.....	৩৬০
৩১২. অনুচ্ছেদ :	খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি সম্পর্কে.....	৩৬০
৩১৩. অনুচ্ছেদ :	মুযাবানা সম্পর্কে.....	৩৬১
৩১৪. অনুচ্ছেদ :	‘আরায়া বা গাছের ফল বিক্রি করা.....	৩৬১
৩১৫. অনুচ্ছেদ :	‘আরায়ার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ.....	৩৬২
৩১৬. অনুচ্ছেদ :	আরায়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে.....	৩৬২
৩১৭. অনুচ্ছেদ :	পাকার আগে ফল বিক্রি করা.....	৩৬৩
৩১৮. অনুচ্ছেদ :	কয়েক বছরের জন্য গাছের ফল বিক্রি করা.....	৩৬৫
৩১৯. অনুচ্ছেদ :	ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে.....	৩৬৬
৩২০. অনুচ্ছেদ :	ঠেকায় পড়ে বিক্রি করা.....	৩৬৮
৩২১. অনুচ্ছেদ :	শরীকী কারবার সম্পর্কে.....	৩৬৮
৩২২. অনুচ্ছেদ :	ব্যবসায়ীর বৈপরীত্য সম্পর্কে.....	৩৬৯

৩২৩. অনুচ্ছেদ :	মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার মাল দিয়ে কারো ব্যবসা করা.....	৩৭০
৩২৪. অনুচ্ছেদ :	মূলধন ব্যতীত লভ্যাংশে শরীক হওয়া.....	৩৭১
৩২৫. অনুচ্ছেদ :	কৃষি জমি বর্গা দেওয়া.....	৩৭১
৩২৬. অনুচ্ছেদ :	জমি বর্গা না দেওয়া সম্পর্কে.....	৩৭৩
৩২৭. অনুচ্ছেদ :	জমির মালিকের বিনা অনুমতিতে তার জমি চাষ করা.....	৩৭৮
৩২৮. অনুচ্ছেদ :	জমি ভাগে বর্গা দেওয়া.....	৩৭৮
৩২৯. অনুচ্ছেদ :	গাছের ফল বণ্টন সম্পর্কে.....	৩৮০
৩৩০. অনুচ্ছেদ :	অনুমান করা সম্পর্কে.....	৩৮১
৩৩১. অনুচ্ছেদ :	শিক্ষকের পারিশ্রমিক সম্পর্কে.....	৩৮২
৩৩২. অনুচ্ছেদ :	চিকিৎসকদের মজুরী সম্পর্কে.....	৩৮৩
৩৩৩. অনুচ্ছেদ :	হাজ্জামের উপার্জন সম্পর্কে.....	৩৮৬
৩৩৪. অনুচ্ছেদ :	দাসীদের উপার্জন সম্পর্কে.....	৩৮৭
৩৩৫. অনুচ্ছেদ :	পুরুষ পশুকে স্ত্রী পশুর সাথে সংগম করিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ.....	৩৮৮
৩৩৬. অনুচ্ছেদ :	স্বর্ণকারের পেশা সম্পর্কে.....	৩৮৮
৩৩৭. অনুচ্ছেদ :	মালদার গোলাম বিক্রি করা.....	৩৮৯
৩৩৮. অনুচ্ছেদ :	ব্যবসায়ীদের বাজারে আসার আগে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মালামাল খরিদ করা.....	৩৯০
৩৩৯. অনুচ্ছেদ :	ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য দালালী করা নিষিদ্ধ.....	৩৯১
৩৪০. অনুচ্ছেদ :	শহরবাসীদের জন্য গ্রামবাসীদের পক্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রি না করা.....	৩৯১
৩৪১. অনুচ্ছেদ :	পশুর স্তনভর্তি আটকান দুধ দেখে ক্রয়ের পর তা না-পসন্দ করা.....	৩৯২
৩৪২. অনুচ্ছেদ :	মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্য-শস্য মণ্ডজুদ রাখা নিষিদ্ধ.....	৩৯৪
৩৪৩. অনুচ্ছেদ :	রূপার টাকার ভেঙ্গে ফেলা সম্পর্কে.....	৩৯৫
৩৪৪. অনুচ্ছেদ :	খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া নিষিদ্ধ.....	৩৯৬
৩৪৫. অনুচ্ছেদ :	ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার সম্পর্কে.....	৩৯৭
৩৪৬. অনুচ্ছেদ :	বিক্রেতার চাহিদা মত বিক্রীত দ্রব্য স্বেচ্ছায় ফেরত দেওয়ার মর্যাদা সম্পর্কে.....	৩৯৯
৩৪৭. অনুচ্ছেদ :	একই সাথে দু'টি বেচা-কেনা করা.....	৩৯৯
৩৪৮. অনুচ্ছেদ :	ঈনা বিক্রি নিষিদ্ধ.....	৪০০
৩৪৯. অনুচ্ছেদ :	অগ্রিম মূল্য নিয়ে বিক্রি করা.....	৪০০
৩৫০. অনুচ্ছেদ :	বিশেষ কোন ফলের অগ্রিম বিক্রি সম্পর্কে.....	৪০২
৩৫১. অনুচ্ছেদ :	অগ্রিম বিক্রীত দ্রব্য হস্তান্তরিত না হওয়া সম্পর্কে.....	৪০২
৩৫২. অনুচ্ছেদ :	দৈব-দুর্বিপাকে ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফল ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতি পূরণ সম্পর্কে.....	৪০৩
৩৫৩. অনুচ্ছেদ :	দৈব-দুর্বিপাকের ব্যাখ্যা ইত্যংগে.....	৪০৪

৩৫৪. অনুচ্ছেদ :	পানি বন্ধ করা সম্পর্কে.....	৪০৪
৩৫৫. অনুচ্ছেদ :	প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা.....	৪০৬
৩৫৬. অনুচ্ছেদ :	বিড়াল বিক্রির মূল্য সম্পর্কে.....	৪০৬
৩৫৭. অনুচ্ছেদ :	কুকুরের মূল্য গ্রহণ সম্পর্কে.....	৪০৭
৩৫৮. অনুচ্ছেদ :	মদ এবং মৃত জীব-জন্তুর মূল্য সম্পর্কে.....	৪০৮
৩৫৯. অনুচ্ছেদ :	খাদ্য-শস্য হস্তগত করার আগে তা বিক্রি করা.....	৪১০
৩৬০. অনুচ্ছেদ :	বিক্রির সময় যদি কেউ বলে : এতে কোন ধোঁকাবাজি নেই.....	৪১৩
৩৬১. অনুচ্ছেদ :	অগ্রিম বায়না করা.....	৪১৪
৩৬২. অনুচ্ছেদ :	যা নিজের কাছে নেই, তা বিক্রি করা.....	৪১৪
৩৬৩. অনুচ্ছেদ :	ক্রয়-বিক্রয়ে শর্তারোপ করা.....	৪১৫
৩৬৪. অনুচ্ছেদ :	কৃতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পর্কে.....	৪১৫
৩৬৫. অনুচ্ছেদ :	গোলাম খরিদের পর তাকে কাজে লাগাবার পর তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে.....	৪১৬
৩৬৬. অনুচ্ছেদ :	বিক্রীত বস্তুর উপস্থিতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য হলে.....	৪১৭
৩৬৭. অনুচ্ছেদ :	শুফ্‌আ বা শরীকী অধিকার সম্পর্কে.....	৪১৮
৩৬৮. অনুচ্ছেদ :	কপর্দকহীন গরীব লোকের নিকট যদি কেউ তার মাল পায়.....	৪২০
৩৬৯. অনুচ্ছেদ :	অক্ষম, দুর্বল পশু প্রতিপালন সম্পর্কে.....	৪২২
৩৭০. অনুচ্ছেদ :	বন্ধক রাখা সম্পর্কে.....	৪২২
৩৭১. অনুচ্ছেদ :	নিজের সন্তানের কামাই খাওয়া.....	৪২৩
৩৭২. অনুচ্ছেদ :	নিজের কোন হারানো মাল অন্যের নিকট পাওয়া গেলে.....	৪২৪
৩৭৩. অনুচ্ছেদ :	স্বীয় অধিকারের মাল হতে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ সম্পর্কে.....	৪২৪
৩৭৪. অনুচ্ছেদ :	হাদিয়া কবুল করা সম্পর্কে.....	৪২৬
৩৭৫. অনুচ্ছেদ :	দানে প্রদত্ত বস্তু ফেরত নেওয়া.....	৪২৬
৩৭৬. অনুচ্ছেদ :	প্রয়োজন পূরণের জন্য হাদিয়া গ্রহণ.....	৪২৭
৩৭৭. অনুচ্ছেদ :	কোন সন্তানকে অতিরিক্ত কিছু দান করা সম্পর্কে.....	৪২৮
৩৭৮. অনুচ্ছেদ :	স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর কিছু দান করা.....	৪৩০
৩৭৯. অনুচ্ছেদ :	সারা জীবনের জন্য কিছু দান করা.....	৪৩১
৩৮০. অনুচ্ছেদ :	সারা জীবনের জন্য কাউকে কিছু দেওয়ার সময় দাতা যদি পরবর্তীতে তার ওয়ারিছের কথা উল্লেখ করে.....	৪৩২
৩৮১. অনুচ্ছেদ :	দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কেউ মারা গেলে জীবিত ব্যক্তি তা ভোগ করার শর্ত সাপেক্ষে কাউকে কিছু দান করা.....	৪৩৪
৩৮২. অনুচ্ছেদ :	ধার হিসাবে গৃহীত বস্তুর ক্ষতিপূরণের যিম্মাদারী.....	৪৩৫
৩৮৩. অনুচ্ছেদ :	কারো কোন জিনিস নষ্ট করলে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া.....	৪৩৭
৩৮৪. অনুচ্ছেদ :	লোকজনের ফসল নষ্টকারী পশু সম্পর্কে.....	৪৩৮

অধ্যায় : বিচার

৩৮৫. অনুচ্ছেদ :	বিচারকের পদপ্রার্থী হওয়া সম্পর্কে.....	৪৪১
৩৮৬. অনুচ্ছেদ :	বিচারকের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে.....	৪৪১
৩৮৭. অনুচ্ছেদ :	বিচারক হতে চাওয়া এবং দ্রুত বিচার করা.....	৪৪৩
৩৮৮. অনুচ্ছেদ :	ঘুষের অপকারিতা সম্পর্কে.....	৪৪৪
৩৮৯. অনুচ্ছেদ :	কর্মচারীদের হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা সম্পর্কে.....	৪৪৪
৩৯০. অনুচ্ছেদ :	বিচার কিরূপে করতে হবে.....	৪৪৫
৩৯১. অনুচ্ছেদ :	কাযীর বিচারে যদি কোন ভুল-চুক হয়.....	৪৪৫
৩৯২. অনুচ্ছেদ :	বাদী-বিবাদী কাযীর সামনে কিরূপে বসবে.....	৪৪৭
৩৯৩. অনুচ্ছেদ :	রাগান্বিত অবস্থায় কাযী ফয়সালা দিলে.....	৪৪৭
৩৯৪. অনুচ্ছেদ :	যিহ্মীদের মধ্যে বিচার সম্পর্কে.....	৪৪৮
৩৯৫. অনুচ্ছেদ :	ফায়সালার ব্যাপারে ইজতিহাদ করা.....	৪৪৯
৩৯৬. অনুচ্ছেদ :	সাক্ষী সম্পর্কে.....	৪৫০
৩৯৭. অনুচ্ছেদ :	সাক্ষী ও সাক্ষ্যদান সম্পর্কে.....	৪৫১
৩৯৮. অনুচ্ছেদ :	প্রকৃত ঘটনা না জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বাদী-বিবাদীকে সাহায্য করে.....	৪৫১
৩৯৯. অনুচ্ছেদ :	মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান সম্পর্কে.....	৪৫২
৪০০. অনুচ্ছেদ :	যার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়.....	৪৫৩
৪০১. অনুচ্ছেদ :	শহরবাসীদের উপর গ্রামবাসীদের সাক্ষ্যদান.....	৪৫৩
৪০২. অনুচ্ছেদ :	দুধ পান করানোর ব্যাপারে সাক্ষ্যদান.....	৪৫৪
৪০৩. অনুচ্ছেদ :	সফরকালীন সময়ের ওসীয়াত সম্পর্কে যিহ্মী কাফিরের সাক্ষ্যদান.....	৪৫৫
৪০৪. অনুচ্ছেদ :	কোন একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য সত্য বলে বিশ্বাস হলে বিচারক তার সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে ফায়সালা করতে পারেন.....	৪৫৬
৪০৫. অনুচ্ছেদ :	একটি শপথ ও একজন সাক্ষীর উপর বিচার করা.....	৪৫৭
৪০৬. অনুচ্ছেদ :	সাক্ষী ব্যতীত কোন জিনিসের ব্যাপারে দু'ব্যক্তির দাবীদার হওয়া সম্পর্কে....	৪৬০
৪০৭. অনুচ্ছেদ :	বিবাদীর শপথ করা সম্পর্কে.....	৪৬২
৪০৮. অনুচ্ছেদ :	কসম কিভাবে করতে হবে.....	৪৬২
৪০৯. অনুচ্ছেদ :	বিবাদী যদি যিহ্মী (কাফির) হয় তবে সে কিরূপে শপথ করবে?.....	৪৬৩
৪১০. অনুচ্ছেদ :	কোন ব্যাপারে জানা না থাকলে বিবাদীকে সে ব্যাপারে কসম দেওয়া সম্পর্কে.....	৪৬৩
৪১১. অনুচ্ছেদ :	কাফির যিহ্মীকে কিরূপে শপথ দিতে হবে?.....	৪৬৪
৪১২. অনুচ্ছেদ :	স্বীয় অধিকার আদায়ের জন্য হলফ করা.....	৪৬৫
৪১৩. অনুচ্ছেদ :	দেনার কারণে কাউকে কয়েদ করা যায় কিনা.....	৪৬৬
৪১৪. অনুচ্ছেদ :	উকিল সম্পর্কে.....	৪৬৭
৪১৫. অনুচ্ছেদ :	বিচার সম্পর্কে আরো আলোচনা.....	৪৬৮

অধ্যায় : শিক্ষা-বিদ্যা (জ্ঞান-বিজ্ঞান)

৪১৬. অনুচ্ছেদ :	ইল্মের ফযীলত সম্পর্কে	৪৭৩
৪১৭. অনুচ্ছেদ :	আহলে কিতাবদের হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে	৪৭৪
৪১৮. অনুচ্ছেদ :	ইল্ম লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে	৪৭৫
৪১৯. অনুচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে কোন মিথ্যা কথা বলার কঠোর পরিণতি	৪৭৬
৪২০. অনুচ্ছেদ :	কুরআন না বুঝে তাফসীর করলে	৪৭৭
৪২১. অনুচ্ছেদ :	একটি হাদীছ বরাবর বর্ণনা করা	৪৭৭
৪২২. অনুচ্ছেদ :	দ্রুত হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে	৪৭৮
৪২৩. অনুচ্ছেদ :	ফতোয়া দেওয়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা	৪৭৯
৪২৪. অনুচ্ছেদ :	জ্ঞানের বিষয় গোপন করলে	৪৭৯
৪২৫. অনুচ্ছেদ :	ইল্ম প্রচারের ফযীলত সম্পর্কে	৪৮০
৪২৬. অনুচ্ছেদ :	বনু ইসরাঈলের নিকট হতে কাহিনী বর্ণনা	৪৮১
৪২৭. অনুচ্ছেদ :	গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইলমে দীন শিক্ষা করা	৪৮১
৪২৮. অনুচ্ছেদ :	কিসসা বর্ণনা প্রসঙ্গে	৪৮২

অধ্যায় : পানীয়

৪২৯. অনুচ্ছেদ :	মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে	৪৮৫
৪৩০. অনুচ্ছেদ :	মদ তৈরীর জন্য আংগুর নিংড়ানো সম্পর্কে	৪৮৭
৪৩১. অনুচ্ছেদ :	শরাবের সিকী বানানো সম্পর্কে	৪৮৮
৪৩২. অনুচ্ছেদ :	কোন কোন জিনিস থেকে কাবাব তৈরী হয়	৪৮৮
৪৩৩. অনুচ্ছেদ :	নেশার বস্তু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে	৪৮৯
৪৩৪. অনুচ্ছেদ :	দাযী শরাব সম্পর্কে	৪৯২
৪৩৫. অনুচ্ছেদ :	মদের পাত্র সম্পর্কে	৪৯৩
৪৩৬. অনুচ্ছেদ :	মিশ্রিত বস্তু সম্পর্কে	৪৯৮
৪৩৭. অনুচ্ছেদ :	আধ-পাকা খেজুর দ্বারা নাবীয তৈরী করা	৫০০
৪৩৮. অনুচ্ছেদ :	নাবীযের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে	৫০১
৪৩৯. অনুচ্ছেদ :	মধুর শরবত পান করা	৫০২
৪৪০. অনুচ্ছেদ :	নাবীয যদি জোশ মেরে উঠে তবে তা পান করা সম্পর্কে	৫০৪
৪৪১. অনুচ্ছেদ :	দাঁড়ান অবস্থায় পানি পান করা	৫০৪
৪৪২. অনুচ্ছেদ :	মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা	৫০৫
৪৪৩. অনুচ্ছেদ :	মশকের মুখ বাঁকা করে পানি পান করা	৫০৫
৪৪৪. অনুচ্ছেদ :	ভাঙ্গা পাত্রের ছিদ্রপথে পানি পান করা	৫০৬
৪৪৫. অনুচ্ছেদ :	সোনা ও রূপার পাত্রে পানি পান করা	৫০৬
৪৪৬. অনুচ্ছেদ :	জানোয়ারের মত পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা	৫০৭

৪৪৭. অনুচ্ছেদ :	সাকী নিজে কখন পানি পান করবে	৫০৭
৪৪৮. অনুচ্ছেদ :	পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেওয়া সম্পর্কে.....	৫০৮
৪৪৯. অনুচ্ছেদ :	দুধ পানের পর যা বলতে হবে.....	৫০৯
৪৫০. অনুচ্ছেদ :	পাত্র ঢেকে রাখা সম্পর্কে.....	৫০৯

অধ্যায় : খাদ্যদ্রব্য

৪৫১. অনুচ্ছেদ :	দাওয়াত গ্রহণ করা সম্পর্কে.....	৫১৩
৪৫২. অনুচ্ছেদ :	সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় খাদ্য খাওয়ানো	৫১৫
৪৫৩. অনুচ্ছেদ :	মেহমানের মেহমানদারী কতদিন এবং কিভাবে করতে হবে.....	৫১৫
৪৫৪. অনুচ্ছেদ :	ওলীমা কতদিন পর্যন্ত করা মুস্তাহাব.....	৫১৬
৪৫৫. অনুচ্ছেদ :	যিয়াফত সম্পর্কে আরো কিছু বক্তব্য.....	৫১৭
৪৫৬. অনুচ্ছেদ :	মেহমানের জন্য অন্যের মাল খাওয়ার হুকুম বাতিল হওয়া	৫১৮
৪৫৭. অনুচ্ছেদ :	প্রতিযোগিতা করে খাদ্য খাওয়ানো	৫১৯
৪৫৮. অনুচ্ছেদ :	যাকে দাওয়াত করা হয় সে যদি শরীআত বিরোধী কিছু দেখে.....	৫১৯
৪৫৯. অনুচ্ছেদ :	যদি দু'ব্যক্তি এক সাথে দাওয়াত করে তবে এদের মধ্যে অধিক হকদার কে?	৫২০
৪৬০. অনুচ্ছেদ :	ঈশার সালাত এবং রাতের খাবার একত্রিত হলে.....	৫২১
৪৬১. অনুচ্ছেদ :	খাওয়ার সময় দু'হাত ধোওয়া সম্পর্কে.....	৫২২
৪৬২. অনুচ্ছেদ :	খাওয়ার আগে দু'হাত ধোওয়া সম্পর্কে.....	৫২২
৪৬৩. অনুচ্ছেদ :	জলদী খানা খাওয়া সম্পর্কে.....	৫২৩
৪৬৪. অনুচ্ছেদ :	খাদ্যের দুর্নাম না করা সম্পর্কে.....	৫২৩
৪৬৫. অনুচ্ছেদ :	একত্রিত হয়ে খানা খাওয়া	৫২৩
৪৬৬. অনুচ্ছেদ :	খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা	৫২৪
৪৬৭. অনুচ্ছেদ :	হেলান দিয়ে খাওয়া.....	৫২৬
৪৬৮. অনুচ্ছেদ :	পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্য খাওয়া.....	৫২৭
৪৬৯. অনুচ্ছেদ :	ঐ দস্তুরখানে বসা, যাতে কোন নিষিদ্ধ বস্তু থাকে	৫২৮
৪৭০. অনুচ্ছেদ :	ডান হাতে খাওয়া সম্পর্কে.....	৫২৮
৪৭১. অনুচ্ছেদ :	গোশত খাওয়া সম্পর্কে	৫২৯
৪৭২. অনুচ্ছেদ :	লাউ খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৩০
৪৭৩. অনুচ্ছেদ :	ছারীদ খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৩০
৪৭৪. অনুচ্ছেদ :	কোন খাদ্য বস্তুকে ঘৃণা করা সম্পর্কে.....	৫৩১
৪৭৫. অনুচ্ছেদ :	নাপাক দ্রব্য ভক্ষণকারী জন্তুর গোশত না খাওয়া এবং দুধ পান না করা.....	৫৩১
৪৭৬. অনুচ্ছেদ :	ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে	৫৩২
৪৭৭. অনুচ্ছেদ :	খরগোশের গোশত খাওয়া	৫৩৩

৪৭৮. অনুচ্ছেদ :	গুইসাপ খাওয়া.....	৫৩৪
৪৭৯. অনুচ্ছেদ :	দাঁড়ি পাখীর গোশত খাওয়া.....	৫৩৫
৪৮০. অনুচ্ছেদ :	মাটির নীচের জীব খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৩৫
৪৮১. অনুচ্ছেদ :	বেজী খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৩৬
৪৮২. অনুচ্ছেদ :	হিংস্র প্রাণীর গোশত খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৩৭
৪৮৩. অনুচ্ছেদ :	গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৩৯
৪৮৪. অনুচ্ছেদ :	ফড়িং খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৪০
৪৮৫. অনুচ্ছেদ :	মাছ মরে ভেসে উঠলে তা খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৪১
৪৮৬. অনুচ্ছেদ :	মৃত জন্তু খেতে বাধ্য হলে.....	৫৪২
৪৮৭. অনুচ্ছেদ :	একই সময়ে কয়েক ধরনের মিশ্রিত খাদ্য খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৪৩
৪৮৮. অনুচ্ছেদ :	পনীর খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৪৪
৪৮৯. অনুচ্ছেদ :	সিকাঁ বা আচার সম্পর্কে.....	৫৪৪
৪৯০. অনুচ্ছেদ :	রসুন খাওয়া সম্পর্কে.....	৫৪৪
৪৯১. অনুচ্ছেদ :	খেজুর সম্পর্কে.....	৫৪৭
৪৯২. অনুচ্ছেদ :	খেজুর খাওয়ার সময় তা পরিষ্কার করা.....	৫৪৮
৪৯৩. অনুচ্ছেদ :	একবারে দু'তিনটা খেজুর খাওয়া.....	৫৪৮
৪৯৪. অনুচ্ছেদ :	দু'ধরনের খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খাওয়া.....	৫৪৯
৪৯৫. অনুচ্ছেদ :	আহলে কিতাবদের পায়ে খাওয়া.....	৫৪৯
৪৯৬. অনুচ্ছেদ :	সমুদ্রের জীব সম্পর্কে.....	৫৫০
৪৯৭. অনুচ্ছেদ :	ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে.....	৫৫১
৪৯৮. অনুচ্ছেদ :	খাবারে মাছি পড়লে সে সম্পর্কে.....	৫৫২
৪৯৯. অনুচ্ছেদ :	খাওয়ার সময় খাদ্যবস্তু পড়ে গেলে.....	৫৫৩
৫০০. অনুচ্ছেদ :	চাকরের মনিবের খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে.....	৫৫৩
৫০১. অনুচ্ছেদ :	ঝুমাল দিয়ে হাত পরিষ্কার করা.....	৫৫৪
৫০২. অনুচ্ছেদ :	খাবার খেয়ে কি দু'আ পাঠ করবে.....	৫৫৪
৫০৩. অনুচ্ছেদ :	খাওয়ার পর হাত ধোয়া সম্পর্কে.....	৫৫৫
৫০৪. অনুচ্ছেদ :	খানা খাওয়ার পর মেজবানের জন্য দু'আ করা.....	৫৫৫
৫০৫. অনুচ্ছেদ :	যে সব জন্তু হারাম হওয়ার কথা কুরআন হাদীছে নেই.....	৫৫৬

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদে পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহর কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে ‘সুনানু আবু দাউদ’। এটির সংকলক ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবু দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহকাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহর দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহবিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ক্রটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইলমে হাদীসের জগতে সুনানু আবু দাউদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত হয়ে ১৯৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

‘সুনানু আবু দাউদ’ সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্‌ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইবন আবু শায়বা (র), কুতায়বা ইবন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবু ইসা আত-তিরমিযী (র)।

ইমাম আবু দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবু দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ ‘মুসলিম’-এর ভূমিকায় বলেন, আবু দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবু দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে মাখলাদ (র) বলেন, “হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ কবেন।” আবু সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, “যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।”

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯৭ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

کِتَابُ الْجِهَادِ
কিতাবুল জিহাদ



(বিস্মিলাহির রাহমানির রাহীম)

কিতাবুল জিহাদ

বাকী অংশ

১. بَابُ فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ

১. অনুচ্ছেদ : মুসলিম বন্দীকে কাফির হতে বাধ্য করা

২৬৬১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ عَنْ اسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ خُبَّابٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا فَجَلَسَ مُحَمَّرًا وَجْهَهُ فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فُرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيَمْشِطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهُ لَيَتِمِّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكَّابُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالدِّثْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ -

২৬৪১. 'আমর ইবন 'আওন (র.)...খাবাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম যখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় ডোরাদার চাদর মাথার নীচে রেখে শুয়ে ছিলেন। আমরা তাঁর নিকট অভিযোগ করে বললাম : আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেন না? একথা শোনার পর তিনি ক্রোধে রক্তিম চেহারা নিয়ে বসলেন এবং বললেন : তোমাদের আগে যারা ছিল, (ঈমান আনার কারণে) সে ব্যক্তিকে ধরে আনা হত, এরপর তার জন্য যমীনে গর্ত খোঁড়া হত, (তাতে আটকে রেখে) করাত এনে তার মাথায় রেখে তা দু'খণ্ড করা হত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে তার দীন পরিত্যাগ করত না। আর লোহার কাঁটায়ুক্ত চিরুনি দিয়ে শরীরের মাংস ও মাংসপেশীতে আঁচড়ে হাড় হতে তা বিচ্ছিন্ন করা হত। তবু সে তার দীন পরিত্যাগ করত না। আল্লাহর শপথ! এই দীনকে আল্লাহ-তা'আলা এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, এমন কি একজন পথচারী যানবাহনে সান'আ ও হাযারামাউতের মাঝে চলাচল করবে, আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সে ভয় করবে না। আর বাঘের কবল হতেও ছাগল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু তোমরা বেশী জলদি করছ।

২. بَابُ فِي حُكْمِ الْجَسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

২. অনুচ্ছেদ : শুণ্ডচর মুসলিম হলে

২৬৪২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَحَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمُقَدَّادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظُعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلِقَا يَتَعَادَى بَيْنَا خَيْلَنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرُّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظُّعِينَةِ فَقَلْنَا هَلُمِّي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا عِنْدِي مِنْ كِتَابٍ فَقُلْتُ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا يَا حَاطِبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعَجَّلْ عَلَيَّ فَإِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مُلْصِقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَإِنْ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيَهُمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَتْنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذُ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي بِهَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بِي كُفْرٌ وَلَا أَرْتِدَادٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ ااعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ .

২৬৪২. মুসাদ্দাদ (র.)...আলী ইবন আবু তালিব (রা.)-এর করণিক 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবু রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে, যুবায়র ও মিকদাদকে পাঠালেন। এ সময় তিনি বললেন : তোমরা 'খাখ' নামক বাগানের নিকট গিয়ে পৌছ। সেখানে জনৈক মহিলার কাছে একটা চিঠি পাবে, তোমরা সেটা তার থেকে নিয়ে এস। আমরা অতি দ্রুত আমাদের ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে পৌঁছলাম এবং আমরা সে মহিলাকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম : তোমার কাছে যে চিঠি আছে, তা দিয়ে দাও। সে বললো : আমার নিকট কোন চিঠি নেই। তখন আমি বললাম : অতিসত্বর চিঠি বের করে দাও, নইলে আমরা তোমার কাপড় খুলে ফেলব (অর্থাৎ উলঙ্গ করে চিঠি বের করব)। রাসী বলেন : তখন সে মহিলা তার চুলের খোপার ভিতর হতে সে চিঠি বের করে দেয়। আমরা সে চিঠি নিয়ে নবী ﷺ-এর

কাছে এলাম। দেখা গেল যে, তা হাতিব ইবন আবু বালতাআকর্তক লিখিত মক্কার মুশরিকদের কাছে একখানা চিঠি, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গতিবিধি সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। তিনি বললেন : হে হাতিব! এটা কি? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রতি (শান্তির ব্যাপারে) জলদি করবেন না। আমি কুরায়শদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিলাম, যদিও আমি তাদের বংশীয় নই। যারা কুরায়শ বংশীয়, তাদের আত্মীয়-স্বজনরা সেখানে আছে; আর ঐ কাফিররা আত্মীয়তার কারণে মক্কাতে তাদের ধন-সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। মক্কার কুরায়শদের সাথে যখন আমার ঘনিষ্ঠতা নেই, তখন আমি চাইলাম আমি তাদের ব্যাপারে এমন কিছু করি, যার ফলে তারা আমার পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহর শপথ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মধ্যে কুফরী ও অবিশ্বাসের কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলেছে। 'উমর (রা.) বললেন : আমাকে মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর তুমি কি জান না যে, বদরী মুজাহিদদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কিরূপ সুসংবাদ দিয়েছেন? তিনি বলেছেন : "তোমরা যা খুশী কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"

২৬৬২. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ انْطَلَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِهِ مَكَّةَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَقَالَ فِيهِ قَالَتْ مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ فَاَنْخَنَاهَا فَمَا وَجَدْنَا مَعَهَا كِتَابًا فَقَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُحَلِّفُ بِهِ لَا أَتْلُوكَ أَوْ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

২৬৪৩. ওহাব ইবন বাকীয়া (র.)... আবু আবদুর রহমান সুলামী (র.) উক্ত ঘটনাটি 'আলী (রা.) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, (মক্কা অভিযানের প্রাক্কালে) হাতিব সরে পড়ল এবং মক্কাবাসীদের কাছে (গোপনে) লিখলো : মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের দিকে যাচ্ছেন। উক্ত বর্ণনায় উল্লেখ আছে, সে মহিলাটি বলেছিল : আমার কাছে কোন চিঠি নেই। তখন আমরা তার উটকে বসিয়ে তদন্ত করি, কিন্তু আমরা তার কাছে কোন চিঠি পাইনি। তখন 'আলী (রা.) বলেন : যে সত্যর শপথ করা হয়, তার শপথ করে বলছি : হয়ত তুমি চিঠি বের করে দেবে, নয়ত আমি তোমাকে কতল করে ফেলব। এভাবে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৩. بَابُ فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيِّ

৩. অনুচ্ছেদ : যিম্মীর গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে

২৬৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُجَلَّبٍ أَبُو هَعَامٍ الدَّلَالُ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ عَنْ فَرَاتِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سَفْيَانَ وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّ بِحَلِيفَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا نَكَلَهُمْ إِلَى أَيْمَانِهِمْ مِنْهُمْ فَرَأَتْ بَنُ حَيَّانَ .

২৬৪৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.)...ফুরাত ইবন হায়্যান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কতল করার নির্দেশ দেন। আর এ সময় তিনি আবু সুফিয়ানের গুপ্তচর ছিলেন। তিনি আনসারদের জনৈক ব্যক্তির সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আনসারদের মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন : নিশ্চয় আমি মুসলমান। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো বলছে, “আমি মুসলমান”। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মাঝে এমন অনেক লোক আছে, যাদেরকে আমি তাদের ঈমানের উপর সোপর্দ করি। ফুরাত ইবন হায়্যান তাদের একজন।

৬ . بَابُ فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمَنِ

৪. অনুচ্ছেদ : নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে

২৬৪৫ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ أُنْسِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَطْلَبُوهُ فَأَقْتُلُوهُ قَالَ فَسَبَقَتْهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ وَآخَذَتْ سَلْبَهُ فَنَفَلْنِي إِيَّاهُ .

২৬৪৫. হাসান ইবন আলী (র.)...সালমা ইবন আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ এর নিকট মুশরিকদের একজন গুপ্তচর আসে, এ সময় তিনি সফরে ছিলেন। গুপ্তচর লোকটি তাঁর সাহাবীদের কাছে বসে, পরে সেখান থেকে গোপনে কেটে পড়ে। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমরা তাকে খুঁজে বের কর এবং তাকে কতল কর। রাবী বলেন : আমিই সর্বপ্রথম তাকে পাই এবং তাকে হত্যা করে তার জিনিস-পত্র নিয়ে নেই। তিনি ﷺ আমাকে এসব জিনিস-পত্র দিয়ে দেন।

২৬৪৬ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ وَهَشَامًا حَدَّثَاهُمَا قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَى أَيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَى أَبِي قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

هَوَارِزَنَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ وَفِينَا ضِعْفَةٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلْقًا مِنْ حَقْوِ الْبَعِيرِ فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى ضِعْفَتَهُمْ وَرِفَّةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَاطْلَقَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُهُ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ هِيَ أَمْثَلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَعْدُو فَأَدْرَكْتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخَطَامِ الْجَمَلِ فَانْخَسَتْ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ بِالْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَأَضْرَبْتُ رَأْسَهُ فَنَدَرَ فَجِئْتُ بِرَأْسِهِ وَمَا عَلَيْهَا أَقْوَدُهَا فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ مُقْبِلًا فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ فَقَالُوا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ لَهُ سَلَبَهُ أَجْمَعَ قَالَ هَارُونَ هَذَا لَفْظُ هَاشِمٍ .

২৬৪৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ্ (র.)... আয়াস ইবন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথী হিসাবে ‘হাওয়াযিন’ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। একদা আমরা দুপুরের খানা খাচ্ছিলাম। আর আমাদের অধিকাংশ লোক ছিল পদাতিক এবং শারীরিকভাবে দুর্বল। ইত্যবসরে লাল উটে সওয়ার হয়ে সেখানে একজন আসে এবং উটের কোমর হতে একটা রশি খুলে নিয়ে তা দিয়ে তার উটকে বাঁধে। এরপর সে আমাদের সাথে খানা খেতে থাকে। যখন সে তাদের দুর্বলতা ও বাহনের অপ্রতুলতা দেখতে পায়, তখন সে দৌড়ে তার উটের কাছে চলে যায় এবং তাকে বাঁধনমুক্ত করে। পরে সে উটকে বসিয়ে, তার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত পলায়ন করতে থাকে। তখন আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার ধূসর বর্ণের উটের পিঠে সওয়ার হয়, যা ছিল আমাদের বাহনের মাঝে শ্রেষ্ঠ এবং তার পশ্চাদধাবন করতে থাকে। রাবী বলেন : আমিও অতি দ্রুত দৌড়ে তার কাছে পৌঁছে যাই। এ সময় আসলাম গোত্রীয় ব্যক্তির উটের মাথা ছিল গুপ্তচরের উটের কাছাকাছি এবং আমিও ছিলাম উটের নিকটে। এরপর আমি অগ্রবর্তী হয়ে তার উটের লাগাম ধরে ফেলি এবং সেটিকে বসিয়ে ফেলি। যখন উটটি তার পার্শ্বদেশ যমীনে রাখে, তখন আমি খাপ হতে তরবারি বের করে গুপ্তচরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করি। এরপর আমি তার উট এবং তার পিঠের যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকলের মাঝখান দিয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন : কে এই লোকটিকে হত্যা করেছে? তখন তারা বললেন : সালামা ইবন আক্ওয়া’। তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পদের মালিক সালামা।

৫. بَابُ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللَّقَاءُ

৫. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের জন্য উত্তম সময় কোনটি ?

২৬৪৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَنَّ الْجَوْنِيَّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُقَرَّرِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ آخَرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهْبُ الرِّيحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ .

২৬৪৭. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)...মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নু'মান অর্থাৎ ইবন মুকাররান বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে যুদ্ধে হাযির থাকতাম। তিনি যখন পূর্বাঙ্কে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তখন তা পিছিয়ে দিতেন-এমন কি সূর্য অস্তগামী হত, বাতাস প্রবাহিত হত এবং সাহায্য নাযিল হত।

৬. بَابُ فِي مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللَّقَاءِ

৬. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় চুপ থাকা

২৬৪৮. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ ح وَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ثَنَا هِشَامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ ثَنَا مَطَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ .

২৬৪৮. মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র.)...কায়স ইবন আব্বাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সাহাবিগণ যুদ্ধের সময় উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন।

উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (র.)...আবু বুরদাহ (রা.) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৭. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللَّقَاءِ

৭. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় বাহন হতে অবতরণ করা

২৬৪৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَانْكَشَفُوا نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجَّلَ .

২৬৪৯. ‘উছমান ইবন আবু শায়বা (র.)...বারা’ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ যখন মুশরিক বাহিনীর মুকাবিলা করেন, তখন (প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে) মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় তিনি ﷺ তাঁর খচ্চর হতে অবতরণ করেন এবং পায়ে হেঁটে চলেন।

৪. ৮. بَابُ فِي الْخِيَلِ فِي الْحَرْبِ

৮. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের ময়দানে শৌর্য-বীর্য দেখান

২৬৫০. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا ثَنَا أَبَانٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ عَنِيكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيَّةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيَّةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخِيَلِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ فَأَمَّا الْخِيَلُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْلِقَاءِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ قَالَ مُوسَى وَالْفَخْرُ .

২৬৫০। মুসলিম ইবন ইবরাহীম ও মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)... ইবন জাবির ইবন ‘আতীক (রা.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেন, গায়রাত (শৌর্য-বীর্য) দু’ধরনের। একটি হলো-যা আল্লাহ পসন্দ করেন এবং অপরটি-যা আল্লাহ অপসন্দ করেন। ঐ গায়রাত-যা মহান আল্লাহ পসন্দ করেন, তা হলো-সন্দেহের স্থানে গায়রাতের প্রদর্শন। আর যে গায়রাত আল্লাহ অপসন্দ করেন, তা হলো-যেখানে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই, সেখানে গায়রাত দেখান।

একই রূপে অহংকার-যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এবং যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। যে অহংকার আল্লাহ্ পসন্দ করেন, তা হলো-যুদ্ধের সময় ব্যক্তির দাঙ্কিতা প্রকাশ করা এবং সাদাকা দেওয়ার সময়ও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করা। আর ঐ গর্ব, যা মহান আল্লাহ্‌র নিকট অপ্রিয়, তা হলো-গর্বভরে অপরের উপর তার অত্যাচার করা। রাবী মুসা বলেন : অহংকার প্রকাশ করা।

৯. ৯. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ

৯. অনুচ্ছেদ : শত্রু দ্বারা ঘেরাও হলে

২৬৫১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا أَبِرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ أَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ جَارِيَةَ التَّقْفِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

عَلَيْهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ عَيْنًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَنَفَرُوا لَهُمْ هَذِيلٌ بِقَرِيبٍ مِّنْ مِّائَةِ رَجُلٍ رَّأَمَ فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ لَّجَأُوا إِلَى قَرْدَدٍ فَقَالُوا لَهُمْ أَنْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمٌ أَمَا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةٍ كَافِرٍ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدِّثْنَةِ وَرَجُلٌ آخَرٌ فَلَمَّا اسْتَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْ تَرَقَّسِيهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّلَاثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهُ لَا أَصْحَبَكُمْ إِنْ لِي هَؤُلَاءِ لَأَسُوءَ فَجْرُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي أَرْكِعْ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا لَزِدْتُ .

২৬৫১. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করেন এবং 'আসিম ইব্ন ছাবিত (রা.)-কে তাদের নেতা নির্ধারণ করেন। তখন হুযায়ল গোত্রের প্রায় একশত তীরন্দায তাদের প্রতিরোধে বেরিয়ে আসে। এরপর 'আসিম যখন তাদের দেখল, তখন এক উঁচু টিলায় আত্মগোপন করল। কাফিররা তাদের বলল : তোমরা নেমে এস এবং আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের সাথে এই ওয়াদা যে, আমরা তোমাদের কাউকে কতল করব না। তখন 'আসিম বললেন : আমি তো কাফিরের দেওয়া নিরাপত্তায় নামা অপসন্দ করি। তখন তারা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ শুরু করে এবং 'আসিমসহ তাঁর সাতজন সাথীকে হত্যা করে। অবশিষ্ট তিনজন কাফিরের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তায় নেমে আসে। এঁদের মাঝে ছিলেন-খুবায়ব, যায়দ ইব্ন দাহিনা এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ ইব্ন তারিক)। যখন তাঁরা কাফিরদের নাগালের মাঝে পৌঁছলেন, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ওদের বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয় ব্যক্তি বলল : এই-ই তো প্রথম চুক্তি লংঘন। আল্লাহর শপথ! আমি কখনই তোমাদের সাথে যাব না; বরং আমি আমার (শহীদ) সাথীদের সাথে মিলিত হওয়াকে পসন্দ করি। তখন কাফিররা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিতে চাইলে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। ফলে, তারা তাঁকেও হত্যা করে। খুবায়ব তাদের হাতে বন্দী থাকেন এবং তাঁকে হত্যার ব্যাপারে কাফিররা একমত হয়। এ সময় খুবায়ব তাঁর লজ্জাস্থানের চুল পরিষ্কার করার জন্য একটি ক্ষুর চেয়ে নেয়। অবশেষে কাফিররা যখন তাঁকে হত্যা করার জন্য বের হল, তখন খুবায়ব তাদের বলল : আমাকে এতটুকু সময় দাও, যাতে আমি দু'রাকআত সালাত আদায় করতে পারি। এরপর তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা এরূপ মনে না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে সালাতে বেশী সময় নিচ্ছি, তবে আমি অবশ্যই আরো বেশী করে সালাত আদায় করতাম।

২৬৫২. حَدَّثَنَا ابْنُ عُوفٍ نَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ بْنِ جَارِيَةَ النَّفْقِيُّ وَهُوَ حَلِيفُ لِبْنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

২৬৫২. ইবন 'আওফ (র.)...আমর ইবন আবু সুফিয়ান ইবন উসায়দ ইবন জারিয়া ছাকাফী (রা.), যিনি বনু যুহরা গোত্রের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আবু হুরায়রা (রা.)-এর অন্যতম সাথী ছিলেন, তিনিও এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

১০. بَابُ فِي الْكُفَّاءِ

১০. অনুচ্ছেদ : শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকা

২৬৫৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا هَيْرٌ قَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الرَّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَحْطِفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَانَا هُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ فَاْنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَسْنُدْنَ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةُ أَيُّ قَوْمِ الْغَنِيْمَةِ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسَيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَاللَّهِ لَنَاتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنْصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَأَتَوْهُمْ فَصَرَفَتْ وُجُوهُهُمْ وَأَقْبَلُوا مِنْهُمْ مِائِينَ .

২৬৫৩। 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...বারা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উহদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা.)-কে পঞ্চাশজন তীরন্দাযের নেতা নির্বাচিত করেন এবং বলেন, যদি তোমরা দেখ যে, পাখী আমাদের দেহের গোশত ছিঁড়ে খাচ্ছে (অর্থাৎ আমরা মারা গেছি,) তবু তোমরা তোমাদের এ অবস্থান পরিত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের ডেকে নেওয়া হয়। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছি, তবু তোমরা তোমাদের এ অবস্থান পরিত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের ডেকে নেওয়া হয়।

রাবী বলেন : এরপর আল্লাহ তাদের পর্যুদস্ত করেন। তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! এ সময় আমি কাফির রমণীদের পাহাড়ে চড়তে দেখেছি, (প্রাণ রক্ষার জন্য)।

তখন 'আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা.)-এর সাথীরা বলেন : হে লোক সকল, গণীমতের মাল সংগ্রহ কর, তোমাদের সাথীরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। তোমরা এখন কিসের জন্য অপেক্ষা করছ? তখন

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা.) বলেন : তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ ভুলে গিয়েছ? তারা বলল : আল্লাহর শপথ! আমরা তো মানুষের কাছে যাব এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ করব। তারা চলে যায়, ফলে, (আল্লাহ) তাদের মুখও ফিরিয়ে দেন এবং তারা পরাজয় বরণ করে।

১১. بَابُ فِي الصُّفُوفِ

১১. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ হওয়া

২৬৫৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانٍ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اصْطَفَقْنَا يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْتُبُوكُمْ يَغْنَى غَشُوكُمْ فَأَرْمُوهُمْ بِالْنبْلِ وَاسْتَبِقُوا نَبْلَكُمْ .

২৬৫৪. আহমদ ইব্ন সিনান (র.).....হামযা ইব্ন আবু উসায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বদর যুদ্ধের দিন বলেন : যখন কাফিররা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। আর তোমরা তোমাদের কিছু তীর অবশিষ্ট রাখবে।

১২. بَابُ فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

১২. অনুচ্ছেদ : দূশমন নিকটবর্তী হলে তরবারি বের করবে

২৬৫৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَجِيحٍ وَلَيْسَ بِالْمَلْطِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْتُبُوكُمْ فَأَرْمُوهُمْ بِالْنبْلِ وَلَا تَسْلُوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشُوكُمْ .

২৬৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র.)... আবু উসায়দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বদর যুদ্ধের দিন বলেন, যখন কাফিররা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। আর যতক্ষণ না তারা তোমাদের তরবারির নাগালের মধ্যে আসে, ততক্ষণ তরবারি বের করবে না।

১৩. بَابُ فِي الْمُبَارَاةِ

১৩. অনুচ্ছেদ : হন্দ-যুদ্ধ সম্পর্কে

২৬৫৬. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَقَدَّمَ يَغْنَى عُتْبَةَ بْنُ زُبَيْعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَآخُوهُ فَنَادَى

مَنْ يَتَبَارِزُ فَاَنْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ لَقَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا
فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِنَّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنُ
الْحَارِثِ فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عَثْبَةَ وَأَقْبَلَتْ إِلَى شَيْبَةَ وَأَخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرِبَتَانِ
فَاتَّخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مَلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَا وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ .

২৬৫৬. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)... 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উতবা ইব্ন রাবী'আ যুদ্ধের ময়দানে আসে এবং তার পিছনে তার ছেলে (ওলীদ) ও ভাই (শায়বা)-ও আসে। এরপর সে চীৎকার দিয়ে বলল : কে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত হবে? তখন আনসারদের কয়েকজন যুবক তার সম্মুখীন হলে ওতবা জিজ্ঞাসা করে : তোমরা কারা? তাঁরা তাকে তাঁদের পরিচয় দিলে সে বলে যে, তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা তো আমাদের চাচাত ভাইদের (কুরায়শদের) সাথে যুদ্ধ করতে চাই। তখন নবী ﷺ বলেন : হে হামযা! উঠ, হে আলী! উঠ, হে 'উবায়দা ইব্ন হারিছ! উঠ। তখন হামযা 'উতবার দিকে এগিয়ে যায়, আমি শায়বার দিকে এগিয়ে যাই এবং আমরা উভয়ে আমাদের শত্রুকে বিনাশ করি। কিন্তু উবায়দা ও ওলীদ পরস্পরের আঘাতে যখম হয়। এরপর আমরা সম্মিলিতভাবে ওলীদের উপর হামলা করি এবং তাকে কতল করে ফেলি। আর আমরা (যুদ্ধের ময়দান হতে) 'উবায়দাকে (আহত অবস্থায়) উঠিয়ে নিয়ে আসি।

১৬. بَابُ فِي النُّهْيِ عَنِ الْمُثَلَّةِ

১৪. অনুচ্ছেদ : নাক-কান কাটা নিষিদ্ধ

২৬৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا لَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَنْ شَبَّاکٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُنَيْ بْنِ ثَوْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَفَّ
النَّاسِ قَتْلَةُ أَهْلِ الْإِيمَانِ .

২৬৫৭। মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ও যিয়াদ ইব্ন আযুব (র.).. আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হত্যার ব্যাপারে নিষ্কলুষ হত্যাকারী ব্যক্তি (যাতে নাক, কান কাটার মত নির্মম বর্বরতা নেই) ঈমানদার বটে।

২৬৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَنْ قَدَرٍ عَلَيْهِ
لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَأَرْسَلَنِي لِأَسْأَلَ لَهُ فَاتَيْتُ سَمْرَةَ بْنَ حَنْدَبٍ فَسَأَلْتَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

يَحْتُنَّا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمَثَلَةِ فَاتَّيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتُنَّا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمَثَلَةِ .

২৬৫৮. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র.)...হায়্যাজ ইবন ইমরান (রা.) থেকে বর্ণিত। ইমরানের একটি গোলাম পালিয়ে যায়। তখন তিনি আল্লাহর নিকট এভাবে মানত করেন যে, যদি তিনি তাকে ফেরত পান, তবে তার একটা হাত অবশ্যই কেটে দেবেন। আর এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য ইমরান (রা.) আমাকে সায়ুরা ইবন জুনদুব (রা.)-এর নিকট পাঠান। তখন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদাকা দিতে উৎসাহিত করতেন এবং মুছলা (হাত, পা, ইত্যাদি কর্তন) করতে নিষেধ করতেন। এরপর আমি ইমরান ইবন হুসায়নের কাছে যাই এবং এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদাকা দিতে উৎসাহিত করতেন এবং মুছলা করতে নিষেধ করতেন।

১৫. بَابُ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ !

১৫. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের হত্যা সম্পর্কে

٢٦٥٩ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَانْكَرَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

২৬৫৯. ইয়াযীদ ইবন খালিদ ইবন মাওহাব ও কুতায়বা অর্থীৎ ইবন সাঈদ (র.)...আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত ছিলেন এরূপ কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে জনৈক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলা ও বাচ্চাদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

٢٦٦٠ . حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا عَمْرُ بْنُ الْمَرْقَعِ بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رِبْعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى
النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ انْظُرْ عَلَى مَا اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ فَجَاءَ فَقَالَ
عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِنِقَاتِلَ قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ
رَجُلًا فَقَالَ قُلْ لِحَالِدٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا .

২৬৬০. আবু ওলীদ তিয়ালিসী (র.)...রিবাহ ইবন রাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তিনি কিছু লোককে একস্থানে একত্রিত হতে দেখেন। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং বলেন : দেখ তো এরা কি জন্য সেখানে একত্রিত

হয়েছে? তখন সে ব্যক্তি ফিরে এসে বলল : তারা জনৈক নিহত মহিলার নিকট একত্রিত হয়েছে। তখন তিনি রাঃ বলেন : এ মহিলা তো কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসেনি (একে মারা হলো কেন?)। তখন এক ব্যক্তি বলল : অগ্রবর্তী সেনাদলের নেতা হলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বলেন : খালিদকে বল, মহিলা ও মজদুর (খাদিম)-দের যেন হত্যা না করে।

২৬৬১. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمَرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرَحَهُمْ .

২৬৬১. সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (র.).....সামুর ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বয়োবৃদ্ধ মুশরিকদের হত্যা কর এবং তাদের বাচ্চাদের অবশিষ্ট রাখ (হত্যা করবে না)।

২৬৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الزَّيْبَرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْبَرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ تَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا امْرَأَةً أَنَا لَعْنَتِي تُحَدِّثُ تَضَحْكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّوْقِ إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا ابْنُ فَلَانَةَ قَالَتْ أَنَا قُلْتُ وَمَا شَأْنُكَ قَالَتْ حَدَّثْتُ أَحَدَهُ قَالَتْ فَانْطَلَقَ بِهَا فَضْرِبْتُ عُنُقَهَا قَالَتْ فَمَا انْسَلَى عَجَبًا مِّنْهَا تَضَحْكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا تُقْتَلُ .

২৬৬২। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনু কুরায়যার মহিলাদের থেকে কোন মহিলাকে হত্যা করা হয়নি, কিন্তু একজন মহিলাকে (হত্যা করা হয়), যে আমার পাশে বসে কথা বলছিল এবং অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ তাদের পুরুষদের এক বাজারে হত্যা করছিলেন। তখন জনৈক আহবানকারী সে মহিলার নাম ধরে ডাকে যে, অমুক মহিলা কোথায়? তখন সে বলে : এই তো আমি। আমি ('আইশা) তাকে জিজ্ঞাসা করি : তোমার ব্যাপার কি? তখন সে বলে : আমি একটা ঘটনা ঘটিয়েছি, (অর্থাৎ সে নবী ﷺ-কে গালি দেয়)। 'আইশা (রা.) বলেন : তখন সে (আহবানকারী) তাকে নিয়ে যায় এবং তার শিরশ্ছেদ করে। তিনি বলেন : আমি সেই ঘটনাটি এখনো ভুলতে পারিনি। কেননা তার আচরণে তাজ্জবেবের ব্যাপার এই ছিল যে, সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল; অথচ সে জানত যে, তাকে হত্যা করা হবে!

২৬৬৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي بَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ لَسَّالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ

الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبْتَئُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذُرَارِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُمْ مِنْهُمْ وَكَانَ عَمْرٌو يُعْنِي ابْنَ دِينَارٍ يَقُولُ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ قَالَ الزَّهْرِيُّ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوُلَدَانِ .

২৬৬৩. আহমদ ইবন 'আমর ইবন সারাহ (র.)...সাব ইবন জাহামা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন মুশরিকরা তাদের বিবি-বাচ্চাসহ তাদের ঘরে রাত্রিবাস করবে, এমতাবস্থায় রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের হত্যার ব্যাপারে হুকুম কি? তখন নবী ﷺ বলেন : তারা তো তাদেরই দলভুক্ত।

'আমর অর্থাৎ ইবন দীনার বলেন : তারা তো তাদের বাপ-দাদাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

যুহরী বলেন : এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলা ও বাচ্চাদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

১৬. بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

১৬. অনুচ্ছেদ : দুশমনকে আগুনে না পোড়ানো

২৬৬৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ عَلَى سَرِيَةٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيهَا وَقَالَ إِنَّ وَجَدْتُمْ فَلَانًا فَاحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَوَلَّيْتُ فَنَادَا نِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ وَجَدْتُمْ فَلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ .

২৬৬৪. সাঈদ ইবন মানসূর (র.)...হামযা আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এক যুদ্ধের সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ করেন। রাবী বলেন : এরপর আমরা সে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ি। এ সময় তিনি ﷺ বলেন : যদি তোমরা অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দিবে। এরপর যখন আমি ফিরে চলি, তখন তিনি ﷺ আমাকে ডাকেন। আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলে তিনি বলেন : যদি তোমরা অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাকে হত্যা করবে; কিন্তু তাকে আগুনে পোড়াবে না। কেননা, আগুনের রব ব্যতীত আর কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না।

২৬৬৫. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَقُتَيْبَةُ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنَّ وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَقُلَانًا فَذَكَرْ مَعْنَاهُ .

২৬৬৫. ইয়াযীদ ইবন খালিদ ও কুতায়বা (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তখন তিনি বলেন : যদি তোমরা অমুক অমুক ব্যক্তিকে পাও। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেন।

২৬৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَجْبُوبُ ابْنُ مُوسَى قَالَ نَا أَبُو اسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَاخْذَنَا فَرْخِيهَا فَجَاعَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةً نَمَلٌ قَدْ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ .

২৬৬৬. আবু সালিহ মাজবুব ইবন মুসা (র.)... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগী ছিলাম। তিনি প্রকৃতির আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য যান। আমরা সেখানে একটা চড়ুই পাখি দেখতে পাই, যার সাথে দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা চড়ুই পাখির বাচ্চা দুটিকে ধরে ফেলি, ফলে পাখিটি (আমাদের মাথার উপর) ডানা মেলে উড়তে থাকে। এ সময় নবী ﷺ আসেন এবং বলেন : এ চড়ুই পাখির বাচ্চা নিয়ে কে একে বিব্রত করছে? এর বাচ্চাকে তোমরা ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি ﷺ পিপড়ার সে গর্তটি দেখলেন, যা আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কে এটি পুড়িয়েছে? আমরা বললাম : আমরা পুড়িয়েছি। তখন তিনি বললেন : আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া কেবল মাত্র আগুনের রব ছাড়া আর কারো জন্য উচিত নয়।

১৭. بَابُ الرَّجُلِ يَكْرِئُ دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوْ السَّهْمِ

১৭. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধে প্রাপ্য মালে-গনীমতের অর্ধাংশ বা পূর্ণাংশ প্রাপ্তির শর্তে যদি কেউ তার ভারবাহী পশু ভাড়া দেয়

২৬৬৭. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو النَّضْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو الشُّيْبَانِيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أَنْادِي أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ سَهْمُهُ فَنَادَى شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلَهُ عُقْبَةً وَطَعَامَهُ مَعَنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَرَّ عَلَى بَرَكََةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتَّى آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْنَا فَاصَابَنِي قَلَانِصُ فَسَقْتُهُنَّ حَتَّى آتَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيْبِهِ مِنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ

ثُمَّ قَالَ سَقَهُنَّ مُدْبِرَاتٍ ثُمَّ قَالَ سَقَهُنَّ مُقْبِلَاتٍ فَقَالَ مَا أَرَى قَلَانِيصَكَ إِلَّا كِرَامًا قَالَ
إِنَّمَا هِيَ غَنِيْمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ خُذْ قَلَانِيصَكَ يَا ابْنَ أَخِي فَغَيْرُ سَهْمِكَ أَرَدْنَا .

২৬৬৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম দিমাশকী-আবু নযর (র.)...ওয়াছিলা ইব্ন আস্কা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক অভিযানে শরীক হওয়ার জন্য ঘোষণা দিলেন। তখন আমি আমার গৃহে গমন করি, (কিন্তু যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি কিছুই করতে পারিনি)। আমি সেখান থেকে ফিরে আসি (এবং দেখি যে,) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের প্রথম দল বেরিয়ে পড়েছে। তখন আমি মদীনাতে এ বলে চিৎকার দিতে থাকি : এমন কেউ আছে কি, যে এক ব্যক্তিকে তার বাহিন্য় সওয়ার করাবে এবং তার গনীমতের মাল সে নিয়ে নেবে? তখন আনসারদের মধ্য হতে জনৈক বৃদ্ধ বলল : আমি তার গনীমতের মাল এভাবে হাসিল করব যে, আমি তাকে আমার সাথে বহন করব এবং তাকে আমার খানাও খাওয়াব। আমি বললাম : আমি এতে রাযী আছি। তিনি বললেন : তবে আস এবং আল্লাহর বরকতের উপর ভরসা করে রওয়ানা হও।

রাবী বলেন : আমি অতি উত্তম সাথীর সংগে রওয়ানা হলাম, এমনকি আল্লাহ আমাকে মালে-গনীমত প্রদান করেন এবং কয়েকটি তেজী উট আমার তাগে পড়ে। আমি সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি বেরিয়ে আসেন এবং তার উটের পালানের শেষের দিকে আরোহণ করেন এবং বলেন : এ উটগুলোকে আমার দিকে পেছন ফিরিয়ে হাঁটাও। এরপর তিনি বলেন : এগুলোকে আমার দিকে মুখ করিয়ে হাঁটাও, (যাতে উটের সামনের ও পেছনের দিক ভালভাবে দেখা যায়)। তখন তিনি বলেন : তোমার উটগুলো আমার কাছে উত্তম মনে হচ্ছে। রাবী বলেন : বরং এতো আপনারই মালে-গনীমত, যার ব্যাপারে আমি আপনার সংগে শর্ত করেছিলাম। তিনি বললেন : হে আমার প্রিয় ভাতিজা! তোমার উটগুলো তুমি নিয়ে যাও, তোমার গনীমতের ভাগ নয়, বরং এর পরিবর্তে (আখিরাতে সওয়াব-ই) আমার কাম্য।

১৮ . بَابُ فِي الْأَسِيرِ يُوثَقُ

১৮. অনুচ্ছেদ : কয়েদীকে শক্তভাবে বাঁধা সম্পর্কে।

٢٦٦٨ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
قَالَ : «مَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَقَدْ عَجِبَ رَبَّنَا تَعَالَى مِنْ
قَوْمٍ يَقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ .

২৬৬৮. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমাদের মহান রব সে কাওমের ব্যাপারে খুশীতে অধীর হন, যাদের শৃঙ্খলিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করান হবে। ১

১. যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের বন্দী করে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এমতাবস্থায় তারা দীন-ইসলাম কবুল করলে জান্নাতের অধিবাসী হবে।

২৬৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَتَبَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غَالِبِ اللَّيْثِيِّ فِي سَرِيَّةٍ وَكَنتُ فِيهِمْ أَمْرَهُمْ أَنْ يُشْنُوُوا الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمَلُوحِ بِالْكَدِيدِ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ لَقِينَا الْحَارِثَ بْنَ الْبُرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ فَآخَذَنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا جِئْتُ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا إِنْ تَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ فَشَدَدْنَاهُ وَثَاقًا .

২৬৬৯. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন আবু হাজ্জাজ আবু মা'মার (র.)...জুনদুব ইব্ন মাকীছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার 'আবদুল্লাহ ইব্ন গালিব লায়সীকে কোন এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং আমি তাতে শরীক ছিলাম। তিনি তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, তারা যেন বনু-মালুহ গোত্রের উপর কাদীদ নামক স্থান হতে বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ করে। এরপর আমরা বেরিয়ে যাই, এমনকি যখন আমরা কাদীদ নামক স্থানের নিকটবর্তী হই, তখন আমরা হারিছ ইব্ন বারসা' লায়ছীর সাক্ষাত পাই। তখন আমরা তাকে পাকড়াও করি। সে বলে : আমি তো ইসলাম কবুল করার নিয়্যতে এসেছি ; বরং আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাওয়ার জন্য বের হয়েছি। তখন আমরা বলি : যদি তুমি মুসলমান হতেও চাও, তবে আমাদের এক দিন-রাতের বাঁধনে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি এর অন্যথা হয়, তবে আমরা তোমাকে শক্ত করে বাঁধব। তখন আমরা তাকে আরো শক্ত করে বাঁধি।

২৬৭০. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَ قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رِيرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَبِلَ نَجْدٍ فَجَاعَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبِطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقَتَّلَ تَقَتَّلَ ذَاذِمٍ وَإِنْ تَنَعَّمَ تَنَعَّمَ ذَاشَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتُ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَأَعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ فَتَرَكُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ

الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَاقِ الْحَدِيثِ
قَالَ عِيسَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَقَالَ ذَاذِمٌ .

২৬৭০. 'ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী ও কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে একদল অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা হানীফা গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে, যার নাম ছিল ছুমামা ইবন উছাল। সে ইয়ামামা সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। তারা তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট যান এবং জিজ্ঞাসা করেন : হে ছুমামা! তুমি কি প্রত্যাশা করছ? সে (ছুমামা) বলল : হে মুহাম্মদ! আমি ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করছি। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তবে হত্যার উপযোগী এক ব্যক্তিকে হত্যা করবেন; আর যদি আপনি আমার প্রতি ইহসান করেন, তবে একজন শোকরগুয়ার ব্যক্তির প্রতি ইহসান করবেন। আর যদি আপনি মালের প্রত্যাশী হন, তবে তা-ও বলুন, আপনি যা চান তা-ই দেওয়া হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এমনকি পরদিন তিনি ﷺ তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেন : হে ছুমামা! তোমার অভিপ্রায় কি, তা বল! তখন সে আগের মত জওয়াব দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এমন কি তৃতীয় দিনও ছুমামা একই ধরনের উক্তি করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা ছুমামাকে ছেড়ে দাও। মুক্তির পর সে মসজিদের নিকটবর্তী খেজুর গাছের নিকট গেল এবং গোসল করল। এরপর সে মসজিদে প্রবেশ করে বলল : আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহু ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর উপরোক্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

ঈসা বলেন : লায়ছ আমাদের নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং ছুমামা বলেছেন : আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তবে একজন অপরাধীকেই হত্যা করবেন।

২৬৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّاظِيُّ قَالَ ثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ ابْنِ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
زُرَّارَةَ قَالَ قُدِّمَ بِالْأَسَارِيِّ حِينَ قُدِّمَ بِهِمْ وَسُودَةٌ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ فِي مَنَاخِهِمْ
عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَ الْحِجَابُ قَالَ تَقُولُ
سُودَةُ وَاللَّهِ إِنِّي فَعِنْدَهُمْ إِذْ أَتَيْتُ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ الْأَسَارِيُّ قَدْ أُوتِيَ بِهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي
وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ وَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سَهِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَاحِيَةِ الْجَحْرَةِ مَجْمُوعَةً يَدَاهُ
إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُمَا قَتَلَا أَبَا جَهْلٍ بْنَ هِشَامٍ وَكَانَا نَتَدَابَا
لَهُ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ .

২৬৭১. মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর (র.)...সা'দ ইব্ন যুরারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন (বদর যুদ্ধের) বন্দীদের (মদীনায়ে) আনা হল, তখন সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.) আফরা গোত্রের উট বাঁধার স্থানে আফরার দুই ছেলে 'আওফ ও মুআওবিযের নিকট উপস্থিত ছিলেন। রাবী বলেন : আর এ ঘটনাটি ছিল তাদের উপর পর্দার আয়াত নাযিলের আগের। রাবী বলেন : সাওদা বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি যখন তাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে এক ব্যক্তি আসে। তখন তাকে বলা হয় : এরা যুদ্ধবন্দী, এদের (পাকড়াও করে) আনা হয়েছে। এরপর আমি আমার ঘরে ফিরে যাই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ দেখি যে, হজরার এককোণে আবু ইয়াযীদ সুহায়ল ইব্ন 'আমর, যার হাত দুটি তার ঘাড়ের সাথে একত্রে বাঁধা। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ বলেন : তারা (আওফ ও মু'আওবিয) আবু জাহ্ল ইব্ন হিশামকে হত্যা করেছিল। কিন্তু তারা তাকে চিনত না। (আবদুর রহমান ইব্ন আওফ তাকে চিনিয়ে দিলে) তারা উভয়ে তার নিকট গমন করে এবং সে বদরের দিন নিহত হয়।

১৭. بَابُ فِي الْأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيَقْرَأُ

১৯. অনুচ্ছেদ : বন্দীকে মারপিট করে তথ্যাদি গ্রহণ

২৬৭২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَدَبَ أَصْحَابَهُ فَانْطَلَقُوا إِلَى بَدْرٍ فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ فِيهَا عَبْدٌ أَسْوَدُ لَبْنَى الْحَجَّاجِ فَآخَذَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَيْنَ أَبُو سُفْيَانَ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَالِي شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٌ وَعَتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ فَإِذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرْبُوهُ فَيَقُولُ دَعُونِي دَعُونِي أَخْبِرْكُمْ فَإِذَا تَرَكَوهُ قَالَ وَاللَّهِ مَالِي بِأَبِي سُفْيَانَ مِنْ عِلْمٍ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٌ وَعَتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ قَدْ أَقْبَلُوا وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدْعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ لَتَمْنَعَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ أَنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا مَضْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَهَذَا مَضْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُمْ

عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهِمْ فَسَحَبُوا
فَالْقَوْا فِي قَلْبِ بَدْرٍ .

২৬৭২. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবী-দেরকে ডাকলেন। তখন তাঁরা বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ তারা কুরায়শদের জন্য পানি বহনকারী উটের সন্ধান লাভ করলেন, যার পিঠে বনু হাজ্জাজ গোত্রের একজন কৃষ্ণকায় গোলাম বসা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেন যে, “বল, আবু সুফিয়ান কোথায়?”

তখন সে বলল : আল্লাহর শপথ! আমি তার ব্যাপারে কিছুই জানি না। কিন্তু এই হলো কুরায়শ বাহিনী, যাতে আবু জাহল, ‘উতবা, শায়বা ইবন রাবী’ আবু দুই ছেলে এবং উমাইয়া ইবন খালফ উপস্থিত আছে। যখন সে তাঁদের নিকট এরূপ বলল : তাঁরা তাকে মারপিট করল। তখন সে বলল : আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি তোমাদেরকে (আসল) খবর দেব। এরপর যখন তাঁরা তাকে ছেড়ে দিল, তখন সে বলল : আল্লাহর শপথ! আমি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে কোন খবরই রাখি না; বরং এই হলো কুরায়শ বাহিনী, যাতে আবু জাহল, ‘উতবা, শায়বা ইবন রাবী’ আর দুই ছেলে এবং উমাইয়া ইবন খালফ উপস্থিত আছে। এ সময় নবী ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ সব শুনছিলেন। এরপর সালাত আদায় শেষে বললেন : ঐ যাত-পাকের কসম, যার হাতে আমার জান! তোমরা তাকে তখন মার-ধর করছ, যখন সে তোমাদের নিকট সত্য কথা বলছে। আর যখন সে মিথ্যা কথা বলছে, তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দিচ্ছ। এই কুরায়শরা তো আবু সুফিয়ানের (কাফিলা) রক্ষা করার জন্য এসেছে। আনাস আরো বলেন : (বদর যুদ্ধের আগের দিন) রাসূলুল্লাহ-বলেন : আগামী দিন এ হলো অমুক ব্যক্তির নিহত হওয়ার জায়গা এবং তিনি তাঁর হাত যমীনের উপর রাখেন; এ হলো অমুক ব্যক্তির নিহত হওয়ার স্থান এবং তিনি তাঁর হাত যমীনের উপর রাখেন। এ হলো অমুক ব্যক্তির নিহত হওয়ার স্থান এবং তিনি তাঁর হাত যমীনের উপর রাখেন।

রাবী (আনাস (রা.) বলেন : ঐ যাত-পাকের কসম, যার হাতে আমার জীবন। কোন কাফির নিহত হওয়ার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে হাত রেখে নির্দেশ করেছিলেন (তাদের মৃত্যুর পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ব্যাপারে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, “ওদের পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে বদরের পার্শ্ববর্তী কূপের মাঝে ফেলে দাও।’

২. . بَابُ فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

২০. অনুচ্ছেদ : বন্দীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা

٢٦٧٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي السَّجِسْتَانِيَّ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَهَذَا لَفْظُهُ ح وَثَنَا حَسَنُ بْنُ

عَلَيْ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَقْلَاةً فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا ابْنًا عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تَهْوَدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ
بَنُوا النَّضِيرَ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا
أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَقْلَاةُ الَّتِي لَا يَعْيشُ لَهَا وَلَدٌ .

২৬৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আলী মুকাদ্দাসী (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন : কুফরীর যুগে যখন কোন মহিলা এরূপ হতো যে, তার কোন সন্তান জীবিত থাকতো
না, তখন সে এরূপ মানত করত : “যদি তার সন্তান বেঁচে থাকে, তবে সে তাকে ইয়াহুদী বানাবে।
অবশেষে বনু নাযীরকে যখন দেশান্তর করা হয়, তখন তাদের সাথে আনসারদের এরূপ কয়েকটি
সন্তান ছিল। তারা বলল : আমরা আমাদের সন্তানদের ছেড়ে যাব না। তখন মহান আল্লাহ্ এ
আয়াত নাযিল করেন : “দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই, কেননা ধর্মের সত্যতা অধর্মের
প্রকৃতি হতে স্পষ্ট হয়ে গেছে।”

আবু দাউদ (র.) বলেন : ‘মুকলা’ ঐ মহিলাকে বলা হয়, যার কোন সন্তান জীবিত থাকে না।

২১. بَابُ فِي الْأَسِيرِ يُقْتَلُ وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

২১. অনুচ্ছেদ : ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার আগে, কোন বিধর্মী বন্দীকে হত্যা করা

২৬৭৪. حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا اسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ قَالَ
زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَعْنِي النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَأَمْرَاتَيْنِ وَسَمَاهُمْ وَأَبْنُ أَبِي سَرْحٍ قَذَكَرَ الْحَدِيثَ
قَالَ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدُ اللَّهِ فَرَفَعَ
رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا
كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَأَيْتُ كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوا مَا
نَذَرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ إِلَّا أَوَمَاتِ الْإِنَّا بَعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ
لَهُ خَائِنَةٌ الْأَعْيُنُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَخَا عَثْمَانَ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَكَانَ الْوَلِيدُ بْنُ
عُقْبَةَ أَخَا عَثْمَانَ لِأُمِّهِ وَضَرَبَهُ عَثْمَانُ الْحَدَّ إِذْ شَرِبَ الْخَمْرَ .

২৬৭৪। 'উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র.)... সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ চারজন^১ পুরুষ ও দুইজন^২ মহিলা ব্যতীত অন্যান্য সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তিনি ﷺ তাদের নামও ঘোষণা করেন। আর ইব্ন আবু সারাহ...এরপর হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী সা'দ (রা.) বলেন : ইব্ন আবী সারাহ 'উছমান (রা.)-এর নিকট আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সকলকে বায়'আত গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান, তখন উছমান (রা) তাকে সংগে নিয়ে আসেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে খাড়া করে দেন এবং বলেন : হে আল্লাহর নবী! আপনি 'আবদুল্লাহকে বায়'আত করান। তিনি ﷺ তাঁর মাথা উঠান এবং তিনবার তার দিকে তাকান এবং প্রত্যেক বারই বায়'আত করাতে অস্বীকার করেন। তৃতীয় বারের পর তিনি তাকে বায়'আত করান, পরে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বলেন : তোমাদের মাঝে এমন কোন চালাক লোক কি ছিল না, যখন সে আমাকে দেখল যে, আমি তাকে বায়'আত করাচ্ছি না, তখন কেন সে তাকে হত্যা করল না? তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা তো আপনার অন্তরের কথা বুঝতে পারিনি। আপনি (এ ব্যাপারে) চোখ দিয়ে কেন আমাদেরকে ইশারা করলেন না? তিনি বললেন : কোন নবীর জন্য এ উচিত নয় যে, সে চোরা দৃষ্টিতে তাকাবে।

আবু দাউদ বলেন : আবদুল্লাহ ছিলেন 'উছমান (রা.)-এর দুধ ভাই এবং ওয়ালাদ ইব্ন 'উকবা ছিলেন 'উছমান (রা.)-এর বৈমায়েয় ভাই। উছমান (রা.) তাঁর শাসনামলে মদ্যপানের অভিযোগে তাকে শাস্তি দেন।

২৬৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَى جَدِّي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ أَرْبَعَةٌ لَاؤِمْنُهُمْ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ فَسَمَاهُمْ قَالَ وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمَقِيسٍ فَقَتَلَتْ أَحَدَهُمَا وَأَقْلَتِ الْآخَرَى فَاسْلَمَتْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ أَفْهَمْ إِسْنَادَهُ مِنْ ابْنِ الْعَلَاءِ كَمَا أَحِبُّ .

২৬৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)...আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ারবু মাখযুমী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা দেন যে, চার ব্যক্তি এমন, যাদের আমি হারামের মাঝে এবং এর বাইরে নিরাপত্তা দেব না, (হত্যা থেকে); পরে তিনি তাদের নাম বলেন। তিনি আরো বলেন : দুইজন ক্রীতদাসী, যাদের মালিক ছিল মাকীস (তারা নবী ﷺ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত); এদের একজনকে হত্যা করা হয় এবং অপরজন পালিয়ে যায়; পরে সেও ইসলাম কবুল করে।

আবু দাউদ বলেন : আমি ইব্ন 'আলা হতে এ হাদীছের সনদ উত্তম ভাবে বুঝতে সক্ষম হইনি।

১. যেমন: আবদুল্লাহ ইব্ন হান্‌যাল, ইকরামা ইব্ন আবু জাহল, খাবাব ইব্ন আসওয়াদ এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবু সারাহ বা ওয়াহলী।

২. আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এবং অপর একজন অপরিচিত মহিলা।

২৬৭৬. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ ابْنِ خَطَلٍ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ قَتَلَهُ .

২৬৭৬। কা'নবী (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় ছিল লৌহ-শিরদ্বাণ। তিনি যখন তা খুলে ফেলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে যে, ইবন খাত্তাল (কাফির, যার রক্ত হালাল ঘোষিত হয়েছিল) কা'বা ঘরের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে। তখন তিনি ﷺ বলেন : তাকে হত্যা কর। আবু দাউদ বলেন : ইবনে খাত্তালের নাম ছিল 'আবদুল্লাহ। আবু বারযা আসলামী তাকে হত্যা করেছিল।

২২. بَابُ فِي قَتْلِ الْأَسِيرِ صَبْرًا

২২. অনুচ্ছেদ : কয়েদীকে বেঁধে রেখে হত্যা করা

২৬৭৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرُّقِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنْ يَسْتَعْمَلَ مَسْرُوقًا فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ اتَّسَعَّمِلْ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْتُوقُ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ مَنْ لِلصَّبِيَّةِ قَالَ النَّارُ قَالَ قَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৬৭৭. আলী ইবন হুসায়ন রাকী (র.)...ইব্রাহীম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যাহ্‌হাক ইবন কায়স মাসরুককে (যাকাত আদায়কারী) অফিসার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন 'উম্মারা ইবন 'উকবা তাকে বলেন : আপনি কি এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন, যিনি 'উছমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের মধ্য হতে এখনও জীবিত আছেন? মাসরুক বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ আমাদের নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আমাদের মাঝে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্ভরশীল। নবী ﷺ যখন তোমার পিতাকে হত্যা করার ইরাদা করেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করেছিল : আমার সন্তানদের লালন-পালন কে করবে? তখন তিনি ﷺ বলেন : আগুন। তখন (মাসরুক) বলেন : আমিও তোমার ব্যাপারে তাতেই সন্তুষ্ট, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তুষ্ট।

২৩ . بَابُ فِي قَتْلِ الْأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

২৩. অনুচ্ছেদ : কয়েদীকে বেঁধে তীর দিয়ে হত্যা করা

২৬৭৮ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِ عَنْ ابْنِ تَغْلَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتَى بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرِيَهُمْ فَقَتَلُوا صَبْرًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لَنَا شَيْرُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَلَبَّغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا فَلَبَّغَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ .

২৬৭৮. সাঈদ ইব্ন মানসুর (র.)...ইবন তাগ্লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন ওয়ালাদ (রা.)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধে গমন করি। তখন তাঁর সামনে চারজন শক্তিশালী (অনারব) শত্রুকে হাযির করা হয়। তখন তিনি তাদেরকে বেঁধে তীর দিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

আবু দাউদ বলেন : ‘সাঈদ ব্যতীত অন্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, বেঁধে তীর দিয়ে হত্যা করবে। এ খবর আবু আয্যুব আনসারী (রা.)-এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বেঁধে রেখে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অতএব কসম সেই যাতের, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি একটি মুরগীও হয়, তবু তাকে আমি এভাবে হত্যা করব না। এরপর এ খবর আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ওয়ালাদ (রা.)-এর নিকট পৌছলে, তিনি চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন (এবং এভাবে তার অপরাধের কাফ্ফারা আদায় করেন)।

২৪ . بَابُ فِي الْمَنْ عَلَى الْأَسِيرِ بَغِيرٍ فِدَاءٍ

২৪. অনুচ্ছেদ : কয়েদীদের উপর সদয় হয়ে, কোন বিনিময় ছাড়া, মুক্ত করা সম্পর্কে

২৬৭৯ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادٌ قَالَ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَوةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلَامًا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَאֵيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

২৬৭৯. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কার আশিজন লোক (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়), নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের হত্যা করার মানসে তানঈম পর্বতের দিক হতে, ফজরের সালাতের সময় অবতরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আত্মসমর্পণ করিয়ে ধোঁফতার করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিনা-বিনিময়ে মুক্ত করে দেন। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন : “আল্লাহ্ এমন যে, তিনি তাদের হাতগুলোকে তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন এবং তোমাদের হাতগুলোকে তাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন, মক্কার উপত্যকায়।”..এভাবে উক্ত আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়।

২৬৮০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَأُسَارَى بِدَرٍ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِي حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ .

২৬৮০। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন ফারিস (র.)...মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী ﷺ বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করেন যে, আজ যদি মুত'ঈম ইব্ন 'আদী' জীবিত থাকতেন এবং তিনি আমার নিকট এসব ঘণ্য কয়েদীদের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন। তবে আমি তাদেরকে তাঁর খাতিরে ছেড়ে দিতাম।

২৫. بَابُ فِي فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ

২৫. অনুচ্ছেদ : মালের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া

২৬৮১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا أَبُو نُوحٍ قَالَ أَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَخَذَ يَعْزِي النَّبِيَّ ﷺ الْفِدَاءَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لِمَسْكُكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ مِنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنْ اسْمِ أَبِي نُوحٍ فَقَالَ آيَشُ تَصْنَعُ بِاسْمِهِ اسْمُهُ شَنِيعٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُهُ قُرَادٌ وَالصَّحِيحُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ .

২৬৮১. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল (র.)...উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধে নবী ﷺ যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেন। তখন মহান আল্লাহ্

১. ভায়েফ থেকে ফেরার সময় মুশরিকরা নবী (সা)-এর উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন মুত'ঈম 'আদী তাদেরকে এ ঘণ্য কাজ হতে ফিরিয়ে রাখেন। তাঁর এ মহানুভবতার কথা নবী (সা) মনে রাখেন এবং মুশরিকরা বদর যুদ্ধে বন্দী হলে তিনি মুত'ঈমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এরূপ মন্তব্য করেন।

এ আয়াত নাযিল করেন : নবীর শান এ নয় যে, তাঁর কাছে কয়েদী থাকবে, যতক্ষণ যমীনে খুন-খারাবী চলতে থাকে। আপনি তো দুনিয়ার জীবনের আরাম-আয়েশের ইচ্ছা করছেন কিন্তু আল্লাহর নিকট আখিরাতের জীবনই কাম্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা। যদি আল্লাহর তরফ থেকে আগেই ফয়সালা না থাকত, তবে মুক্তিপণ নেওয়ার কারণে তোমাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হত।^১ এরপর আল্লাহ্ তাদের জন্য (ইসলামের বিজয়লগ্নে) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করেন।

আবু দাউদ বলেন : আমি আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)-এর নিকট এ হাদীছের রাবী আবু নূহের নাম জানার প্রশ্ন করতে শুনেছি। তখন তিনি বলেন : তোমরা তার নাম শুনে কি করবে? তার নামটি খুবই নিকৃষ্ট। ইমাম আবু দাউদ (র.) আরো বলেন : আবু নূহের নাম হলো কুরাদ। কিন্তু তার সঠিক নাম হলো 'আবদুর রহমান ইব্ন গায়ওয়ান।

২৬৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِ مِائَةٍ .

২৬৮২. আবদুর রহমান ইব্ন মুবারক 'আয়শী (র.)... ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জাহিলী যুগের লোকদের জন্য (মক্কার কাফির), যারা বদরের যুদ্ধের দিন বন্দী হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের জন্য চারশত দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন।

২৬৮৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ ادْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ قَالَتْ لَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَّ لَهَا رِقَّةٌ شَدِيدَةٌ وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَطْلُقُوهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَقَالُوا نَعَمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخْلِيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِبَطْنِ يَاجِجٍ حَتَّى تَمُرَ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا .

১. বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে কি করা হবে, তা নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। হযরত উমর (রা.) ও সা'আদ ইব্ন মা'আজ (রা.) তাদের হত্যা করার পরামর্শ দেন এবং আল্লাহর নিকট এ সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। কেননা, এর ফলে মুশরিকদের প্রাধান্য খর্ব হত। পক্ষান্তরে, নবী (সা.) ও আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মত ছিল, মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া। কেননা, এরা ছিল নিজেদেরই স্ব-গোষ্ঠীয় আত্মীয়-স্বজন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

২৬৮৩. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন মক্কাবাসীরা তাদের বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ পাঠায়, তখন যয়নব (রা.)-ও আবুল আসের (তাঁর স্বামী, যিনি কাফির ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে বন্দী হন) জন্য মুক্তিপণ বাবদ এমন কিছু ধন-সম্পদ পাঠানোর মধ্যে তাঁর একটি হারও ছিল। আসলে হারটি ছিল খাদীজা (রা.)-এর। (যয়নব বিয়ের সময় তা যৌতুক হিসাবে পান) এবং তা নিয়ে তিনি আবুল আসের ঘরে গমন করেন।

রাবী 'আইশা (রা.) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হারখানা দেখেন, তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন : যদি তোমরা ভাল মনে কর, তবে যয়নবের স্বামীকে ছেড়ে দাও এবং তার হারখানাও তাকে ফিরিয়ে দাও। তখন তারা (সাহাবীরা) বলেন : ঠিক আছে, তাই হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মর্মে আবুল আসের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, সে যয়নবকে তাঁর ﷺ নিকট আসতে বাধা দেবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ ইব্ন হারিসা ও অপর একজন আনসার সাহাবীকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তোমরা 'বাতনে-ইয়াজিজ' নামক স্থানে যয়নবের জন্য অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না সে তোমাদের কাছে আসে। আর সে তোমাদের কাছে পৌছলে, তোমরা তাকে সাথে করে আমার কাছে পৌছে দেবে।

২৬৮৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا عَمِّي يَعْنِي سَعِيدَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ أَنَّ اللَّيْثَ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَذَكَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِيسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدَ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقِهِ فَاخْتَارُوا أَمَّا السَّبْيُ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَالُوا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّخَذَ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ إِخْوَانُكُمْ هَؤُلَاءِ جَاءُوا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى تَعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَقْبِي اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَبِينَا ذَلِكَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَا نَذَرِي مَنْ أَدِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْقَاكُمْ فَارْجَعَ النَّاسُ وَكَلَّمَهُمْ عُرْقَاءُ هُمْ فَاخْبَرُوا أَنَّهُمْ قَدْ طَبَبُوا وَأَذِنُوا .

২৬৮৪. আহমদ ইব্ন আবু মারযামা (র.)... মারওয়ান ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে তাদের ধন-সম্পদ ফেরত চায়; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বলেন : তোমরা যা চাও, তা আমার কাছে মওজুদ আছে। সত্যকথা আমার নিকট খুবই প্রিয়। তোমরা সিদ্ধান্ত নাও, হয় তোমরা তোমাদের বন্দীদের ফিরিয়ে নাও, নয় তোমাদের ধন-সম্পদ। তখন তারা

বলল : আমরা আমাদের বন্দীদের ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহর প্রশংসা করেন। এরপর বলেন : “এরপর তোমাদের এ ভাইয়েরা তওবা করে তোমাদের কাছে এসেছে। আর আমি এ ভাল মনে করছি যে, তাদের বন্দীদের তাদের হাতে ফিরিয়ে দেব। আর তোমাদের মাঝে যে একে ভাল মনে করবে, সে এরূপ করবে, (অর্থাৎ এদের বন্দীদের ছেড়ে দিবে) আর তোমাদের মাঝের কেউ যদি তার হিসসা পাওয়ার জন্য যিদ কর, তবে আমি তাকে এর জন্য গনীমতের মাল হতে একটা অংশ দেব, আর এটা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ দান, যা তিনি আমাদের দান করেছেন।

তখন সাহাবীরা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমরা তাদের কয়েদীদের মুক্তি দিতে রাযী আছি। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : আমি বুঝতে পারিনি। এ ব্যাপারে তোমরা কারা রাযী আছ এবং কারা রাযী নও। তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতাদের সাথে কথাবার্তা বলার পর—তারা যেন এ ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলে। তখন লোকেরা তাদের নেতাদের সাথে মতবিনিময় করল এবং পরে তারা বলল যে, তারা কয়েদীদের ফিরিয়ে দিতে রাযী আছে এবং এ ব্যাপারে তারা তাদের অনুমতি দিচ্ছে।

২৬৮৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُدُّوْا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ أَمْسَكَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفِي فَإِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتٌّ فَرَأَيْتُمْ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ دَنَا يَعْزِي النَّبِيَّ ﷺ مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سِنَامِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفِي شَيْءٌ وَلَا هَذَا وَرَفَعَ أَصْبَعَيْهِ الْإِلَّ الْخُمْسُ وَالْخُمْسُ مَرْتُوْدٌ عَلَيْكُمْ فَأَتَوْا الْخِيَّاطَ وَالْخَيْطُ فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كَبَةٌ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبْنِي عَبْدٍ الْمُطْلَبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا بَلَغَتْ مَا أَرَأَى فَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا وَبَنَدَهَا .

২৬৮৫. মুসা ইবন ইসমাইল (র.)... ‘আমর ইবন শু‘আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা তাদের স্ত্রীদের ও বাচ্চাদের তাদের নিকট প্রত্যর্পণ কর। আর যে ব্যক্তি উক্ত গনীমতের মাল হতে কিছু রাখতে ইচ্ছা করবে, আমি তাকে এর বিনিময়ে মালে গনীমত হতে ছয়টি উট দেব, যা আল্লাহ আমাদের দান করবেন। এরপর নবী ﷺ একটি উটের নিকটবর্তী হয়ে তার ঘাড় হতে একটা পশম নিয়ে বললেন : হে লোক সকল! আমি এই গনীমতের মালের কিছুই মালিক নই, এমনকি এই পশমেরও মালিক নই। এরপর তিনি দু’ আংগুলে সে পশমটি তুলে ধরে বললেন : অবশ্য আমি (মালে গনীমতের) এক-পঞ্চমাংশের মালিক এবং সেই এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের মাঝে বিতরণ করব।

কাজেই তোমরা সুই ও সুতা পর্যন্ত আদায় কর (কিছুই গোপন করবে না)। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়ায়, যার হাতে ছিল পশমের তৈরী রশির টুকরা এবং বলে : আমি এই রশির টুকরাটা পালানের নীচের কবল ঠিক করার জন্য নিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর মাঝে আমার এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের যে অংশ আছে, (তা আমি মা'ফ করলাম), এখন তা তোমার। তখন সে ব্যক্তি বলল : এই সামান্য রশির ব্যাপার যদি এরূপ হয়, যা আমি দেখছি, তবে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এরপর সে তার হাত থেকে তা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

২৬. بَابُ فِي الْأَمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْعَدُوِّ بَعْرَصَتِهِمْ

২৬. অনুচ্ছেদ : দুশমনদের উপর বিজয়ী হওয়ার পর, নেতার ময়দানে অবস্থান

২৬৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وَثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا رُوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَلَبَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرَصَةِ ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بَعْرَصَتِهِمْ ثَلَاثًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَطْعَنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِيمِ حَدِيثِ سَعِيدٍ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ سَنَةٌ خَمْسٍ وَارْبَعِينَ وَلَمْ يَخْرُجْ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا بِالْآخِرَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُقَالُ إِنَّ وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ فِي تَغْيِيرِهِ .

২৬৮৬। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র.)... আবু তাল্হা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন কওমের উপর বিজয়ী হতেন, তখন তিনি সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করতেন। ইবন মুছান্না (র.) বলেন : নবী ﷺ যখন কোন কওমের উপর বিজয়ী হতেন, তখন তিনি সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করতে পসন্দ করতেন।

আবু দাউদ বলেন : ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ এ হাদীছের ব্যাপারে দোষারোপ করতেন; কেননা এ হাদীছটি সাঈদের প্রথম জীবনে বর্ণিত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত ৪৫ বছর বয়সে তাঁর মুখস্থ রাখার শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এ হাদীছটি তাঁর শেষ বয়সে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে शामिल।

আবু দাউদ (র.) বলেন : ওকী' (র.) সাঈদ থেকে তার পরিবর্তিত অবস্থার সময় এ হাদীছটি হাসিল করেন।

২৭. بَابُ فِي التَّفَرُّقِ بَيْنَ السَّبْيِ

২৭. অনুচ্ছেদ : কয়েদীদের পরস্পর পৃথক করা

২৬৮৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ

جَارِيَةً وُودَهَا فَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَيِّمُونَ لَمْ يُدْرِكْ عَلَيْهِ قَتْلَ بِالْجَمَاجِمِ وَالْجَمَاجِمُ سَنَةٌ ثَلَاثٌ وَتَمَانِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَرَّةُ سَنَةٌ ثَلَاثٌ وَسِتِّينَ وَقَتْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَنَةٌ ثَلَاثٌ وَسَبْعِينَ .

২৬৮৭. 'উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র.)... 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি একজন দাসী ও তার সন্তানকে আলাদা করে দেন (অর্থাৎ বাচ্চা এবং তার মাতাকে আলাদা করে বিক্রি করেন)। তখন নবী ﷺ তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং ঐ বিক্রি বাতিল করে দেন।

আবু দাউদ (র.) বলেন : মায়মুন (র.) 'আলী (রা.)-এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তিনি 'জামাজিম' যুদ্ধে নিহত হন এবং জামাজিম যুদ্ধ হিজরী ৮৩ সনে সংঘটিত হয়।

আবু দাউদ (র.) বলেন : হাবরা-র ঘটনা হিজরী ৬৩ সনে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইব্ন যুবার (রা.) হিজরী ৭৩ সনে শাহাদত বরণ করেন।

২৮ . بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُدْرَكِينَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ

২৮. অনুচ্ছেদ : বয়ক্ক কয়েদীদের পৃথক রাখার অনুমতি

২৬৮৮ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا عِكْرَمَةُ قَالَ ثَنِي أَيْسَ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنِي أَبِي قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَامْرَأَةٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنْنَا الْغَارَةَ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الرُّزْيَةُ وَالنِّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا فَجِئْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِمْ امْرَأَةٌ مِّنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِّنْ أَدَمٍ مَّعَهَا بِنْتُ لَهَا مِّنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَتَقَلَّبَنِي أَبُو بَكْرٍ بِنْتَهَا فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ فَقَدْ أَعْجَبْتَنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْقَدِّ لَقَيْتُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبْتَنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسْرَى فَقَدَاهُمْ بِبَيْتِكَ الْمَرْأَةُ .

২৬৮৮. হাব্রন ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)... আয়াস ইব্ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন : একবার আমরা আবু বকর (রা.)-এর সংগে যুদ্ধে রওয়ানা হই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আমাদের নেত্রা নির্বাচিত করেন। আমরা কাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং চারদিক হতে হামলা করি। পরে আমি কিছু লোক দেখি, যাতে বাচ্চা ও মহিলারা ছিল।

তখন আমি তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করি, যা তাদের ও একটি পাহাড়ের মাঝখানে গিয়ে পড়ে। তারা দাঁড়ালে, আমি তাদেরকে নিয়ে আবু বকর (রা.)-এর নিকট যাই। এর মাঝে ফাযারা গোত্রের একজন মহিলা ছিল যার পরিধানে চামড়ার পোশাক ছিল। ঐ মহিলার সাথে তার একটি মেয়ে ছিল, যে ছিল আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। আবু বকর (রা.) মেয়েটিকে আমাকে দিয়ে দেন। এরপর আমি মদীনায ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে বলেন : হে সালামা! তুমি ঐ মেয়েটিকে আমাকে দিয়ে দাও। তখন আমি বলি : আল্লাহর শপথ! সে তো আমার কাছে খুবই প্রিয় এবং আমি এখনো তার কাপড় খুলিনি (অর্থাৎ তার সাথে সহবাস করিনি)। তখনকার মত তিনি ﷺ চুপ থাকলেন। কিন্তু পরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে আমার বাজারে দেখা হলে তিনি আমাকে বললেন : হে সালামা, তোমার পিতার শপথ! ঐ মেয়েটিকে আমাকে দান কর। তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আল্লাহর শপথ! সে আমার খুবই প্রিয় এবং এখনো আমি তার পরিধেয় বস্ত্র খুলিনি (অর্থাৎ তার সাথে সংগম করিনি)। সে আপনারই। এরপর তিনি সে মেয়েটিকে মক্কায় পাঠান এবং তার বিনিময়ে তাদের নিকট হতে মুসলিম বন্দীদের ছাড়িয়ে আনেন।

২৯. بَابُ فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِي الْغَنِيمَةِ

২৯. অনুচ্ছেদ : যদি শত্রুপক্ষ মুসলমানদের নিকট হতে কোন সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং পরে তা তার মালিক মালে-গনীমত হিসাবে পায়

২৬৮৯. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَقْسِمِ .

২৬৮৯. সালেহ ইব্ন সুহায়ল (র.)...ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার ইব্ন 'উমার (রা.)-এর একটি গোলাম পালিয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায়। অতঃপর মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সে গোলামকে ইব্ন 'উমার (রা.)-এর নিকট ফিরিয়ে দেন এবং তাকে মালে-গনীমত হিসাবে বন্টন করেননি।

২৬৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬৯০. মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান আনবারী (র.)...ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর একটা ঘোড়া চলে গেলে শত্রুরা তা আটক করে। এরপর মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায়, তারা তাকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেন।

(তিনি আরো বলেন) : আমার একটা গোলাম পালিয়ে গিয়ে রোমের কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। এরপর মুসলমানরা যখন তাদের উপর বিজয়ী হয়, তখন নবী ﷺ -এর ইনতিকালের পর খালিদ ইবন ওয়ালীদ তাকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেন (অর্থাৎ তাকে মালে-গনীমত গণ্য করে বন্টন করেননি)।

৩. . بَابُ فِي عِبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسَلِّمُونَ !

৩০. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের কৃতদাস যদি মুসলমানদের কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করে

২৬৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ ثَنَّى مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ صَاعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيَهُمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدُّهُمْ إِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ مَا أَرَأَيْكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا وَابْنُ أَبِي أَنْ يُرَدُّ هُمْ وَقَالَ هُمْ عَتَقَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৬৯১. আবদুল 'আযীয ইবন ইয়াহইয়া হাররানী (র.)...'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (কাফিরদের) কয়েকটি গোলাম পালিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হৃদায়বিয়ার দিন সন্ধির আগে পৌঁছে। তখন তাদের মুনীবরা তাঁর ﷺ নিকট এ মর্মে পত্র লেখে, তারা বলে : হে মুহাম্মদ! আল্লাহর শপথ, এরা তোমার দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমার কাছে আসেনি; বরং তারা গোলামী হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য পালিয়ে এসেছে। তখন কিছু লোক বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা সত্য বলেছে। এদেরকে ওদের নিকট ফিরিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বলেন : হে কুরায়শ দল! আমি দেখছি যে, তোমরা ততক্ষণ শুনাহ হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যে তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেবে। তিনি ﷺ সে গোলামদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন : এরা তো মহান আল্লাহ কর্তৃক আযাদকৃত।

৩১. بَابُ فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

৩১. অনুচ্ছেদ : দুশমনদের দেশের খাদ্য হালাল হওয়া প্রসংগে

২৬৯২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزَّيْبَرِيُّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يُوْخَذْ مِنْهُمْ الْخُمْسُ .

২৬৯২. ইবরাহীম ইব্ন হামযা যুযায়রী (র.)... ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় সেনাবাহিনীর একটা দল কিছু খাদ্যশস্য ও মধু লুণ্ঠন করে আনে। এ থেকে এক-পঞ্চমাংশ নেওয়া হয়নি।

২৬৯৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَالْقَعْنَبِيُّ قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ دَلَّى جَرَابٌ مِنْ شَحْمِ يَوْمٍ خَيْبَرَ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَالْتَزِمْتُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَا أُعْطَى مِنْ هَذَا أَحَدًا الْيَوْمَ شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ .

২৬৯৩. মুসা ইব্ন ইসমাসীল ও কা'নাবী (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি আমার প্রতি চর্বিভর্তি একটা থলে নিক্ষেপ করে। আমি তা আমার জন্য সংরক্ষণ করি এবং বলি : আজ এ হতে আমি কাউকে কিছু দেব না। রাবী বলেন : এসময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাকিয়ে দেখি যে, তিনি আমার এ আচরণে মুচকি মুচকি হাসছেন।

৩২. بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّهْبِ إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قَلَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

৩২. অনুচ্ছেদ : শত্রুদেশে খাদ্যশস্য কম থাকলে তা লুটপাট না করা সম্পর্কে

২৬৯৪. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابِلَ فَاصَابَ النَّاسَ غَنِيمَةٌ فَانْتَهَبُوهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّهْبِ فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ .

২৬৯৪. সুলায়মান ইব্ন হারাব (র.)...আবু লবীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কাবুল অভিযানে আবদুর রহমান ইব্ন সামুরার সাথী ছিলাম। লোকেরা সেখানে যে গনীমতের মাল পায়, তা নিজেরা লুট করে নেয়। তখন তিনি (আবদুর রহমান) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তিনি গনীমতের মাল বন্টনের আগে তা লুট করতে (অর্থাৎ নিতে) নিষেধ করেছেন। (একথা শুনে) তারা যা নিয়েছিল, তা ফিরিয়ে দিল। তখন তিনি (আবদুর রহমান) তা তাদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।

২৬৯৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا أَبُو اسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ يَعْنِي الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ .

২৬৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় খুমুস (মালে-গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) বন্টন করতেন? তিনি বললেন : খায়বরের যুদ্ধের দিন আমরা যে খাদ্য-শস্য পাই, প্রত্যেক ব্যক্তি এসে তা থেকে তার প্রয়োজন মত খাদ্যশস্য নিয়ে ফিরে যায়।

২৬৯৬. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجْهَدُ فَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنْ قَدُورُنَا لَتَغْلَى إِذْجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَكَفُّوا قَدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يَرْمِي اللَّحْمَ بِالتَّرَابِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْأَمِيَّةِ أَوْ إِنَّ الْأَمِيَّةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ نُهْبَةِ الشُّكِّ مِنْ هَنَادٍ .

২৬৯৬. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.)...একজন আনসার সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে বহির্গত হই। এই সফরে লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও কষ্টের সম্মুখীন হয়। এ সময় তারা কিছু বকরী পায় এবং তা লুণ্ঠন করে আনে (এবং তা যবাহ করে পাকাতে শুরু করে)। আমাদের ডেগগুলো যখন টগবগ করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ধনুক সহ সেখানে আসেন এবং তিনি তাঁর ধনুক দিয়ে আমাদের ডেগগুলো উল্টিয়ে দেন। এরপর তিনি গোশতকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন এবং বলেন : লুটের মাল মৃত জন্তুর চেয়ে কিছু কম নয়। অথবা রাবী হান্নাদ (সন্দেহের কারণে) বলেন : মৃত জন্তু লুটের মালের চেয়ে অধিক হালাল নয়।

৩৩. بَابُ فِي حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

৩৩. অনুচ্ছেদ : দারুল-হরব (শত্রু-দেশ) থেকে খাদ্য-শস্য আনা

২৬৭৭. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ حَارِثٍ أَنَّ ابْنَ خُرْشَفٍ الْأَزْدِيَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ الْجُزْءَ فِي الْغَزْوِ لَا نَقْسِمُهُ حَتَّىٰ إِن كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَىٰ رِحَالِنَا وَآخَرَجْتَنَا مِنْهُ مَمْلُوءَةٌ .

২৬৯৭. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)... আবদুর রহমান (র.) নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যুদ্ধের সময় আমরা উট নহর (যবাহ) করে খেতাম এবং তা বন্টন করতাম না। এমন কি আমরা যখন আমাদের তাঁবুতে ফিরে আসতাম, তখনও আমাদের উটের পিঠের উপরের থলিগুলো গোশতে ভরপুর থাকত।

৩৪. بَابُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضُلَ عَنِ النَّاسِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

৩৪. অনুচ্ছেদ : শত্রু-দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্য বিক্রি করা

২৬৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصْطَفَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ إِسْحَقَ حَمْرَةَ ثَنَا أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْدَنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَوٍ قَالَ رَابَطْنَا مَدِينَةَ قَنْسَرَيْنَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِيْنَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ فَلَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثَ فَقَالَ مُعَاذُ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا فِيهَا فَقَسَمَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ .

২৬৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুস্‌তাফা (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন গানাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা গুরাহবিল ইব্ন সামতের সাথে 'কানসারীন' শহর অবরোধ করি। যখন তা বিজিত হয়, তখন সেখানে কিছু গাভী ও বকরী পাওয়া যায়। যা থেকে তিনি আমাদের মাঝে কিছু বন্টন করে দেন এবং বাকী অংশ মালে গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর আমি মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-এর সংগে সাক্ষাত করি এবং তাঁর কাছে ব্যাপারটি বর্ণনা করি। তখন মা'আয (রা.) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে খায়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সেখানে আমরা কিছু ছাগল

পাই। যা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে কিছু বন্টন করে দেন এবং বাকী অংশ গনীমতের মালের মধ্যে शामिल করেন।

৩৫. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِشَيْءٍ

৩৫. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির গনীমতের মাল হতে উপকার গ্রহণ করা

৬৯৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنَا لِحَدِيثِهِ أَتَقْنُ قَالَا تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تَجِيبٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ تَوْبًا مِنْ فِئِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ .

২৬৯৯. সাঈদ ইবন মানসুর ও উছমান ইবন আবু শায়বা (র.)...রুয়ায়ফা ইবন ছাবিত আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের মালের কোন বাহনের উপর সওয়ার না হয়, এমন কি সে তা দুর্বল করে ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মুসলমানদের প্রাপ্ত মালে-গনীমত থেকে কোন কাপড় না পরে, এমন কি সে তা পুরাতন করে ফেরত দেয়।

৩৬. بَابُ فِي الرُّخْصَةِ فِي السَّلَاحِ يُقَاتِلُ بِهِ فِي الْمَعْرَكِ

৩৬. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধে যুদ্ধাস্ত্র পাওয়া গেলে তা যুদ্ধে ব্যবহার করা বৈধ

২৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ أَبِي إِسْحَقَ السُّبُعِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَبِي إِسْحَقَ السُّبُعِيُّ قَالَ ثَنَّى أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ فَأَذَا أَبُو جَهْلٍ صَرِيْعٌ قَدْ ضَرَبْتُ رِجْلَهُ فَقُلْتُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ يَا أَبَا جَهْلٍ قَدْ أَخْرَى اللَّهُ الْآخِرَ قَالَ وَلَا هَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَبَعَدَ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَتْهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَلَمْ يَغْنِ شَيْئًا حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَضَرَبَتْهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ .

২৭০০. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)... আবু উবায়দা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি বদর-যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ চলাকালে লক্ষ্য করি যে, আবু জাহল (যমীনে) পড়ে আছে। তখন আমি তার পায়ের উপর আঘাত করি এবং বলি : হে আল্লাহর দূশমন! হে আবু জাহল! অবশেষে আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করেছেন।

রাবী বলেন : এ সময় তার কোন ভয় আমার মাঝে ছিল না। তখন সে বলে : তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, এক ব্যক্তিকে তার কণ্ঠের লোকেরা তরবারি দিয়ে হত্যা করেছে। এরপর আমি তাকে অতি নিকট হতে তরবারি দিয়ে আঘাত করি কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। এমনকি তার হাত থেকে তার তরবারি পড়ে যায়, তখন আমি তা নিয়ে তার উপর আঘাত করি; ফলে সে ঠাণ্ডা হয়ে যায় (অর্থাৎ মারা যায়)।

৩৭. بَابُ فِي تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

৩৭. অনুচ্ছেদ : গনীমতের মাল আত্মসাত করা মহা-অপরাধ

২৭০১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَيَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تُوْفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجْهُهُ النَّاسُ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غُلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرْزًا مِّنْ خَرْزِ يَهُودَ لَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ .

২৭০১. মুসাদ্দাদ (র.)...যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (র.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে জনৈক ব্যক্তি খায়বরের যুদ্ধের দিন মারা যায়। তখন সাহাবীরা এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিলে তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের সাথীর (জানাযার) নামায পড়, (আমি তার জানাযার নামাযে শরীক হব না)। এ কথা শুনে লোকদের চেহারা ভয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন তিনি ﷺ বলেন : তোমাদের সাথী আল্লাহর রাস্তায় চুরি করে থিয়ানত করেছে।

(রাবী বলেন) এরনপর আমরা তার জিনিসপত্র অনুসন্ধান করি এবং ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত একটি মণিমুক্তা খচিত কণ্ঠহার পাই, যা দুই দিরহামের সমান ছিল না।

২৭০২. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَ لَا وَرِقًا إِلَّا الثِّيَابَ وَ الْمَتَاعَ وَ الْأَمْوَالَ قَالَ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنًا وَ أَدَى الْقُرَى وَ قَدْ

أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بُوَادِي الْقُرَى فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحْطُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ مَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُوا بِذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكِينِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شِرَاكِ مِّنْ نَّارٍ أَوْ قَالَ شِرَاكِانِ مِّنْ نَّارٍ.

২৭০২. আল-কা'নাবী (র.)..আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা খায়বরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে বের হয়েছিলাম। আমরা গনীমতের মাল হিসাবে সোনা-রূপা পাইনি, তবে কাপড়, আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল প্রাপ্ত হই।

রাবী বলেন : এরপর সেখান হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ওয়াদী-উল-কুরা' নামক স্থানের দিকে গমন করেন। তখন তাঁকে একটি হাবশী গোলাম হাদিয়া দেওয়া হয়, যার নাম ছিল-'মিদ'আম'। আমরা ওয়াদী-উল-কুরাতে' পৌছানোর পর মিদ'আম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উটের পালান নামাতে গুরু করে। ইত্যবসরে একটি তীর এসে তার গায়ে লাগে এবং সে মারা যায়। লোকেরা বলতে থাকে যে, মুবারক হোক, তারই জন্য জান্নাত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কখনই নয়। ঐ যাতের শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, 'ঐ কবুল, যা সে খায়বর-যুদ্ধের গনীমতের মাল বন্টনের আগে আত্মসাত করেছিল, তা তার উপর আগুন হয়ে জ্বলছে। এরপর তারা যখন এ কথা শুনলো, তখন জনৈক ব্যক্তি একটা বা দুইটা ফিতা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ হলো জাহান্নামের আগুনের তৈরী একটা ফিতা। অথবা তিনি বলেন : এ হলো জাহান্নামের আগুনের তৈরী দুটি ফিতা।

৩৮. بَابُ فِي الْغُلُولِ إِذَا كَانَ بِسِيرٍ يَتْرُكُهُ الْأَمَامُ وَلَا يُحْرِقُ رَحْلَهُ

৩৮. অনুচ্ছেদ : গনীমতের মাল হতে সামান্য কিছু আত্মসাত করা হলে নেতা তাকে ছেড়ে দেবে এবং তার আসবাব-পত্র জ্বালাবে না

২৭০৩. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبٌ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنَا إِسْحَقُ الْفَزَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ ثَنَى عَامِرُ يُعْنَى ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيَقْسِمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَامٍ مِّنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا

أَصْبَنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ أَسْمِعْتِ بِلَالًا يَتَادِي ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ
فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ .

২৭০৩. আবু সালিহ মাহবুব ইবন মুসা (র.)... আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গনীমতের মাল পেতেন, তখন তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা দেওয়ার জন্য বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিতেন। তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলে, লোকেরা তাদের প্রাপ্ত গনীমতের মাল নিয়ে তাঁর ﷺ নিকট আসতো। তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ বাদ দিয়ে, বাকী অংশ সকলের মাঝে ভাগ করে দিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি গনীমতের মাল বন্টনের মত একটা চুল বাঁধার ফিতে নিয়ে আসে এবং বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এটি গনীমতের মাল হিসাবে পেয়েছি। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি কি বিলাল (রা.)-এর তিনটি ঘোষণা শুনেছিলে? সে বলে : হ্যাঁ। তখন তিনি ﷺ বলেন : সে সময় কিসে তোমাকে এটি উপস্থিত করা হতে বিরত রেখেছিল? তখন সে (লোকটি) তাঁর ﷺ নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখনও তিনি বলেন : তুমি এভাবেই থাক! তুমি কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসবে এবং আমি তা তোমার থেকে কবুল করব না।

৩৭ . بَابُ فِي عُقُوبَةِ الْغَالِ

৩৯. অনুচ্ছেদ : গনীমতের মাল আত্মসাতকারীর শাস্তি

٢٧٠٤ . حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ الثُّفَيْلِيُّ
الْأَنْدَرَاوْدِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَقْدٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأَتَى بَرَجْلٌ قَدْ غُلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي
يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غُلَّ فَاحْرِقُوا
مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ قَالَ فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ بَعُثْهُ وَتَصَدَّقْ
بِثَمَنِهِ .

২৭০৪. নুফায়লী ও সাঈদ ইবন মানসূর (র.)... সালিহ ইবন মুহাম্মদ ইবন যায়েদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মাসলামার সাথে রোমে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে আনা হয়, যে গনীমতের মাল চুরি করেছিল। তখন তিনি (মাসলামা) এ ব্যাপারে সালিমকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন : আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) হতে শুনেছি, যিনি 'উমার ইবন খাত্তাব (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : যখন তোমরা এমন

ব্যক্তিকে পাবে, যে গনীমতের মাল চুরি করেছে, তখন তোমরা তার সমস্ত মালামাল জ্বালিয়ে দেবে এবং তাকে মারধর করবে।

রাবী বলেন : আমরা তার মালপত্রের মাঝে একটা ‘মাসহাফ’ (ধর্মগ্রন্থ) পাই। তখন তিনি (মাসলামা) সালিমকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : মাসহাফ বিক্রি করে তার মূল্য দান করে দাও।

২৭০৫. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبٌ بْنُ مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَفَعَلَ رَجُلٌ مَتَاعًا فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأَحْرَقَ وَطَيْفَ بِهِ وَلَمْ يَعْطِهِ سَهْمَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصِحُّ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَحْرَقَ رَحْلَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ غُلَّ وَضُرِبَهُ .

২৭০৫. আবু সালিহ্ মাহবুব ইবন মূসা (র.)... সালিহ্ ইবন মুহাম্মদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা ওয়ালাদ ইবন হিশামের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। এ সময় সালিম ইবন ‘আবদুল্লাহ্, ইবন ‘উমার (রা.) এবং ‘উমার ইবন আবদুল আযীয (র.) আমাদের সাথে ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি গনীমতের মাল হতে চুরি করলে ওলাদদের নির্দেশে তার সমস্ত মালামাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাকে অপমানের উদ্দেশ্যে (লোকদের মাঝে) ঘুরানো হয় এবং গনীমতের মাল হতে তাকে কোন অংশ দেওয়া হয়নি।

আবু দাউদ (র.) বলেন : আলোচ্য দু’টি হাদীছের মাঝে এই হাদীছটি অধিক সহীহ্। কয়েক ব্যক্তি হতে এরূপ বর্ণিত যে, ওয়ালাদ ইবন হিশাম যিয়াদ ইবন সা’দের মালামাল জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কেননা, সে মালে গনীমত চুরি করেছিল, ফলে সে তাকে মেরেছিল।

২৭০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ حَرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِ وَضَرَبُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَتْبَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ نَجْدَةَ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوِطِيُّ مَنَعَ سَهْمَهُ .

২৭০৬. মুহাম্মদ ইবন ‘আওফ (র.)... ‘আমর ইবন শু‘আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা [আমর ইবন ‘আস (রা.)] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর (রা.) ও

‘উমার (রা.) গনীমতের মাল হতে কেউ কিছু চুরি করলে তার সমস্ত মালামাল জ্বালিয়ে দিতেন এবং তাকে মারতেন।

আবু দাউদ (র.) বলেন : ওয়ালীদ ইব্ন ‘উতবা এবং আবদুল ওহাব ইব্ন নাজদী উভয়ে এটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে এটি ওয়ালীদ হতে, এরপর যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ হতে, এরপর ‘আমর ইব্ন শু‘আয়ব হতে উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবদুল ওহাব ইব্ন নাজদা হুতী এটি উল্লেখ করেননি যে, “তাকে গনীমতের মালের হিসসা দেওয়া হয়নি।

৬. . بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غُلِّ

৪০. অনুচ্ছেদ : গনীমতের মাল আত্মসাতকারীর অপরাধ গোপন না রাখা

২৭.৭ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ ثَنَى خَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَا بَعْدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَتَمَ غَلًا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ .

২৭০৭. মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ ইব্ন সুফয়ান (র.)... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : যে ব্যক্তি গনীমতের মাল চুরিকারীর চুরিকে গোপন রাখবে, সেও ঐ (চোর) ব্যক্তির মতই দোষী সাব্যস্ত হবে।

৬. . بَابُ فِي السَّكْبِ يُعْطَى لِقَاتِلِ

৪১. অনুচ্ছেদ : নিহত কাফিরের মালামাল তার হস্তাকে দেওয়া

২৭.৮ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَامِ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُمْ رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَدْرْتُ لَهُ حَتَّى آتَيْتُهُ مِنْ وَّرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى فُضْمْنِي ضَمَةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ

الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالَ النَّاسِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّانِيَةِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةِ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلَبَ ذَلِكَ الْقَتِيلَ عِنْدِي فَأَرْضِعْ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَا هَا اللَّهُ إِذَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الذَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي السَّلَمَةِ فَانَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَلَّفْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ .

২৭০৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র.)... আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে হুনায়েনের যুদ্ধের জন্য বের হই। এরপর যখন আমরা কাফিরদের সম্মুখীন হই, (তখন তাদের হঠাৎ প্রচণ্ড আক্রমণে) মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

রাবী বলেন : আমি দেখতে পাই যে, জনৈক কাফির একজন মুসলিম সেনাকে পরাভূত করছে। তিনি বলেন : তখন আমি পিছন দিক হতে ঘুরে এসে তার গর্দানের উপর আঘাত করি। সে তখন আমার দিকে ফিরে আমাকে এমনভাবে চেপে ধরে, যাতে আমি মৃতবৎ হয়ে যাই। এরপর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং আমাকে ছেড়ে দেয়। তখন আমি 'উমার ইব্ন খাতাবের দেখা পাই এবং তাঁকে বলি : লোকদের কি হয়েছে? তিনি বললেন : এটাই আব্দাহর হুকুম। এরপর (মুসলিম বাহিনীর) লোকেরা (একত্রিত হয়ে আবার যুদ্ধের ময়দানে) ফিরে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা অবস্থায় বলতে থাকেন : যে মুসলিম কোন কাফিরকে হত্যা করবে এবং তার কাছে এর প্রমাণ থাকবে, তার সমুদয় পরিত্যক্ত মালের অধিকারী সে হবে। রাবী বলেন : তখন আমি দাঁড়াই এবং মনে মনে বলি : কে আমার জন্য সাক্ষী দেবে? তখন আমি বসে পড়ি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগের মত দ্বিতীয় বার ঘোষণা দিলেন : যে মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করবে, স্পষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষে সে তার পরিত্যক্ত মালের অধিকারী হবে। রাবী বলেন : তখন আমি দাঁড়াই, এরপর বলি : কে আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে? এরপর আমি বসে পড়ি। তখন তিনি ﷺ আগের মত তৃতীয় বার বলেন। এ সময় আমি আবার দাঁড়াই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : হে আবু কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? তখন আমি তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। সে সময় কওমের জনৈক ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! সে সত্য বলেছে। আর ঐ নিহত ব্যক্তির

মালামাল আমার কাছে আছে। তা থেকে আমাকে কিছু প্রদান করুন। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন : না, আল্লাহর শপথ! এরূপ কখনই হতে পারে না। যখন আল্লাহর সিংহসমূহ হতে কোন সিংহ আল্লাহর পক্ষে এবং তাঁর রাসুলের পক্ষে জিহাদ করে, তার প্রাপ্য গনীয়তের মাল তোমাকে কিরূপে দেওয়া যায়? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে (আবু বকর) সত্য বলেছে। তুমি ঐসব সামান্য তাকে (আবু কাতাদাকে) দিয়ে দাও। আবু কাতাদা (রা.) বলেন : তখন সে সব মালামাল আমাকে দিয়ে দেয়। আমি প্রাপ্ত লৌহ বর্মটি বিক্রয় করে, তা দিয়ে বনু সালামা মহল্লায় একটি বাগান খরিদ করি। আর এটিই ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা আমি ইসলাম কবুল করার পর হাসিল করি।

২৭০৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلْبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عَشْرَيْنِ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سَلِيمٍ وَمَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ مَا هَذَا مَعَكَ قَالَتْ أَرَدْتُ وَاللَّهِ أَنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَرَدْنَا بِهَذَا الْخَنْجَرِ وَكَانَ سِلَاحَ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخَنْجَرُ .

২৭০৯. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)...আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সে সেই নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মালের অধিকারী হবে। সেদিন আবু তালহা (রা.) বিশজন কাফিরকে হত্যা করেন এবং তাদের মালামাল লাভ করেন। অতঃপর আবু তালহা (রা.) উম্মু সুলায়মের সাথে দেখা করেন, যখন তার হাতে একখানা খঞ্জর ছিল। তখন তিনি বলেন : হে উম্মু সুলায়ম! তোমার সাথে এটা কি? সে বলল : আল্লাহর শপথ, আমি তো ইরাদা করেছি যে, যদি তাদের (কাফিরদের) কেউ আমার নিকটবর্তী হয়, তবে এদিয়ে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলব। অতঃপর আবু তালহা (রা.) এ খবরটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেন।

আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছটি হাসান। আবু দাউদ (র.) বলেন : আমরা এর দ্বারা খঞ্জর অর্থ নিয়েছি। কেননা, এসময় আজমীদের হাতিয়ার ছিল খঞ্জর।

৪২. بَابُ فِي الْأَمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلْبَ إِنْ رَأَى وَالْفَرَسَ وَالسَّلَاحُ مِنَ السَّلْبِ

৪২. অনুচ্ছেদ : নেতা ইচ্ছা করলে নিহত ব্যক্তির মালামাল হত্যাকারীকে নাও দিতে পারেন, ঘোড়া এবং হাতিয়ার মালেরই অন্তর্ভুক্ত

২৭১০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ

خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةٍ مَوْتَهُ وَرَأَيْتُنِي مَدَدِي مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جُرُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جُلْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيَاةِ الذَّرْقِ رَمْضِيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرُ عَلَيْهِ سَرَجٌ مَذْهَبٌ وَسِلَاحٌ مَذْهَبٌ فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يَفْرِي بِالْمُسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرَقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَحَارَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مِنَ السَّلْبِ قَالَ عَوْفُ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ قُلْتُ لَتَرُدَّنَّهُ إِلَيْهِ أَوْ لَا عَرَفْنَكُهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَابِي أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ عَوْفُ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَكْثَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا خَالِدُ رُدُّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ قَالَ عَوْفُ فَقُلْتُ لَهُ تَوْنُكَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفْ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قَالَ أَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ يَا خَالِدُ لَا تَرُدُّ عَلَيْهِ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمْرَائِي لَكُمْ صَفْوَةٌ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدْرُهُ .

২৭১০. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল (র.)... 'আওফ ইবন মালিক আশজা'ঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যায়দ ইবন হারিছা (রা.)-এর সংগে মৃত্যুর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এ সময় ইয়ামনে মাদাদী নামক গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আমার সাথী হয়, যার কাছে একখানি তরবারি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন একজন মুসলমান একটি উট যবাহু করে, যা থেকে মাদাদী লোকটি কিছু চামড়া চায় এবং সেও তাকে কিছু চামড়া দেয়। তখন সে তা দিয়ে একটা বিশেষ ধরনের ঢাল তৈরী করে। অতঃপর আমরা চলতে থাকি এবং রোমক সৈন্যদের সামনাসামনি হই। তাদের জনৈক যোদ্ধা একটা লালবর্ণের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল এবং জিন ছিল সোনালী বর্ণের এবং তার হাতিয়ারও ছিল স্বর্ণখচিত। সে রোমীয় সৈন্যটি মুসলমানদের উপর খুবই আক্রমণ চালাচ্ছিল। তখন সে মাদাদী লোকটি সে অশ্বারোহীকে তাক করে একটি পাথরের পিছনে অবস্থান নেয়। অতঃপর যখন তার পাশ দিয়ে রোমীয় সৈনিকটি যেতে থাকে, তখন সে তার ঘোড়ার পা কেটে ফেলে, ফলে সে পড়ে যায়। ফলে মাদাদী লোকটি তার বুকের উপর চড়ে বসে এবং তাকে হত্যা করে। আর সে তার ঘোড়া এবং হাতিয়ার নিয়ে নেয়। অবশেষে মহান আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন। তখন খালিদ ইবন ওয়ালাদ (সেনাপতি) মাদাদী ব্যক্তির নিকট কাউকে পাঠান (এবং সে আসার পর) তার প্রাপ্ত মালামাল থেকে কিছু নিয়ে নেন।

‘আওফ (রা.) বলেন : অতঃপর আমি তাঁর নিকট আসি এবং বলি : হে খালিদ! আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিহত ব্যক্তির মালামাল তার হত্যাকারী পাবে? তিনি বলেন : হাঁ। কিন্তু আমি তার প্রাপ্ত মালামালকে অধিক মনে করেছি। আমি বললাম : আপনি ঐ মালামাল তাকে ফিরিয়ে দিন; অন্যথায় আমি আপনার এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোচরীভূত করব। তখন তিনি তা তাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন।

‘আওফ (রা.) বলেন : অতঃপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একত্রিত হই, তখন আমি তাঁর ﷺ নিকট মাদাদীর ঘটনাটি বর্ণনা করি এবং খালিদ (রা.) যে আচরণ করেন, তাও বলি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে খালিদ! একাজ করতে কিসে তোমাকে উদ্ধুদ্ধ করেছিল? তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ঐ মালামালকে আমি অধিক মনে করি, (সে জন্য তা থেকে কিছু নিয়ে নিই)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে খালিদ! তুমি তার থেকে যা নিয়েছ, তা তাকে ফিরিয়ে দাও।

‘আওফ (রা.) বলেন : তখন আমি তাকে বলি, হে খালিদ! এখন হলো তো, আমি আপনাকে যা বলে ছিলাম? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : সেটা কি? ‘আওফ (রা.) বলেন : তখন আমি তাঁর ﷺ নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত খুলে বলি। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হন এবং বলেন : হে খালিদ! তুমি ঐ ব্যক্তির মালামাল ফিরিয়ে দিও না। তোমরা কি চাও যে, আমার নির্বাচিত নেতাদের পরিত্যাগ করবে? তারা যে ভাল কাজ করে, তা দিয়ে তোমরা উপকৃত হবে এবং খারাপ ব্যাপার তাদের উপর ন্যস্ত করবে?

২৭১১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ سَأَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ نَحْوَهُ.

২৭১১. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল (র.)...ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ছাওর (রা.)-কে এ হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি খালিদ ইবন মা‘দান হতে, তিনি জুবায়র ইবন নুফায়র সূত্রে তাঁর পিতা হতে, তিনি ‘আওফ ইবন মালিক আশ্জাজী (রা.) হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

৪৩. بَابُ فِي السَّلْبِ لَا يُخْمَسُ

৪৩. অনুচ্ছেদ : নিহত ব্যক্তির মালামাল হত্যাকারী পাবে, তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ নেওয়া যাবে না

২৭১২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخْمَسِ السَّلْبُ.

২৭১২. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)... 'আওফ ইব্ন আশজাজ ও খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহত ব্যক্তির মালামাল হত্যাকারীকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে ধন-সম্পদ হতে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করেননি, (যেমন মালে গনীমত হতে আলাদা করতেন)।

بَابُ فِي مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثَخَّنٍ يُنْفَلُ مِنْ سَلِيمٍ

৪৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আহত মৃত্যুপথযাত্রী কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সেও তার মালামাল হতে পুরস্কার হিসাবে কিছু পাবে

২৭১৩. হারুন ইব্ন 'আব্বাদ (র.)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর-যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আবু জাহলের তরবারি পুরস্কার হিসাবে প্রদান করেন। আর তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন।

৪৫. بَابُ فِي مَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ لَأَسْهَمَ لَهُ !

৪৫. অনুচ্ছেদ : গনীমতের মাল বন্টনের পর যদি কেউ আসে, তবে সে কিছুই পাবে না

২৭১৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَنَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ إِلَى الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا وَإِنْ حَزَمَ خَيْلَهُمْ لَيْفُ فَقَالَ أَبَانُ أَقْسِمُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَا تَقْسِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبَانُ أَنْتَ بِهَا يَا وَبَرُ تُحْدِثُ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْلِسْ يَا أَبَانُ وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১. বক্তৃত আবু জাহলকে দু'জন যুবক আনসার সাহাবী ঘেরেছিল। কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) ও এতে শরীক ছিলেন। তিনি তার ঘের হতে যুবক বিখণ্ডিত করেছিলেন। যে জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরস্কার হিসাবে আবু জাহলের তরবারি তাকে প্রদান করেন।

২৭১৪. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)...সাঈদ ইব্ন আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস (রা.)-কে কোন এক যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করে মদীনা হতে নাজদের দিকে প্রেরণ করেন। অতঃপর আবান ইব্ন সাঈদ তার সাথীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তখন ফিরে আসেন, যখন তিনি খায়বর জয় করেন। এ সময় তাদের ঘোড়ার পালান ছিল খেজুর পাতার। তখন আবান (রা.) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! গনীমতের মাল আমাদের জন্যও বন্টন করুন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন : তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি তাদের জন্য গনীমতের মাল বন্টন করবেন না। (কেননা, গনীমতের মাল বন্টন করা শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর তারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তখন আবান বলেন : হে জংলী বিড়াল! তুমি এমন কথা বলছ! তুমি তো এখনই 'দাল' পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আমাদের কাছে এসেছ! তখন নবী ﷺ বলেন : ওহে আবান! তুমি বস। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাঝে গনীমতের মাল বন্টন করেননি।

২৭১৫. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ نَا الزُّهْرِيُّ وَسَأَلَهُ اسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةٍ فَحَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَنَسَةَ بِنَ سَعِيدِ الْقُرَشِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُسْهِمَ لِي فَتَكَّمْ بَعْضُ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ لَا تُسْهِمِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ يَا عَجَبًا لَوْ بَرَّ قَدْتَدَلَى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَالٍ يُعِيرُنِي بِقَتْلِ أَمْرٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهْنِي عَلَى يَدَيْهِ .

২৭১৫. হামিদ ইব্ন ইয়াহইয়া বালকী (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সে সময় মদীনায় উপস্থিত হই, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর জয় করে সেখানে ছিলেন। তখন আমি তাঁর ﷺ নিকট গনীমতের মালের অংশ প্রার্থনা করি। তখন সাঈদ ইব্ন আসের জনৈক পুত্র বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! তাকে কোন অংশ দেবেন না। রাবী বলেন, তখন আমি বলি : ইনিই 'ইব্ন কাওকালের' হত্যাকারী।^১ তখন সাঈদ ইব্ন আস (রা.) বলেন : সেই অধম ব্যক্তির জন্য অবাক লাগে, যে 'দাল' পর্বতের চূড়া হতে নেমে আমাদের কাছে এসেছে! সে আমাকে এমন একজন মুসলমানকে হত্যার অপবাদ দ্বারা লজ্জা দিচ্ছে, যাকে আল্লাহ তা'আলা আমার হাতের (হত্যার) দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং আমাকে তার হাতের দ্বারা অসম্মানিত করেননি, (অর্থাৎ আমি কাফির থাকা অবস্থায় তার হাতে মারা যাইনি)।

১. ইব্ন কাউকাল একজন মুসলমান ছিলেন। আনাস ইব্ন সাঈদ, কাফির থাকা অবস্থায়, কোন এক যুদ্ধে তাকে হত্যা করেন। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

২৭১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا فَوَافَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاسْتَهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانِ مِنْهَا وَلَا قِسْمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَرُ وَأَصْحَابُهُ فَاسْتَهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ .

২৭১৬. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র.)... আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা হাবশা (আবিসিনিয়া) থেকে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে খায়বরে গিয়ে সাক্ষাত করি, যখন তিনি খায়বর জয় করেন। তিনি আমাদেরকে গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেন। অথবা রাবী বলেন : তিনি ﷺ আমাদেরকে তা থেকে একটা অংশ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে, যারা খায়বর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তিনি তাদেরকে কোন অংশ দেননি, তবে তাদের দিয়েছিলেন-যারা তাঁর সংগে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এছাড়া তিনি আমাদের কিশ্তীর সাথী (হাবশ হতে প্রত্যাগত) জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা.) এবং তাঁর সাথীদের তাদের সাথে গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেন।

২৭১৭. حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ قَالَ أَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ كُثَيْبِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ هَانِئِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ خَيْبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ وَإِنِّي أَبَايُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ .

২৭১৭. মাহবুব ইবন মুসা আবু সালিহ (র.)... ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর-যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'উছমান (রা.) আল্লাহর প্রয়োজনে এবং তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে গিয়েছে। আর আমি তার পক্ষ হতে বায়'আত গ্রহণ করছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য গনীমতের অংশ নির্ধারণ করেন। আর তিনি ﷺ 'উছমান (রা.) ব্যতীত অন্য কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য মালে গনীমতের অংশ নির্ধারণ করেননি।

৬৬. بَابُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

৪৬. অনুচ্ছেদ : মহিলা ও ক্রীতদাসকে গনীমতের মাল হতে কিছু দেওয়া সম্পর্কে

২৭১৮. حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ نَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ الْخُثَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمَزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

يُسْأَلُهُ كَذَا وَكَذَا ذَكَرَ أَشْيَاءَ وَعَنِ الْمَمْلُوكِ أَلَهُ فَيْئُ الْفَيْ شَيْءٌ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ يَأْتِيَ أَحْمَقُ مِمَّا كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَكَانَ يُحْذَى وَأَمَّا النِّسَاءُ فَكَانَ يُدَاوِينُ الْجَرْحَى وَيَسْقِينُ الْمَاءَ .

২৭১৮. শাহবুব ইবন মুসা আবু সালিহ (র.)... ইয়াযীদ ইবন হুরমুয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার (খারিজী নেতা) 'নাজদা' ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর কাছে পত্রযোগে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যাতে এ-ও ছিল যে, গোলামরা কি মালে-গনীমতের অংশ পাবে? আর মহিলারা, তারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে যুদ্ধে যেত? আর তারাও কি গনীমতের মালের অংশীদার? তখন ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন : যদি আমার এরূপ সন্দেহ না থাকত যে, সে আহমকী করে বসবে, তবে আমি তার পত্রের জবাব দিতাম না। (তিনি জবাবে লিখেন :) গোলামদের পুরস্কার হিসাবে কিছু দেওয়া হবে; আর মহিলাদের ব্যাপার হলো : তারা তো আহতদের সেবা-যত্ন করত এবং তারা পানি পান করাতো; (কাজেই, তারাও পুরস্কার হিসাবে কিছু গনীমতের অংশ পেত। ষোদ্ধাদের ন্যায় পূর্ণ অংশ তারা পেত না)।

২৭১৭ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيُّ قَالَ نَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَالزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمَزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحُرَيْثِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَإِنْ كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ .

২৭১৯. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন ফারিস (র.)... ইয়াযীদ ইবন হুরমুয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাজদা হারুরী ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর নিকট পত্রযোগে মহিলাদের ব্যাপারে জানতে চায় যে, তারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে যুদ্ধে শরীক হত? তাদের কি মালে-গনীমত হতে অংশ দেওয়া হত? তখন আমি ইবন 'আব্বাসের পক্ষ হতে নাজদার নিকট লিখি যে, তারা (মহিলারা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে যুদ্ধে শরীক হত। মালে-গনীমত হতে তাদের জন্য কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না। তবে তারা পুরস্কার হিসাবে কিছু পেত।

২৭২০ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ قَالَا أَنَا زَيْدُ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ نَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ فَلَبَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا

فَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتُمْ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْنَا نَفَرًا الشُّعْرُو نَعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَنَا دَرَاءٌ لِلْجَرْحِ وَنَنَاوِلُ السَّهَامِ وَنَسِيقُ السَّوِيْقَ فَقَالَ قُمْنَ حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ اسْهَمَ لَنَا كَمَا اسْهَمَ لِلرِّجَالِ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا يَا جَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ قَالَتْ تَمَرًا .

২৭২০. ইব্রাহীম ইব্ন সাঈদ (র.)...হাশরাজ ইব্ন যিয়াদ (রা.) তাঁর দাদী হতে বর্ণনা করেন। তিনি (দাদী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে খায়বর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং মহিলা ছয় জনের মাঝে তিনি ছিলেন ঊঠ। এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠান। অতঃপর আমরা যখন তাঁর ﷺ নিকট উপস্থিত হই, তখন তাঁর মাঝে রাগের চিহ্ন দেখতে পাই। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কার সাথে বের হয়েছ এবং কার হুকুমে বের হয়েছ? তখন আমরা বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা এজন্য এসেছি যে, আমরা গয়ল গেয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের প্রেরণাদানে সাহায্য করব। আর আমাদের কাছে আহতদের সেবার জন্য ওষুধ আছে, আমরা তীর সংগ্রহ করে দেব এবং আমরা ছাতু গুলে (যোদ্ধাদের) পান করাব। তখন তিনি বলেন : ঠিক আছে, তোমরা থাক। অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁকে খায়বরের বিজয় দান করলেন, তখন তিনি আমাদেরকে মালে-গনীমতের ঐরূপ হিসসা প্রদান করলেন, যে রূপ তিনি পুরুষদের দিয়েছিলেন। রাবী বলেন : আমি তাকে (দাদীকে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হে আমার দাদী! ঐ হিসসায় কী ছিল? তিনি জবাবে বলেন : তা ছিল খেজুর।

২৭২১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا بِشَرِّ يَعْنِي بَنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي فَقَدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنْ أَجَرُهُ فَأَخْبَرَانِي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَنِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرَّتِي الْمَتَاعِ .

২৭২১। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)...আবু লাহ্ম (রা.)-এর ক্রীতদাস “উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার মুনীবের সাথে খায়বরের যুদ্ধে যোগদান করি। তারা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে আলাপ করেন। তখন তিনি ﷺ আমাকে (যুদ্ধে শরীক হতে) অনুমতি দেন। তখন আমার কোমরে এমন একটি তরবারি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যা আমি মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিষিলাম। পরে তাঁকে খবর দেওয়া হয় যে, আমি একজন ক্রীতদাস। তখন তিনি (গনীমতের মালের পরিবর্তে) পুরস্কার হিসাবে কিছু সম্পদ প্রদান করেন।

২৭২২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ أَمِيجُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ .

২৭২২. সাঈদ ইবন মানসূর (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বদর যুদ্ধের দিন আমার সাথীদের জন্য পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিলাম।

৬৭. بَابُ فِي الْمَشْرِكِ يُسْهِمُ لَهُ !

৪৭. অনুচ্ছেদ : মুশরিক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে থাকলে সে গনীমতের মালের অংশ পাবে কিনা?

২৭২৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيَى إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحَقَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ يُقَاتِلُ مَعَهُ فَقَالَ ارْجِعْ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ .

২৭২৩. মুসাদ্দাদ ও ইয়াহুইয়া ইবন মাঈন (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাবী ইয়াহুইয়া বলেন : জনৈক মুশরিক নবী ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সাথী হিসাবে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি ফিরে যাও।

রাবী মুসাদ্দাদ ও ইয়াহুইয়া উভয়ে এ মর্মে একমত্য পোষণ করেন যে, তখন তিনি বলেছিলেন : তুমি ফিরে যাও। আমরা মুশরিকদের সাহায্য চাই না।

৬৮. بَابُ فِي سُمَانِ الْحَبْلِ

৪৮. অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার জন্য মালে গনীমতের দুই অংশ নির্ধারণ প্রসঙ্গে

২৭২৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ .

২৭২৪. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া ও সওয়ারীর জন্য (গনীমতের মালের) তিনটি অংশ নির্ধারণ করেন। যার এক অংশ ছিল তার এবং দুই অংশ ছিল ঘোড়ার।

২৭২৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الثَّمَعُودِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍاءُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا وَاعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ .

২৭২৫. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)...আবু 'আমরা তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমরা চার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসি, আর আমাদের সাথে ছিল একটি ঘোড়া। তিনি আমাদের প্রত্যেককে (মালে গণীমতের) এক-একটি হিসসা প্রদান করেন এবং ঘোড়ার জন্য দুটি অংশ প্রদান করেন।

২৭২৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُنا أُمِيَّةُ بْنُ خَالِدٍ نا مَسْعُودِي عَنْ رَجُلٍ مِّنْ آلِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ نَّفَرٍ زَادَ فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ أَشْهُمٌ .

২৭২৬. মুসাদ্দাদ (র.)...আবু 'আমরা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, আবু 'আমরা (রা.) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সেই বর্ণনায় (চারজনের স্থলে) তিনজনের কথা বলেছেন। আরো অতিরিক্ত বলেছেন : অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য ছিল তিনটি অংশ।

৬৭ . بَابُ فِي مَنْ أَشْهُمٌ لَهُ سَهْمًا

৪৯. অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার জন্য একটি অংশ নির্ধারণ প্রসঙ্গে

২৭২৭ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نا مُجْمَعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجْمَعِ بْنِ يَزِيدَ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ الْمُجْتَمِعِ يَذْكُرُ عَنْ عَمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُجْمَعِ بْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ وَكَانَ أَحَدُ الْقُرَاءِ الَّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ قَالَ شَهِدْنَا الْحَدِيثَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهْرُونَ الْأَبَاعِرَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ مَا لِلنَّاسِ قَالُوا أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوْجِفُ فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَقْفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلِيمٌ إِنَّا فَتَحْنَاكَ فَتَحًا مُّبِينًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتَحَ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَنَّهُ لَفَتَحَ فَقُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَمَانِيَةِ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ الْفَا وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهِمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ فَارِسٍ فَأُعْطِيَ الْفَارِسُ سَهْمَيْنِ وَأُعْطِيَ الرَّاجِلُ سَهْمًا .

২৭২৭. মুহাম্মদ ইব্ন 'ইসা (র.)... মুজ্জিম' ইব্ন জারিয়া আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি বলেন :

আমরা হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে উপস্থিত ছিলাম। যখন আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি, (তখন দেখতে পাই যে,) লোকেরা তাদের উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ সময় লোকেরা পরস্পর একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে, লোকদের কি হয়েছে? তারা বলে : নবী ﷺ-এর উপর ওয়াহী নাযিল করা হয়েছে। তখন আমরাও লোকদের সাথে দ্রুত সেদিকে ধাবিত হই। অতঃপর আমরা নবী ﷺ-কে ‘কুরাইল-গামীম’ নামক স্থানের নিকট তাঁর বাহনের উপর আরুঢ় অবস্থায় পাই। লোকজন যখন তাঁর নিকট সমবেত হলো, তখন তিনি সূরা “ইন্না ফাতাহুনা লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা” তিলাওয়াত করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এটা-ই কি বিজয়? তিনি বলেন : হ্যাঁ। ঐ যাতের কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ। এটা-ই বিজয়! ফলে, খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত, হৃদয়বিয়াতে যারা শরীক ছিলেন, তাদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়। খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আঠার ভাগে বিভক্ত করেন এবং এই সময় সৈন্য-সংখ্যা ছিল এক হাজার পাঁচশ’ জন, যার মাঝে তিনশ’ লোক ছিলেন অশ্বারোহী। অতঃপর তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর লোকদের দু’টি অংশ প্রদান করেন এবং পদাতিক বাহিনীর লোকদের একটি অংশ।

৫. . بَابُ فِي النَّفْلِ

৫০. অনুচ্ছেদ : গনীমতের মাল হতে কাউকে কিছু পুরস্কার হিসাবে দেওয়া

২৭২৮. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ قَالَ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَتَقَدَّمَ الْفَتَيَانُ وَلَزِمَ الْأَشِيخَةَ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوها فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَتِ الْمَشِيخَةُ كُنَّارِدَاءَ الْكُفْرِ لَوَانِهَزَمْتُمْ لَفُتْنُمُ الْيَنَّا فَلَا تَذْهَبُونَ بِالْمَغْنَمِ وَيَبْقَى فَا بَى الْفَتَيَانُ فَقَالُوا جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى قَوْلِهِ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُِونَ يَقُولُ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَاطِيعُونِي فَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ .

২৭২৮. ওহাব ইব্ন বাকীয়া (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর-যুদ্ধের দিন বলেন, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, অথবা এ কাজ করবে, সে ব্যক্তি (গনীমতের মাল হতে) এরূপ, এরূপ অতিরিক্ত সম্পদ প্রাপ্ত হবে। এ কথা শুনে যুবকেরা সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং বয়স্করা তাদের স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা যখন তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন, তখন বয়স্করা বলে : আমরা তো তোমাদের সাহায্যকারী ও

পৃষ্ঠপোষক। যদি তোমরা পরাজিত হতে, তবে অবশ্যই তোমরা আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে। কাজেই, এ হতে পারে না যে, গনীমতের মাল সব তোমরা নিয়ে যাবে, আর আমরা এমনিই থাকব। তখন যুবকেরা এ প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করে এবং বলে : এ তো রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : “লোকেরা আপনাকে ‘আনুফাল’ আল্লাহ প্রদত্ত মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এ তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ যেমন আপনার রব আপনাকে সত্য সত্যই ঘর হতে বের হয়ে (যুদ্ধে যাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন); আর কোন কোন মু'মিনের নিকট এটা অপ্রিয় মনে হয়েছিল।” তিনি ﷺ বলেন : সেটিই তাদের জন্য উত্তম ছিল এবং এই গনীমতের মাল বন্টন প্রক্রিয়াও উত্তম। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর (গনীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-ফাসাদ করো না)। কেননা, আমি এর পরিণতি সম্পর্কে অধিক অবগত।

২৭২৭. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَاهُشِيمٌ قَالَ نَادَاؤْدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ سَأَقِ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ خَالِدٍ آتَمٌ .

২৭২৯. যিয়াদ ইবন আযুব (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর-যুদ্ধের দিন এরূপ ঘোষণা দেন যে, যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সে এরূপ পুরস্কার পাবে, আর যে কোন কাফিরকে বন্দী করবে, সে এরূপ এরূপ পুরস্কার পাবে। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর রাবী খালিদ বর্ণিত হাদীছটি সম্পূর্ণ।

২৭৩. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ نَا دَاؤْدُ بْنُ هَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالسَّوَاءِ وَحَدِيثُ خَالِدٍ آتَمٌ .

২৭৩০. হারুন ইবন মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন বিলাল (র.)...দাউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল সবার মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দিয়েছিলেন। খালিদ বর্ণিত হাদীছটি সম্পূর্ণ।

২৭৩১. حَدَّثَنَا هَذَا بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَقَى صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ الْعَتْرِ فَهَبْ لِي السَّيْفَ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَقُولُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يَكِلْ بِلَانِي فَبَيْنَا إِتْجَاءَ نَبِيَّ الرَّسُولِ فَقَالَ أَجِبْ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ

شَيْءٌ بِكَلَامِي فَجِئْتُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُ لِي فَهُوَ لَكَ ثُمَّ قَرَأَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْتَلُونَكَ النَّفْلَ .

২৭৩১. হান্নাদ ইবন সিরী (র.)...মুস্ ইব ইবন সা'দ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : বদর-যুদ্ধের দিন আমি একখানি তরবারি নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হই এবং আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আজ দুশমনদের পক্ষ হতে আমার দিল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে (অর্থাৎ তাদের আমি ইচ্ছামত নিধন করেছি)। তাই এ তরবারিখানা আমাকে দান করুন। তিনি ﷺ বলেন : এ তরবারি আমারও নয় এবং তোমারও নয়। তখন আমি এ বলে ফিরে যাই যে, আজ এ তরবারি হয়ত এমন ব্যক্তির অংশে প্রদত্ত হবে, যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমার মত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়নি। এমন সময় আমার কাছে একজন দূত এসে বলল : চল, [রাসূলুল্লাহ ﷺ] তোমাকে ডাকছেন। তখন আমি ধারণা করি যে, আমার এ কথাবার্তার ব্যাপারে হয়ত কোন আঘাত নাযিল হয়েছে। অতঃপর আমি আসলে নবী ﷺ আমাকে বলেন : তুমি আমার নিকট এই তরবারিখানা চেয়েছিলে কিন্তু তখন তা আমারও ছিল না এবং তোমারও ছিল না। এখন আল্লাহ তা'আলা এটা আমাকে প্রদান করেছেন, তাই আমি এখন তা তোমাকে দান করছি। অতঃপর তিনি ﷺ তিলাওয়াত করেন : তারা আপনাকে 'আনফাল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের।

আবু দাউদ (র.) বলেন : ইবন মাস'উদের কিরা'আত হলো : অর্থাৎ আপনাকে 'নফল' বা অতিরিক্ত দান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

৫১. بَابُ فِي النَّفْلِ لِلْسَّرِيَّةِ تُخْرَجُ مِنَ الْعَسْكَرِ

৫১. অনুচ্ছেদ : সেনা বাহিনী হতে বহির্গত কোন বিশেষ দলকে কোন কিছু অতিরিক্ত দেওয়া

২৭৩২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا ابْنُ مُسْلِمٍ ح وَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ نَا مُبَشِّرٌ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَيْشٍ قَبْلَ نَجْدٍ وَاتَّبَعَتْ سَرِيَّةً مِنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلَ أَهْلُ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ .

২৭৩২. আবদুল ওহাব ইব্ন নাজদা (র.)...ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নাজদের দিকে প্রেরিত এক বাহিনীর সংগে পাঠান এবং অন্য একটি সেনাদলকে শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। বাহিনীর সৈন্যরা সবাই বারোটি করে উট গনীমতের মাল হিসাবে পায় এবং শত্রুদের প্রতি প্রেরিত দলটির সবাই আরো একটি করে অতিরিক্ত উট পান। ফলে, তাদের সকলের অংশে তেরটি করে উট হয়।

২৭৩৩. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَتَبَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ وَكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَا يَعْدِلُ مَنْ سَمِعْتَ بِمَالِكٍ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ يَعْنِي مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

২৭৩৩. ওয়ালীদ ইব্ন 'উতয়াবা দিমাশকী (র.).. ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্ন মুবারকের নিকট উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করে বললাম, ইব্ন আবু ফারওয়াহ নাফে' হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন : তুমি যাদের নাম উল্লেখ করেছ, তারা কেউ-ই মালিক ইব্ন আনাসের সমান বিশ্বস্ত নয়।

২৭৩৪. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ مَعَهَا فَأَصْبَيْتُنَا نَعْمًا كَثِيرًا فَتَقَلْنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا فَأَصَابَ كُلَّ رَجُلٍ مِئًا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْخُمْسِ وَمَا حَاسَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي أَعْطَانَا صَاحِبِنَا وَلَا عَابَ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ فَكَانَ لِكُلِّ مِئَةٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنْفَلِهِ .

২৭৩৪. হান্নাদ (র.)...ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন আমিও তাতে শরীক ছিলাম। সেখানে আমরা প্রচুর গনীমতের মাল লাভ করি এবং আমাদের নেতা আমাদের সকলকে একটি করে উট পুরস্কার হিসাবে প্রদান করেন। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি আমাদের প্রাপ্ত মালে গনীমত আমাদের মাঝে বন্টন করে দেন। তখন আমরা 'খুমুস' বা এক-পঞ্চমাংশ বাদ দেওয়ার পরেও বারোটি করে উট পাই। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নেতা আমাদের যে উট দিয়েছিল, তার হিসাব নেননি এবং এ জন্য তাঁর সমালোচনাও করেননি। তখন আমাদের সবাই পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত উটসহ তেরটি উট পাই।

২৭৩৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ وَيزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَا لَالِيئُ الْمَعْنَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ قَبْلَ نَجْدٍ فَعَنِمُوا اِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهُمًا
 ذُهُمُ اثْنِي عَشَرَ بَعِيرًا وَتَقْلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ فَلَمْ يُغَيِّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৭৩৫. আবদুল্লাহ ইবন মাসলিমা (র.)... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ
 নাজদের দিকে একটি সেনাবাহিনী পাঠান, যাতে ইবন উমার (রা.)-ও शामिल ছিলেন। তারা
 প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল হাসিল করেন। ফলে তাদের সকলের ভাগে বারটি করে উট আসে।
 পরে পুরস্কার হিসাবে আরো একটি করে উট প্রদত্ত হয়।

রাবী ইবন মাওহাব এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বটন আর পরিবর্তন
 করেননি।

২৭৩৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَلَبَغْتُ سُهُمَانَا اثْنِي عَشَرَ بَعِيرًا وَتَقْلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 بَعِيرًا بَعِيرًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بَرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ
 أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَتَقْلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ .

২৭৩৬. মুসাদ্দাদ (র.)... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের
 কোন এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন, যাতে আমরা সবাই বারটি করে উট (মালে-গনীমত) হিসাবে
 পাই। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আরো একটি করে উট অতিরিক্ত (পুরস্কার) হিসাবে প্রদান
 করেন।

আবু দাউদ (র.) বলেন : বুরদ ইবন সিনান এই হাদীছটি নাফে' হতে 'উবায়দুল্লাহ (রা.)-এর
 হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেছেন এবং আযযব (র.) নাফে' হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি
 বলেছেন : আমরা সবাই একটি করে উট পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত হই। তিনি নবী ﷺ-এর কথা
 উল্লেখ করেননি।

২৭৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي ح وَحَدَّثَنَا
 حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ نَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ يَنْقُلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا
 لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً النَّقْلِ سِوَى قَسَمٍ وَعَامَةً الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ وَاجِبٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .

২৭৩৭. আবদুল মালিক ইবন শু'আযব ইবন লায়স (র.)... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে
 বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য পাঠাতেন, তাদের বিশেষ কোন দল বা

বাহিনীকে তিনি পুরস্কার দিতেন, যা তাদের বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্ধারিত হত এবং তা হত সাধারণ সেনাবাহিনীর দেয় অংশের অতিরিক্ত। কিন্তু ‘খুমুস’ বা এক-পঞ্চমাংশ সব ধরনের মালে গনীমত হতে নেওয়া হত।

২৭৩৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ نَا حَيْثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلَاثَةِ خَمْسَةِ عَشَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حِفَاةٌ فَأَحْمِلُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاءٌ فَاكْسِهِمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاشْبِعِهِمُ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ بِجَمَلَيْنِ وَآكُتْسُوا وَشَبِعُوا .

২৭৩৮. আহমদ ইবন সালিহ (র.)... আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনশত পনের জনের বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপ দু’আ করেন :

اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حِفَاةٌ فَأَحْمِلُهُمُ ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاءٌ فَاكْسِهِمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاشْبِعِهِمُ .

“ইয়া আল্লাহ! এরা পদাতিক বাহিনীর লোক, এদের বাহন প্রদান করুন, ইয়া আল্লাহ! এরা নগ্নদেহী, এদের পরিধেয় দান করুন। ইয়া আল্লাহ! এরা ক্ষুধার্ত, এদের পরিভূগ করুন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে বদর যুদ্ধে বিজয় প্রদান করেন। অতঃপর তাঁরা (সাহাবীরা) যখন ফিরে আসেন, তখন তাদের কেউ একরূপ ছিলেন না যে, একটি বা দুটি উট না নিয়ে ফিরেছেন। আর তাঁরা কাপড়ও পান এবং পরিভূগ হন।

৫২. بَابُ فِي مَنْ قَالَ الْخُمْسُ قَبْلَ النَّفْلِ

৫২. অনুচ্ছেদ : পুরস্কার দেওয়ার আগে ‘খুমুস’ নেওয়া প্রসংগে

২৭৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفَهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِلُ الثَّلَاثَ بَعْدَ الْخُمْسِ .

২৭৩৯. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)... হাবীব ইবন মাসলামা ফাহরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘খুমুস’ বা এক-পঞ্চমাংশ নেওয়ার পর গনীমতের মালের ‘ছলুহ’ বা এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত (পুরস্কার) হিসাবে প্রদান করতেন।

২৭৪০. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ابْنِ جَارِيَّةٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْفِلُ الرَّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ وَالثَّلْثَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِذَا قَفَلَ .

২৭৪০. ‘উবায়দুল্লাহ ইবন ‘উমার (র.)...হাবীব ইবন মাসলামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘খুমস’ নেওয়ার পর, গনীমতের মালের ‘রুব্’ ‘উ’ বা এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত (পুরস্কার) হিসাবে প্রদান করতেন। আর তিনি ﷺ যুদ্ধ থেকে ফেরার পর, ‘খুমস’ গ্রহণের পর (মালে-গনীমতের) এক-তৃতীয়াংশ পুরস্কার হিসাবে প্রদান করতেন।

২৭৪১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ ذَكْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّانِ الْمُغَنَّى قَالَ نَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لِمَرْأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ فَأَعْتَقَنِي فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرَبْتُهَا كُلَّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفْلِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى لَقِيتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفَهْرِيُّ يَقُولُ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَفَلَ الرَّبْعَ فِي الْبَدَاةِ وَالثَّلْثَ فِي الرَّجْعَةِ .

২৭৪১. ‘আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন বাশীর (র.)...মাকহুল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মিসরে এক মহিলার গোলাম ছিলাম, যিনি বনু হুযায়ল গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে ‘আযাদ’ করে দেন। আমি মিসর থেকে ততক্ষণ বের হইনি, যতক্ষণ না আমি আমার জানার মত সব জ্ঞান সেখান হতে আহরণ করি। পরে আমি হিজায়ে গমন করি এবং সেখানে ততদিন অবস্থান করি, যতদিন না আমি আমার জানার মত সব জ্ঞান আহরণ করি। পরে আমি শামদেশে (সিরিয়া) গমন করি এবং সারা দেশে ঘুরে সেখানকার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আমি ‘নফল’ বা অতিরিক্ত কি, তা জিজ্ঞাসা করতে থাকি। কিন্তু আমি সেখানে এমন কাউকে পাইনি, যে এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারে। অবশেষে আমার সাথে একজন ‘শায়খের’ দেখা হয়, যাকে যিয়াদ ইবন জারিয়া তামীমী বলা হত। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : আপনি কি ‘নফলের’ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি হাবীব ইবন মাসলামা ফিহরী (রা.)-কে এইরূপ বলতে শুনেছি : আমি

নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি যুদ্ধ শুরু প্রাক্কালে (মালে-গনীমতের) এক-চতুর্থাংশ নফল বা পুরস্কার হিসাবে প্রদান করেন এবং জিহাদ থেকে ফেরার পর এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করেন।

৫৩. . بَابُ فِي السَّرِيَّةِ تَرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

৫৩. অনুচ্ছেদ : সেনাবাহিনীর এক অংশের মাল প্রাপ্তি প্রসংগে

২৭৪২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ بِبَعْضِ هَذَا ح نَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرِدُ مُشَدَّهُمْ عَلَى مُضْعَفِهِمْ وَ مُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بَكَافِرٍ وَلَا ثَوُّ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ إِسْحَقَ الْقَوْدَ وَالتَّكَافِي .

২৭৪২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)...‘আমর ইবন শু‘আয়ব (রা.) তাঁর পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমস্ত মুসলমানের রক্ত সমান। একজন সাধারণ মুসলিমও যে কোন লোককে নিরাপত্তা দিতে পারে। একইরূপে দূরে অবস্থানকারী মুসলমান পানাহ দিতে পারে, যদি তার নিকটে অবস্থানকারী ও মওজুদ থাকে। প্রত্যেক মুসলমান তার প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অন্য মুসলমানকে সাহায্য করবে। যার সবল ও দ্রুতগামী বাহন আছে, তার উচিত হবে দুর্বল ও ধীরগামী বাহনের মালিকের সাথে থাকা। একইভাবে, সেনাবাহিনীর কোন বিশেষ অংশ যদি গনীমতের মাল হাসিল করে, তবে তা অন্য যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করে দেবে। কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না এবং কোন যিম্মীকে তার অঙ্গীকার রক্ষাকালে কতল করা যাবে না।

রাবী ইবন ইসহাক তাঁর বর্ণিত হাদীছে—“কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না” এবং “সব মুসলমানের রক্ত সমান,-”এ অংশ বর্ণনা করেননি।

২৭৪৩. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا هَاشِمٌ بْنُ قَاسِمٍ نَا عِكْرَمَةُ حَدَّثَنِي أَيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدَةَ عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَ رَاعِيَهَا وَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَأَنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ فَجَعَلَتْ وَجْهِي قِبَلَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا صَبَاحَةَ ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ أَرْمِي وَأَعْقَرْتُهُمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى فَارَسٍ

جَلَسْتُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَحَتَّى أَقْوَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحًا وَثَلَاثِينَ بُرْدَةً يَسْتَخْفُونَ مِنْهَا ثُمَّ آتَاهُمْ عَيْنُهُ مَدَدًا فَقَالَ لِيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ فَقَامَ إِلَى أَرْبَعَةٍ مِنْهُمْ وَصَعِدَ وَالْجَبَلُ فَلَمَّا اسْمَعْتَهُمْ قُلْتُ اتَّعَرَفُونِي قَالُوا وَمَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَهُ مُحَمَّدٌ لَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ أَوَّلَهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيْنَةَ وَيُعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْأَخْرَمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ فَيَلْحَقُ أَبُو قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَقَتَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي جَلِيتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرْدٍ فَإِذَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي خَمْسِ مَائَةٍ فَأَعْطَانِي سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ .

২৭৪৩. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)...আইয়াস ইব্ন সালামা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : 'আবদুর রহমান ইব্ন 'উয়ায়না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উট লুণ্ঠন করে এবং তার রাখালকে হত্যা করে। সে নিজে এবং তার অশ্বারোহী সাথীরা সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তখন আমি মদীনার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনবার সাহায্যের জন্য ডেকে বলি : ইয়া সাবাহা! অতঃপর আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকি। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকি এবং তাদের যখম করতে থাকি। যখন তাদের থেকে কোন অশ্বারোহী সৈন্য আমার দিকে আসত, তখন আমি গাছের আড়ালে বসে পড়তাম। এভাবে আমি নবী ﷺ-এর জন্য, আল্লাহর সৃষ্ট বাহনসমূহের সবকে উদ্ধার করে আমার পেছনে ফেলি। এসময় তারা তাদের বোঝা হাল্কা করার জন্য তাঁদের ত্রিশটির অধিক বল্লম এবং ত্রিশটির বেশী চাদর ফেলে দেয়। এ সময় 'উয়ায়না তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে এবং বলে : তোমরা কিছু লোক এর মুকাবিলায় দাঁড়াও। তখন তাদের চার ব্যক্তি আমার দিকে ফিরে দাঁড়ায় এবং পাহাড়ের উপর উঠতে থাকে। পরে যখন তারা আমার আগুয়ায় শোনার মত নিকটে আসে, তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি : তোমরা কি আমাকে চিন? তখন তারা বলে : তুমি কে? জবাবে আমি বলি : আমি সালামা ইব্ন আক্ওয়া।' ঐ যাতের কসম! যিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর চেহারাকে সম্মানিত করেছেন, তোমাদের কেউ যদি আমাকে পাকড়াও করতে চায়, তবে সে কখনো আমাকে ধরতে পারবে না। পক্ষান্তরে আমি যদি তোমাদের

কাউকে পাকড়াও করতে চাই, তবে সে কখনো রক্ষা পাবে না। এর একটু পরেই আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত অশ্বারোহী বাহিনী বৃক্ষরাজির পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে, যার আগে ছিলেন আখরাম আসাদী। তিনি যখন আবদুর রহমান ইব্ন 'উয়ায়নার নিকটবর্তী হন, তখন আবদুর রহমান তাঁর উপর হামলা করে। তখন তারা পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আখরাম আবদুর রহমানের ঘোড়াকে আঘাতের দ্বারা হত্যা করে এবং আবদুর রহমান আখরামকে বল্লমের আঘাতে হত্যা করে। পরে আবদুর রহমান আখরামের ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়। তখন আবু কাতাদা (রা.) আবদুর রহমানের উপর হামলা চালান এবং তারা উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে আবু কাতাদা (রা.)-এর ঘোড়া নিহত হয় এবং আবু কাতাদা 'আবদুর রহমানকে হত্যা করে ফেলেন। অতঃপর আবু কাতাদা (রা.) আখরাম-এর ঘোড়ায় সওয়ার হন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হই। এ সময় তিনি ﷺ যে পানির ঝিলের নিকট অবস্থান করছিলেন, তার নাম ছিল-'যু কারাদ'। সেখান থেকে আমি ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করেছিলাম। আমি সেখানে পৌঁছে দেখতে পাই যে, নবী ﷺ পাঁচশত লোকসহ সেখানে অবস্থান করছেন। তখন তিনি আমাকে (বীরত্বের জন্য) একজন অশ্বারোহী এবং একজন পদাতিক সৈন্যের সম-পরিমাণ গণীমতের মাল প্রদান করেন।

৫৪. بَابُ النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

৫৪. অনুচ্ছেদ ৪: সোনা, রূপা এবং গণীমতের প্রথম মাল হতে অতিরিক্ত প্রদান প্রসংগে

২৭৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِي الْجَوَيْرِيِّ الْجَرَمِيِّ قَالَ أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةَ حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَّا نِيرٌ فِي أَمْرَةٍ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَاتَّيَتْهُ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَعْطَانِي مِنْهَا ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمْسِ لَأَعْطَيْتُكَ ثُمَّ أَخَذَ يَعْزِضُ عَلَيَّ مِنْ نَّصِيْبِهِ فَأَبَيْتُ .

২৭৪৪. আবু সালিহ মাহবুব ইব্ন মুসা (র.)... আবু জুওয়ায়রিয়া জারামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়া (রা.)-এর খিলাফত কালে রোম দেশে স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি লাল রংয়ের একটি থলে পাই। এসময় আমাদের নেতা ছিলেন নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী, যার নাম ছিল মা'আন ইব্ন ইয়াযীদ এবং তিনি ছিলেন বনু সালীম গোত্রের লোক। আমি উক্ত থলিটি তাঁর কাছে নিয়ে আসলে তিনি তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন এবং সেখান হতে আমাকেও কিছু প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেন : যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ না শুনতাম যে, খুমুস বা

এক-পঞ্চমাংশ রাখার পর, নফল বা অতিরিক্ত প্রদান করবে, তবে আমি তোমাকে অধিক দিতাম।
অতঃপর তিনি তাঁর নিজ অংশ হতে আমাকে কিছু দিতে চাইলে আমি তা নিতে অস্বীকার করি।

২৭৪৫. حَدَّثَنَا هُنَادٌ عَنْ ابْنِ الْبَارَكِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

২৭৪৫. হান্নাদ (র.)... আসিম ইবন কুলায়ব (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৫৫. بَابُ فِي الْأَمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْ لِنَفْسِهِ

৫৫. অনুচ্ছেদ : যে সম্পদ কাফিরদের থেকে হস্তগত হয়, তা থেকে নেতার নিজের জন্য কিছু নেওয়া

২৭৪৬. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ نَا الْوَلِيدُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ الْأَسْوَدَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَبْسَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبِزَةٍ مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلَ هَذَا إِلَّا خُمْسُ وَالْخُمْسُ مُرْدُودٌ فَيُكِّمُ .

২৭৪৬. ওয়ালীদ ইবন উত্বায়া (র.)... আমর ইবন আবাসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল হিসাবে প্রাপ্ত একটা উটকে (সুতরা হিসাবে) সামনে রেখে আমাদের সংগে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি ﷺ সালাতের সালাম ফিরাবার পর উটের পার্শ্বদেশের একটি পশম নিয়ে বললেন : আমার জন্য তোমাদের গনীমতের মাল হতে 'খুমুস' ব্যতীত এই পশম বরাবরও নেওয়া হালাল নয়। আর এই 'খুমুস' ও অবশেষে তোমাদের কল্যাণের জন্যই ব্যয় হয়।

৫৬. بَابُ فِي الْوَقَاءِ بِالْعَهْدِ

৫৬. অনুচ্ছেদ : ওয়াদা পূরণ করা

২৭৪৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغَابِرَ يُنْصَبُ لَهُ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هُذِهِ غَدْرُهُ فَلَنْ يَنْجُوَ .

২৭৪৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র.)... ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ওয়াদা ভংগকারীর জন্য একটা কাণ্ড স্থাপন করে বলা হবে, 'এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের ওয়াদা খেলাফীর চিহ্নস্বরূপ।

৫৭. بَابُ فِي الْأَمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

৫৭. অনুচ্ছেদ : নেতার দেওয়া ওয়াদা পালন করা

২৭৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرْزَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ .

২৭৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ বাযযায (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম বা নেতা ঢালস্বরূপ, যার নির্দেশে যুদ্ধ করা হয়।

২৭৪৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلْقَى فِي قَلْبِي الْأَسْلَامَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَخِيسُ الْبَرْدَ وَلَكِنْ أَرْجِعُ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْلَمْتُ قَالَ بُكَيْرٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قَبْطِيًّا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْيَوْمَ لَا يَصْلُحُ .

২৭৪৯। আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)... আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরায়শরা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখার সাথে সাথেই আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আল্লাহর কসম, আমি আর কখন-ই তাদের কাছে ফিরে যাব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি ওয়াদা খিলাফ করব না এবং দূতকে বন্দী করব না; বরং তুমি ফিরে যাও। অবশ্য সেখানে ফিরে যাওয়ার পর তোমার অন্তরে যদি এরূপ খেয়াল অবশিষ্ট থাকে, যা এখন আছে, তাহলে তুমি ফিরে এসো। রাবী আবু রাফি' (রা.) বলেন : তখন আমি ফিরে যাই এবং পরে নবী ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম কবুল করি।

বুকাযর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার নিকট হাসান ইব্ন 'আলী (রা.) এরূপ খবর দিয়েছেন যে, আবু রাফি' (রা.) একজন ক্রীতদাস ছিলেন। আবু দাউদ (র.) বলেন : এটা সেই যামানায় ছিল, এখন এরূপ বলা সঠিক হবে না (অর্থাৎ সাহাবীদের শানে এরূপ বলা উচিত নয়)।

৫৮. **بَابُ فِي الْإِمَامِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيرُ نَحْوَهُ**

৫৮. অনুচ্ছেদ : মুসলিম নেতা এবং কাফিরদের মাঝে সন্ধি হওয়ার পর তিনি শত্রুদেশ সফর করতে পারেন

২৭০. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَامِرٍ رَجُلٍ مِّنْ حَمِيرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بَرْدُونٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرَ فَنَظَرْنَا إِذَا عَمَرُوهُ بَنُو عَبْسَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدُّ عَقْدَهُ وَلَا يَحِلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ .

২৭৫০. হাফস ইব্ন 'উমার (র.)...হিময়ার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, সুলায়ম ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মু'আবিয়া (রা.) এবং রোমকদের মাঝে এরূপ একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় (যে, তারা এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে না)। এ সময় তিনি তাদের দেশ সফর করতে থাকেন। এমনকি যখন সে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। সে সময় সেখানে লাল-রংয়ের একটি ঘোড়ার পিঠে জনৈক ব্যক্তি হাযির হয় এবং বলতে থাকে-আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর! ওয়াদা পূরণ করা দরকার, যেন ওয়াদা ভংগ না করা হয়। অবশেষে দেখা গেল যে, তিনি হলেন-‘আমর ইব্ন ‘আবাস। তখন মু'আবিয়া (রা.) তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : কিসের ওয়াদা ভংগ হচ্ছে? তখন তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যদি কারও সাথে কোন কওমের চুক্তি থাকে, তখন সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে দ্বিতীয় কোন চুক্তি করবে না, আর না তার খিলাফ করবে। অতঃপর যখন সে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে, তখন পরস্পর ঘোষণার মাধ্যমে চুক্তি ভংগ করা যাবে। এ কথা শোনার পর মু'আবিয়া সেখান হতে ফিরে আসেন।

৫৯. **بَابُ فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ**

৫৯. অনুচ্ছেদ : ওয়াদা পূরণ করা এবং তার মর্যাদা রক্ষা করা

২৭০১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

২৭৫১। 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

৬. . بَابُ فِي الرُّسُلِ

৬০. অনুচ্ছেদ : দূত প্রেরণ প্রসঙ্গে

২৭৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَالرَّازِيُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ شَيْخٍ قَالَ كَانَ مَسِيلَمَةُ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَحٍ يَقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَعِيمٍ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نَعِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسِيلَمَةَ مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا .

২৭৫২. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ও রাযী (র.)... মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (ভগ্নবী) মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি পত্র লেখে। যার সম্পর্কে না'ঈম ইব্ন মাসউদ আশ'জাজি (রা.) তাঁর পিতা না'ঈম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসায়লামার পত্র পাঠান্তে তার দু'জন দূতকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করেন : এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তখন তারা বলে : আমরা তা-ই বলি, সে যা বলে (অর্থাৎ সে যে নব্বাওতের দাবি করে, আমরা তাতে বিশ্বাসী)। তখন তিনি ﷺ বলেন : আল্লাহর কসম! দূতদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি না থাকতো, তবে আমি তোমাদের দু'জনের শিরচ্ছেদ করতাম।

২৭৫৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِبٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ جُنَّةٌ وَأَنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدِ لِبْنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسِيلَمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَجِئَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ بِنِ النَّوَاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ لَا أَنَّكَ رَسُولُ لَضَرَبْتُ عَنْقَكَ وَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ فَأَمَرَ قَرْظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عَنْقَهُ فِي السُّوقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوقِ .

২৭৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)...হারিছা ইব্ন মুযাররিব (র.) একদা 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর নিকট হাযির হয়ে বলেন : কোন আরববাসীর সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। তবে আমি বনু হানীফার মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পাই যে, তারা মুসায়লামার (নবুওয়াতে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) তাদের ডেকে পাঠান (এবং তওবা করতে বলেন)। তারা আসে এবং ইব্ন নাওয়াহা ব্যতীত সকলে তওবা করে। তিনি (ইব্ন মাস'উদ) তাকে (ইব্ন নাওয়াহাকে) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তোমার ব্যাপারে এরূপ) বলতে শুনেছি যে, 'যদি তুমি দূত না হতে, তবে আমি তোমার শিরচ্ছেদ করতাম। আর আজ তুমি তো দূত নও, (কাজেই আজ তোমার অপরাধের শাস্তি পাবে)। তখন তিনি কারযা ইব্ন কা'বকে তাকে হত্যার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি তাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে (জনসমক্ষে) তার শিরচ্ছেদ করেন। অবশেষে তিনি বলেন : যে কেউ ইব্ন নাওয়াহাকে দেখতে চায়, সে যেন বাজারে গিয়ে তার মৃত লাশ দেখে আসে।

৬১. بَابُ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

৬১. অনুচ্ছেদ : মুসলিম মহিলার কোন কাফিরের নিরাপত্তা দেওয়া

২৭৫৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بِنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا أَجَازَتْ رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ وَأَمَّا مَنْ أَمْنَتْ .

২৭৫৪। আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্ম-হানী বিন্ত আবী তালিব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন জনৈক মুশরিককে (হারিস ইব্ন হিশাম) আশ্রয় দেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে আসেন এবং তাঁর নিকট ব্যাপারটি খুলে বলেন। রাবী বলেন, তখন তিনি ﷺ বলেন : “তুমি যাকে পানাহ দিয়েছ, আমিও তাকে পানাহ দিলাম। আর তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

২৭৫৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِّنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَتَجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ .

২৭৫৫. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... 'আইশা (রা.)' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি কোন স্ত্রীলোক কোন কাফিরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষার জন্য পানাহ দেয়, তবে তা জাযিয বা বৈধ হবে।

৬২. بَابُ فِي صَلَاحِ الْعَدُوِّ

৬২. অনুচ্ছেদ : শত্রুর সাথে সন্ধি করা

২৭৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحَدِيثَةِ فِي بَضْعِ عَشْرِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَنِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّثِيَةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلَّ حَلَّ خَلَّعَتِ الْقَصُوفُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَّاتُ وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي الْيَوْمَ خِطَّةً يُعْظَمُونَ بِهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثِبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِاقْصَى الْحَدِيثَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ آتَاهُ يَعْنِي عُرْوَةَ بْنُ مَسْعُودٍ فَجَعَلَ يَكْلِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ السِّيفُ وَعَلَيْهِ الْمَغْفَرُ فَضْرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السِّيفِ وَقَالَ آخِرُ يَدِكَ عَنْ لِحْيَتِيهِ فَرَفَعَ عُرْوَةَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ آيَ غَدْرٍ وَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحْبَ قَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا الْإِسْلَامُ فَقَدْ قَبَلْنَا وَأَمَّا أَلْمَالُ فَإِنَّهُ مَالٌ غَدْرٍ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَصَّ الْخَبَرَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنْ رَجُلٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَةِ الْكِتَابِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمُوا فَنَاحِرُوا ثُمَّ أَحْلِفُوا ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتُ الْآيَةِ فَفَنَهَا هُمُ اللَّهُ أَنْ يَرْتَوْهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا وَالضَّدَاقُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْنِي فَارَسْلُو فِي طَلَبِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَا ذَا

الْحَلِيفَةَ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لَاحِدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فَلَانُ جَيْدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلٌ قَدْ جَرَيْتُ بِهِ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضْرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْلَمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ رَأَى هَذَا دُعْرًا فَقَالَ قَتَلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ قَدْ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَّانِي اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْلَ أُمِّهِ مُسْعِرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرِدُهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ وَيَنْفَلِتُ أَبُو حَنْدَلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ .

২৭৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ (র.)...মিস্‌ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুদায়বিয়ার (সন্ধির) সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাযারের কিছু বেশী সাহাবী নিয়ে (মদীনা থেকে মক্কার দিকে 'উমরার উদ্দেশ্যে) বের হন। অবশেষে যখন তিনি যুল্-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি কুরবানীর পশুগুলো চিহ্নিত করেন, মাথার চুল মুণ্ডন করেন এবং 'উমরার নিয়্যতে ইহরাম বাঁধেন। রাবী এরূপে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রাবী আরো বলেন : এই সফরে চলার সময় এক পর্যায়ে নবী ﷺ ছানিয়া উপত্যকার নিকটে পৌছান, যেখান থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে হয়, সেখানে তাঁকে ﷺ নিয়ে তাঁর উটটি বসে পড়ে। তখন লোকেরা (সাহাবীরা) বলতে থাকেন : হাল'-হাল, কাসওয়া^১ ক্লাস্ত-শান্ত হয়ে পড়েছে। তারা দু'বার এরূপ বলেন। তখন নবী ﷺ বলেন : কাসওয়া ক্লাস্ত-শান্ত হয়নি এবং এর স্বভাবও এরূপ নয়; বরং একে হাতীর গতিরোধকারী-প্রতিহত করেছে।

তারপর তিনি ﷺ বলেন : সেই যাতের কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ! আল্লাহ্র ঘরের মর্যাদা রক্ষার জন্য আজ কুরায়শরা আমার কাছে যা চাবে, আমি তাদেরকে তাই দেব। এরপর উষ্ট্রীকে উঠতে বলা হলে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর তিনি ﷺ রাস্তা পরিবর্তন করে হুদায়বিয়ার শেষ প্রান্তের ময়দানে একটা ঝরণার পাশে অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁর নিকট বুদায়ল ইব্ন ওরাকা খুয়াঈ আসে, পরে তাঁর কাছে আসে 'উরওয়া ইব্ন মাসউদ। তারা নবী ﷺ-এর সংগে কথাবার্তা শুরু করে। কথাবার্তা বলার এক পর্যায়ে ('উরওয়া) নবী ﷺ-এর দাঁড়ি স্পর্শ করে। এ সময় মুগীরা ইব্ন শো'বা নবী ﷺ-এর নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন, যার সাথে ছিল তরবারি এবং মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। তিনি তার ('উরওয়ার) হাতের উপর তরবারির বাঁট দিয়ে আঘাত করে বলেন : "তুমি তাঁর দাঁড়ি হতে তোমার হাত সরিয়ে নাও।" তখন 'উরওয়া তার মাথা উঁচু করে বলে : এই

১. এটি একটি আরবী প্রবাদ বাক্য, যা শায়িত উটকে উঠাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহন-উষ্ট্রীর নাম।

৩. আবরাহা বাদশা কা'বাঘর ধ্বংসের জন্য বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হলে, আল্লাহ তা'আলা আবাবীল পাখির মাধ্যমে সে বিরাট হস্তিবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেন। ঐদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

ব্যক্তি কে? তারা (সাহাবিগণ) বলেন : ইনি মুগীরা ইবন শো'বা। তখন 'উরওয়া বলে : ওহে ধোঁকাবাস! আমি কি তোমার ধোঁকাবাসী করে অংগীকার ভংগের ব্যাপারে সন্ধি করে দিতে চেষ্টা করিনি? (আর ব্যাপার এই ছিল যে) মুগীরা অন্ধকার যুগে কয়েকজন ব্যক্তিকে তার সাথী হিসাবে নেন, পরে তিনি তাদের হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে নেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। তখন নবী ﷺ বলেন : আমি তো তোমার ইসলাম গ্রহণ করাকে কবুল করলাম, কিন্তু ধন-সম্পদ যা ধোঁকাবাসীর দ্বারা অর্জন করেছে, এতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর [মিসওয়ার (রা.)] হাদীছটির শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

অবশেষে নবী ﷺ 'আলী (রা.)-কে বলেন : লিখ, এ হলো ঐ সন্ধিপত্র, যার ভিত্তিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরায়শরা সন্ধি করছে। অতঃপর মুসাওবের (রা.) পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। আলোচনাকালে সুহায়ল বলেন : যদি আমাদের কেহ আপনার নিকট আপনার দীন গ্রহণ করে গমন করে, তবে আপনি তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

সন্ধিপত্র লেখা লেখির কাজ সমাপ্ত হলে নবী ﷺ বলেন : তোমরা উঠ, তোমাদের পশুগুলোকে কুরবানী কর এবং তোমাদের মাথা মুড়িয়ে ফেল। এ সময় কয়েকজন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করে (মুসলমানদের কাছে) চলে আসেন, যাদের ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ নিষেধ করেন এবং তাদের দেন-মোহর (যা তারা তাদের স্বামীদের থেকে নিয়েছিল, তা) ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

অতঃপর তিনি ﷺ মদীনায ফিরে আসেন। এ সময় তাঁর নিকট আবু বাসীর নামক জনৈক কুরায়শ আসে। কুরায়শরা তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য লোক পাঠায়। তখন তিনি ﷺ তাঁকে তাদের দু-ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করেন। তারা উভয়ে তাঁকে নিয়ে (মদীনা থেকে) বের হয়, এমনকি যখন তারা যুল-ছলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে, তখন তারা তাদের খেজুর খাওয়ার জন্য সেখানে অবতরণ করে। তখন আবু বাসীরের তাদের দু'জনের একজনকে বলেন : ওহে অমুক, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট তোমার তরবারিখানা বেশ উত্তম মনে হচ্ছে। তখন যে ব্যক্তি তার খাপ থেকে তা বের করে বলল : আমি একে পরীক্ষা করেছি। তখন আবু বাসীর (রা.) বললেন : ওটা আমাকে একটু দেখাও না। তখন সে ব্যক্তি আবু বৃসাইরের হাতে তা তুলে দেয়। তখন তিনি (তা দিয়ে) তাকে আঘাত করেন, ফলে সে মারা যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি পালিয়ে যায় এবং মদীনায গিয়ে পৌঁছে এবং সে দৌড়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। তখন নবী ﷺ বলেন : এই ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে বলে : আল্লাহর শপথ! আমার সাথীকে তো হত্যা করা হয়েছে এবং আমিও অবশ্য নিহত হতাম (কিন্তু পালিয়ে বেঁচেছি)। এ সময় আবু বাসীর (রা.) সেখানে এসে হাযির হন এবং বলেন : আল্লাহ তো আপনার যিম্মাদারী পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা, আপনি তো আমাকে (সন্ধির শর্তানুসারে) তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, পরে আল্লাহ আমাকে তাদের কবল হতে মুক্ত করেছেন। তখন নবী ﷺ বলেন : এই লোক তো যুদ্ধের উত্তেজনাধাতা, তার মায়ের প্রতি অভিসম্পাত। যদি তার সাহায্যকারী কেউ থাকত! অতঃপর তিনি (আবু বাসীর) যখন এ কথা শুনলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি ﷺ তাকে আবার তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। তাই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সমুদ্র উপকূলে চলে যান। অতঃপর আবু জান্দাল (রা.)-ও পালিয়ে এসে আবু বাসীর (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। এভাবে তাদের একটি বড় দল সেখানে জমায়েত হয়।

আঠার পারা শুরু

২৭৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ أَدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُّ وَانَ بِنِ الْحَكَمِ أَنَّهُمْ أَصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشَرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةٌ مَكْفُوفَةٌ وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ .

২৭৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)... মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন : কুরায়শরা এ কথার উপর সন্ধি করেছিল যে, দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, এ সময় মানুষেরা সুখে-শান্তিতে থাকবে, আমাদের পরস্পরের মাঝে পবিত্রতা বজায় থাকবে। আর এ সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন চুরি-ডাকাতি হবে না।

২৭৫৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْأَوْزَعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَأَبْنُ أَبِي رَكْرِيًّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ قَالَ قَالَ جُبَيْرُ النَّظْلِقُ بِنَا إِلَى ذِي مَخْبَرٍ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَيْنَا فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صَلَاحًا أَمِنًا وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوٌّ مِّنْ وَّرَائِكُمْ .

২৭৫৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)... হাসসান ইব্ন 'আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাক্হুল এবং ইব্ন আবু যাকারিয়া (রা.) খালিদ ইব্ন মা'দানের নিকট যান এবং আমিও তাদের সাথে হই। অতঃপর তিনি যুবায়র ইব্ন নুফায়র (রা.) হতে হাদীছ বর্ণনা করেন। যুবায়র (রা.) বলেন : তুমি আমাদের সংগে নবী ﷺ-এর সাহাবী যু-মিখ্বার (রা.)-এর কাছে চল। তখন আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হই এবং জুবায়র (রা.) তাঁর নিকট সন্ধির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি : অচিরেই তোমরা রোমকদের সাথে এরূপ সন্ধি করবে, যাতে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। পরে তোমরা এবং তারা সম্মিলিত হয়ে অপর এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

৬৩. ৬৩. بَابُ فِي الْعَدُوِّ يُوتَى عَلَى غِرَةٍ وَيَتَشَبَّهُ بِهِمْ !

৬৩. অনুচ্ছেদ : দুশমনকে তাদের দলভুক্ত হওয়ার ভান করে অসতর্ক অবস্থায় হত্যা করা

২৭৫৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ أَدَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ

مَسْلَمَةً فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْنُ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّا نَا قَالَ وَآيُضًا لِمَلَّتُهُ قَالَ اتَّبِعْنَاهُ فَتَحْنُ نَكْرَهُ أَنْ نَدْعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَى شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تَسْلِفَنَا وَسَقًا أَوْ وَسَقَيْنِ قَالَ أَى شَيْءٍ تَرَهُنُونِي قَالَ وَمَا تَرِيدُ مِنَّا فَقَالَ نِسَائِكُمْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ تَرَهُنُكَ نِسَائِنَا فَيَكُونُ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْنَا قَالَ فَتَرَهُنُونِي أَوْ لَادِكُمْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يَسِبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رِهْنَتْ بَوَسَقٍ أَوْ وَسَقَيْنِ قَالُوا نَرَهُنُكَ الْإِلَامَةَ يُرِيدُ السِّلَاحَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا آتَاهُ نَادَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَطِيبٌ يَنْضَحُ رَأْسَهُ فَلَمَّا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ جَاءَ مَعَهُ بِنْفَرٍ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَذَكَرُوا لَهُ قَالَ عِنْدِي فَلَانَتَهُ وَهِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ النَّاسِ قَالَ تَاذَنْ لِي فَاشْمُ قَالَ نَعَمْ فَادْخُلْ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَشَمَّهُ قَالَ أَعُوذُ قَالَ نَعَمْ فَادْخُلْ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَلَمَّا اسْتَمَكَّنَ مِنْهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ فُضْرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ .

২৭৫৯. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.) ...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : কা'ব ইব্ন আশরাফকে কে হত্যা করবে? কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা দাঁড়িয়ে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি তাকে হত্যা করব।' আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে কতল করি? জবাবে তিনি বলেন : হ্যাঁ, আমি এটি-ই চাই। তখন তিনি (ইব্ন মাসলামা) বলেন : তবে আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি তার সাথে আপনার ব্যাপারে কিছু বলতে পারি? তখন তিনি ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন : এই ব্যক্তি [মুহাম্মদ ﷺ] আমাদের কাছে সাদকা চেয়ে আমাদের বিপদে ফেলে দিয়েছে। তখন সে (কা'ব) বলে : এতো আর কি বিপদ, তোমরা আরও কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। ইব্ন মাসলামা বলেন : আমরা তো কেবলই তাঁর অনুসরণ শুরু করেছি, কাজেই তাঁর পরিণতি কি হয় তা না দেখা পর্যন্ত আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করব না। এখন আমি তোমার কাছে এই ইরাদা নিয়ে এসেছি যে, তুমি আমাকে এক বা দুই 'ওসক' পরিমাণ খাদ্য-শস্য করয দিবে। তখন সে (কা'ব) জিজ্ঞাসা করে : এর বিনিময়ে তুমি আমার কাছে কি বন্ধক রাখবে? তখন ইব্ন মাসলামা বলেন : তুমি আমার নিকট হতে বন্ধক হিসাবে কি রাখতে চাও? তখন সে বলে : তোমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখ। এতে তারা আশ্চর্য হয়ে বলেন : সুবহানাল্লাহ! তুমি আরবের সুন্দরতম পুরুষ, যদি আমরা তোমার নিকট আমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখি, তবে তা তো আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে! তখন কা'ব বলে : তবে তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখ। তারা বলেন : সুবহানাল্লাহ! (তুমি কি চাও) আমাদের কারও সন্তানকে এজন্য ভর্ৎসনা করা হোক যে, তাদের বলা হবে, তোমাকে এক বা দুই ওসক পরিমাণ খাদ্যের জন্য বন্ধক রাখা

হয়েছিল! তখন তাঁরা বলেন : আমরা তোমার কাছে আমাদের হাতিয়ার অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখতে চাই। তখন কা'ব বলে : আচ্ছা, তা-ই রাখ। অতঃপর (রাতের বেলা) ইব্ন মাসলামা তার নিকট গিয়ে তাকে ডাকলেন। তখন কা'ব মাথায় খুশবু লাগিয়ে তাঁর নিকট আসে। অতঃপর ইব্ন মাসলামা যখন কা'বের নিকট গিয়ে বসলেন, তখন তাঁর সাথে আগমনকারী তিন বা চার ব্যক্তি কা'বের নিকট খুশবুর ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখন সে (কা'ব) বলে : আমার নিকট অমুক নারী আছে, যে সব নারীদের চাইতে অধিক খুশবু ব্যবহার করে। তখন ইব্ন মাসলামা বলেন : আমাকে একটু অনুমতি দাও, যাতে আমি তোমার চুলের খুশবুর ঘ্রাণ নিতে পারি। তখন সে (কা'ব) বলে : হাঁ, নিতে পার। তখন ইব্ন মাসলামা কা'বের মাথার চুলের মাঝে হাত ঢুকিয়ে তার ঘ্রাণ গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন : আমি কি আবার ঘ্রাণ নিব? জবাবে কা'ব বলে : হাঁ, নিতে পার। তখন তিনি (ইব্ন মাসলামা) কা'বের মাথার চুলের মধ্যে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দেন এবং তাকে কাবু করে ফেলেন। আর তাঁর সাথীদের (ইশারায়) বলেন : তোমরা একে হত্যা কর। তখন তারা (সাথীরা) তাকে (কা'বকে) এমনভাবে মারে যে, শেষ পর্যন্ত তারা তাকে কতল করে ফেলে।

২৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَرَّامَةَ نَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ نَا أَسْبَاطُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ السَّيِّدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتَكِ لَا يَفْتَكُ مُؤْمِنٌ .

২৭৬০. মুহাম্মদ ইব্ন খারামা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঈমানের দাবী এই যে, কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা যাবে না। কাজেই, কোন মু'মিন কাউকে ধোঁকা দিয়ে মারবে না।

৬৪. بَابُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْمَسِيرِ

৬৪. অনুচ্ছেদ : সফরকালে প্রতিটি উঁচুস্থানে আরোহণের সময় তাকবীর পাঠ করা

২৭৬১. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْحَجَّ أَوْ عُمُرَةً يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَتَبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَكْزَابَ وَحْدَهُ .

২৭৬১. আল-কা'নাবী (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ অথবা 'উমরা হতে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি যমীনের প্রতিটি উঁচুস্থানে

পৌছে তিনবার তাকবীর পাঠ করতেন এবং বলতেন : আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী তাঁরই এবং সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ‘ইব্দনদত ও সিজদাকারী আমাদের রবের, আর প্রশংসাকারী তাঁরই। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তাঁর বান্দার সাহায্য করেছেন। আর শত্রুসেনাকে তিনি একাই বিধ্বস্ত, পরাজিত করেছেন।

৬৫. بَابُ فِي الْأَذْنِ فِي الْقَوْلِ بَعْدَ النَّهْيِ

৬৫. অনুচ্ছেদ : জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ হওয়ার পর পুনরায় অনুমতি প্রসংগে

২৭৬২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمُرَوِّزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآيَةَ نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النُّورِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى غُفُورٍ رَحِيمٍ .

২৭৬২. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ছাবিত মারওয়াযী (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ্র বাণী :

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থাৎ “তারা আপনার নিকট ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায় না, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি...হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।” এই আয়াতের হুকুমটি সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা বাতিল হয়েছে, যা হলো—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى غُفُورٍ رَحِيمٍ

অর্থাৎ “বরং প্রকৃত মু’মিন তারাি, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে”...হতে “মহা-ক্ষমাশীল, অনুগ্রহকারী” পর্যন্ত।

৬৬. بَابُ فِي بَعْثَةِ الْبُشْرَاءِ

৬৬. অনুচ্ছেদ : কাউকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান প্রসংগে

২৭৬৩. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ ابْنُ نَافِعٍ نَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَحْمَصَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَبْشِرُهُ يَكُنَى أَبَا أَرْطَاةَ .

٦٧ . بَابُ فِيْ اَعْطَاىِ الْبَشِيْرِ

১. ঘটনাটি এরূপ : রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন কুফরী শক্তি পর্যদন্ত হয়ে যায় এবং গোটা আরব জাহান মুসলমানদের করতলগত হয়। জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) এ সময় ইসলাম কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে মক্কা থেকে চার মনজিল দূরে অবস্থিত 'মুল-খালাসা' নামক বুতখানা বা মূর্তি পূজারীদের পরাভূত করে তাদের মূর্তি-ঘরটি জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেন।

٦٨ . بَابُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

٢٧٦٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سَرُورًا أَوْ بُشْرًا بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ .

٦٩ . بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

٢٧٦٦ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ
عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ
عَامٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا
قَرِيبًا مِنْ عَزْرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ
فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ثَلَاثًا قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لَأُمِّي

فَاعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي
فَاعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي
فَاعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَشَعَثَ بَنُ إِسْحَقَ أَسْقَطَهُ
أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حِينَ حَدَّثَنَا بِهِ مُحَدَّثُنِي بِهِ عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ .

২৭৬৬. আহমদ ইবন সালিহ (র.)... 'আমির ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে বের হই। অতঃপর আমরা যখন আযুরা নামক স্থানে পৌছি, তখন তিনি ﷺ অবতরণ করেন এবং দু'হাত তুলে প্রায় এক ঘন্টা দু'আ করেন। পরে সিজদায় গমন করেন এবং অধিকক্ষণ সিজদাবনত অবস্থায় থাকেন। এরপর তিনি দণ্ডায়মান হন এবং দু'হাত তুলে প্রায় এক ঘন্টা দু'আ করেন এবং পরে সিজদায় রত হন। রাবী আহমদ এরূপ তিনবার বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি ﷺ বলেন : আমি আমার রব্বের কাছে দু'আ করেছি এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছি। আল্লাহ আমার উম্মতের তিন ভাগের এক ভাগের সুপারিশ কবুল করেছেন। তাই আমি শোকর-সূচক সিজদা আদায় করি। পরে (দ্বিতীয়বার) আমি সিজদা হতে উঠে আমার রব্বের দরবারে আবার উম্মতের ব্যাপারে সুপারিশ করি, তখন তিনি আরও এক-তৃতীয়াংশের গুনাহ মাফ করে দেন। এতে আমি আল্লাহর শোকর জ্ঞাপন করার জন্য সিজদা করি। অবশেষে (তৃতীয়বার) আমি সিজদা থেকে উঠে আমার রব্বের দরবারে উম্মতের ব্যাপারে সুপারিশ করি, এতে তিনি অবশিষ্ট শেষ-তৃতীয়াংশের গুনাহ মাফ করে দেন। এ কারণে আমি আমার রব্বের জন্য শোকর-সূচক সিজদা আদায় করি।

আবু দাউদ (র.) বলেন : আহমদ ইবন সালিহ যখন আমাদের নিকট এ হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তিনি আশ্'আছ ইবন ইসহাকের নাম বাদ দেন। পরে মুসা ইবন সাহল রামলী (র.) তাঁর মাধ্যমে আমাদের নিকট এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৭. . بَابُ فِي الطُّرُقِ

৭০. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলা সফর হতে ঘরে ফেরা সম্পর্কে

۲۷۶۷ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُقًا .

২৭৬৭. হাফস ইবন 'উমার ও মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কারও রাতের বেলা তার ঘরে ফিরে আসাকে পসন্দ করতেন না।

২৭৬৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَاجِرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ .

২৭৬৮. উছমান ইবন আবু শায়বা (র.)... জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন ব্যক্তির জন্য সফর হতে ফিরে তার গৃহে প্রবেশের উত্তম সময় হলো, রাতের প্রথম অংশ।

২৭৬৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ أَنْ سَيَّارُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ امْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعْثَةُ وَتَسْتَجِدَّ الْمَغِيسَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الزُّهْرِيُّ الطَّرُقُ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا بَأْسَ .

২৭৬৯. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। সফর থেকে ফিরে যখন আমরা শহরে ঢুকতে ইচ্ছা করলাম, তিনি তখন বললেন : একটু অপেক্ষা কর। আমরা রাতে (শহরে) প্রবেশ করব, যাতে এলোকেশী মহিলারা চিরুনি দিয়ে তাদের চুল বিন্যস্ত করতে পারে। আর যে মহিলার স্বামী অনুপস্থিত ছিল, সে যেন তার নাভীর (গুণ্ঠাংগের) লোম পরিষ্কার করার সুযোগ পায়।

৭১. بَابُ فِي التَّلَقِّي

৭১. অনুচ্ছেদ : মুসাফিরদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানান

২৭৭০. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيَتْهُ مَعَ الصَّبِيَّانِ عَلَى ثِيَابِ الْوَدَاعِ .

২৭৭০। ইবন সারহ (র.)...সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন তাবুক যুদ্ধ হতে মদীনায ফিরে আসেন, তখন লোকেরা তাঁকে ﷺ সাদর-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। আর আমিও বাচ্চাদের সাথে 'সানিয়াতুল-বিদা' নামক স্থানে তাঁর সংগে সাক্ষাত করি।

৭২. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ أَنْفَازِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

৭২. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের পর যদি কেউ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতে পারে, তবে তা অন্য মুজাহিদকে দিবে

২৭৭১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ أَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ فَتًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ

إِذْهَبْ إِلَى فُلَانِ الْأَنْصَارِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرَضَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُكَ
السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ ادْفَعْ إِلَى مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَأَمْرَأَتَهُ يَا فُلَانَةُ ادْفَعِي
إِلَيْهِ مَا جَهَّزْتَنِي بِهِ وَلَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئًا فَيَبَارِكَ اللَّهُ فِيهِ .

২৭৭১. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসলাম গোত্রের জনৈক যুবক বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমি জিহাদে যেতে চাই, কিন্তু আমার কাছে কোন মাল-সম্পদ নেই, যা দিয়ে আমি জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারি। তিনি ﷺ বললেন : তুমি অমুক আনসারীর কাছে যাও, সে তো যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সব সংগ্রহ করেছিল কিন্তু সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে বলবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তুমি তাঁকে এও বলবে : তুমি জিহাদের জন্য যে সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছ, তা আমাকে দিয়ে দাও। তখন সে (যুবক) তাঁর কাছে যায় এবং এ কথা তাঁকে বলে। তখন সে ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বলে : হে অমুক! যুদ্ধে গমনের জন্য তুমি যে সব জিনিস প্রস্তুত করেছ, তা এই যুবককে দিয়ে দাও এবং তা থেকে কিছুই বাকী রাখনা। আল্লাহর শপথ! তুমি এ থেকে কিছু রেখে দেবে না, তাহলে আল্লাহ এতে বরকত দান করবেন।

৭৩. بَابُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

৭৩. অনুচ্ছেদ : সফর থেকে ফেরার পর সালাত আদায় করা

২৭৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ كَعْبٍ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِمَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا قَالَ الْحَسَنُ فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ مِنْ
سَفَرٍ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ .

২৭৭২। মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আসকালানী ও হাসান ইব্ন আলী (র.)...কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর হতে আসতেন, তখন দিনের বেলায় আসতেন। রাবী হাসান (রা.) বলেন : দ্বি-প্রহরের সময় আসতেন। আর যখন তিনি ﷺ সফর হতে আসতেন, তখন মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায়ের পর সেখানে বসতেন।

২৭৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ نَا يَعْقُوبُ نَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ
حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ الْمَدِينَةَ

فَانَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ قَالَ نَافِعُ
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ .

২৭৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর তুসী (র.)... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করার পর যখন মদীনায ফিরে আসেন, তখন তিনি তাঁর উক্বীকে মসজিদের দরওয়াযায় বসান, পরে তিনি ﷺ মসজিদে প্রবেশ করেন। আর তিনি সেখানে দু'রাকআত সালাত আদায়ের পর নিজ গৃহে গমন করেন।

রাবী নাকি' (র.) বলেন : ইব্ন 'উমার (রা.)-ও এরূপ করতেন।

৭৪. بَابُ فِي كِرَاءِ الْمُقَاسِمِ

৭৪. অনুচ্ছেদ : বন্টনকারীর মজুরী সম্পর্কে

۲۷۷۴ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّنِيسِيُّ نَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكَ نَا الزَّمْعِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيَّاكُمْ وَالْقَسَامَةُ قَالَ فَقُلْنَا مَا الْقَسَامَةُ
قَالَ الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ .

২৭৭৪. জা'ফর ইব্ন মুসাফির তিন্সী (র.)... আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বন্টনের মজুরী গ্রহণ করা হতে বিরত থাক। রাবী বলেন : তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, বন্টনের মজুরী গ্রহণের ব্যাপারটা কি? তিনি ﷺ বললেন : কোন বস্তু, যা লোকদের মাঝে বন্টনের জন্য দেওয়া হয়, (বন্টনকারী নিজে অধিক পাওয়ার আশায় তা থেকে অন্যকে বন্টনের সময় কিছু কম দেয়), পরে তা কম হয়ে যায়।

۲۷۷۵ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكَ يَعْنِي ابْنَ
أَبِي ثَمَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِقَامِ مِنَ
النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَحَظِّ هَذَا .

২৭৭৫. 'আবদুল্লাহ কানাবী (র.)... 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে এতটুকু অধিক বর্ণিত আছে যে, “বন্টনের মজুরী” গ্রহণের ব্যাপারটি এরূপ যে, যখন কোন ব্যক্তিকে (বন্টনের জন্য) নিয়োগ করা হয়, তখন সে প্রত্যেক অংশ হতে নিজের জন্য কিছু রেখে দেয়।

৭৫. بَابُ فِي التِّجَارَةِ فِي الْعَزْوِ

৭৫. অনুচ্ছেদ : জিহাদের মাঝে ব্যবসা করা

২৭৭৬. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ فَلَمَّا افْتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِّنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رِبَحْتُ رِبْحًا مَا رِبِحَ الْيَوْمَ مِثْلُهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي قَالَ وَيْحَكَ وَمَا رِبَحْتُ قَالَ مَا زِلْتُ أُبَيْعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّى رِبَحْتُ ثَلَاثَ مِائَةٍ أَوْ قِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَنْبِئَكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَّبِحَ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

২৭৭৬। রাবী 'ইবন নাফি' (র.)... 'উবায়দুল্লাহ ইবন সুলায়মান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আমরা খায়বর জয় করি, তখন লোকেরা তাদের গনীমতের মাল-সম্পদ ও গোলাম বের করে এবং লোকেরা তা পরস্পর বেচাকেনা করতে থাকে। এ সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি আজ এত অধিক মুনাফা করেছি, যা এখানে উপস্থিত কেউ-ই করতে পারেনি। তিনি ﷺ বললেন : তোমার জন্য আফসোস! তুমি কি লাভ করেছ? তখন সে বলে : আমি বেচাকেনার দ্বারা তিনশত 'উকিয়া' (এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান) লাভ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির খবর দেব না, যে অধিক মুনাফা হাসিল করেছে? তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তা কিরূপে? তিনি বললেন : দু'রাকআত (নফল) সালাত, যা ফরয সালাতের পর আদায় করা হয়, (তার চাইতে অধিক লাভের বস্তু)!

৭৬. بَابُ فِي حَمْلِ السَّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

৭৬. অনুচ্ছেদ : দুশমনের দেশে হাতিয়ার নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে

২৭৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ رَجُلٍ مِّنَ الصُّبَابِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ أَنْ فَرَّغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرْسٍ لِّيْ يَقَالَ لَهَا الْفَرَحَاءُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْفَرَحَاءِ لَتَتَّخِذَهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ

فَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعٍ بَدَرٍ فَعَلْتُ قُلْتُ مَا كُنْتُ أَقِيضُهُ الْيَوْمَ بَغْرَةً
قَالَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ .

২৭৭৭. মুসাদ্দদ (র.)...যাবাব গোত্রের যুল-জাওশান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি তখন নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, যখন তিনি বদর যুদ্ধ হতে নিষ্ক্রান্ত হন। তখন আমি একটা ঘোড়ার বাচ্চা নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হই, যার নাম ছিল কারহা। তখন আমি তাঁকে বলি : হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি এই 'ইব্ন-কারহাকে আপনার নিকট এনেছি, যাতে আপনি এটা কবুল করেন। তিনি ﷺ বলেন : এতে আমার কোন দরকার নেই। তবে এর বিনিময়ে যদি তুমি বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত কোন লৌহবর্ম নিয়ে নাও, তবে আমি তোমার ঘোড়ার বাচ্চা গ্রহণ করতে পারি। তখন আমি বললাম : আমি তো আজ এর বিনিময়ে ঘোড়াও নিব না। তখন নবী ﷺ বলেন : তবে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

৭৭. بَابُ فِي الْأَقَامَةِ بِأَرْضِ الشَّرِكِ

৭৭. অনুচ্ছেদ : শিরকের স্থানে অবস্থান সম্পর্কে

٢٧٧٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ أَنَا سَلِيمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ قَالَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِيهِ سَلِيمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ آخِرُ كِتَابِ الْجِهَادِ .

২৭৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ (র.)...সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিকের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তার সাথে বসবাস করে, সে তারই মত হবে।

কিতাবুল জিহাদ শেষ হল।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অধ্যায় : নবম

كِتَابُ الضُّحَايَا

অধ্যায় : কুরবানী প্রসঙ্গে

৭৮ . بَابُ فِي إِيجَابِ الْأَضَاحِيِّ

৭৮. অনুচ্ছেদ : কুরবানী ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

২৭৭৭ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نَا بِشْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ أَتَيْنَا مُحَنَّفُ بْنُ سَلِيمٍ قَالَ وَنَحْنُ وَقُوفُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ قَالَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةٌ وَغَيْرُهُ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْرَةُ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجْبِيَّةُ .

২৭৭৯. মুসাদ্দাদ (র.)...মাহনাফ ইব্ন সুলায়ম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে আরাফায় অবস্থান করছিলাম। রাবী' বলেন, তখন তিনি ﷺ বলেন : হে লোক সকল! আমাদের প্রত্যেক গৃহবাসীর উপর প্রতি বছর কুরবানী করা ওয়াজিব এবং 'আতীরাও। ১ তোমরা কি জান 'আতীরা কি? এ হলো সেই জিনিস, যাকে লোকেরা রাজাবিয়া বলে।

২৭৮০ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقُتَيْبَانِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ

১. 'আতীরা হলো এক ধরনের কুরবানী, যা মুশরিকরা রজব মাসে করত। ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানরা ও এতে অভ্যস্ত ছিল। কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পর 'আতীরার হুকুম মানসূখ বা বাতিল হয়ে যায়। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে : لا فروع ولا متبرعة এবং আতীরার আর কোন প্রয়োজন এখন নেই (অনু.)।

الْأُمَّةُ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أَنْتَلِي أَفَاضِحِي بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقْصُ شَارِبِكَ وَتَحْلِقُ عَائِنَكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ .

২৭৮০। হারুন ইবন 'আবদুল্লাহ (র.)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার প্রতি আযহার (১০ই যিলহজ্জ) দিন ঈদ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাকে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য (ঈদ হিসাবে) নির্ধারণ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : হিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি বলুন, (যদি আমার কুরবানীর পশু ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকে), কিন্তু আমার কাছে এমন উষ্ট্রী বা বকরী থাকে-যার দুধ পান করার জন্য বা মাল বহন করার জন্য তা প্রতিপালন করি। আমি কি তাকে কুরবানী করতে পারি? তিনি ﷺ বললেন : না। বরং তুমি তোমার মাথার চুল, নখ ও গোঁফ কেটে ফেল এবং নাভির নীচের চুল পরিষ্কার কর। এ-ই আল্লাহর নিকট তোমার কুরবানী।

৭৭. بَابُ الْأُضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيِّتِ

৭৯. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী করা

۲۷۸۱. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنْشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أُضْحِيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضْحِي عَنْهُ .

২৭৮১. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)... হানাশ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'আলী (রা.)-কে দু'টি দুশা যবাহ করতে দেখে জিজ্ঞেস করি, ব্যাপার কি? তখন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এরূপ ওসীয়াত করে গেছেন যে, আমি যেন (তাঁর ইনতিকালের পর) তাঁর পক্ষে কুরবানী করি। তাই আমি তাঁর ﷺ পক্ষ হতে এ কুরবানী করছি।

৮. بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

৮০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুরবানী করতে ইচ্ছা করে, সে যেন যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিন চুল, নখ না কাটে

۲۷۸۲. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلٌ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ .

২৭৮২। 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র.)...উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কাছে কুরবানীর পশু থাকবে এবং সে তাকে কুরবানী করতে চায়, তার উচিত হবে যিলহাজ্জের চাঁদ দেখার পর হতে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটা।

৪১. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الضَّحَايَا

৮১. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর জন্য কোন্ ধরনের পশু উত্তম

২৭৮৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيُّوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْبَرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَافِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ فَضَحَى بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمَدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ بِهَا بِحَجَرٍ فَقَعَلَتْ فَأَخَذَهَا وَآخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ .

২৭৮৩. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)...আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দুধা কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যার দু'টি শিং হবে নিখুঁত, আর পেট, বক্ষদেশ এবং পা হবে কাল রংয়ের। অতঃপর এরূপ দুধা তাঁর নিকট আনা হলে, তিনি বলেন : হে 'আইশা! ছুরি নিয়ে এস। পরে তিনি বলেন : একে পাথরের উপর ঘষে ধারাল কর। তখন আমি ছুরিকে ধারাল করি। অবশেষে তিনি ছুরি নেন এবং দুধাকে ধরে যমীনে শুইয়ে দেন এবং তাকে যবাহ করার সময় এ দু'আ পাঠ করেন :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। ইয়া আল্লাহ! আপনি একে মুহাম্মদ, আলে মুহাম্মদ এবং উম্মতে মুহাম্মদ-এর পক্ষে কবুল করুন। অতঃপর তিনি ﷺ উক্ত দুধাকে কুরবানী করেন।

২৭৮৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَاوُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ .

২৭৮৪. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সাতটি উটকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নহর (কুরবানী) করেন এবং মদীনাতে এমন দু'টি দুধা যবাহ করেন, যার শিং ছিল নিখুঁত এবং তার রং ছিল কাল।

২৭৮৫. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَاهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ اِمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتَيْهِمَا .

২৭৮৫. মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুটি শিং বিশিষ্ট কাল ও সাদা রং মিশ্রিত দুধা যবাহ করেন। তিনি যবাহের সময় তাকবীর (আল্লাহ্ আকবর) বলেন এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করেন এবং তিনি ﷺ তাঁর বাম পাটি দুধার কাঁধের উপর রাখেন।

২৭৮৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ نَا عِيسَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ اِمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ .

২৭৮৬. ইবরাহীম ইবন মুসা রাযী (র.)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরবানীর দিন নবী ﷺ দুটি শিং বিশিষ্ট সাদা ও কাল মিশ্রিত দুধাকে কুরবানীর উদ্দেশ্যে কিবলামুখী করে শোয়ান এবং এই দু'আ পাঠ করেন :

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

অর্থাৎ “আমি আমার চেহারা তাঁর দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি এককভাবে যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার হায়াত এবং আমার মউত আল্লাহ্ রাক্বুল ‘আলামীনের জন্য, যার কোন শরীক নেই এবং আমি এরূপ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের শামিল। ইয়া আল্লাহ্! এটি তোমারই পক্ষে এবং তোমারই জন্যে-মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মতের তরফ হতে। বিস্মিল্লাহ আল্লাহ্ আকবর। অতঃপর তিনি সে দুধাকে যবাহ করেন।

২৭৮৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ قَالَ نَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحَيْلٌ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ .

২৭৮৭. ইয়াহুইয়া ইবন মুঈদ (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ শিং বিশিষ্ট মোটাতাজা দুধা কুরবানী করতেন, যার চোখ, মুখ ও পা কাল রং মিশ্রিত হতো।

৪২. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا

৮২. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশুর বয়স কত হবে সে সম্পর্কে

২৭৮৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَنَا فَهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذَبَحُوا إِلَّا مُسِفَةً إِلَّا أَنْ يُعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذَبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .

২৭৮৮. আহমদ ইবন আবী শু'আয়ব হাররানী (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা 'মুসিনা'^১ ছাড়া (কম বয়সের পশু) কুরবানী করবে না। তবে যদি তা সংগ্রহ করা তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়, তবে তোমরা ভেড়ার জায়া'আহ^২ও যবেহ করতে পার।

২৭৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدْرَانَ قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّهُ جَذَعٌ فَقَالَ ضَحَّ بِهِ فَضَحَّيْتُ بِهِ .

২৭৮৯. মুহাম্মদ ইবন সাদরান (র.)...যায়দ ইবন খালিদ জুহনী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মাঝে কুরবানীর পশু বন্টন করেন। তখন তিনি আমাকে বকরীর এক বছর বয়সের একটি জায়া'আ প্রদান করেন। তখন আমি সেটি নিয়ে তাঁর ﷺ নিকট হাযির হই এবং বলি : এতো একটা 'জায়া'আ' মাত্র। তখন তিনি বলেন : তুমি ওটিকে যবাহ কর। তখন আমি সেটিকে যবাহ করি।

২৭৯০. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ

১. উপযুক্ত বয়সের পরও, যা কুরবানীর উপযুক্ত, তাকে মুসান্নি বলা হয়। এর কম বয়সের পশুও কুরবানী আদায় হবে না। উটের জন্য বয়স হতে হবে কমপক্ষে পাঁচ বছর, আর গুরু ও মহিষের জন্য হলো-দু'বছর। কুরবানীর জন্য বকরী ও ভেড়ার বয়স হতে হবে কমপক্ষে এক বছর, এর কম নয়।

২. জায়া'আ বলা হয়-ভেড়ার ছ'মাসের বেশী এবং এক বছরের চাইতে কম বয়সের মোটা-তায়া বাচ্চাকে। বস্তুত ভেড়ার বাচ্চা ও দুম ছ'মাসের মধ্যে হঠ পুষ্ট হয়ে থাকে। সে জন্য নবী (সা.) একে কুরবানী দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন (অনু.)।

فَعَزَّتِ الْغَنَمَ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَزَعَ يُؤْفَى مِمَّا يُؤْفَى مِنْهُ الثَّنَى .

২৭৯০. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)... 'আসিম ইব্ন কুলায়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা আমরা নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবীর সংগে ছিলাম, যার নাম ছিল মুজাশী' এবং তিনি ছিলেন বন্ সুলায়ম গোত্রের অধিবাসী। হঠাৎ এক বছর বকরী প্রায় দুশ্রাপ্য হয়ে পড়লে তিনি একজন ঘোষককে এ মর্মে ঘোষণা দিতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : ঐ ব্যক্তির জন্য ছ'মাস বয়সের দুশ্রা কুরবানী করা যথেষ্ট হবে, যার জন্য এক বছর বয়সের বকরী যবাহ করার দরকার ছিল (এক বছর বয়সের বকরী না পাওয়ার কারণে)।

২৭৭১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ نَا مَنْصُورٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَلَكَ شَاءَ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ أَكُلُ وَشُرْبُ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطَعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلَكَ شَاءَ لَحْمٍ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِي عَنِّي أَحَدٌ بَعْدَكَ .

২৭৯১. মুসাদ্দাদ (র.)... বারা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন ঈদের সালাত আদায়ের পর আমাদের সামনে খুতবা দেন এবং বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের মত সালাত আদায় করেছে এবং আমাদের ন্যায় কুরবানী করেছে, সে তো ঠিকমতই কুরবানী করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করেছে, (সে কুরবানীর ছওয়াব পাবে না;) বরং তা হবে বকরীর গোশত মাত্র।

তখন আবু বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা.) দাঁড়ান এবং বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি তো সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি এবং আমার এরূপ ধারণা ছিল যে, আজ তো পানাহারের দিন মাত্র। সে কারণে আমি জলদি করেছি এবং তা নিজে খেয়েছি এবং আমার পরিবার-পরিজন ও আমার প্রতিবেশীদেরও খেতে দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এতো বকরীর গোশত খাওয়া হয়েছে মাত্র। তখন আবু বুরদা (রা.) বলেন : আমার নিকট এক বছর বয়সের এমন একটি বকরী আছে, যা দু'টি বকরীর গোশতের চাইতেও উত্তম, তা কুরবানী করা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি ﷺ বললেন : হাঁ। তবে তুমি ব্যতীত আর কারো জন্য এ ধরনের কুরবানী করা বৈধ হবে না।

২৭৭২ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بَرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَأْنُكَ شَأْنُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِيًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحْ بِغَيْرِكَ .

২৭৯২. মুসাদ্দাদ (র.)...বারা' ইব্ন 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু বুরদা নামক আমার জনৈক মামা ঈদের সালাতের আগে কুরবানী করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন : তোমার বকরী তো গোশত খাওয়ার বকরী হয়েছে (কুরবানী হয়নি)। তখন তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার নিকট একটি মোটা-তাজা ভেড়ার বাচ্চা আছে (আমি কি তা যবাহ করতে পারি)? তিনি বলেন : তুমি ঐটিকে যবাহ কর। তবে তুমি ছাড়া আর কারও জন্য এরূপ বৈধ নয়।

৮৩ . بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

৮৩. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর অনুপযোগী পশু প্রসংগে

২৭৭৩ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُيَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَا مِلِّي أَقْصَرُ مِنْ أَنَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَتِهَا الْمَرِيضَةُ بَيْنَ رِضْطِهَا وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ ظِلْعَيْهَا وَ الْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تَنْقِي قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ فَقَالَ مَا كَرِهْتَ فَدَعُهُ وَلَا تُحَرِّمَهُ عَلَى أَحَدٍ .

২৭৯৩. হাফস ইব্ন 'উমার নামরী (র.)...উবায়দ ইব্ন ফায়রুয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বারা' ইব্ন 'আযিব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কুরবানীর জন্য কোন্ ধরনের পশু অবৈধ (অর্থাৎ যবাহের অযোগ্য)? তখন তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ান। আমার আংগুলগুলো তাঁর আংগুল হতে ছোট ছিল এবং আমার আংগুলের গিরাগুলোও তাঁর আংগুলের গিরার চাইতে ছোট ছিল। তিনি ﷺ চারটি আংগুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, চার ধরনের পশু কুরবানী করা বৈধ নয়, যথা : ১। স্পষ্ট কানা, ২। অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত, যা স্পষ্ট বুঝা যায়, ৩। লেংড়া, যা বাহ্যত দেখা যায় এবং ৪। এত দুর্বল যে, হাঁড় বেরিয়ে গেছে। রাবী' বলেন, আমি বললাম : আমি তো ঐ ধরনের পশুকেও কুরবানীর অযোগ্য বলে মনে করি, যাদের বয়স কম। তখন তিনি ﷺ বলেন : যা তোমার পসন্দ হয় না, তা তুমি পরিত্যাগ কর। তবে তুমি অন্যকে এব্যাপারে নিষেধ করবে না।

২৭৭৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ عِيسَى الْمَعْنَى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الرِّعَيْنِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مِصْرٍ قَالَ أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السَّلْمِيِّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ التَّمِسُ الْأَضْحَا يَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ فَقَالَ أَفَلَا جِئْتَنِي بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجَوَّزَ عَنْكَ وَلَا تَجَوَّزَ عَنِّي قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشْكُ وَلَا أَشْكُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُصَفْرَةِ وَالْمُسْتَأْصِلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشِيعَةِ وَالْكَسْرَاءِ فَالْمُصَفْرَةُ الَّتِي تَسْتَأْصِلُ أُذُنَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَمًا خُهَا وَالْمُسْتَأْصِلَةُ الَّتِي يَسْتَأْصِلُ قَرْنَهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تَبْخُقُ عَيْنَهَا وَالْمُشِيعَةُ الَّتِي لَا تَتَّبِعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ .

২৭৯৪. ইবরাহীম ইবন মুসা রায়ী (র.)...ইয়াযীদ যু-মিসর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি 'উত্বা ইবন আবদুস সুলামীর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, “হে আবু ওয়ালীদ! আমি কুরবানীর পশুর সন্ধানে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি পসন্দসই কোন পশু পাইনি-একটি ছাড়া, যার কিছু দাঁত পড়ে গেছে। আমি সেটিকে ক্রয় করা ভাল মনে করিনি। এখন এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তখন তিনি বলেন : তুমি সেটিকে আমার জন্য আন নাই কেন? আমি বললাম : সুবহানাল্লাহ! সেটি আপনার জন্য জায়য এবং আমার জন্য নাজায়য? তিনি বললেন : হাঁ। তুমি তো সন্দেহ করছ, আর আমি তো সন্দেহ করছি না। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসফারা, মুস্তাসিলা, বাখকা, মুশায়ইয়া ও কাসরা পশুকে কুরবানী দিতে নিষেধ করেছেন।

১. মুসফারা ঐ পশুকে বলা হয়, যার কান এমনভাবে কাটা যে, কানের ছিদ্র দেখা যায়।
২. মুস্তাসিলা ঐ পশুকে বলা হয়, যার শিং গোড়া থেকে উপড়ান।
৩. বাখকা ঐ পশুকে বলা হয়, যার একটা চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।
৪. মুশায়ইয়া ঐ পশুকে বলা হয়, যে অত্যন্ত দুর্বল ও কৃষ্ণকায়, এমনকি সেটি বকরীর সাথেও চলতে অক্ষম এবং
৫. কাসরা ঐ পশুকে বলা হয়, যার হাত বা পা ভেঙে গিয়েছে।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ نَعْمَانَ وَكَانَ رَجُلٌ صَدُقَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ وَلَا نُضْحِي بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابِلَةَ وَلَا مُدَابِرَةَ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شَرْقَاءَ قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لَأَبِي إِسْحَقَ أَذْكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا الْمُقَابِلَةُ قَالَ يَقْطَعُ طَرْفَ الْأُذْنِ فَقُلْتُ فَمَا

الْمَدَابِرَةُ قَالَ يَقُطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الْأَذْنِ قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تَشَقُّ الْأَذْنُ قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ
قَالَ تُخْرَقُ أُذُنُهَا لِلْسِمَةِ .

২৭৯৫. 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)... 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কুরবানীর পশুর চোখ, কান ভাল করে দেখতে বলেছেন। আর আমরা যেন কোন কানা পশু কুরবানী না করি, আর আমরা যেন এমন পশুও কুরবানী না করি-যার কান সামনের বা পিছনের দিক হতে কাটা, অথবা যার কান লম্বালম্বিভাবে চিরে গেছে।

রাবী' যুহায়র বলেন, তখন আমি আবু ইসহাক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি ﷺ কি 'আয্বা১ সম্পর্কে কিছু বলেছেন? তিনি বলেন : না। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : মুকাবিলা কি? তিনি বলেন : ঐ পশু, যার কানের এক পাশ কাটা। তখন আমি আবার জিজ্ঞাসা করি : মুদাবিরা কি? তিনি বলেন : ঐ পশু, যার কানের পিছনের দিক কাটা। তখন আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করি : শুরাকা কি? তিনি বলেন : ঐ পশু, যার কান সম্পূর্ণরূপে কাটা। তখন আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি : খারকা কি? তিনি বলেন : ঐ পশু, যার কানের কোন চিহ্ন-ই নেই।

٢٧٩٦ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَرِيٍّ بْنِ كَلْبٍ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُضْحَى بَعْضُ بَاءِ الْأَذْنِ وَالْقَرْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَرِيٌّ سَدُوسِيٌّ
بَصْرِيٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلَّا قَتَادَةَ .

২৭৯৬. মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র.)... 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ কান কাটা এবং শিং ভাঙা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧٩٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَعْنِي لِسَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ مَا الْأَعْضَبُ قَالَ النَّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ .

২৭৯৭. মুসাদ্দাদ (র.)... কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সা'ঈদ ইবন মুসাইয়াব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আ'যাব কি? তিনি বলেন : যে পশুর কান বা শিং ইত্যাদি অর্ধেকের বেশী কাটা বা ভাঙা-এরূপ পশু।

٨٤ . بَابُ الْبَقْرِ وَالْجَزُورِ عَنْ كَمْ تُجْزَى

৮৪. অনুচ্ছেদ : গাভী এবং উট কতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েয প্রসঙ্গে

٢٧٩٨ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا نَمْتَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَذْبَحُ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ
سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا .

২৭৯৮. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হজ্জে তামাতু' আদায় করতাম এবং একটি গাভী কুরবানীতে সাত ব্যক্তি শরীক হতাম এবং আমরা উট কুরবানী করতেও সাত ব্যক্তি শরীক হতাম।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ .

২৭৯৯. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)...জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : গাভী ও উট সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করা যাবে।

২৮০০. حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

২৮০০. কা'নাবী (র.)...জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে উট এবং সাত ব্যক্তির তরফ হতে গাভী কুরবানী করেছিলাম।

৮৫. بَابُ فِي الشَّاةِ يُضْحَى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ

৮৫. অনুচ্ছেদ : জামা'আতের পক্ষ হতে বকরী কুরবানী প্রসংগে

২৮০১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْأَسْكَدَرَانِيَّ عَنْ عَمْرِو عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَضْحَى فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأَتَى بِيَكْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي .

২৮০১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)...জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ঈদুল-আযহার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ঈদগাহে উপস্থিত হই। তিনি ﷺ খুতবাহ শেষ করার পর যখন মিম্বর হতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর নিকট একটি বকরী আনা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে সেটি যবাহ করেন এবং এ সময় বলেন : বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবার। এটি আমার তরফ হতে এবং আমার উম্মতের ঐ ব্যক্তিদের পক্ষ হতে, যারা কুরবানী করেনি।

৮৬. بَابُ الْأَمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

৮৬. অনুচ্ছেদ : ইমামের কুরবানী ঈদগাহে করা প্রসংগে

২৮০২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ أَضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

২৮০২. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)... ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর কুরবানীর পশুকে 'ঈদগাহে কুরবানী করতেন এবং ইবন উমার (রা.)-ও এরূপ করতেন।

৮৭. بَابُ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ

৮৭. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করা প্রসংগে

২৮০৩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْخَرُوا التَّلْتَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوُدَّ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنْ أَمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادْخَرُوا .

২৮০৩. কা'নাবী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যমানায় জঙ্গলে বসবাসকারী কিছু লোক ঈদুল -আযহার সময় মদীনায় আসে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কুরবানীর গোশত তিন দিনের পরিমাণ মত সঞ্চিত রাখ এবং বাকী গোশত সাদকা করে দাও। 'আইশা (রা.) বলেন : এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! ইতিপূর্বে লোকেরা তো তাদের গোশত দ্বারা অনেক দিন পর্যন্ত ফায়দা হাসিল করতো, তার চর্বি উঠিয়ে রাখতো এবং তার চামড়া দিয়ে মশক তৈরী করতো? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আসলে ব্যাপার কি বলতো, অথবা এ ধরনের কোন কিছু তিনি বলেন। তখন তাঁরা বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এখন তো আপনি তিন দিনের বেশী কুরবানীর গোশত জমা রাখতে নিষেধ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো তোমাদের

এজন্য নিষেধ করেছিলাম যে, জঙ্গল হতে কিছু লোক এসেছে, (তাই তারা যেন সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকে)। অতএব এখন তোমরা খাও, সাদকা কর এবং কিছু জমাও রাখ।

২৮০৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَا كُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْلٍ تَسَعَكُمْ فَكُلُوا وَادْخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلَا وَإِنْ هَذِهِ الْأَيَّامُ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৮০৪. মুসাদ্দাদ (র.)... নুবাযশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, আমি তোমাদের তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে এ জন্য নিষেধ করেছিলাম, যাতে তোমাদের সকলের কাছে তা পৌঁছে যায়। এখন আল্লাহ তোমাদের প্রাচুর্য দান করেছেন। কাজেই এখন তোমরা খাও, জমা রাখ এবং ছওয়াব হাসিলের জন্য দান-খয়রাতও কর। জেনে রাখ! এই দিনগুলো হলো বিশেষ পানাহারের জন্য এবং মহান আল্লাহর স্মরণের জন্য।

৪৪. بَابُ فِي الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

৮৮. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশুর উপর অনুগ্রহ করা প্রসঙ্গে

২৮০৫. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ خَصَلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحِدْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُرِجْ ذَبِيحَتَهُ .

২৮০৫. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)... শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দু'টি অভ্যাস, যে সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি : ১। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি ইহসান করাকে ফরয করেছেন। অতএব যখন তোমরা (কোন জীব-জন্তুকে) হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে; ২। আর যখন তোমরা (কোন জীব-জন্তুকে) যবাহ করবে, তখন উত্তমরূপে যবাহ করবে। তোমাদের উচিত হবে, যবাহর সময় ছুরিকে ধারাল করা এবং কুরবানীর পশুকে (সহজে যবাহ করে) তাকে আরাম দেওয়া।

২৮০৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى فِتْيَانًا أَوْ غِلْمَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَصْبِرَ الْبَهَائِمُ .

২৮০৬. আবু ওয়ালীদ তায়ালিসী (র.)...হিশাম ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আনাস (রা.)-এর সংগে হাকাম ইব্ন আয্যুব (রা.)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তখন আমরা সেখানে দেখতে পাই যে, কয়েকজন যুবক অথবা কিশোর একটা মুরগীকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। তখন আনাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জীব-জন্তুকে কষ্ট দিয়ে মারতে নিষেধ করেছেন।

৮৯. بَابُ فِي الْمُسَافِرِ يَضْحَى

৮৯. অনুচ্ছেদ : মুসাফিরের কুরবানী প্রসংগে

২৮০৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جَبْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ أَطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ .

২৮০৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের সময় কুরবানী করেন এবং বলেন, হে ছাওবান! তুমি আমাদের জন্য এই বকরীর গোশত পরিষ্কার কর। রাবী [ছাওবান (রা.)] বলেন : আমি সেই গোশত তাঁকে ﷺ মদীনায ফিরে আসা পর্যন্ত খাওয়াতে থাকি।

৯০. بَابُ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

৯০. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদের কুরবানী প্রসংগে

২৮০৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَكَلُّوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَتَسِيخُ وَاسْتَتْنِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ .

২৮০৮. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ছাবিত মারওয়াযী (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (আল্লাহর নির্দেশ) যে পশুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ হয়, তা খাও। পক্ষান্তরে যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না, তা খেও না। পরে এ হুকুম বাতিল হয়ে গেছে, অর্থাৎ এর থেকে আহলে কিতাবদের যবাহকৃত পশু আলাদা হয়ে গেছে, তাদের যবাহকৃত পশু হালাল। আল্লাহ

বলেছেন : তাদের খাদ্য, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, জোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল।

২৮০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا إِسْرَءِيلُ ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ يَقُولُونَ مَا ذَبَعَ اللَّهُ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَمَا أَذْبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوهُ فَانْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

২৮০৯. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর বাণী :

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ

অর্থাৎ নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদের অন্তরে একথা নিষ্ক্ষেপ করে—“এই আয়াতের শানে-নুযূল তিনি বলেন : লোকেরা এরূপ বলে যে, যা আল্লাহ কর্তৃক যবাহকৃত (অর্থাৎ যে জন্তু মারা গেছে), তাকে তোমরা ভক্ষণ করবে না। আর যা তোমরা নিজেরা যবাহ কর, তা তোমরা ভক্ষণ কর। অতঃপর আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ “যে পশুর উপর কুরবানীর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না, তোমরা তা ভক্ষণ কর না।

২৮১০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا تَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللَّهُ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

২৮১০. ‘উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলে, আমরা তো সে পশুকে ভক্ষণ করি, যাকে আমরা হত্যা করি। আর আমরা তাকে ভক্ষণ করি না, যাকে আল্লাহ হত্যা করেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেন :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

“ঐ পশুকে তোমরা ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণিত হয়নি।”

৯১. بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ

৯১. অনুচ্ছেদ : আরবদের গৌরব প্রকাশের নিমিত্ত হত্যা কৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করা

২৮১১. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ غُنْدَرُ أَوْ قَفَّهَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي رِيحَانَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ .

২৮১১. হারুন ইবন 'আবদিলাহ (র.)...ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সমস্ত পশুর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন, যাকে আরবের লোকেরা নিজেদের মাঝে গৌরব ও অহংকার প্রকাশের নিমিত্ত হত্যা করে থাকে।

আবু দাউদ (র.) বলেন : শুন্দর এই রিওয়ায়াতটি ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর উপর 'মাওকুফ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র.) আরো বলেন : আবু রায়হানার আসল নাম হলো 'আবদুল্লাহ ইবন মাতার।

৯২. بَابُ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

৯২. অনুচ্ছেদ : সাদা পাথর দিয়ে যবাহ করা প্রসংগে

২৮১২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرِنِ أَوْ أَعْجِلِ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلُّوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌ أَوْ ظَفَرٌ وَسَاحَدَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ وَأَمَّا الظَّفَرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ بِهِ سِرْعَانٌ مِنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا وَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُنُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقُنُورِ فَأَمَرَبَهَا فَأَكْفَيْتُ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعْثًا بِعَشْرٍ شِيَاهٍ وَبَدَّ بَعْثًا مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ وَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا .

২৮১২. মুসাদ্দাদ (র.) রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা আগামীকাল আমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করব। কিন্তু আমাদের সংগে কোন ছুরি নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দেখ অথবা জলদি কর-যাতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যে পশু যবাহর সময় তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, সেটি ভক্ষণ কর, সে যবাহর হাতিয়ার যেন নখ ও দাঁত না হয়। আমি এর কারণ তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি। কেননা, দাঁত-সে তো একটি হাড় এবং নখ হলো হাবশীদের ছুরি।

অতঃপর সেনাবাহিনীর কিছু লোক ত্বরিত (আক্রমণের জন্য) অগ্রসর হয় এবং গনীমতের মাল লুটে নেয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের (বাহিনীর) শেষাংশে অবস্থান করছিলেন। লোকেরা রন্ধনের জন্য ডেগ চাপিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ডেগের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে ঐ ডেগগুলি উল্টিয়ে দেওয়া হয় এবং গনীমতের মাল তাদের মাঝে বন্টন করে দেন। একটি উটকে দশটি বকরীর সমান হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়। সে সময় কোন এক ব্যক্তির একটি উট পালিয়ে যায় কিন্তু তাদের কাছে কোন ঘোড়া না থাকায় (যাতে সওয়ার হয়ে উটকে ধরতে পারে) তাদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তি (পলায়নপর) উটটির প্রতি তার তীর নিক্ষেপ করে; যাতে আল্লাহ উটটিকে থামিয়ে দেন।

তখন নবী ﷺ বলেন : এই চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে এমন পলায়নপর পশুও আছে, যেমন জংলী পশুদের মাঝেও আছে। কাজেই এই পশুদের মধ্য হতে যে এরূপ পলায়ন করবে, তোমরা সেটির সাথে এরূপ আচরণ করবে।

২৮১৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ وَحَمَادًا الْمَعْنَى وَاحِدٌ حَدَّثَنَا هُمُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَصَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمِرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا .

২৮১৩. মুসাদ্দাদ (র.)...মুহাম্মদ ইব্ন সাফওয়ান অথবা সাফওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি দুটি খরগোশ শিকার করি, অতঃপর আমি সে দু'টিকে সাদা পাথর দ্বারা যবাহ করি। পরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি ﷺ আমাকে তা ভক্ষণ করার অনুমতি দেন।

২৮১৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقَحَةً بِشُعْبٍ مِّنْ شِعَابِ أَحَدٍ فَأَخَذَهَا أَلْوَتْ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِمْ فَأَخَذَ وَتَدَا فَوَجَّأَهُ فِي لَبَتِهَا حَتَّى أَهْرِيْقَ دَمُهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا .

২৮১৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)...আতা ইব্ন ইয়াসার (র.) হারিছা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। সে ব্যক্তি উহদ পর্বতের একটি গিরিতে উট চরাচ্ছিল। হঠাৎ উটটি মরার মত অবস্থায় এসে পড়ে, কিন্তু কারো কাছে এমন কিছু ছিল না, যা দিয়ে সে সেটিকে যবাহ করতে পারে। অবশেষে সে ব্যক্তি একটি লোহার পেরেক নিয়ে তার সুচালো মুখ দিয়ে উষ্টীর বুকে আঘাত করে। ফলে সেখান হতে রক্ত প্রবাহিত হয়। পরে সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে এ খবর দেয়। তখন তিনি ﷺ তাকে তার গোশত ভক্ষণের অনুমতি দেন।

২৮১৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مَرْيَ بْنِ قَطْرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَنْ أَحْدَنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيْذِجَ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةَ الْعَصَا فَقَالَ أَمُرَّ بِالدَّمِ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ .

২৮১৫. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি বলুন, যদি আমাদের কেউ শিকার করে, কিন্তু তার কাছে (যবাহর জন্য) কোন ছুরি না থাকে। এমনতাবস্থায় সে সাদা ধারালো পাথর অথবা খণ্ডিত কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে কি সেটিকে যবাহ করতে পারবে? তখন তিনি (স.) বলেন : আল্লাহর নাম নিয়ে যা দিয়ে পার রক্ত প্রবাহিত কর।

৯৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبْحَةِ الْمُتَرَدِّيةِ

৯৩. অনুচ্ছেদ : বন্য পশুকে কোন কিছু নিক্ষেপ করে যবাহ করা প্রসংগে

২৮১৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكْوَةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَةِ أَوِ الْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجَزَأَ عَنْكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَا يَصْلُحُ هَذَا إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيةِ وَالْمُتَوَحِّشِ .

২৮১৬। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)...আবু আশরা (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। একদা তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! যবাহ কি কেবল গলা এবং সিনায় করতে হবে? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি তুমি তার রানে বল্লমের আঘাত কর, তবে তা ভক্ষণ করা তোমার জন্য বৈধ হবে।

আবু দাউদ (র.) বলেন : এরূপ করা কেবলমাত্র পলায়নপর পশুর জন্য বৈধ, (যাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না); অন্যদের বেলায় নয়।

৯৬. بَابُ فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الذَّبْحِ

৯৪. অনুচ্ছেদ : উত্তমরূপে যবাহ করা প্রসংগে

২৮১৭. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ عِيْسَى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ زَادَ ابْنُ عِيْسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيْسَى فِي حَدِيثِهِ وَهِيَ الَّتِي تَذْبَحُ فَيَقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تَفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تَتْرَكَ حَتَّى تَمُوتَ .

২৮১৭. হান্নাদ ইবন সারী ও হাসান ইবন 'ঈসা (র.)...ইবন 'আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'শারীতাতে শয়তান' হতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইবন 'ঈসা (র.) তাঁর বর্ণিত হাদীছে একরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'শারীতাতে-শয়তানের' অর্থ হলো : কোন পশুকে যবাহর সময় কেবল তার উপরের চামড়া কেটে ছেড়ে দেওয়া এবং রগ কর্তন না করা। ফলে সে (অধিক কষ্ট পেয়ে) এ অবস্থায় মারা যায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ الْجَنِينِ

৯৫. অনুচ্ছেদ : গর্ভস্থ বাচ্চা যবাহ করা প্রসংগে

২৮১৮. حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوُدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقْرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ ائْتَلِقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّا ذَكَّوْهُ ذِكْوَةَ أُمِّهِ .

২৮১৮. কা'নাবী (র.)... আবু 'সাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরবানীর পশুর গর্ভস্থিত বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : যদি তোমরা চাও, তবে তা খেতে পার।

মুসাদ্দাদ (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আমরা উট যবাহ করি, গাভী যবাহ করি এবং বকরী যবাহের পর অনেক সময় এদের গর্ভে মৃত বাচ্চা দেখতে পাই, আমরা কি তা ফেলে দেব, না ভক্ষণ করব? তিনি বলেন : যদি তোমরা চাও,

তবে তা খেতে পার। কেননা ঐ বাচ্চার মাতার যবাহ, ঐ বাচ্চার যবাহর মত, (অর্থাৎ মাতার যবাহে বাচ্চারও যবাহ হয়ে যায়।)

২৮১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا عَتَابُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي الزَّيْبَرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذِكْوَةُ الْجَنِينِ ذِكْوَةُ أُمِّهِ .

২৮১৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন ফারিস (র.)... জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পেটের বাচ্চার যবাহ, সেটির মাতার যবাহ দ্বারাই হয়ে যায়।

৭৬. بَابُ اللَّحْمِ لَا يَذَرِيْ اَذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَمْ لَا

৯৬. অনুচ্ছেদ : যবাহর সময় বিস্মিল্লাহ বলা হয়েছে কিনা তা জানা না থাকলে, সে গোশত খাওয়া প্রসংগে

২৮২০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانٍ وَمُحَاضِرُ الْمُعْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا عَنْ حَمَّادٍ وَمَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَأْتُونَنَا بِلَحْمَانِ لَا نَدْرِيْ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَا كُلُّ مَنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُّوا .

২৮২০. মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা (সাহাবীরা) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আমাদের কওমের লোকেরা জাহিলিয়াত যুগের খুবই নিকটবর্তী (অর্থাৎ তারা কেবলই ইসলাম কবুল করেছে)। তারা আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে, অথচ আমরা জানি না, তারা যবাহর সময় ঐ পশুর উপর 'বিস্মিল্লাহ' পাঠ করেছে কিনা? আমরা কি এ গোশত থেকে ভক্ষণ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা 'বিস্মিল্লাহ' বলে তা ভক্ষণ কর।

১. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : কুরবানীর পশু যবাহর পর যদি তার পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া যায়, তবে সেটিকে যবাহ করার পর ভক্ষণ করা বৈধ। আর যদি বাচ্চাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তা ভক্ষণ না করাই উচিত। -অনুবাদক

৯৭. بَابُ فِي الْعَتِيرَةِ

৯৭. অনুচ্ছেদ : রজব মাসে কুরবানী করা প্রসংগে

২৮২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَعْنَى قَالَ خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ نَبِيْشَةُ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمَرُنَا فَقَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ وَاطْعَمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمَرُنَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَا شِيتَكَ حَتَّى إِذَا اسْتَجْمَلَ قَالَ نَصْرُ اسْتَحْمَلِ لِلْحَجِيجِ ذَبْحَتُهُ فَتَصَدَّقَتْ بِلَحْمِهِ قَالَ خَالِدٌ أَحْسَبُهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّيِّلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لَأَبِي قِلَابَةَ كَمْ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ .

২৮২১. মুসাদ্দাদ (র.)...নুবাযশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে, আমরা জাহিলিয়াতের যুগে রজব মাসে ‘আতীরা’ করতাম। এখন এ সম্পর্কে আমাদের কি নির্দেশ দেন? তখন তিনি ﷺ বলেন : তোমরা আল্লাহর জন্য যে কোন মাসে কুরবানী করতে পার। তোমরা আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ কর এবং অন্যকে খানা খাওয়াও। অতঃপর সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করে : আমরা তো জাহিলিয়াতের যুগে ফারাআ’ করতাম (অর্থাৎ পশুর প্রথম বাচ্চা মূর্তির নামে যবাহু করতাম)। এখন এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি ﷺ বলেন : বিচরণকারী প্রত্যেক পশুর মাঝেই ফারাআ আছে। তোমরা তোমাদের পশুদের খাদ্য দিয়ে থাক, এমন কি তারা বোঝা বহনের উপযোগী হয়।

রাবী নসর বলেন : যখন তা হাজীদের বহনে সক্ষম হবে, তখন তুমি তাকে যবাহু করবে এবং তার গোশত সাদকা করে দেবে।

রাবী খালিদ (র.) বলেন : আমি মনে করি, মুসাফিরের জন্য এটি উত্তম। রাবী খালিদ (র.) পুনরায় বলেন : আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : কয়টি পশুর জন্য এ হুকুম? তিনি বলেন : একশতটির জন্য (অর্থাৎ একশতটি পশুর মধ্যে একটা আল্লাহর নামে যবাহু করে দান করবে)।

২৮২২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ .

১৮২২. আহমদ ইবন ‘আব্দা (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : ইসলামে ফারাআ ও ‘আতীরা কিছুই নেই।

২৮২৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ الْفَرْعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانَ يَنْتُجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ .

২৮২৩. হাসান ইবন 'আলী (র.)...সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফারাআ' হলো পশুর ঐ প্রথম বাচ্চা, যা তাদের নিকট ভূমিষ্ঠ হতো এবং তারা তাকে (দেবতার) উদ্দেশ্যে কুরবানী করতো।

২৮২৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْفَرْعُ أَوَّلُ مَا تَنْتُجُ الْإِبِلُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاعِيَتِهِمْ ثُمَّ يَا كَلُونَهُ وَيَلْقَوْنَ جِلْدَهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَجَبٍ .

২৮২৪. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি পঞ্চাশটি বকরী হতে একটি বকরী (মুসাফির ও গরীবদের জন্য) যবাহু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু দাউদ (র.) বলেন : কেউ কেউ ফারাআ' সম্পর্কে বলেছেন যে, সেটি হলো উটের ঐ বাচ্চা, যা সর্বপ্রথম জন্ম নিত এবং লোকেরা সেটিকে তাদের দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করতো। কিন্তু সেটির গোশত তারাই ভক্ষণ করতো এবং এর চামড়া গাছের উপর নিক্ষেপ করতো।

আর 'আতীরা হলো, রজব মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে সেটিকে কুরবানী করতো।

৯৮. بَابُ فِي الْعَقِيقَةِ

৯৮. অনুচ্ছেদ : 'আকীকা সম্পর্কে

২৮২৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مُكَافَتَانِ مُسْتَوِيَّتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ .

২৮২৫. মুসাদ্দাদ (র.)... উম্মু কুরয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি, ছেলের জন্য দু'টি একই ধরনের বকরী এবং মেয়ের জন্য একটি বকরী দিয়ে 'আকীকা দেওয়া যথেষ্ট হবে।

আবু দাউদ (র.) বলেন : আমি ইমাম আহমদ (র.)-কে বলতে শুনেছি - 'মুকাফিআতানে' অর্থ হলো : দু'টি এক ধরনের হবে অথবা সে দু'টি একই বয়সের হবে।

২৮২৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا سَفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَقْرُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكْنَاتِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ أَذْكُرْنَا كُنْ أَمْ إِنَّا .

২৮২৬. মুসাদ্দাদ (র.)... উম্মু কুরয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা পাখীদের তাদের বাসায় থাকতে দেবে (তাড়িয়ে দেবে না)।

রাবী উম্মু কুরয (রা.) আরো বলেন : আমি তাঁকে ﷺ এরূপ বলতে শুনেছি, ছেলের ('আকীকার জন্য) দু'টি বকরী এবং মেয়ের জন্য একটি বকরী যবাহু করতে হবে। আর এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, চাই বকরী দু'টি নর হোক কিংবা মাদী।

২৮২৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ سَفْيَانَ وَهُمْ .

২৮২৭. মুসাদ্দাদ (র.)... উম্মু কুরয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ছেলের 'আকীকার জন্য সমান-সমান দু'টি বকরী এবং মেয়ের জন্য একটা বকরী কুরবানী করাই যথেষ্ট।

আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছটি সহীহ এবং সুফিয়ানের হাদীছ সন্দেহযুক্ত।

২৮২৮. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بَعْقِيْقَتِهِ تَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدْمَى فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيْقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صَوْفَةً وَأَسْتَقْبَلْتَ بِهَا أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تَوَضَّعَ عَلَى يَا فَوْخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَيْلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْخَيْطِ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا وَهُمْ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدْمَى وَإِنَّمَا قَالُوا يُسْمَى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدْمَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ لَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا .

২৮২৮. হাফস ইব্ন উমার নাম্রী (র.)...সামুরা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক শিশু 'আকীকার বিনিময়ে বন্ধকস্বরূপ থাকে। কাজেই তার পক্ষ হতে (জন্মের) সপ্তম দিনে কুরবানী করতে হবে এবং মাথা মুগুন করতে হবে, আর কুরবানীর রক্ত তার মাথায় লাগাতে হবে।

অতঃপর কাতাদা (রা.)-কে রক্ত লাগান সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রক্ত কিরূপে লাগাতে হবে? তিনি বলেন : যখন আকীকার পশু কুরবানী করা হবে, তখন তার কিছু লোম নিয়ে কাটা-শিরার সামনে রাখতে হবে এবং সেগুলো রক্তে ভিজে যাওয়ার পর তা নিয়ে শিশুর মাথার উপর রাখতে হবে, যাতে শিশুর মাথায় সে রক্ত প্রবাহিত হয়। পরে তার মাথা ধুয়ে ফেলে মাথা মুগুন করতে হবে।

২৮২৯. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُسَمَّى أَصَحُّ كَذَا قَالَ سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطَيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيَّاسِ بْنِ ذُغْلٍ وَاشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ .

২৮২৯. ইব্ন মুছান্না (র.)...সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক শিশু তার 'আকীকার বিনিময়ে (আল্লাহর নিকট) বন্ধক স্বরূপ থাকে। কাজেই সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে কুরবানী করবে এবং তার মাথা মুগুন করে নাম রাখবে।

আবু দাউদ (র.) বলেন : يُسَمَّى শব্দটি অধিক সঠিক। এভাবেই সালাম ইব্ন আবু মুতী' কাতাদা (রা.)-এর মাধ্যমে এবং আয়াস ইব্ন যাগ্‌ফাল ও আশআছ (র.) হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৮৩০. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْثَرِينَ عَنِ الرَّبَّابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَامِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى .

২৮৩০. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)...সালমান ইব্ন 'আমির যাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তার 'আকীকা করা সুন্নত। কাজেই তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত করবে (অর্থাৎ 'আকীকার জন্তু কুরবানী করবে) এবং তার থেকে দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করবে (অর্থাৎ তার মাথা মুগুন করে দেবে)।

২৮৩১. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ نَا هِشَامُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ .

২৮৩১. আবু দাউদ (র.)...হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করার অর্থ হলো, তার মাথা মুগুন করে দেওয়া।

২৮৩২. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كِبْشًا كِبْشًا .

২৮৩২. আবু মা'মার 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (র.)...ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান (রা.) ও হুসায়ন (রা.)-এর পক্ষ হতে একটি করে দুধা তাদের 'আকীকায় কুরবানী করেন।

২৮৩৩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ نَا عَبْدُ الْمَالِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْأَسْمَ وَقَالَ مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْبَبَ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَتْرَكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بِكْرًا شَغْرُبًا ابْنُ مُخَاضٍ أَوْ ابْنُ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمَهُ بِوَبْرِهِ وَتَكْفِيَ إِنْ أَعَاكَ وَتَوَلَّهَ نَاقَتَكَ .

২৮৩৩. কা'নাবী (র.)...আমর ইবন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন : আল্লাহ 'উকূক (মাতাপিতার নাফরমানী করা)-কে পসন্দ করেন না। কেননা তিনি 'উকূক শব্দটিকে পসন্দ করেননি।

রাবী বলেন : যার কোন শিশু সন্তান জন্ম নেয়, আর সে তার পক্ষ হতে কুরবানী করতে চায়, তবে তার উচিত হবে পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি একই ধরনের বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষে একটি বকরী কুরবানী করা।

অতঃপর তাঁকে ফারা'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন : ফারা'আ' তো জায়য এবং বৈধ (যদি তা আল্লাহর নামের উপর করা হয়)। কিন্তু ঐ শিশু সন্তানকে এতদিন ছেড়ে রাখা, যাতে ঐ উটটি এক বা দু'বছরের হয়ে যায়। অতঃপর তোমরা সেটিকে নিঃশ্ব, সফলহীন ব্যক্তিদের দিয়ে দেবে অথবা মুজাহিদদের বাহনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়ে দেবে। এটা তা থেকে উত্তম যে, তোমরা সেটিকে এমন অবস্থায় কুরবানী করবে যে, এর পশমগুলি তার চামড়ার সাথে

লেপ্টে থাকবে। এভাবে তোমরা তোমাদের পাত্রগুলি উপুড় করে দেবে এবং নিজেদের উষ্ট্রীদের পাগল বানিয়ে দেবে; (কেননা, ছোট বাচ্চা যবাহর ফলে মায়ের কষ্ট হয় এবং সে পাগলপারা হয়ে উঠে।

২৮৩৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَلَدَ لَأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِدَعْفَرَانٍ .

২৮৩৬. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ছাবিত (র.)... আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু বুরায়দা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, জাহিলিয়াতের যুগে যখন আমাদের কারও পুত্র সন্তান জন্ম নিত, তখন বকরী যবাহ করা হতো এবং ঐ পশুর রক্ত সে সন্তানের মাথায় লাগানো হত। অতঃপর আল্লাহ যখন দীন-ইসলাম প্রেরণ করেন, তখন আমরা বকরী যবাহ করতাম, সন্তানের মাথা মুগুন করতাম এবং তাতে যাকরান লাগিয়ে দিতাম।

অধ্যায় : কুরবানী প্রসংগে শেষ

كِتَابُ الصَّيْدِ!

অধ্যায় : শিকার প্রসংগে

৯৯ . بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

৯৯. অনুচ্ছেদ : শিকারের উদ্দেশ্যে বা অন্য-কোন প্রয়োজনে কুকুর পোষা

২৮৩৫ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ ذَرَعَ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ .

২৮৩৫. হাসান ইব্ন 'আলী (রা.).... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি পশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিকারের উদ্দেশ্যে বা ক্ষেত-খামারের সংরক্ষণের প্রয়োজন ছাড়া কুকুর প্রতিপালন করে তার সওয়াব হতে প্রত্যহ এক 'কিরাত' কম হবে।

২৮৩৬ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَزِيدُ قَالَ نَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يُولَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَأَقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ .

২৮৩৬. মুসাদ্দাদ (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কুকুর আল্লাহ তা'আলার বহুজাতিক সৃষ্টজীবের মাঝে এক জাতীয় সৃষ্টি না হত, তবে আমি তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। এখন তোমরা তাদের থেকে কেবল কালবর্ণের কুকুরকেই হত্যা করবে।

২৮৩৭ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ يَعْصِي بِالْكَلْبِ فَتَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ .

২৮৩৭. ইয়াহইয়া ইব্ন খালফ (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেন। এমন কি যদি কোন মহিলা জংগল হতে তার সাথে কোন কুকুর নিয়ে আসতো (অর্থাৎ শিকারী কুকুর) আমরা তাকেও মেরে ফেলতাম। পরে তিনি (স.) আমাদেরকে ঢালাওভাবে কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন : তোমরা কেবল কাল রংয়ের কুকুর হত্যা করবে।

১০০. بَابُ فِي الصَّيْدِ

১০০. অনুচ্ছেদ : শিকার করা প্রসংগে

২৮৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مِّنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ أَنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَتَمْسِكُ عَلَيَّ أَفَا كُلُّ قَالَ إِذَا أُرْسِلَتِ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ وَذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُّ مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَنْ قَالَ وَإِنْ قَتَلَنْ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ لَّيْسَ مِنْهَا قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَأَصِيبُ أَفَا كُلُّ قَالَ إِذَا رَمَيْتُ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ فَاصَابَ فَخَرِقَ فَكُلُّ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ .

২৮৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসা (র.)...আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি বলেছিলাম : আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুরদের শিকার ধরার জন্য পাঠাই এবং তারা শিকার ধরে আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি কি ঐ শিকারকৃত পশু ভক্ষণ করব? তখন তিনি ﷺ বলেন : যদি তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর (শিকারের জন্য) প্রেরণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তবে তুমি তা ভক্ষণ কর, যা সে তোমার জন্য আটকিয়ে রাখে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম : যদি সে কুকুর তাকে (শিকারী পশুকে) হত্যা করে ফেলে? তিনি বলেন : যদিও সে তাকে হত্যা করে; যতক্ষণ না অন্য কোন কুকুর, যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, একাজে তোমার কুকুরের সাথে শরীক হয় (তা খেতে পার)। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম : আমি পালকবিহীন তীরের সাহায্যে শিকার করি - যা শিকারী জন্তুর দেহে বিদ্ধ হয়, আমি কি তা ভক্ষণ করতে পারি? তিনি বললেন : যদি তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ করে পালকবিহীন তীর নিক্ষেপ কর এবং তা ঐ শিকারকৃত জন্তুর দেহে বিদ্ধ হয়ে তা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়, তবে তুমি তা ভক্ষণ করতে পারবে। আর তীর যদি আড়-ভাবে শিকারী জন্তুর দেহে লাগার ফলে তা মারা যায়, আর রক্ত প্রবাহিত না হয়, তবে তা ভক্ষণ করবে না। (কেননা তা মৃত জন্তুর ন্যায়, যা ভক্ষণ করা যায় না)।

২৮৩৯. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا بَنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّا نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ لِي إِذَا أُرْسِلَتِ

كَلَابِكَ الْمُعْلَمَةِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْتَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ
الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونُ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ .

২৮৩৯. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.)...আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। তখন তিনি ﷺ আমাকে বলেন : যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের জন্য পাঠাবে এবং এ সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, তখন সে যা তোমার জন্য আটকিয়ে রাখবে, তা তুমি ভক্ষণ করতে পারবে, যদিও শিকারকৃত জন্তুকে মেরে ফেলে। তবে যদি কুকুরেরা তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে তুমি তা থেকে কিছু খাবে না। কেননা আমি ভয় করি যে, হয়ত সে (কুকুর) শিকারকৃত জন্তুকে নিজের জন্য শিকার করেছে, (তোমার জন্য সংরক্ষণ করে নি)।

২৮৪০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوَجَدْتَهُ مِنْ
الْغَدِّ وَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَاءٍ وَلَا فِيهِ أَثَرٌ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكَلَابِكَ كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا
فَلَا تَأْكُلْ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْهَا .

২৮৪০. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যখন তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ করে তোমার তীর (শিকারী জন্তুর প্রতি) নিক্ষেপ করবে, আর সে শিকারকৃত জন্তু তুমি পরদিন পাবে, যা পানিতে পড়েনি এবং তোমার তীরের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন আঘাতের চিহ্নও তার শরীরে নেই, তখন তুমি তা ভক্ষণ করতে পারবে। আর যখন তোমার (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুরের সাথে অন্য কুকুর शामिल হয় (যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়), তখন তুমি তা ভক্ষণ করবে না। কেননা তুমি জান না কোন কুকুরে শিকারকৃত জন্তুকে হত্যা করেছে। সম্ভবত অন্য কোন কুকুরও ঐ শিকারকে মেরে ফেলতে পারে।

২৮৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ
زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعْتَ رَمِيَّتَكَ فِي مَاءٍ فَغَرِقَتْ فَمَاتَتْ فَلَا تَأْكُلْ .

২৮৪১. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুয়া ইব্ন ফারিস (র.)...আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমার শিকারকৃত জন্তু পানিতে পড়ে ডুবে মারা যাবে, তখন তুমি তা খাবে না।

২৮৪২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَارٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ إِنِ قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ .

২৮৪২। ‘উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...‘আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যদি তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বা বাজপাখীকে আল্লাহর নাম স্মরণ করে শিকারী জীব-জন্তুর প্রতি প্রেরণ কর, তারা তোমার জন্য যা ধরে রাখে, তা তুমি ভক্ষণ করতে পারবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি তারা তা মেরে ফেলে? তিনি ﷺ বলেন : যদি তারা তাকে মেরেও ফেলে, কিন্তু নিজেরা তার কিছুই না খায়, এমতাবস্থায় বুঝা যাবে যে, তারা তাকে তোমার জন্য আটকিয়ে রেখেছে।

২৮৪৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ نَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ بُسْرِ بْنِ عِيْسَى أَنَّ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَكُلَّ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ .

২৮৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসা (র.)...আবু ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ শিকারী কুকুরের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, যদি তুমি তোমার কুকুরকে (শিকারের উদ্দেশ্যে) প্রেরণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তবে তুমি তা থেকে খাও, যদিও সে তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে। একইরূপে তোমার জন্য রক্ষিতাংশের যা কিছু তোমার হাতে ফেরত আসে, তাও খেতে পার।

২৮৪৪. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ بْنِ خُلَيْفٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ نَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيِّدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةِ ثُمَّ يَجِدُ مَيْتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَاكُلُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ أَوْ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ .

২৮৪৪. হুসায়ন ইব্ন মু'আয ইব্ন খুলায়ফ (র.)...‘আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদের কেউ যদি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তা অনুসন্ধান করতে থাকে এবং দু'তিন দিন পর তা মৃত অবস্থায় পায়, আর তীরও ঐ জন্তুর শরীরে বিদ্ধ থাকে, তখন সে ব্যক্তি কি তা ভক্ষণ করতে পারবে? তিনি ﷺ বলেন : হ্যাঁ, যদি সে চায়। অথবা তিনি বলেন : সে তা খেতে পারবে, যদি সে ইচ্ছা করে।

২৮৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بَحْدَهُ فِكْلٌ وَإِذَا أَصَابَ بَعْرُضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كُلِّي قَالَ إِذَا سَمِئَتْ فِكْلٌ وَالْأُفْلَاقُ تَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ أُرْسِلُ كُلِّي فَاجِدْ عَلَيْهِ كَلْبًا آخَرَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ لَأَنَّكَ إِنَّمَا سَمِئْتَ عَلَى كَلْبِكَ .

২৮৪৫. মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র.)... 'আদী ইবন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ-কে পালকবিহীন তীর দিয়ে শিকারকৃত জন্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন : যদি তীর সরাসরি পশুকে বিদ্ধ করে, তবে তা ভক্ষণ করবে। আর যদি তীর আড়ভাবে আঘাত করে (যার ফলে পশু মারা যায়), তবে তা ভক্ষণ করবে না। কেননা তা হবে আঘাতপ্রাপ্ত মৃত জন্তু। তখন আমি তাঁকে ﷺ জিজ্ঞাসা করি : আমি তো আমার শিকারী কুকুরকে (শিকার ধরার জন্য) পাঠাই (এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি)? তিনি বলেন : যদি তুমি শিকারী কুকুর প্রেরণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তবে তা ভক্ষণ করবে, অন্যথায় তা খাবে না। আর শিকারী কুকুর যদি তা থেকে কিছু খেয়ে নেয়, তবে তুমি তা ভক্ষণ করবে না। কেননা হয়তো সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে। তখন আমি আবার জিজ্ঞাসা করি : আমি আমার শিকারী কুকুরকে শিকার ধরার জন্য প্রেরণ করি এবং তার সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাই, (এমতাবস্থায় করণীয় কি)? তখন তিনি বলেন : তুমি তা খাবে না; কেননা তুমি তো তোমার কুকুরকে (শিকারের উদ্দেশ্যে) আল্লাহর নাম স্মরণসহ পাঠিয়েছ।

২৮৪৬. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدَّمِشْقِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمَعْلَمَ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ قَالَ مَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمَعْلَمُ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا أَصَدَّتْ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ فَادْكُرْ ذَكَاتَهُ فَكُلْ .

২৮৪৬. হানাদ ইবন সারী (র.)... আবু ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়েও শিকার করি, (এমতাবস্থায় করণীয় কি)? তিনি বলেন : তুমি যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার কর (শিকারের জন্য) তা প্রেরণের সময় যদি তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তবে তা ভক্ষণ করবে। পক্ষান্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়ে যদি তুমি শিকার কর, এমতাবস্থায়

শিকারকৃত জন্তুটি যদি জীবিতাবস্থায় যবাহ করার মওকাসহ পাও, তবে তা যবাহ করে ভক্ষণ করবে, (অন্যথায় নয়)।

২৮৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ نَابِقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ نَا يُونُسُ بْنُ سَيِّفٍ قَالَ نَا أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيُّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَرْسُكَ وَكَلْبُكَ زَادَ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ الْمُعْلَمُ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ .

২৮৪৭. মুহাম্মদ ইবন মুসাফফা (র.)... আবু ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বলেন, হে আবু ছা'লাবা! যে জন্তুকে তোমার তীর অথবা তোমার কুকুর শিকার করে, তা ভক্ষণ করবে।

রাবী ইবন হারবের বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, ঐ কুকুরটি যেন শিকারী হয়। আর যে জন্তুকে তুমি শিকার করবে, তা যবাহ হোক বা না হোক, তা ভক্ষণ করবে।

২৮৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا حَبِيبُ الْمُعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا يَقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَافْتِنِي فِي صَيْدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قَالَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلْ أَوْ تَجَدَّ فِيهِ أَثَرٌ غَيْرِ سَهْمِكَ قَالَ أَفْتِنِي فِي أُنْيَةِ الْجَوْسِ إِذَا اضْطَرَرْنَا إِلَيْهَا قَالَ اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا .

২৮৪৮. মুহাম্মদ ইবন মিনহাল যারীর (র.)... আবু ছা'লাবা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর আছে। আপনি আমাকে এর শিকারের হুকুম সম্পর্কে কিছু বলেন। তখন নবী ﷺ বলেন : যদি তোমার কাছে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কুকুর থাকে, সে তোমার জন্য যে শিকার আটকে রাখে, তা তুমি ভক্ষণ করবে।

রাবী আবু ছা'লাবা (রা.) বলেন : তা আমি যবাহ করি বা না করি, (খেতে পারব)? তিনি ﷺ বলেন : হ্যাঁ। রাবী বলেন : যদি সে কুকুর তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে? তিনি ﷺ বলেন : যদি সে তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তবু তা খেতে পার।

অতঃপর রাবী, জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার ধনুকের দ্বারা শিকারকৃত জন্তুদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি ﷺ বলেন : তুমি তোমার ধনুকের সাহায্যে যে শিকার করবে, তা ভক্ষণ কর। তিনি ﷺ বলেন : চাই তা যবাহ কর, আর না-ই কর। রাবী জিজ্ঞাসা করেন : যদি (শিকারী জন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর) আমার থেকে পালিয়ে যায়, (তখন হুকুম কি)? তখন তিনি ﷺ বলেন : যদি তা তীরের আঘাত খাওয়ার পর অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে যে পর্যন্ত তা পচে দুর্গন্ধ না হয়, অথবা তোমার তীর ছাড়া অন্য কারো তীরের আঘাত তার দেহে না থাকে, তুমি তা ভক্ষণ করবে।

পরে রাবী আবু ছা'লাবা (রা.) আবার জিজ্ঞাসা করেন : বিশেষ প্রয়োজনের সময় অন্যটি পাওয়া না গেলে অগ্নি-উপাসকদের থালা-বাসন ব্যবহার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি (স.) বলেন : তুমি তা ধুয়ে নিয়ে তাতে খেতে পার।

১০১. بَابُ إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةٌ

১০১. অনুচ্ছেদ : যদি জীবিত কোন শিকারকৃত জন্তুর দেহ থেকে গোশতের টুকরা কেটে নেওয়া হয় সে প্রসংগে

২৮৪৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ .

২৮৪৯. উছমান ইব্ন আবী শায়বা (রা.)... আবু ওয়াকিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জীবিত পশুর দেহ থেকে যে গোশত কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত পশুর ন্যায়, (তা ভক্ষণ করা হারাম)।

১০২. بَابُ فِي اتِّبَاعِ الصَّيْدِ

১০২. অনুচ্ছেদ : শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা প্রসংগে

২৮৫০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى عَنْ قَهْبِ بْنِ مُغَبَّةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ مَرَّةً سُفْيَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَاً وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ أَفْتَنَ .

২৮৫০. মুসাদ্দাদ (রা.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : রাবী সুফিয়ান (রা.) একদা বলেন : আমি এটি কেবল নবী ﷺ থেকে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেছেন : যে

ব্যক্তি জংগলে থাকে, তার দিল শক্ত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি শিকারের পিছনে লেগে থাকে, সে (ইবনদতে) গাফিল হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি বাদশাহের দরবারে যাতায়াত করে, সে অবশ্যই কোন না-কোন কারণে বিপদে পড়বে।

২৮৫১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخِطَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَعْفَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَادْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْ مَا لَمْ يَنْتُنْ أُخْرُ كِتَابِ الضَّحَايَا .

২৮৫১. ইয়াহুইয়া ইবন মুঈন (র.)...আবু ছালাবা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। যদি তুমি শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ কর, আর তা তুমি তিন দিন তিন রাত পরে পাও এবং তোমার তীর সে পশুর দেহে বিদ্ধ থাকে, তবে তুমি তা ভক্ষণ কতে পারবে, যে পর্যন্ত না তা থেকে পচা দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

كِتَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় : ওসীয়াত সম্পর্কে

১.৩. ۱. ۳. بَابُ مَا جَاءَ فِي مَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

১০৩, অনুচ্ছেদ : ওসীয়াতের ব্যাপারে নির্দেশ

২৮৫২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا يَجِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسَمِّرٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .

২৮৫২. মুসাদ্দাদ ইবন মুসারহাদ (র.).... ইবন উমার (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি কোন মুসলমানের কারো প্রতি কোন হক থাকে, তবে তার পক্ষে ঐ ব্যাপারে কোনরূপ লিখিত ওসীয়াতনামা সঙ্গে রাখা ব্যতীত দু'টি রাত্রিও অতিবাহিত করা উচিত নয়।

২৮৫৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَ لَا دِرْهَمًا وَ لَا بَعِيرًا وَ لَا شَاةً وَ لَا أَوْصَى بِشَيْءٍ .

২৮৫৩. মুসাদ্দাদ ও মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকালের সময় দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), উট এবং বকরী কিছুই রেখে যাননি এবং কোন ব্যাপারে ওসীয়াতও করেন নি।

১.৪. ۱. ৪. بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمَا لَا يَجُوزُ لِلْمَوْصِي فِي مَالِهِ

১০৪, অনুচ্ছেদ : ওসীয়াতকারীর জন্য তার মাল হতে যে পরিমাণ ওসীয়াত করা অবৈধ, সে সম্পর্কে

২৮৫৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَانَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ مَرَضًا أَشَقَّى فِيهِ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১. যদি কোন মুসলমানের কারও কাছে কোনরূপ দেনা-পাওনা থাকে, তবে তা লিখিতভাবে ওসীয়াত করা উচিত; যাতে তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের মাঝে কোনরূপ গোলমাল সৃষ্টি না হয়। কারণ মানুষ জানেনা, কখন কার মৃত্যু হবে।

ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَاتَصَدَّقُ بِالْبُتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالثَّلَثِ قَالَ الثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَتْرَكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللَّقْمَةِ تَدْفَعُهَا إِلَى فِئِ إِمْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّخَلَّفُ عَنْ هَجْرَتِي قَالَ إِنْ تَخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا تَزْدَادُ بِهِ إِلَّا رَفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ إِنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْرَامٌ وَيُضِيبَكَ آخَرُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعِيدٌ بِنُ حَوْلَةٍ يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

১৮৫৪. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা ও ইব্ন আবী খালাফ (র.)... 'আমির ইব্ন সা'দ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একবার তিনি [সা'দ ইব্ন আবী ওয়াহ্বা (রা.)] কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। সে সময় তিনি জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার অনেক ধন-সম্পদ আছে কিন্তু একটি কন্যা ব্যতীত আমার আর কোন উত্তরাধিকার নেই। কাজেই আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ সাদকা করতে পারি ? তখন তিনি ﷺ বলেন : না। তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন : আমি কি অর্ধেক সম্পদ সাদকা দান করতে পারি ? তখনও তিনি ﷺ বলেন : না। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তিন ভাগের এক ভাগ কি সাদকা করতে পারি ? তখন তিনি ﷺ বলেন : হ্যাঁ, তিন ভাগের এক ভাগ দান করতে পার এবং সাদকার জন্য এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। অবশ্য তোমার জন্য তোমার উত্তরাধিকারীদের মালদার অবস্থায় পরিত্যাগ করা উত্তম হবে, তাদের গরীবী হালে কাঙাল করে রেখে যাওয়ার চাইতে, যার ফলে তারা লোকের দুয়ারে ভিক্ষা মাগতে থাকবে। আর যে মাল (তুমি তোমার পরিবারের জন্য) খরচ করছ, তুমি অবশ্যই তার সওয়াব পাবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাস তুলে দাও, তারও সওয়াব তুমি পাবে।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি কি আমার হিজরতের সওয়াব হতে পিছনে পড়ে থাকব? তিনি ﷺ বললেন : আমার হিজরতের পর যদি তুমি (মক্কায়) থেকেই যাও এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নেক আমল করতে থাক, তবে এতেও তোমার মর্তবা বুলন্দ হবে। আর সম্ভবত এখানে তোমার অবস্থানের ফলে তোমার দ্বারা কিছু লোকের উপকার হবে এবং কিছু লোকের ক্ষতি হবে।^১ অতঃপর তিনি ﷺ এরূপ দু'আ করেন : আয় আল্লাহ! আমার সাথীদের হিজরত পূর্ণ করে দিন এবং তাদেরকে তাদের পেছনের দিকে ফিরাবেন না। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত

১. অর্থাৎ মুসলিমরা উপকৃত হবে এবং মুশরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। তিনি ঐ পীড়া হতে সুস্থ হয়ে উঠেন এবং পরে আরো পয়তাল্লিশ বছর জীবিত থাকেন। এর ফলে মুসলিমরা উপকৃত হন এবং মুশরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হলেন সাঈদ ইব্ন খাওলা (রা.), যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দুঃখ প্রকাশ করতেন, তিনি মক্কাতে ইনতিকাল করেন।

১০৫. بَابُ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ الصَّحَّةِ

১০৫. অনুচ্ছেদ : সুস্থাবস্থায় দান করার মর্যাদা সম্পর্কে

২৮৫৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمَلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تَمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .

২৮৫৫. মুসাদ্দাদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জৈনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কোন ধরনের সাদকা উত্তম? তিনি ﷺ বলেন : সুস্থাবস্থায় সাদকা করবে, যখন তুমি আরো বাঁচার ইচ্ছা পোষণ করছ এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়ারও আশংকা করছ। আর তুমি এ সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে না যে, তোমার জান তোমার হলকুমের কাছে এসে পৌছবে এবং সে সময় তুমি বলবে : এত (পরিমাণ সাদকা) অমুক ব্যক্তির জন্য এবং অমুক ব্যক্তির জন্য এত, যখন সে মালে অন্যের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।^১

২৮৫৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ شُرْحَبِيلٍ أَنَّ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ .

২৮৫৬. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির জন্য তার জীবদ্দশায় এক দিরহাম পরিমাণ দান করা, তার মৃত্যুকালীন সময় একশত দিরহাম দান করার চাইতে শ্রেয়।


১০৬. بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ الْأَضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

১০৬. অনুচ্ছেদ : ওসীয়াত দ্বারা উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করা অন্যায

২৮৫৭. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَانِيُّ قَالَ نَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ

১. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন উত্তরাধিকারীদের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সাদাকার জন্য ওসীয়াত করে, উত্তরাধিকারীদের হক নষ্ট করা উচিত নয়।

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ وَقَرَأَ عَلَى أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَهْنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرِ مَضَارٍ حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يَعْنِي الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ جَدُّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ .

২৮৫৭. 'আব্দা ইবন 'আবদুল্লাহ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ  বলেছেন : যদি কোন স্ত্রীলোক এবং কোন পুরুষ ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর ইবনদত করে, পরে যখন সে দু'জনের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তারা ওসীয়াতের দ্বারা উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করে, এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত হয়ে যায়।


রাবী (শাহর ইবন হাওশাব) বলেন : এ সময় আবু হুরায়রা (রা.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, (যার অর্থ হলো) : “যে পরিমাণ মাল সাদকা করার জন্য ওসীয়াত করা হয়, তা আদায় করার পর এবং দেনা পরিশোধের পর, যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর নয়....হতে, এ হলো বিরাট সফলতা।”

আবু দাউদ (র.) বলেন : এই হাদীছের রাবী আশ্'আহ ইবন জাবির (রা.) হলেন নসর ইবন 'আলী (রা.)-এর দাদা।

১০৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا

১০৭. অনুচ্ছেদ : ওসীয়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া

২৮৫৮. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَرِّيُّ قَالَ نَا سَعِيدُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَابَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلَا تَأْمُرْنَا عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلِّينَا مَالَ الْيَتِيمِ .

১৮৫৮. হাসান ইবন 'আলী (র.)....আবু যারর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ  আমাকে বলেন, হে আবু যারর! আমি তোমাকে খুবই দুর্বল দেখছি, আর আমি তোমার জন্য এটা ই পসন্দ করি, যা আমি আমার নিজের জন্য পসন্দ করে থাকি। তুমি কখনই দু'ব্যক্তির মধ্যে হাকিম হবে না, আর কখনই ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হবে না।

১০৮. بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

১০৮. অনুচ্ছেদ : মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়াত করার নির্দেশ বাতিল হওয়া সম্পর্কে

২৮৫২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بْنُ وَقْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخْتُهَا آيَةَ الْوَارِثِ .

২৮৫৯. আহমদ ইবন মুহাম্মদ মারওয়াযী (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াত :

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ .

অর্থ “যদি সে উত্তম ওসীয়াত রেখে যায়, মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য, মীরাহের আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। (কেননা মীরাহের আয়াতে উত্তরাধিকারীদের অংশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে)।

১০৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

১০৯. অনুচ্ছেদ : উত্তরাধিকারীদের জন্য ওসীয়াত করা

২৮৬০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ جَدَّةٍ قَالَ أَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شُرْحُبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ .

২৮৬০. আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবন জাদা (র.)... আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কাজেই ওয়ারিহের জন্য কোনরূপ ওসীয়াত করা যাবে না।

১১০. بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

১১০. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের খাদ্যের সাথে নিজ খাদ্য মিশান সম্পর্কে

২৮৬১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَإِنَّ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا الْآيَةَ أَنْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَّابَهُ مِنْ شَرَّابِهِ فَجَعَلَ يَفْضِلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيَحْسِسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَّابَهُمْ بِشَرَّابِهِ .

২৮৬১. ‘উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন : “তোমরা ইয়াতীমের মালের কাছে যাবে না, তবে উত্তমভাবে ; “আর যারা যুলুম করে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে ভর্তি করে।”

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যাদের কাছে যাতীম ছিল, তারা ইয়াতীমদের খাদ্য-পানীয়, তাদের খাদ্য-পানীয় হতে বিভক্ত করে দেয়। ইয়াতীমদের ভুক্ত খাদ্য যা অবশিষ্ট থাকত, হয়তো তা যাতীম পরে খেত, নয়ত পচে নষ্ট হয়ে যেত। ব্যাপারটি তাদের কাছে কঠিন বিবেচিত হওয়ায় তারা সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পেশ করে। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন : “তারা আপনাকে ইয়াতীমদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন : তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করাই শ্রেয়। যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তো তারা তোমাদের ভাই। অতঃপর লোকেরা তাদের খানাপিনায় (আবার) তাদের শরীক করে নেয়।

১১১. بَابُ مَا جَاءَ فِيَمَا لَوْلِيِ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

১১১. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের মাল হতে তার তদারককারী কি পরিমাণ নিতে পারবে

২৮৬২. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ فَكُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مَتَّئِلٍ .

২৮৬২. হুমায়দ ইব্ন মাস‘আদা (র.)... ‘আমর ইব্ন শু‘আযব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : আমি ফকীর, আমার কিছুই নেই। কিন্তু আমার প্রতিপালনে একজন ইয়াতীম আছে-(যার সম্পদ আছে)। তিনি ﷺ বললেন : তুমি তোমার ইয়াতীমের মাল হতে এ শর্তে খেতে পার যে, তুমি অমিতব্যয়ী হবে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না, যাতে মাল তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং ইয়াতীমের মাল হতে নিজের জন্য কিছু জমা করবে না।

১১২. بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيَتِيمُ

১১২. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের সময়-কাল কখন শেষ হয়

২৮৬২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْوْخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَتِمُّ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتٍ يَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ .

২৮৬৩. আহমদ ইবন সালিহ (র.)... আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে এটা মুখস্থ করেছি যে, স্বপ্নদোষ হওয়ার পর আর কেউ যাতীম থাকে না এবং সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপ থাকা উচিত নয়।

১১৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

১১৩. অনুচ্ছেদ : যাতীমের মাল ভক্ষণের শাস্তি সম্পর্কে

২৮৬৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا بَنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجَسْتَبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَآكُلُ الرِّبَا وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ .

২৮৬৪. আহমদ ইবন সাঈদ হামদানী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ

বলেছেন : তোমরা (সৈমান) ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে দূরে থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! ঐ গুনাহগুলো কি কি ? তিনি ﷺ বলেন : (১) আল্লাহর সংগে শরীক করা, (২) জাদু করা, (৩) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, যার হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তবে হকভাবে হত্যা করা যাবে, (৪) সূদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, (৬) যুদ্ধের দিন যুদ্ধের ময়দান হতে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করা এবং (৭) সতী-সাক্ষী স্ত্রীলোকদের উপর (যিনার) মিথ্যা অপবাদ দেওয়া-যে সম্পর্কে তারা অনবহিত।

১. পূর্ববর্তী কোন কোন নবীর উম্মতের জন্য এরূপ রোযা ছিল যে, সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদার ব্যক্তি কোনরূপ কথাবার্তা বলতে পারত না, যাকে “সাওমে-সামাত” বা “বোবা-রোযা” বলা হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ করতে নিষেধ করেন।

২৮৬৫. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزْجَانِيُّ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَنَانٍ نَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ تِسْعٌ قَذَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا .

২৮৬৫. ইব্রাহীম ইবন ইয়া'কুব জাওয়াজানী (র.)... 'উবায়দ ইবন 'উমায়র (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন : যিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! কবীরা গুনাহ কোন্‌গুলো ? তিনি ﷺ বলেন : তা নয়টি। তখন তিনি উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত গুনাহগুলোর উল্লেখ করেন এবং অতিরিক্ত এ-ও বলেন : মুসলমান পিতা ও মাতাকে কষ্ট দেওয়া এবং আল্লাহর ঘরকে সম্মান না করা, যা তোমাদের জীবনে ও মরণে কিব্লা।

১১৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفْنَ مَعَ جَمِيعِ الْمَالِ

১১৪. অনুচ্ছেদ : মৃতের কাফন তার সমুদয় মালের মধ্যে গণ্য হওয়ার প্রমাণ সম্পর্কে

২৮৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ مَضَعُ بْنُ عُمَيْرٍ قَتْلَ يَوْمٍ أَحَدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمْرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْأَذْخَرِ .

২৮৬৬. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)... খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাস্'আব ইবন 'উমায়র (রা.) উহদের যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণ করেন। এ সময় তাঁর কাছে একখানি কঞ্চল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা দিয়ে আমরা তাঁর মাথা আবৃত করলে তাঁর পদদ্বয় বের হয়ে যেত এবং আমরা তাঁর পদদ্বয় আবৃত করলে তার মাথা বেরিয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কঞ্চল দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং তার (খোলা) দু'পায়ের উপর ইখ্বার (আরবের এক ধরনের সুগন্ধযুক্ত ঘাস) দিয়ে দাও।

১১৫. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهَبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

১১৫. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কোন জিনিস হিবা করার পর ওসীয়াত বা উত্তরাধিকার সূত্রে তা পেলে

২৮৬৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرُ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي

بِوَالِيدَةٍ وَأَنَّهَا مَا تَتَّ وَتَرَكْتُ تِلْكَ الْوَالِيدَةَ قَالَ قَدْ وَجِبَ أَجْرُكَ وَرَجَعْتَ إِلَيْكَ فِي الْمِيرَاثِ
قَالَتْ وَأَنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفِيْجُزِيْ أَوْ يَقْضِيْ عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ
قَالَتْ وَأَنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفِيْجُزِيْ أَوْ يَقْضِيْ عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .


২৮৬৭. আহমদ ইব্ন য়ুনুস (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন এবং বলেন : আমি আমার মায়ের সেবার জন্য একজন দাসী দান করেছিলাম। এখন তিনি (মাতা) মারা গিয়েছেন এবং সে দাসীকে রেখে গিয়েছেন। তিনি ﷺ বললেন : তুমি তোমার কাজের ছওয়াব পাবে, আর দাসীও মীরাছ হিসাবে তোমার কাছে ফিরে এসেছে। তখন সে মহিলা আবার জিজ্ঞাসা করেন : আমার মাতা তো ইনতিকাল করেছেন, কিন্তু তার উপর এক মাসের রোযা ফরয আছে। আমি যদি সে রোযা রাখি, তবে কি তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি ﷺ বললেন : হ্যাঁ। তখন সেমহিলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন : আমার মাতা হজ্জও আদায় করেননি, তাই আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করি, তবে কি তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি ﷺ বললেন : হ্যাঁ।

১১৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفُ

১১৬. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির কোন সম্পদ ওয়াক্ফ করা সম্পর্কে


২৮৬৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْحٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا بِشْرِ بْنُ الْمُفَضَّلِ
ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَا لَأَقُتْ أَنْفُسَ عِنْدِي مِنْهُ
فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ
لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرِ وَالضَّيْفِ ثُمَّ اتَّفَقُوا لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ زَادَ عَنْ بِشْرِ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرُ مَتَأْتِلٍ
مَّا لَا .

২৮৬৮. মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমার (রা.) খায়বরে একখণ্ড জমি পান। তখন তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন : আমি এমন এক খণ্ড জমি পেয়েছি, যা থেকে উত্তম কোন মাল ইতোপূর্বে আমি আর পাইনি। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কি

নির্দেশ দেন ? তিনি  বলেন : যদি তুমি চাও, তবে আসল জমিটা রেখে দাও এবং এ থেকে উৎপন্ন ফসল দান করে দাও। তখন 'উমার (রা.) তা থেকে উৎপন্ন ফসল দান করতে থাকেন এবং তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত নেন যে, আসল জমি বিক্রি করবেন না, হিবা বা দানও করবেন না এবং উত্তরাধিকারীদেরও দেবেন না; বরং তা থেকে ফকীর, নিকটাত্মীয়, গোলাম, মিসকীন এবং মুসাফিররা আল্লাহর ওয়াস্তে উপকৃত হতে থাকবে।

রাবী বিশ্বের বর্ণনায় মেহমান শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, যিনি এই ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হবেন, তিনি উত্তমভাবে নিয়মানুযায়ী তার লভ্যাংশ ভক্ষণ করতে পারবেন এবং ঐ সমস্ত বন্ধুকেও খাওয়াতে পারবেন, যারা মালদার নয়।

রাবী বিশ্বের বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, রাবী মুহাম্মদ (র.) বলেছেন : সে ব্যক্তি তার লভ্যাংশ ভোগ করতে পারবে, কিন্তু তা থেকে নিজের জন্য কিছু জমা করতে পারবে না।

২৮৬২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْيَاسِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَدَقَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ فِي تَمَعٍ فَقَصَّ مِنْ خَبْرِهِ نَحْوَ حَدِيثٍ نَافِعٍ قَالَ غَيْرُ مِثَالٍ مَالًا فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَسَاقِ الْقِصَّةِ قَالَ وَإِنْ شَاءَ وَلِيٌّ تَمَعٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مَعْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ حَدَّثَ أَنْ تَمَعًا وَصَرُمَةً بِنِ الْكَوَعِ وَالْعَبْدِ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةِ السَّهْمِ الَّذِي بَخِيبَرِ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةِ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ  بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لَا يَبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى يَنْفَقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ أَكَلَ أَوْ أَكَلَ أَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ .

২৮৬৯. সুলায়মান ইবন দাউদ মাহরী (র.)...ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (রা.) 'উমার ইবন খাত্তাব (রা.)-এর সাদকা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমাকে আবদুল হামীদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন খাত্তাব এরূপ লিখে দিয়েছেন : বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ হলো ঐ বর্ণনা, যা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার 'ছামাগ'১ সম্পর্কে লিখেছিলেন। অতঃপর রাবী নাফি' (র.)-এর

১. ছামাগা হলো : 'উমর (রা.)-এর মদীনাস্থ বা খায়বরের ওয়াকফকৃত মাল বা ধন-সম্পত্তি।

বর্ণিত হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেছেন যে, ধন-সম্পদ জমাকারী হবে না, আর যে ফল তাতে পতিত হবে, তা হবে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিতদের অংশ। অতঃপর রাবী এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন : যদি ঐ বাগানের মুতাওয়াল্লী চায়, তবে সে বাগানের ফল বিক্রি করে সে মূল্য দিয়ে বাগানের কাজের জন্য গোলাম খরিদ করতে পারে। আর মু'আয়কীব এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম এর সাক্ষী হন।

“বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা ঐ ওসীয়াতনামা, যার ওসীয়াত আব্দুল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) করেন : যদি তাঁর [উমার (রা.)] উপর কোন দুর্ঘটনা ঘটে (অর্থাৎ তিনি মারা যান), তাহলে 'ছামাগ' ইব্ন আকুয়ের 'সুরমা'² এবং সেখানে যে গোলামেরা আছে, তা ; আর খায়বরের একশত হিসসা এবং সেখানকার গোলামেরা এবং ঐ একশত ভাগ-যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে খায়বরের নিকটবর্তী উপত্যকায় দিয়েছিলেন-এ সবেবের মুতাওয়াল্লী হবে, যতদিন সে জীবিত থাকবে, হাফস (রা.)।² তাঁর অবর্তমানে, তাঁর পরিবার-পরিজনদের মাঝে যারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হবে-তারা এর মুতাওয়াল্লী হবে। এ শর্তে যে, তারা এ বাগান বেচাকেনা করতে পারবে না। কিন্তু যখন কোন ভিক্ষুক, বঞ্চিত, নিকটাত্মীয় বা কোন বন্ধু-বান্ধব হবে, তাদের জন্য এ থেকে খরচ করবে। আর এই বাগানের মুতাওয়াল্লী যদি এ থেকে কিছু ভক্ষণ করে, অভাবগ্রস্তদের খাওয়ায় অথবা এর মুনাফা হতে (বাগানের কাজের জন্য) কোন গোলাম খরিদ করে, তবে এতে কোন দোষ নেই।

১১৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

১১৭. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদকা সম্পর্কে

২৮৭. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّنُ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

২৮৭০. রাবী' ইব্ন সুলায়মান মুআযযিন (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও বন্ধ হবে না। ১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. ঐ 'ইল্ম, যা দিয়ে উপকার করা যায় এবং ৩, ঐ নেক-বখ্ত সন্তান, যে তার পিতার জন্য দু'আ করে।

১. সুরমা হলো একটি ফলের বাগানের নাম, যা 'উমার (রা) কে ইবন আকু' নামক জনৈক সাহাবী দান করেছিলেন।

২. হাফসা (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহধর্মিণী, মুমিনদের মাতা এবং হযরত 'উমার (রা.)-এর প্রিয় কন্যা।

১১৮. بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يَتَصَدَّقُ عَنْهُ

১১৮. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ ওসীয়াত না করে মারা যায়, তার পক্ষ হতে সাদকা প্রদান প্রসংগে

২৮৭১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفِجْزِيَّ إِنَّ اتَّصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا .

২৮৭১. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈকা মহিলা বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার মাতা হঠাৎ মারা যান, যদি তিনি হঠাৎ মারা না যেতেন, তবে অবশ্যই তিনি কিছু না কিছু সাদকা করে যেতেন। এখন যদি আমি তাঁর পক্ষে কিছু সাদকা করি, তিনি কি এর সাওয়াব পাবেন? তখন নবী ﷺ বলেন : হ্যাঁ। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করতে পার।

২৮৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا ذَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّهُ تُوَفِّيتُ أَفِيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا وَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا .

২৮৭২. আহমদ ইবন মানী (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার মাতা মারা গিয়েছেন। আমি যদি তাঁর পক্ষে কিছু সাদকা করি, তবে সে সাদকা কি তাঁর উপকারে আসবে? তিনি ﷺ বললেন : হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বলেন : আমার একটা বাগান আছে, আর আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে, সেটি আমার মায়ের (আত্মার মাগফিরাতের) জন্য সাদকা করছি।

১১৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرِيِّ يُسَلِّمُ وَلِيَّهُ أَيْلِزْمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

১১৯. অনুচ্ছেদ : কোন কাকিরের ওসীয়াত, তার মুসলিম ওয়ালীর জন্য পালন করা প্রসংগে

২৮৭০. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ

أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامُ خَمْسِينَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَأَنْ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَّجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ .

২৮৭৩. ‘আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মাযীদ (র.)...‘আমর ইব্ন শু‘আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন : ‘আস ইব্ন ওয়াইল তাঁর পক্ষ একশত গোলাম আযাদ করার জন্য ওসীয়াত করেন। তখন তার ছেলে হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করে দেন। অতঃপর তার অপর পুত্র ‘আমরও পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করার ইচ্ছা করেন। তিনি ঐ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করতে মনস্থির করেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার পিতা একশত গোলাম আযাদ করার জন্য ওসীয়াত করে যান, যা থেকে হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম তার পক্ষ হতে আযাদ করে দিয়েছে এবং আরো পঞ্চাশটি গোলাম তার পক্ষ হতে আযাদ করতে বাকী আছে। আমি কি তার পক্ষ হতে তা আদায় করে দেব ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি সে মুসলমান হতো, আর তুমি তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করতে, সাদকা প্রদান করতে এবং হজ্জ আদায় করতে, তবে সে সাওয়াব পেত (কিন্তু সে মুসলমান না হয়ে মারা যাওয়ার কারণে এ সব করলে তার কোন উপকার হবে না)।

১২০. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَقَاءٌ يَسْتَنْظِرُ غَرَمَاءَهُ وَيرْفُقُ بِالْوَارِثِ

১২০. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ করযদার অবস্থায় মারা যায় এবং ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তখন করযদাতাদের উচিত ওয়ারিহদের কিছু সময় দেওয়া এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা

২৮৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ إِسْحَقَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوْفِيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقَا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى فَلَكَمَهُ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَكَمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ تَمْرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى وَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْظُرَهُ فَأَبَى وَسَاقَ الْحَدِيثُ آخِرُ كِتَابِ الْوَصَايَا .

২৮৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ খবর জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা একজন ইয়াহুদী থেকে গৃহীত ত্রিশ ওয়াসাকের একটি দেনার বোঝা তাঁর যিম্মায় রেখে ইনতিকাল করেছেন। তখন জাবির (রা.) সেই ইয়াহুদীর নিকট কিছু সময় চান। কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করে। তখন জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে ইয়াহুদীর নিকট তাঁর পক্ষ সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গিয়ে ইয়াহুদীর সাথে কথাবার্তা বলেন যে, সে যেন তার করযের বিনিময়ে জাবিরের বাগানের খেজুর নিয়ে নেয়। কিন্তু সে (ইয়াহুদী) এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (ইয়াহুদীকে) কিছু সময় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে সে তাও প্রত্যাখ্যান করে। এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।^১

১. হাদীছের বাকী অংশ এরূপ : আতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) জাবির (রা.)-এর খেজুরের বাগানে গমন করেন এবং করযদাতাদের দেনা খেজুর দিয়ে পরিশোধ করতে শুরু করেন। অবশেষে সকল করযদাতাদের দেনা জাবির (রা.)-এর পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, খেজুর স্থূপ তখনও একইভাবে অবশিষ্ট থাকে, এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের অসংখ্য মু'জিয়ার মধ্যে অন্যতম ম'জিয়া।

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

কিতাবুল ফারাইয

১২১. بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

১২১. অনুচ্ছেদ : ফারাইয শিক্ষা সম্পর্কে

২৮৭৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ أَيْةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ .

২৮৭৫. আহমদ ইব্ন 'আমর ইব্ন সারহ (র.)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রকৃত জ্ঞান তিন প্রকার, এগুলো ব্যতীত আর সবই বাহ্যিক। যথা-(১) আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত (যার হুকুম মানসূখ বা বাতিল হয়নি), (২) সহীহ ও সঠিক হাদীছ এবং (৩) ইনসাফের সাথে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জ্ঞান।

১২২. بَابُ فِي الْكَلَالَةِ

১২২. অনুচ্ছেদ : কালিলা সম্পর্কে

২৮৭৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ يَقُولُ مَرِضْتُ فَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَوِّدُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أَكَلِمَهُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي أَخَوَاتٍ قَالَ فَزَلْتَ أَيْةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ .

১. কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে ইনসাফের সাথে বন্টনের যে নীতি আদ্বাহ তা 'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেভাবে বন্টন করাকে "ফারীযাতুন আদীলাতুন" বলা হয়। অর্থাৎ আল-কুরআনের নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সূনাহ মুতাবিক উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কীয় জ্ঞানলাভ করাই হলো আসল বিদ্যা এই তিনটি মূল বিদ্যা ছাড়া, অপর সব বিদ্যাকে বাহ্যিক জ্ঞান বা অতিরিক্ত জ্ঞান বলা হয়েছে।

২৮৭৬. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি অসুস্থ ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা.) উভয়ে পদব্রজে আমাকে দেখার জন্য আগমন করেন। এ সময় আমি বেহুশ হয়ে যাওয়ায় নবী ﷺ-এর সংগে কোন কথা বলতে পারিনি। তখন তিনি ﷺ উঠে উঠে উঠে পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন, ফলে আমি চেতনা ফিরে পাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি আমার ধন-সম্পদ কি করব ? আমার তো কেবল বোনেরা আছে। তখন মীরাছ সম্পর্কিত এ আয়াত নাযিল হয় : লোকেরা আপনার কাছে ('কালারা' সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন : আল্লাহ তোমাদের কালারা সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন।

১২২. بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ

১২৩. অনুচ্ছেদ : যার কোন সন্তান নেই, তবে ভগ্নীরা আছে-সে সম্পর্কে

২৮৭৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ هَا هِشَامُ يَعْنِي الدُّسْتَوَاتِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الشُّكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعٌ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَفَخَ فِي وَجْهِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُوصِي لَأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ أَحْسِنُ قُلْتُ الشُّطْرُ قَالَ أَحْسِنُ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكْنِي فَقَالَ يَا جَابِرُ لَأَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجْعِكَ هَذَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَيَيْنَ الَّذِي لَأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ قَالَ وَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ أَنْزَلَتْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ .

২৮৭৭। 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি এবং এ সময় আমার সাতটি বোন ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার চেহারার উপর ফুঁ দেন, ফলে আমি চেতনা ফিরে পাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি কি আমার বোনদের জন্য (আমার সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করব ? তিনি ﷺ বলেন : উত্তম কাজ কর। তখন আমি আবার জিজ্ঞাসা করি : তবে কি অর্ধেক সম্পদের জন্য ওসীয়াত করব ? তিনি ﷺ বলেন : উত্তম কাজ। অতঃপর তিনি আমাকে রেখে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেন : হে জাবির ! এ পীড়ায় তুমি মারা যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালারাম নাযিল করেছেন, যাতে তাদের (তোমার বোনদের) জন্য অংশ হিসাবে দুই-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন।

রাবী বলেন : জাবির (রা.) বলতেন যে, এই আয়াতটি আমার ব্যাপারে নাযিল হয় : লোকেরা আপনার কাছে (কালারা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদের কালারা সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন....।

الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَاضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ الْاَبْنِ سَهْمٌ لَتَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلَاخْتُ مِنَ الْاَبِ وَالْاُمِّ .

২৮৮০. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির ইব্ন যুরারা (র.)... হযায়ল ইব্ন শুরাহবীল আওদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি আবু মূসা আশ'আরী এবং সালমান ইব্ন রাবীআ' (রা.)-এর নিকট হাযির হয়ে উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, মেয়ে, ছেলের মেয়ে (নাতনী) এবং আপন বোনের অংশ কি? তখন তাঁরা বলেন : মেয়ে অর্ধেক পাবে এবং আপন বোন পাবে বাকী অর্ধেক এবং নাতনীকে তাঁরা উত্তরাধিকারী করেননি। (উপরন্তু তারা বলেন) : তুমি এ সম্পর্কে ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা কর, হয়তো তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরই অনুসরণ করবেন। তখন সে ব্যক্তি তাঁর নিকট গমন করে এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আর তাঁকে সে দু'জনের কথাও বলে। তখন তিনি [ইব্ন মাসউদ (রা.)] বলেনঃ (আমি যদি তাদের অভিমতকে সমর্থন করি), তবে অবশ্যই আমি গুমরাহদের শামিল হয়ে যাব এবং আমি হিদায়াতপ্রাপ্তদের শামিল থাকব না। বস্তুত আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা অনুযায়ী ফতওয়া দেব। (তা হলো) : মেয়ে পাবে অর্ধেক এবং নাতনী পাবে এক-ষষ্ঠমাংশ যাতে উভয়ে মিলে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয় এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ পাবে আপন বোন।

২৮৮১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا اَبَانُ قَالَ نَ قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَسَّانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ اُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ .

২৮৮১. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) তাঁর উত্তরাধিকার এক বোন ও এক মেয়েকে তাঁর সম্পত্তির অর্ধাংশ করে ভাগ করে দেন এবং এ সময় তিনি ইয়ামনে ছিলেন। আর নবী ﷺ ও সে সময় জীবিত ছিলেন।

২৮৮২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فِي الْاَسْوَافِ فَجَاعَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَانِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ اُحُدٍ وَقَدْ اسْتَفَاءَ عَمَّهُمَا مَا لَهُمَا وَمِيرَاثُهُمَا كُلُّهُ وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا اِلَّا اَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَا تَنْكَحَانِ اَبَدًا اِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اَوْلَادِكُمُ الْاَيَةُ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لَعَمْرِيمَا أَعْطِيَهُمَا التُّنَيْنِ وَأَعْطِيَا أُمَّهُمَا
التُّنْمَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَآخِطًا بِشَرِّ فِيهِ أَنَّهُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَثَابِتُ
بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ .

২৮৮২. মুসাদ্দাদ (র.)... জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে বের হয় আসওয়াফ নামক স্থানে একজন আনসার মহিলার নিকট উপস্থিত হই। তখন সে মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তান নিয়ে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এ কন্যা দুটি সাবিত ইব্ন কায়স (রা.)-এর, যিনি আপনার সাথী থাকাকালে উহদের যুদ্ধে শহীদ হন। এখন এদের চাচা এদের সমস্ত মাল ও মীরাছ দখল করে নিয়েছে। এদের দু'জন কিছুই দেয়নি; বরং সবই সে গ্রাস করেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এখন এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ এরা সম্পদের অধিকারী না হবে, ততক্ষণ এদের বিবাহ হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় :

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ওসীয়াত করছেন।...তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমার নিকট ঐ মহিলা এবং তার দেবরকে ডেকে আন। অতঃপর তিনি ﷺ মেয়ে দুটির চাচাকে ডেকে বললেন : তুমি এদের দুই-তৃতীয়াংশ দিয়ে দাও এবং এদের মাকে এক-অষ্টমাংশ দিয়ে দাও; আর যা অবশিষ্ট থাকে-তা তোমার।

আবু দাউদ (র.) বলেন : এ ব্যাপারে বিশ্ব ভুল করেন। ঐ মেয়ে দু'টি ছিল সা'দ ইব্ন রাবী'-এর। আর ছাবিত ইব্ন কায়স (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

২৮৮৩. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَمْرَأَةً سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقِ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ .

২৮৮৩। ইব্ন সারহ (র.)... জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইব্ন রাবী'-এর স্ত্রী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! সা'দ মারা গিয়েছে এবং এ দু'টি মেয়ে রেখে গিয়েছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছটি সহীহ।

১২৫. بَابُ فِي الْجَدَّةِ

১২৫. অনুচ্ছেদঃ দাদীর অংশ সম্পর্কে

২৮৮৪. حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ حَرْشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ نُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَأَرْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْآخَرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لَغَيْرِكَ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَإِيَّتُكُمَا مَا خَلَّتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

২৮৮৪. আল-কা'নাবী (র.)...কাবীসা ইবন যুওয়ায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক মৃত ব্যক্তির দাদী আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার মীরাছ (প্রাপ্য অংশ) দাবি করে। তখন তিনি বলেন : আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অংশের কথা উল্লেখ নেই এবং আমি নবী ﷺ-এর সুন্নত হতে তোমার ব্যাপারে কোন কিছু অবহিত নই। অতএব এখন তুমি ফিরে যাও, এ সম্পর্কে আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করব। তখন মুগীরা ইবন শূ'বা (রা.) বলেনঃ আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি দাদীকে এক-ষষ্ঠমাংশ প্রদান করেন। তখন আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন : এ সময় তোমার সংগে আর কেউ ছিল কি? তখন মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং ঐরূপ বলেন, যে রূপ মুগীরা ইবন শূ'বা (রা.) বলেন। তখন আবু বকর (রা.) তার জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ প্রদান করেন।

অতঃপর অন্য এক মৃত ব্যক্তির দাদী (বা নানী) 'উমার ইবন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট (তাঁর খিলাফতকালে) উপস্থিত হয়ে মীরাছ দাবি করে। তখন তিনি বলেন : আল্লাহর কিতাবে তো তোমার কোন অংশের কথা উল্লেখ নেই, তবে ইতোপূর্বে তুমি ব্যতীত অন্যদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে (অর্থাৎ এক-ষষ্ঠমাংশ), আর যেহেতু ফারাইযের ব্যাপার আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি করাও সম্ভব নয়, কাজেই ঐ এক-ষষ্ঠমাংশ তুমি নিয়ে যাও। আর যদি নানী ও দাদী উভয়ই একত্রে জীবিত থাকে, তবে ঐ এক-ষষ্ঠমাংশ তোমাদের দু'জনের জন্য। আর তোমাদের দু'জনের একজন যদি হও, তবে সে ঐ অংশ পাবে।

২৮৮৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ .

২৮৮৫. মুহাম্মদ ইবন আবদিল-আযীয (র.)...ইবন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে নবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দাদী (বা নানীর) জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ নির্ধারণ করেছেন, তবে এ শর্তে যে, যদি মৃত ব্যক্তির মা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

১২৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

১২৬. অনুচ্ছেদঃ দাদার মীরাছ সম্পর্কে

২৮৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَمَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرِثَهُ قَالَ قَتَادَةُ أَقْلَ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسُ .

২৮৮৬. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)...ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলেনঃ আমার ছেলের ছেলে (পৌত্র) ইনতিকাল করেছে, এখন আমি তার মীরাছ থেকে কিরূপ অংশ পাব? তিনি ﷺ বলেন : তোমার অংশ হবে এক-ষষ্ঠমাংশ। অতঃপর সে লোক যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি ﷺ ডাকেন এবং বলেন : তুমি এক-ষষ্ঠমাংশ পাবে।

আবু কাতাদা (রা.) বলেন : তারা (সাহাবীরা) জানত না যে, দাদা কোন সময় এক-ষষ্ঠমাংশ পায়। আবু কাতাদা (রা.) আরো বলেন : দাদার প্রাপ্ত সর্বনিম্ন মীরাছের অংশ হলো এক-ষষ্ঠমাংশ।

২৮৮৭. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَيْكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَدُّ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَا وَرِثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السُّدُسُ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ لَا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذَا .

২৮৮৭. ওয়াহব ইবন বাকীয়া (র.)...হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমাদের মাঝের কে জানে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাদাকে মীরাছ হিসাবে কি দিয়েছেন? তখন মা'কিল ইবন ইয়াসার কে জানে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাদাকে মীরাছ হিসাবে কি দিয়েছেন? তখন মা'কিল ইবন ইয়াসার

১. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির মা যদি জীবিত থাকে, তবে তার মাতাই তার অংশ পাবে, দাদী বা নানী পাবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তির মাতা জীবিত না থাকে, বরং তার দাদী জীবিত থাকে, তখন দাদীই এক ষষ্ঠমাংশ পাবে।

(রা.) বলেন : আমি এ সম্পর্কে জানি। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাদাকে মীরাছ হিসাবে এক-ষষ্ঠমাংশ প্রদান করেছেন। তখন তিনি [উমার (রা.)] জিজ্ঞাসা করেন : কোন্ কোন্ ওয়ারিছের সাথে এক-ষষ্ঠমাংশ পাবে? তখন মা'কিল (রা.) বলেন : এতো আমার জানা নেই। তখন 'উমার (রা.) বলেন : যদি তুমি না-ই জান, তবে এতে কি লাভ!

১২৭. بَابُ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

১২৭. অনুচ্ছেদঃ 'আসাবা সম্পর্কে

২৪৪৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ قَالَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَالُ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَوْلِي ذَكَرَ .

২৮৮৮. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আহলে-ফারায়যের মাঝে, আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী ধন-সম্পদ বন্টন কর। আর এদের মাঝে বন্টনের পর যে মাল অবশিষ্ট থাকবে, তার সবই মৃতের নিকটাত্মীয় পুরুষ প্রাপ্ত হবে।

১২৮. بَابُ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

১২৮. অনুচ্ছেদঃ নিকটাত্মীয়ের মীরাছ সম্পর্কে

২৪৪৯. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ الْمُقْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَالِيٌّ وَرَبِّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرِثَةٍ وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلَ لَهُ وَارِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلَ عَنْهُ وَيَرِثُهُ .

২৮৮৯. হাফস ইব্ন 'উমার (র.)...মিকদাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দেনা বা নাবালক সন্তান-সন্ততি রেখে যাবে, তার যিম্মাদারী আমার। অথবা তিনি বলেছেন : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর। আর যে মাল রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের। আর যার কোন ওয়ারিছ নেই, আমি তার ওয়ারিছ। আমি তার পক্ষে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করব এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাগও দেব। আর মামা তার ওয়ারিছ হবে, যার কোন ওয়ারিছ নেই। সে তার দিয়াত আদায় করবে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে।

২৮৯০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِيْ اٰخَرَيْنَ قَالُوْا نَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ رَّاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ الْهُوزَنِيِّ عَنْ اَلْمِقْدَامِ الْكَنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلَىْ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دِيْنًا اَوْ ضَيْعَةً فَالِيَ مِنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْرَثْتَهُ وَاَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ اَرِثُ مَالَهُ وَاَفْكُ عَانَهُ وَالْخَالَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفْكُ عَانَهُ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ الضَّيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ رَّاشِدٍ عَنْ اِبْنِ عَائِدٍ عَنِ اَلْمِقْدَامِ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَّاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَلْمِقْدَامَ .

২৮৯০. সুলায়মান ইবন হারব (র.)...মিক্দাম কিন্দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার নিজের সত্তা হতেও অধিক নিকটবর্তী। তাই যে ব্যক্তি দেনা বা সন্তান রেখে মারা যাবে, তার যিম্মাদারী আমার উপর (অর্থাৎ আমি তার দেনা পরিশোধ করব এবং তার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করব)। আর যে ব্যক্তি মাল রেখে মারা যাবে, তা তার ওয়ারিছদের জন্য। আর যার কোন মালিক নেই, আমি তার মালিক এবং তার মালেরও মালিক হব, (অর্থাৎ তার মাল বায়তুল মালে সংরক্ষণ করব।) এবং তার কয়েদীদের মুক্ত করব। আর যার কোন ওয়ারিছ নেই, মামা তার ওয়ারিছ হবে। সে তার মালের উত্তরাধিকারী হবে এবং কয়েদীদের মুক্ত করবে।

আবু দাউদ (র.) বলেন : “যায়’আ” শব্দের অর্থ সন্তান-সন্ততি। আবু দাউদ (র.) আরো বলেন : যুবায়দী রাশিদ থেকে একরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবন আইয মিক্দাম থেকে এবং মু’আবিয়া ইবন সালিহ-রাশিদ থেকে একরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেছেন : আমি মিক্দাম (রা.) থেকে শুনেছি।

২৮৯১. حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيْقٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ نَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَجْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ اَلْمِقْدَامِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا وَاَرِثُ مَنْ لَا وَاَرِثُ لَهُ اَفْكُ عَانِيَةَ وَاَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالَ وَاَرِثُ مَنْ لَا وَاَرِثُ لَهُ يَفْكُ عَانِيَةَ وَيَرِثُ مَا لَهُ .

২৮৯১. আবদুস সালাম ইবন ‘আতীক দিমাশকী (র.)... সালিহ ইবন ইয়াহইয়া ইবন মিক্দাম (রা.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একরূপ বলতে শুনেছি : আমি তার ওয়ারিছ, যার কোন ওয়ারিছ নেই, তার কয়েদীদের মুক্তি করি এবং তার পরিত্যক্ত মালের উত্তরাধিকারী হই। আর যার কোন ওয়ারিছ নেই, তার মামা তার ওয়ারিছ হবে, যে তার কয়েদীদের মুক্ত করবে এবং তার মালের উত্তরাধিকারীও হবে।

২৪৯২ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى قَالَ نَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى ح وَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَقِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا أَوْلاً حَمِيمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ قَرَّتِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَهُنَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ أَرْضِهِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ .

২৪৯২. মুসাদ্দাদ (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম মারা গেলে সে কিছু মাল রেখে যায়। কিন্তু তার কোন ওয়ারিছ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তার পরিত্যক্ত মাল তার গ্রামের কোন এক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও।

আবু দাউদ (র.) বলেন : সুফয়ান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণ হাদীস। তাঁর রাবী মুসাদ্দিদ (র.) বলেন, তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তার স্বদেশী কোন লোক কি এখানে আছে? তখন তারা (সাহাবীগণ) বলেন : হ্যাঁ, আছে। তিনি ﷺ বলেন : তবে তাঁর মীরাছ তাকেই দিয়ে দাও।

২৪৯৩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنْدِيُّ قَالَ نَا الْحَارِثِيُّ عَنْ جَبْرِئِيلَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَادْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا قَالَ فَاتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَوَّلَ خَزَاعِي تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ عَلَى الرَّجُلِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ انْظُرْ أَكْبَرَ خَزَاعَةٍ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ .

২৪৯৩. 'আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ কান্দী (র.)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুয়ায়দা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, আমার কাছে "আযদ গোত্রের" জনৈক ব্যক্তির কিছু পরিত্যক্ত সম্পদ আছে। কিন্তু আমি এমন কাউকে পাচ্ছি না, যার কাছে আমি তা দিতে পারি। তিনি ﷺ বলেন : তুমি এক বছর পর্যন্ত কোন আযদী লোককে তালাশ করতে থাক। রাবী বলেন : সে ব্যক্তি এক বছর পর তাঁর নিকট হাযির হয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি কোন আযদী লোককে পাইনি, যার কাছে এ মাল দিতে পারি। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি খাযাঈ গোত্রের যে লোকের সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হবে, তা তাকে দিয়ে দেবে। অতঃপর যখন সে (লোক) ফিরে চললো, তখন তিনি ﷺ বললেন : ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে ডেকে আনো। অতঃপর সে ব্যক্তি যখন তাঁর নিকট হাযির হলো, তখন তিনি বললেন : তুমি খাযাঈ গোত্রের কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ওগুলো দিয়ে দেবে। তখন সে ব্যক্তি তাকে তা দিয়ে দেয়।

২৮৯৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْعَجَلِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ أَبِي بَكْرٍ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِّنْ خُذَاعَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ التَّمَسُّوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَارَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْطُوهُ الْكَبِيرَ مِّنْ خُذَاعَةَ قَالَ يَحْيَى قَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِّنْ خُزَاعَةَ .

২৮৯৬. হাসান ইব্ন আসওয়াদ 'আজালী (র.)...বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : খুযা'আ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর ধন-সম্পদ নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করা হয়। তখন তিনি ﷺ বলেন : তোমরা তার কোন ওয়ারিছকে অন্বেষণ কর, অথবা কোন নিকটাত্মীয়কে। কিন্তু তারা তার কোন ওয়ারিছ বা নিকটাত্মীয়কে খুঁজে পেল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই মীরাছ খুযা'আ গোত্রের কোন বৃদ্ধ লোককে দিয়ে দেবে। রাবী ইয়াহুইয়া বলেন : আমি তাঁকে মাত্র একবার এরূপ বলতে শুনেছি যে, দেখ, খুযা'আ গোত্রের কোন বৃদ্ধ লোককে তা দিয়ে দাও।

২৮৯৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ اعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ اعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَهُ لَهُ .

২৮৯৭। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি মারা যায় এবং সে একটি আযাদকৃত গোলাম ব্যতীত আর কাউকে ওয়ারিছ হিসাবে রেখে যায়নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তার কি কোন ওয়ারিছ আছে? তাঁরা (সাহাবীরা) বলেন : না, তবে তার একটি আযাদকৃত গোলাম আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ দিয়ে দেন।

১২৭. بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ

১২৯. অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত ও অভিশপ্ত মহিলার সন্তানের মীরাস সম্পর্কে

২৮৯৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ رُوَبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَا عُنْتُ عَلَيْهِ .

২৮৯৬. ইবরাহীম ইবন মুসা রাযী (র.)...ওয়াছিলা ইবন আসকা' (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহিলারা তিন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে, যথা : (১) স্বীয় আবাদকৃত গোলামের, (২) পথে কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের এবং (৩) নিজের ঐ সন্তানের, যার ব্যাপারে স্বামীর সাথে লি'আন করা হয়েছে (অর্থাৎ পিতা যার পিতৃত্বকে অস্বীকার করেছে-এমন সন্তান)।

২৮৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ نَا الْوَلِيدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ نَا مَكْحُولٌ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ لَأُمِّهِ وَلِيُورَثَهَا مِنْ بَعْدِهَا .

২৮৯৭. মাহমুদ ইবন খালিদ ও মুসা (র.)... মাকহুল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত স্ত্রীলোকের সন্তানের উত্তরাধিকারী তার মাতাকে করেছেন, এরপর তার মাতার নিকটাত্মীয়দের।

২৮৯৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ نَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

২৮৯৮. মুসা ইবন আমির (র.)... আমর ইবন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা সূত্রে নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৩. بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ .

১৩০. অনুচ্ছেদ : কোন মুসলমান কি কোন কাফিরের ওয়ারিছ হতে পারে ?

২৮৯৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سَقْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

২৮৯৯. মুসাদ্দাদ (র.)...উসামা ইবন যায়দ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিছ হতে পারে না এবং কোন কাফিরও কোন মুসলমানের ওয়ারিছ হতে পারে না।

২৯০০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدَاً فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَارِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَغْنَى الْمُحْصَبُ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يَنَاجِحُوهُمْ وَلَا يَبَايَعُوهُمْ وَلَا يُؤْوَهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي .

২৯০০. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...উসামা ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আগামীকাল হজ্জের সময় আপনি কোথায় অবতরণ করবেন? তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : 'আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর অবশিষ্ট রেখেছে? অতঃপর তিনি বলেন : আমরা বনু কিনানার খায়ফ নামক স্থানে অবতরণ করব, যেখানে কুরায়শগণ কাফিরদের সাথে শপথ করেছিল-অর্থাৎ মুহাস্সাব নামক স্থানে।

আর ঘটনাটি এরূপঃ বনু কিনানা কুরায়শদের থেকে এ মর্মে শপথ নিয়েছিল যে, তারা বনু হাশিমের সাথে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং তাদের সাথে কোনরূপ বেচাকেনা করবে না, আর না তাদের কোনরূপ আশ্রয় দেবে।

যুহরী (র.) বলেন : খায়ফ হলো একটি উপত্যকার নাম-যেখানে উক্ত শপথ সংঘটিত হয়েছিল।

২৯০১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى .

২৯০১. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)...আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, দুটি ভিন্ন মিল্লাতের (জাতির) অনুসারীরা একে অপরের ওয়ারিছ হতে পারে না।

২৯০২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرِو الْوَاسِطِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٍّ وَ مُسْلِمٍ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا وَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَادِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ مُعَاذًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ .

২৯০২. মুসাদ্দাদ (র.)...আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা দু'ভাই ইয়াহুইয়া ইবন ইয়ামুরা (রা.)-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে, যার একজন ছিল ইয়াহুদী এবং অপরজন মুসলিম। তিনি ঐ দু'জনের মধ্য হতে মীরাছ প্রদান করলেন এবং বললেন : আমার কাছে আবুল আসওয়াদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা তার নিকট জটনৈক ব্যক্তি বর্ণনা প্রসংগে বলেন, একদা মু'আয (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইসলাম বর্ধিত হয়, কমে না। অতঃপর তিনি মুসলমান ব্যক্তিকে মীরাছ দিয়ে দেন।

২৯০৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّلِيِّ أَنَّ مُعَاذَ أَتَى بِمِثْرَاتٍ يَهُودِيٍّ وَارِثُ مُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৯০৩. মুসান্নাদ (র.)... আবু আসওয়াদ দায়লী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা মু'আয এমন একজন ইয়াহুদীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে আসেন, যার ওয়ারিছ ছিল মুসলমান। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর হাদীছের আলোকে তা মুসলমান ব্যক্তিকে দিয়ে দেন।

১৩১. بَابُ فِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

১৩১. অনুচ্ছেদ : মীরাছ বন্টনের আগে ওয়ারিছ মুসলমান হলে

২৯০৪. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ قَسْمٍ قَسِمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قَسِمَ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ .

২৯০৪. হাজ্জাজ ইবন আবু ইয়াকুব (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ জাহিলিয়াতের যুগে বন্টন হয়েছে, তার বন্টন এরূপই থাকবে। পক্ষান্তরে, যে ধন-সম্পদ ইসলামের যুগে বন্টিত হবে, তা ইসলামের বিধান অনুসারে বন্টন করতে হবে।

১৩২. بَابُ فِي الْوَلَاءِ

১৩২. অনুচ্ছেদ : আযাদকৃত দাসের পরিত্যক্ত মাল সম্পর্কে

২৯০৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مَالِكٌ عَرَضَ عَلَيَّ نَا فِعْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَدَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكَهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَ هَالِنَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ .

২৯০৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)... ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার উম্মুল মুমিনীন 'আইশা (রা.) আযাদ করে দেওয়ার জন্য একটি দাসী খরিদ করতে মনস্থ করেন। তখন সে দাসীর মালিক বলেন : আমি একে এ শর্তে বিক্রি করতে চাই যে, তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক আমরা হব। তখন 'আইশা (রা.) ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : সে তোমাকে তা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। কেননা দাসীর পরিত্যক্ত মালের মালিক সে হবে, যে তাকে মুক্ত করেছে।

২৯০৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَلَّى النِّعْمَةَ .

২৯০৬. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আযাদকৃত দাস-দাসীর পরিত্যক্ত মাল সে পাবে, যে তার মুক্তির জন্য মূল্য পরিশোধ করবে এবং তার উপর ইহসান করবে (অর্থাৎ তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেবে)।

২৯০৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رِبَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ غِلْمَةٍ فَهَاتَتْ أُمَّهُمْ فَوَرِثُوها رَبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا وَكَانَ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ عَصْبَةً بَيْنَهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدِمَ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى نَهَا وَتَرَكَ مَالًا لَهُ فَخَاصَمَهُ إِخْوَاتُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصْبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَكُتِبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ قَالَ فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَتَحَنُّ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ .

২৯০৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন আবী হাজ্জাজ আবু মা'মর (র.)... 'আমর ইব্ন ও 'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাবাব ইব্ন হুযায়ফা (রা.) জনৈক মহিলাকে বিবাহ করেন। যার গর্ভে তাঁর ঔরসে তিনটি সন্তান জন্ম নেয়। অতঃপর তাদের মাতা মারা গেলে, তারা (বান্দারা) তাদের মাতার পরিত্যক্ত বাড়ী ও আযাদকৃত দাস-দাসীর ওয়ারিছ হয়। আর 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) ছিলেন এদের 'আসাবা, যিনি তাদেরকে শাম দেশে পাঠালে তারা সবাই সেখানে মারা যায়। অতঃপর 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) সেখানে গমন করেন। তখন সে মহিলার একটি আযাদকৃত গোলাম মারা যায়, যে তার কিছু ধন-সম্পত্তি রেখে যায়। তখন সে মহিলার ভাই এ ব্যাপারে ফয়সালার জন্য 'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়। সে সময় 'উমার (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আযাদকৃত দাস-দাসীর পরিত্যক্ত মাল, যা সন্তান-সন্ততি বা পিতা পেয়েছে, তা তার 'আসাবা যারা থাকবে, তাদের প্রাপ্য।

অতঃপর তিনি [‘উমার (রা.)] এব্যাপারে একটি রায় লিপিবদ্ধ করেন, যাতে ‘আবদুর রহমান ইব্ন ‘আওফ, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর দস্তখত ছাড়াও আরো এক ব্যক্তির দস্তখত নেওয়া হয়। অতঃপর আবদুল মালিক ইব্ন মারোয়ান যখন খলীফা নিযুক্ত হন, তখন লোকেরা এ ধরনের একটি মোকদ্দমা হিশাম ইব্ন ইসমা‘ঈল বা ইসমা‘ঈল ইব্ন হিশামের কাছে পেশ করে। যিনি সেটি খলীফা আবদুল মালিকের নিকট পাঠিয়ে দেন। যা দেখে তিনি বলেন : ব্যাপারটি আমার কাছে এমনই মনে হচ্ছে যে, যেন আমি তা দেখেছি।

রাবী বলেন : তখন তিনি (আবদুল মালিক) উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর ফয়সালার অনুরূপ মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি করে দেন। আর ঐ পরিত্যক্ত সম্পত্তি এখনও আমাদের কাছে মওজুদ আছে।

১৩৩. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

১৩৩. অনুচ্ছেদঃ কেউ কারো হাতে ইসলাম কবুল করলে সে সম্পর্কে

২৯০৮. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَانَا يَحْيَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُرَيْبٍ قَالَ هَشَامُ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ يَزِيدُ إِنَّ يَتَيْمًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ .

২৯০৮। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ ইব্ন মাওহাব রামলী ও হিশাম ইব্ন ‘আম্মার (র.)...তামীম দারী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! রাবী ইয়াযীদ বলেন : জনৈক ইয়াতীম বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান কি, যে কোন মুসলমানের হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করেছে? তিনি ﷺ বলেন : সে ব্যক্তি তার জীবন ও মৃত্যুর জন্য উত্তম ব্যক্তি (যদি সে ব্যক্তির কোন ওয়ারিছ না থাকে, তবে সে-ই ওয়ারিছ হয়ে যাবে)।

১৩৪. بَابُ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

১৩৪. অনুচ্ছেদঃ আযাদকৃত দাস-দাসীর মাল বিক্রি করা সম্পর্কে

২৯০৯. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ .

২৯০৯. হাফস ইব্ন 'উমার (র.).... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আযাদকৃত দাস-দাসীদের পরিত্যক্ত মাল বিক্রি করতে এবং হেবা বা দান করতে নিষেধ করেছেন।

১৩৫. بَابُ فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهْلُ ثُمَّ يَمُوتُ

১৩৫. অনুচ্ছেদ : সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে চীৎকার করে কাঁদার পর মারা গেলে সে সম্পর্কে

২৯১০. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَهْلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ .

২৯১০. হুসায়ন ইব্ন মু'আয (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সন্তান যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদে, তবে তাকে ওয়ারিছ করা হবে (অর্থাৎ সন্তানের মাঝে জীবনের চিহ্ন প্রকাশের সাথে সাথেই সে মীরাছের অধিকারী হবে)।

১৩৬. بَابُ نَسَخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

১৩৬. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তার মীরাছ মৌখিক স্বীকৃতির মীরাছকে বাতিল করে দেয়

২৯১১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَنْسَخُ ذَلِكَ الْإِنْفَالُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ .

২৯১১. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ছাবিত (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলার বিধান :

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ

অর্থাৎ “তোমরা শপথপূর্বক যাদের সাথে ওয়াদা করেছ, তাদের হক তাদের দিয়ে দাও। জাহিলিয়াতের যুগে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে শপথপূর্বক এরূপ ওয়াদা করত, যদিও তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতো না। ফলে, তারা একে অন্যের ওয়ারিছ হয়ে যেত। এ হুকুমটি সূরা আনফালের এ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে যায় :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

অর্থাৎ নিকট আত্মীয়রাই একে অন্যের সম্পদের অধিক হকদার।

২৭১২. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ نَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُوْرِثُ الْأَنْصَارَ نُونُ ذِي رَحِمِهِ لِلْأَخُوَّةِ الَّتِي أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ نَسَخْتُهَا وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النُّصْرَةِ وَالنَّصِيبَةِ وَالزَّفَادَةِ وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ .

২৯১২. হারুন ইবন 'আবদিল্লাহ (র.)...ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত :

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

অর্থাৎ তোমরা শপথপূর্বক যাদের সাথে ওয়াদা করেছ, তাদের হক তাদের দিয়ে দাও"-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, যখন মুহাজিরগণ (মক্কা হতে হিজরত করে) মদীনাতে আসেন, তখন আনসারগণ তাদের ওয়ারিছ হতেন এবং আত্মীয়রা মাহরুম হতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হয় :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ لَوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ

অর্থাৎ "পিতামাতা যে সম্পদ রেখে যাবে, তাতে আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছি।

রাবী ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত :

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

এর হুকুম, যাতে আনসারদের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের নির্দেশ ছিল, তা বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য তাদের জন্য মালের এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করা যেতে পারে, কিন্তু উত্তরাধিকারিত্ব বাতিল হয়ে গেছে।

২৭১৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنَى قَالَ أَحْمَدُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حَجَرِ أَبِي بَكْرٍ فَقَرْتُ وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَقَالَتْ لَا تَقْرَأُ وَالَّذِينَ

عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي بَكْرِ وَابْنِهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبِي الْإِسْلَامَ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يُورِثُهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيبَهُ زَادَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَمَا أَسْلَمَ حَتَّى حُمِلَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالسَّيْفِ .

২৯১৩. আহমদ ইবন হাযল ও আবদুল 'আযীয ইবন ইয়াহুইয়া (র.)... দাউদ ইবন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উম্মু সা'দ বিন্ত রাবী'য়ের কাছে কুরআন মাজীদ পড়তাম, যিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং আবু বাকর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। অতঃপর যখন আমি এই আয়াত :

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ

তिलाওয়াত করি, তখন তিনি বলেন : তুমি এ আয়াত পড়বে না (অর্থাৎ এর উপর আমল করবে না)। কেননা এ আয়াত আবু বকর (রা.) এবং তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমান -এর শানে নাযিল হয়। যখন আবদুর রহমান ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করেন, তখন আবু বকর (রা.) এরূপ শপথ করেন যে, তিনি তাকে মীরাছের অংশ দিবেন না। পরে যখন তিনি [আবদুর রহমান (রা.)] ইসলাম কবুল করেন, তখন নবী ﷺ তাঁকে তাঁর হিসসা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

রাবী 'আবদুল 'আযীয এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : তিনি তখন ইসলাম কবুল করেন, যখন ইসলামে তরবারির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

٢٩١٤ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلَا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا قَالَ وَأَوَّلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ .

২৯১৪. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র.)... ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا

অর্থাৎ “যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে, তারা একে অপরের ওয়ারিছ হবে। পক্ষান্তরে, যারা ঈমানে এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তোমরা তাদের ওয়ারিছ হবে না, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। এ সময় যে মুসলমানরা কোন কাফিরের দেশে অবস্থান করত, তারা মুহাজিরদের ওয়ারিছ হতো না এবং মুহাজিরগণও তাদের উত্তরাধিকারী হতো না। পরে যখন এ আয়াত নাযিল হয় :

وَأَوَّلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ

অর্থাৎ নিকট আত্মীয়রাই একে অন্যের সম্পত্তির অধিক হকদার, তখন আগের আয়াতের হুকুম বাতিল হয়ে যায়।

১৩৭. بَابُ فِي الْحَلْفِ

১৩৭. অনুচ্ছেদ : শপথ গ্রহণ সম্পর্কে

২৭১৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِيمًا حَلْفٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً .

২৯১৫. ‘উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...জুবায়র ইব্ন মুত‘ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলামে জাহিলী যুগের শপথের কোন মূল্য নেই। আর জাহিলী যুগের শপথের মাঝে উত্তম কথার ব্যাপারে যে ওয়াদা ও অংগীকার ছিল, ইসলাম তাকে আরো ময়বূত করে দিয়েছে।

২৭১৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ خَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ خَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

২৯১৬. মুসাদ্দাদ (র.)...‘আসিম আহওয়াল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে একরূপ বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দেশে (মদীনাতে) আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে সৌভ্রাতৃ স্থাপন করে দেন। তখন আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি একরূপ নির্দেশ দেননি যে, “ইসলামে জাহিলী যুগের ওয়াদা-অংগীকারের কোন মূল্য নেই?” তখন তিনি (আনাস) দুই বা তিনবার বলেন : আমাদের দেশে (মদীনাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।

১৩৮. بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

১৩৮. অনুচ্ছেদ : স্বামীর দীয়াত বা রক্তপণে স্ত্রীর মীরাস সম্পর্কে

২৭১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضُّحَّاكُ

بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ وَرِثَ امْرَأَةً أَشْشِيمَ الضُّبَابِيَّ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
فَرَجَعَ عُمَرُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ فِيهِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ آخِرُ كِتَابِ الْوَصَايَا .

২৯১৭. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)...সাহিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমার ইব্ন খাতাব (রা.) এরূপ বলতেন যে, দিয়াত বা রক্তপণে বংশের লোকদের হিসসা আছে। আর স্বামী দিয়াতের মালের কিছুই পাবে না। তখন যাহ্যাক ইব্ন সুফিয়ান তাঁকে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এরূপ লিখিত নির্দেশ পাঠান যে, আমি যেন আশয়্যামা যুবাবীর স্বামীকে তার স্বামীর দিয়াত হতে মীরাছ প্রদান করি। তখন উমার (রা.) তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন।

أَوَّلُ كِتَابِ الْخُرَاجِ

অধ্যায় : কর খাজনা, অনুদান ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে

১৩৯. بَابُ مَا يَلْزَمُ الْأِمَامَ مِنْ حَقِّ الرِّعْيَةِ

১৩৯. অনুচ্ছেদ : অধীনস্থদের ব্যাপারে নেতার দায়িত্ব প্রসংগে

২৯১৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا كَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَامِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

২৯১৮. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা (র.).... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমরা সকলে রাখালের ন্যায় দায়িত্বশীল এবং (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমীর (নেতা) হয়েছে, তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, (সে তার অধীনস্থদের সাথে) কিরূপ ব্যবহার করেছে। আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর স্ত্রী, তার স্বামীর ঘর-সংসার ও তার সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, তাকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজেই, তোমরা সকলে দায়িত্বশীল রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের সকলকে তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْأِمَارَةِ

১৪০. অনুচ্ছেদ : নেতৃত্ব চাইলে, সে সম্পর্কে

২৯১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرْزَانِيُّ هُشَيْمٌ أَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ

الْأَمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيَتْهَا عَنْ مُسْئَلَةٍ وَكَلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مُسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا .

২৯১৯. মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ বাযযায় (র.)...‘আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন যে, “হে ‘আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চাবে না। কেননা যদি তোমার চাওয়ার প্রেক্ষিতে তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে। আর যদি চাওয়া ব্যতীত তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তুমি তাতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন)।

২৯২০. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ نَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ بَشْرِ بْنِ قَرَةَ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَشْهَدُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَالَ جِئْنَا لِنَسْتَعِينَ بِنَا عَلَى عَمَلِكَ فَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنَّ أَخَوْنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ فَأَعْتَدَر أَبُو مُوسَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَ لَهُ فَلَمْ يَسْتَعِينَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ .

২৯২০. ওয়াহব ইব্ন বাকীয়া (র.)...আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি দু’ব্যক্তিকে সংগে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট গমন করি। তখন তাদের এক ব্যক্তি প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশের পর বললো : আমরা এজন্য এসেছি যে, আপনি আমাদের দিয়ে রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য নিবেন। আর দ্বিতীয় জনও তার সাথীর অনুরূপ বক্তব্য পেশ করলো। তখন তিনি ﷺ বললেন : তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, সে আমাদের দৃষ্টিতে অধিক খিয়ানতকারী। তখন আবু মূসা (রা.) নবী ﷺ-এর নিকট ‘উযর পেশ করে বলেন : আমি জানতে পারিনি যে, তারা এ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি ﷺ আমৃত্যু তাদের দিয়ে কোন কাজে সাহায্য নেন নি।

১৫১. بَابُ فِي الضَّرِيرِ يُوكَلِ

১৪১. অনুচ্ছেদ : অন্ধ ব্যক্তির নেতৃত্ব সম্পর্কে

২৯২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ .

১. অর্থাৎ তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিলে তার সমস্ত জিদ্দাদারী তোমার উপর ন্যস্ত হবে এবং তুমি আল্লাহ তা‘আলার গায়েবী মদদ পাবে না।

২৯২১. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ মুখাররামী (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'বার ইব্ন উম্মু মাকতুম (অন্ধ সাহাবী)-কে (যুদ্ধে যাওয়ার সময়) মদীনাতে তাঁর খলীফা হিসাবে নিয়োগ করেন।

১৫২. بَابُ فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيرِ

১৪২. অনুচ্ছেদ : উযীর (মন্ত্রী) নিয়োগ করা সম্পর্কে

২৭২২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمَرْيُّ نَا الْوَلِيدُنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ عَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعْنَهُ .

২৯২২। মুসা ইব্ন 'আমির মুররী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোন নেতার জন্য যখন কল্যাণের ফয়সালা করেন, তখন তিনি তাকে সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ উযীর প্রদান করেন। যদি তিনি (নেতা) কিছু ভুলে যান, তখন সে (উযীর) তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমীর যদি তা স্মরণ রাখেন, তখন উযীর তাকে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কোন নেতার জন্য যখন অকল্যাণের ফয়সালা করেন, তখন তিনি তাকে অযোগ্য উযীর প্রদান করেন। ফলে যখন তিনি (আমীর) কিছু ভুলে যান, তখন সে (উযীর) তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর আমীর যদি স্মরণ রাখেন, তখন সে তাকে সাহায্য করে না।

১৫৩. بَابُ فِي الْعَرَاةِ

১৪৩. অনুচ্ছেদ : 'আরাফা (সমাজপতি) প্রসঙ্গে

২৭২৩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْقَدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْقَدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَفْلَحْتَ يَا قَدِيمُ إِنْ مِتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلَا كَاتِبًا وَلَا عَرِيفًا .

২৯২৩. 'আমর ইব্ন 'উছমান (র.)... মিকদাম ইব্ন মা'দীকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু'কাঁধে হাত রেখে বলেন, হে কুদায়ম! তুমি নাজাত পাবে, যদি তুমি আমীর, মুনশী (কেরানী) এবং 'আরাফা হওয়ার আগে মারা যাও।

২৭২৬ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الْإِسْلَامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مَائَةً مِنَ الْأَيْلِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمُوا فَاسْلَمُوا وَقَسَمَ الْأَيْلُ بَيْنَهُمْ وَبَدَّاهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ فَأَرْسَلَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِيكَ السَّلَامَ وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مَائَةً مِنَ الْأَيْلِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمُوا فَاسْلَمُوا وَقَسَمَ الْأَيْلُ بَيْنَهُمْ وَبَدَّاهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَإِنْ قَالَ لَكَ نَعَمْ أَوَّلًا فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعُرَافَةَ بَعْدَهُ فَاتَّاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُقْرِيكَ السَّلَامَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي جَعَلَ لِقَوْمِهِ مَائَةً مِنَ الْأَيْلِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمُوا فَاسْلَمُوا وَحَسُنَ أَسْلَامُهُمْ ثُمَّ بَدَّاهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَقَالَ إِنَّ بَدَّاهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُمْ فَيُسَلِّمَهَا وَإِنْ بَدَّاهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا أَفْلَهُمْ أَسْلَامُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمُوا قُوتِلُوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعُرَافَةَ بَعْدَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعُرَافَةَ حَقٌّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ .

২৯২৪. মুসাদ্দাদ (র.)...গালিব কাত্তান (রা.) জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তারা একটি ঝর্ণার নিকট বসবাস করত। যখন তারা দীন-ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে, তখন ঝর্ণার মালিক তার অধীনস্থ লোকদের এ শর্তে একশটি উট দিতে চায় যে, তারা ইসলাম কবুল করবে। তখন তারা ইসলাম কবুল করলে তিনি তাদের মাঝে একশটি উট বন্টন করে দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাদের থেকে সেগুলো ফেরত নেওয়ার খেয়াল করেন এবং স্বীয় পুত্রকে নবী ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর পুত্রকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, সে যেন নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে ﷺ বলে : আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, আর তিনি তাঁর কওমের লোকদের মাঝে এ উদ্দেশ্যে একশটি উট বিতরণ করতে চান, যাতে তারা ইসলাম কবুল করে। অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করেছে এবং তিনিও তাদের মাঝে শত উট বিতরণ করেছেন। এখন তিনি তাদের থেকে সেগুলি ফেরত নেওয়ার ইচ্ছা করছেন। তাই তিনি কি এগুলির অধিক হকদার, না ঐ ব্যক্তির? (এ কথা শুনে) তিনি ﷺ তোমাকে হাঁ বা 'না' সূচক যে জবাব দেবেন, তখন তুমি তাঁকে বলবে : আমার পিতা অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি একটা পানির ঝর্ণার 'আরীফ'ও বটে। তিনি আপনার নিকট এ আবেদন করেছেন যে, আপনি আমাকে তাঁর মৃত্যুর পর ঐ ঝর্ণার 'আরীফ' নির্বাচিত করবেন।

এরপর সে (ছেলেটি) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো : আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন জবাবে তিনি ﷺ বলেন : তোমার ও তোমার পিতার প্রতি সালাম। অতঃপর সে বললো : আমার পিতা তাঁর কওমের লোকদের মাঝে এ উদ্দেশ্যে একশটি উট বিতরণ করেন, যাতে তারা ইসলাম কবুল করে। ফলে তারা ইসলাম কবুল করে এবং এখন তারা সাদ্কা মুসলমান। এখন তিনি তাদের থেকে সেগুলো ফেরত নেওয়ার ইচ্ছা করছেন। তাই তিনি কি উটগুলোর অধিক হকদার, না তারা? তখন তিনি ﷺ বলেন : যদি তিনি সেগুলি তাদের দিয়ে দিতে চান, তবে তিনি দিতে পারেন। আর যদি তিনি সেগুলো ফেরত নিতে চান, তবে সে ব্যাপারেও তিনি অধিক হকদার (অর্থাৎ ফেরত নিতে পারেন)। আর তারা যদি সত্য-সত্যই মুসলমান হয়ে থাকে, তবে তারা এর বিনিময় (আল্লাহর নিকট) পাবে। আর যদি তারা সত্যিকারভাবে মুসলমান না হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে ইসলামের জন্য কতল করা হবে। অতঃপর সে (ছেলে) বলে : আমার পিতা একজন অতি বুদ্ধ লোক, আর তিনি পানির 'আরীফও। তিনি আপনার নিকট এরূপ দরখাস্ত করেছেন যে, আপনি আমাকে তার পরে ঐ পানির 'আরীফ নিয়োগ করবেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : নিশ্চয় 'ইরাফা (প্রতিনিধিত্ব) খুবই জরুরী বিষয়। আর লোকজনের উপকারার্থেই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিনিধিত্বকারী নেতরাই জাহান্নামে যাবে।^১

১৪৪. بَابُ فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

১৪৪. অনুচ্ছেদ : মুহররী বা করণিক রাখার ব্যাপারে

২৭২৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ السَّجِلُ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ.

২৯২৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)...ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'সিজিল' নবী ﷺ -এর একজন ওয়াহী লেখকের নাম ছিল।

১৪৫. بَابُ فِي السَّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

১৪৫. অনুচ্ছেদ : সাদকা আদায়কারীর ছওয়াব

২৭২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسْبَاطِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ

১. অর্থাৎ সমাজপতি বা কওমের প্রতিনিধিরা যদি সঠিকভাবে স্ব-স্ব দায়িত্ব ইনসাফের সাথে পালন না করে, সমাজ জীবনে হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করে, তবে তারা জাহান্নামে যাবে।

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ .

২৯২৬. মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম আসবাতী (র.)...রাফে' ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সঠিকভাবে সাদকা (যাকাত) আদায়কারী হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মত, যতক্ষণ না সে তার ঘরে ফিরে যায়।

۲۹۲۷. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يُزَيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ .

২৯২৭. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...উকবা ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যাকাতের মালের নির্দিষ্ট পরিমাণের চাইতে অধিক গ্রহণকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

۲۹۲৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ مَفْرَاءَ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ الَّذِي يَعْشِرُ النَّاسَ يَعْنِي صَاحِبَ الْمَكْسِ .

২৯২৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ কাত্তান (র.)...ইবন ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'সাহেবে-মাক্স' ঐ ব্যক্তি, যে লোকদের নিকট হতে উশর (এক-দশমাংশ আদায় করার সময় (যাকাত হিসাবে) কিছু বেশী আদায় করে।

۱۴۶. بَابُ فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلَفُ

১৪৬. অনুচ্ছেদ : খলীফা মনোনয়ন সম্পর্কে

۲۹২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ وَسَلَمَةُ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أَسْتَخْلَفُ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلَفْ وَإِنْ أَسْتَخْلَفُ فَإِنْ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ قَالَ لَوْ اللَّهُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا وَاتَّهَ غَيْرُ مُسْتَخْلَفٍ .

২৯২৯. মুহাম্মদ ইবন দাউদ ইবন সুফয়ান ও সালামা (র.)...ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা.) ঘোষণা দেন : আমি খলীফা (আমার পরের) মনোনীত করব না। কেননা

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন খলীফা মনোনীত করেন নি। আর আমি যদি কাউকে খলীফা মনোনীত করি, (তবে এতে দোষের কিছুই নেই)। কেননা আবু বাকর (রা.) খলীফা মনোনীত করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) বলেন : আল্লাহর শপথ ! তিনি (উমার (রা.)) রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বাকর (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ করায় আমি বুঝতে পারি যে, তিনি কাকেও রাসূলুল্লাহ -এর সমান মনে করেন না এবং তিনি কাকেও তাঁর খলীফা মনোনীত করবেন না ৮

১৬৭. ۱۴۷. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

১৪৭. অনুচ্ছেদ : বায়আত সম্পর্কে

২৭২. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ الطَّاعَةِ وَيُلْقِنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

২৯৩০। হাফস ইবন 'উমার (র.)... ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ -এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করতাম যে, আমরা তাঁর কথা শুনব এবং 'আমল করব। আর তিনি আমাদেরকে এরূপ শিক্ষা দিতেন যে, তোমরা তোমাদের সাধ্যমত দীনের কাজ করবে।

২৭৩১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا وَهْبٌ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّسَاءَ قَالَتْ مَا مَسَّ النَّبِيَّ ﷺ يَدَهُ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ إِذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكَ.

২৯৩১. আহমদ ইবন সালিহ (র.)... 'উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। 'আইশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মহিলাদের বায়'আত করা সম্পর্কে তাঁকে এরূপ বলেছেন যে, নবী ﷺ কখনো কোন বেগানা স্ত্রীলোককে তাঁর হাত দিয়ে স্পর্শ করেননি। অবশ্য তিনি ﷺ তাদের নিকট হতে বায়-আতের অংগীকার গ্রহণ করতেন। আর যখন তিনি অংগীকার নিতেন, তখন তারা তাঁর ﷺ নিকট অংগীকারাবদ্ধ হতো। এ সময় তিনি ﷺ বলতেন : যাও, আমি তোমাকে বায়'আত করেছি।

২৭৩২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنُ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ نَا أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ

১. বক্তৃত 'উমার (রা.) তাঁর ইনতিকালের সময় কাউকে খলীফা মনোনীত করেন নি। বরং তিনি বলেন : তালহা (রা.), যুযায়র (রা.), উছমান (রা.), আলী (রা.), আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.) এবং আবু উবায়দা ইবন জাররা (রা.)-এর থেকে যার উপর মুসলমানদের অধিক আস্থা পরিলক্ষিত হবে। তিনি-ই খলীফা নির্বাচিত হবেন। অবশেষে 'উছমান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। এভাবে জনগণের দ্বারা খলীফা নির্বাচিত হওয়া উচিত ও বিধেয়।

النَّبِيُّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَايَعُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ .

২৯৩২. 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন মায়সারা (র.)... 'আবদুল্লাহ ইবন হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর যামান পেরিয়েছিলেন। তিনি বলেন : তাকে নিয়ে তার আশ্মা যয়নব বিন্ত হুমায়দ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যান এবং বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! একে বায়'আত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে তো খুবই ছোট। এরপর তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেন।

১৪৮. بَابُ فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

১৪৮. অনুচ্ছেদ : সরকারী কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে

২৭৩৩. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ .

২৯৩৩। যায়দ ইবন আখ্যাম আবু তালিব (র.)... 'আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যাকে যে কাজের জন্য নিয়োগ করব এবং তার জন্য যে বেতন নির্ধারণ করব, এর অতিরিক্ত যদি সে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা আত্মসাতরূপে গণ্য হবে।

২৭৩৪. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَلِي بِعَمَالَةٍ فَقُلْتُ أَنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَمَلْنِي .

২৯৩৪. আবু ওয়ালীদ তায়ালিসী (র.)... ইবন সা'ইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে 'উমার (রা.) যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। যখন আমি এ কাজ হতে মুক্ত হই, তখন তিনি আমাকে এর বিনিময় দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এ সময় আমি বলি : আমি তো আল্লাহর ওয়াক্ফে এ কাজ করেছি। তখন তিনি বলেন : তোমাকে যা দেওয়া হচ্ছে, তা গ্রহণ কর। কেননা

১. আত্মা ও রাসূলের আনুগত্য এবং শরীআতের নির্দেশাবলী পালন করার অঙ্গীকার করাকে বায়'আত বলা হয়। নীর-বুর্হদের মাঝে এ প্রথা আজও বিদ্যমান আছে। পুরুষদের হাতে হাত মিলিয়ে মুখে অঙ্গীকারের এবং স্ত্রীলোকদের সাথে শুধু বৌবিক অঙ্গীকারের শব্দাবলী পাঠ করাকে-সুন্নাত বায়'আত বলা হয়।

আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় এ দায়িত্ব পালন করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে এর মজুরী দিয়েছিলেন।

২৭৩৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرُّقِيُّ نَا الْمُعَانِي نَا الْأَوْزَفِيُّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ .

২৯৩৫. মুসা ইব্ন মারওয়ান রুকী (র.)... মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আমাদের সরকারী কর্মচারী হবে, সে একজন বিবি রাখতে পারবে (যার ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল হতে দেওয়া হবে)। আর তার যদি কোন খাদিম না থাকে, তবে সে একটি খাদিমও রাখতে পারবে এবং যদি তার থাকার মত কোন ঘর না থাকে, তবে সে একটি বাসস্থান পাবে।

রাবী বলেন : আবু বাকর (রা.) বলেন যে, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে, সে হবে খিয়ানতকারী এবং চোর।

১৬৭. بَابُ فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ

১৪৯. অনুচ্ছেদ : সরকারী কর্মচারীদের হাদিয়া গ্রহণ সম্পর্কে

২৭৩৬. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ لَفْظُهُ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ اللَّتْبِيَّةُ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الْأَتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدَى لِي فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاشْتَى عَلَيْهِ. وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَجِيئُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدَى لِي أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرٌ فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرٌ فَلَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ ابْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ .

২৯৩৬. ইব্ন সারহ ও ইব্ন আবী খালাফ (র.)... হুমায়দ সা'ইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আযদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে-যার নাম ছিল লুতবিয়াহ ইব্ন সারহ বলেন-তাকে ইব্ন উত্বিয়াহ

বলা হতো-যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করেন। যখন সে যাকাত আদায় করে ফিরে আসলো, তখন সে বললো : এগুলো তোমাদের জন্য এবং এগুলো আমাকে হাদিয়াক্রমে দেওয়া হয়েছে। তখন নবী ﷺ মিশরের উপর দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান আদায়ের পর বললেন : কর্মচারীর জন্য এ বিধেয় নয় যে, আমি তাকে কর্মচারী নিয়োগ করে পাঠাব, আর সে ফিরে এসে বলবে : এই মাল তোমাদের এবং এই হাদিয়া আমাকে দেওয়া হয়েছে। যদি সে তার পিতার বা মাতার গৃহে বসে থেকে দেখতো যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা ? তোমাদের কেউ তা থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে, সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি তা উট হয়, তবে সে উটের আওয়ায করতে থাকবে। যদি বলদ অথবা গাভী হয়, তখন সে গরুর মত হাষা-হাষা ডাক দিতে দিতে আসবে। আর যদি বকরী হয়, তবে তাও বকরীর মত ডাকতে থাকবে। এরপর তিনি ﷺ তাঁর দু'হাত (দু'আর জন্য) এত উপরে উঠালেন যে, আমরা তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বলেন : ইয়া আল্লাহ্ ! আমি কি (তোমার হুকুম) পৌছে দিয়েছি ? ইয়া আল্লাহ্ ! আমি কি (তোমার নির্দেশ) পৌছে দিয়েছি ?

১৫০. بَابُ فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

১৫০. অনুচ্ছেদ : সাদকা ও যাকাতের মাল আত্মসাত করা সম্পর্কে

২৭২৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ أَنْطَلِقْ يَا أَبَا مَسْعُودٍ لَا أَفِينَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيَّ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَّتْهُ قَالَ إِذَا لَا أَنْطَلِقُ قَالَ إِذَا لَا أَكْرَهُكَ .

২৯৩৭. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...আবু মাস'উদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ আমাকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি বলেন : হে আবু মাসউদ তুমি যাও। কিন্তু আমি যেন তোমাকে কিয়ামতের দিন পিঠের উপর চীৎকাররত উট বহন করে আনতে না দেখি। কারণ দুনিয়াতে যাকাতের মাল আত্মসাত করার জন্য এরূপ শাস্তি হবে। রাবী বলেন : যদি ব্যাপার এরূপ হয়, তবে আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করব না। তখন নবী ﷺ বলেন : এমতাবস্থায় আমি তোমাকে এ কাজের জন্য জবরদস্তি করব না।

১৫১. بَابُ فِي مَا يَلْزِمُ الْأِمَامُ مِنْ أَمْرِ الرِّعِيَةِ وَالْإِحْتِجَابِ عَنْهُمْ

১৫১. অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রনায়কের উপর নাগরিকদের অধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব

২৭২৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمَرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى

مَعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا اتَّعَمْنَا بِكَ أَبَا فَلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أَخْبَرَكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ ثَوْنٌ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمُ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَوْنٌ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ .

২৯৩৮. সুলায়মান ইব্ন আবদির রাহমান দিমাশকী (র.)... আবু মারযাম আযদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফিয়ানের নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেন : আমাদের কাছে তোমার আগমনে স্বাগতম, হে অমুক ! আরবরা মেহমানদের এভাবে খোশ আমদেদ জানাত। তখন আমি তাকে বলি : আমি একটা হাদীছ শুনেছি, যা আমি আপনাকে অবহিত করছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন, সে যদি লোকদের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে তাদের জরুরী ব্যাপারগুলি পূর্ণ করে, তবে আল্লাহও তার প্রয়োজনের সময় সাড়া দিয়ে তার কাজকে পূর্ণ করে দেন। রাবী বলেন : এ কথা শোনার পর তিনি [মু'আবিয়া (রা.)] লোকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য একজন লোক নিয়োগ করেন।

২৯৩৯. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَوْتَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمْهُ إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضْعُ حَيْثُ أُمِرْتُ .

২৯৩৯. সালামা ইব্ন শাবীব (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার তরফ হতে তোমাদেরকে না কিছু দেই এবং না কিছু আটকিয়ে রাখি। বরং আমি তো খাযাঈ মাত্র। যেখানে হুকুম হয়, আমি সেখানেই খরচ করি।

২৯৪০. حَدَّثَنَا النَّفِثِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّثَانِ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَتَى فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقُّ بِهَذَا الْفَتَى مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقُّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَا عَلَى مَنَازِلَنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُهُ فَالرَّجُلُ وَقِدْمُهُ وَالرَّجُلُ وَيَلَاؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ .

২৯৪০. নুফায়লী (র.)... মালিক ইব্ন 'আওস ইব্ন হাদছান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা 'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) মালে গনীমত সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেন যে, আমি তোমাদের চাইতে অধিক মালে গনীমতের হকদার নই এবং আমাদের কেউ-ই একের চাইতে

অপরের অধিক হক রাখে না। বরং আমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত আছি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বন্টন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ইসলাম কবুলের দিক হতে পুরাতন, কেউ বীর-যোদ্ধা, কেউ অধিক পরিবার-পরিজনের মালিক এবং কেউ মুখাপেক্ষী। কাজেই তিনি ﷺ সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী মালে গনীমত বন্টন করতেন।

১৫২. بَابُ فِي قِسْمِ الْفَيْ

১৫২. অনুচ্ছেদ : বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত বন্টন সম্পর্কে

২৭৬১. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ أَخْبَرَنِي أَبِي نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ .

২৯৪১. হারুন ইবন যায়দ ইবন আবী যারকা (র.)... যায়দ ইবন আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হন। তখন তিনি [মু'আবিয়া (রা.)] তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : হে আবু 'আবদুর রাহমান ! তোমার কি প্রয়োজন ? তখন তিনি বলেন : আপনি আযাদপ্রাপ্ত গোলামদের হিসসা প্রদান করুন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি যে, তিনি আযাদপ্রাপ্ত গোলামদের অংশ, গনীমতের মাল হিসাবে আগত সম্পদ হতে আগে দেওয়া শুরু করতেন।

২৭৬২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى نَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِظَبْئِيَةٍ فِيهَا خَزْرٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ .

২৯৪২. ইব্রাহীম ইবন মুসা রায়ী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ-এর নিকট এমন একটি থলে আসে, যাতে একটি আংটিও ছিল। তখন তিনি তা আযাদকৃত দাস ও দাসীদের মাঝে বন্টন করে দেন।

'আইশা (রা.) আরো বলেন : আমার পিতা [আবু বাকর সিদ্দীক (রা.)]ও আযাদ ও গোলামদের মাঝে গনীমতের অতিরিক্ত সম্পদ বন্টন করে দিতেন।

২৭৬৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْأَهْلَى حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا زَادَ بَنُ الْمُصَفَّى قَدْعَيْنَا وَقَدْ أَدْعَى قَبْلَ عَمَارٍ قَدْعَيْتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا .

২৯৪৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)... 'আওফ ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কোন মালে-গনীমত আসতো, তখন তিনি সেদিনই তা বন্টন করে দিতেন। তিনি বিবাহিত ব্যক্তিদের দু'অংশ এবং অবিবাহিত ব্যক্তিদের এক অংশ দিতেন।

রাবী ইব্ন মুসাফ্ফা এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে আহ্বান করা হতো এবং 'আম্মার (রা.)-এর আগেই আমাকে ডাকা হতো। অতঃপর যখন আমাকে ডাকা হলো, তখন তিনি আমাকে দু'অংশ প্রদান করেন। কেননা আমার পরিবার-পরিজন ছিল। এরপর 'আম্মার ইব্ন ইয়াসিরকে ডাকা হয় এবং তাঁকে একটি অংশ দেওয়া হয়, (এ জন্য যে, তার পরিবার-পরিজন ছিল না)।

১৫৩. بَابُ فِي أَرْزَاقِ الذَّرِيَّةِ

১৫৩. অনুচ্ছেদ : মুসলমানদের সন্তান-সন্ততিদের খোরপোশ প্রদান সম্পর্কে

۲۹۴۴ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَهُلَّهُ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضِيَاعًا فَالْيَ وَعَلَى .

২৯৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)... জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজের সন্তার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি কোন মাল রেখে মারা যায়, তা তার পরিবার-পরিজনের। আর যে ব্যক্তি কোন দেনা ও সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে, তা আমার এবং আমি তাদের যিম্মাদার।

۲۹۴۵ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَالْيَنَّا .

২৯৪৫. হাফস ইব্ন 'উমার (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ধন-সম্পদ রেখে মারা যাবে, তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের। আর যে কেউ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে, তাদের সার্বিক দায়িত্ব আমার।

২৭৬৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ أَنَا أَوَّلِي بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دِينًا فَالِيَ وَمَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلُورَتِهِ .

২৯৪৬. আহমদ ইবন হাশল (র.)... জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন : আমি প্রত্যেক মুমিনদের জন্য তার নিজের সত্তার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। তাই, যদি কেউ মারা যায় এবং সে দেনা রেখে যায়, তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যাবে, তবে তা তাঁর পরিবার-পরিজন বা ওয়ারিছদের জন্য।

১৫৬. بَابُ مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمَقَاتِلَةِ

১৫৪. অনুচ্ছেদ : কত বছর বয়সের যোদ্ধার জন্য যুদ্ধে প্রাণ মালে গনীমতের হিসসা নির্ধারণ করা হয়

২৭৬৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى نَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أَحَدٍ ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجْزِهِ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ .

২৯৪৭। আহমদ ইবন হাশল (র.)... ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উহদের যুদ্ধের সময় তাঁকে নবী ﷺ -এর নিকট হাযির করা হয় এবং সে সময় তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি তাঁকে অনুমতি দেন নি। এরপর পনের বছর বয়সে খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন তাঁকে নবী ﷺ -এর নিকট হাযির করা হয়, তখন তিনি ﷺ তাকে অনুমতি দেন।

১৫৫. بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ الْأِفْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

১৫৫. অনুচ্ছেদ : শেষ যামানায় অংশ নির্ধারণের কুফল সম্পর্কে

২৭৬৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَوَارِجِ نَا سَلِيمُ بْنُ مُطِيرٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُطِيرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ نَوَاءً أَوْ حَضَضًا فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا تَجَافَيْتُمْ قُرَيْشَ عَلَى الْمَلِكِ وَكَانَ عَنْ دِينٍ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ مُطِيرٍ .

২৯৪৮. আহমদ ইব্ন আবী হুযায়ী (র.)... আবু মুতায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে 'সুওয়ায়দা' নামক স্থানে পৌঁছে দেখতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি ঔষধ অথবা তিক্ত-ঔষধ অন্বেষণ করছে। তখন সে ব্যক্তি বলে : আমাকে এমন এক ব্যক্তি খবর দিয়েছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করেছেন যে, তিনি ﷺ বিদায় হজ্জের সময় লোকদের ওয়ায করছিলেন এবং তিনি তাদেরকে আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন : হে লোক সকল ! তোমরা নেতার দান ততক্ষণ গ্রহণ করবে, যতক্ষণ তা দান থাকে, (অর্থাৎ শরীয়ত মত যতক্ষণ তা বন্ডিত হবে)। আর কুরায়শরা যখন নেতৃত্ব পাওয়ার আশায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং দান কর্ত্তের আকারে পাওয়া যাবে, তখন তোমরা তা পরিত্যাগ করবে।

২৯৪৯. হিশাম ইব্ন 'আম্মার (র.)... সুলায়ম ইব্ন মুতায়র (রা.), যিনি 'কুরা' নামক উপত্যকার অধিবাসী, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন : আমি জনৈক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিদায় হজ্জের সময় বলতে শুনেছি, যখন তিনি ﷺ লোকদেরকে আদেশ ও নিষেধাবলী সম্পর্কে অবহিত করার এক পর্যায়ে বললেন : ইয়া আন্নাহ ! আমি আপনার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। তখন তারা (সাহাবীরা) বলেন : হাঁ, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর তিনি ﷺ বলেন : যখন কুরায়শরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হবে এবং দান ঘুমের পর্যায়ে চলে আসবে, তখন তোমরা ঐ দান গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। তখন জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করে : ইনি কে ? তারা বলে : ইনি হলেন যুয-যাওয়াইদ যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী।

১০৬. بَابُ فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

১৫৬. অনুচ্ছেদ : দানপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের নাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা

২৯৫০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا إِبرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ جَيْشًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرْضِ فَارِسٍ مَعَ

১. অর্থাৎ রাজত্ব লাভের জন্য যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে, আর যে অংশ গনীমতের মালের অংশ হওয়া উচিত, তা সিপাহীরা তাদের বেতনের বদলে পারে, তখন তোমরা ঐ দান গ্রহণ করবে না। কেননা, এখন উহা আর মালে গনীমত নয়।

أَمِيرِهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعَقِّبُ الْجِيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ فَشَغَلَ عَنْهُمْ عُمَرُ فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلَ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الشَّغْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا عُمَرُ إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَةِ بَعْضًا .

২৯৫০. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) : একদল আনসার সৈন্য তাদের সিপাহসালারের নেতৃত্বে পারস্য দেশে মোতায়েন ছিল। 'উমার (রা.) প্রতি বছর একদল সেনাকে তাদের অবস্থান থেকে ফিরিয়ে আনতেন এবং অন্য একদল সেখানে পাঠাতেন। একবার 'উমার (রা.) তাদের ব্যাপারে (কর্ম-ব্যস্ততার দরুন) উদাসীন হয়ে পড়েন। ফলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ায় উক্ত সেনাবাহিনী তাঁর নির্দেশ ছাড়াই তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে চলে আসে। এতে তিনি ['উমার (রা.)] তাঁদের প্রতি রাগান্বিত হন এবং তাঁদের ভীতি প্রদর্শন করেন, অথচ তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী। তখন তাঁরা বলেন : হে 'উমার! আপনি তো আমাদের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছেন এবং আপনি আমাদের ব্যাপারে ঐ নিয়ম পরিত্যাগ করেছেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা বাহিনী প্রেরণ এবং অপরটি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পালন করতেন।

২৯৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِدٍ نَا الْوَلِيدُ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي فِيْهَا حَدَّثَهُ ابْنُ لُعْدِيٍّ مِّنْ عَدِيٍّ الْكَنْدِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيِّ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا مُّوَافِقًا لِّقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ فَرَضَ الْأَعْطِيَّةَ وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ نِمْةً بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَزِيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيْهَا بِخُمْسٍ وَلَا مَغْنَمٍ .

২৯৫১. মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র.)... আদী কিন্দী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা 'উমার ইব্ন আবদুল 'আযীয (র.) এ মর্মে একটা লিখিত নির্দেশ জারী করেন যে, যে ব্যক্তি জানতে চায় যে, গনীমতের মাল কোথায় খরচ করতে হবে? সে যেন জেনে রাখে, (তা ঐ সব স্থানে ব্যয় করতে হবে), যে স্থানে 'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) ব্যয় করতে হুকুম দিয়েছিলেন। কেননা মুসলমানরা তাঁর নির্দেশকে নবী ﷺ-এর হুকুম অনুযায়ী ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা হক বা সত্যকে 'উমার (রা.)-এর যবান ও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। বস্তুত তিনি দানের খাত নির্ধারিত করেন, জিযিয়ার বিনিময়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শান্তি ও নিরাপত্তার যিম্মাদারী গ্রহণ করেন। এতে তিনি খুমুস্ (এক-পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত করেন নি এবং একে গনীমতের মালের মধ্যেও शामिल করেন নি।

২৭৫২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَزَاهِيرٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مَلْحُولٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ .

২৯৫২। আহমদ ইবন য়ুনুস (র.)... আবু য়ারর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা 'উমার (রা.)-এর যবানে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা দিয়ে তিনি কথা বলে থাকেন।

১৫৭. بَابُ فِي صَفَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَمْوَالِ

১৫৭. অনুচ্ছেদ : গনীমতের মাল হতে কিছু মাল রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য বেছে নিতেন, সে সম্পর্কে

২৭৫৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ الْمَعْنَى قَالَا نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَدَّثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مَفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ فَقَالَ حِينَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَامَالِ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِّنْ قَوْمِكَ وَإِنِّي قَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِشَيْءٍ فَأَقْسِمُ فِيهِمْ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتُ غَيْرِي بِذَلِكَ فَقَالَ خُذْهُ فَجَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا يَعْنِي عَلِيًّا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَجَلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَارْحَهُمَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ خِيَلَ أَنَّهُمَا قَدَمَا أَوْلَيْكَ النَّفَرُ لَذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ ابْتَذْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَوْلَيْكَ الرَّهْطُ فَقَالَ أَنْشِدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بَادَنَاهُ تَقَوْمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً فَقَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشِدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بَادَنَاهُ تَقَوْمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً

فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَصَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخْصْ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ
فَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَفَاءَ عَلَى
رَسُولِهِ بَنَى النَّضِيرِ قَوْلَهُ مَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةً سَنَةً أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسُوءَ الْمَالِ ثُمَّ
أَقْبَلَ عَلَى أَوْلَيْكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بَادَنِي تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ
تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَنْشِدُكُمْ
بِاللَّهِ الَّذِي بَادَنِي تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا تُوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ
مِثْرَاكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِثْرَاتِ امْرَأَتِهِ مِنْ أَيْيَهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيَّتُهَا
أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا تُوَفَّى أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَوَلِيَّتُهَا مَا
شَاءَ اللَّهُ أَنْ إِلَيْهَا فَجِئْتُ أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرٌ كَمَا وَاحِدٌ فَسَأَلْتُمَانِيهَا فَقُلْتُ
أَنْ شِئْتُمَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَهْدُ اللَّهِ أَنْ تَلِيَاهَا بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَلِيهَا فَأَخَذْتُمَا هَامِنِي عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَاللَّهُ لَا
أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّ أَهَا إِلَيَّ قَالَ أَبُو
دَاوُدَ وَأَنْتُمَا سَأَلَاهُ أَنْ يَكُونَ يُصِيرُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَا أَنْهُمَا جَهْلًا عَنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَأَنْهُمَا كَانَ لَا يَطْلُبَانِ إِلَّا الصَّوَابَ فَقَالَ عُمَرُ لَا
أَوْقِعْ عَلَيْهِ اسْمُ الْقِسْمِ أَدْعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ .

২৯৫৩. হাসান ইব্ন 'আলী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুয়া ইব্ন ফারিয় মা'না (র.)...মালিক ইব্ন হাদাছান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা 'উমার (রা.) দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হই এবং তাঁকে চাদর শূন্য একটা বিছানার উপর উপবিষ্ট দেখতে পাই। যখন আমি তাঁর কাছে পৌছাই, তখন তিনি আমাকে

বলেন : হে মালিক ! তোমার সম্প্রদায়ের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদের কিছু মাল দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এখন তুমি তা তাদের মাঝে বন্টন করে দাও। আমি বললাম : আমাকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কাউকে একাজের নির্দেশ দিতেন, (তবে ভাল হতো)। তখন তিনি বললেন : তুমি-ই এ দায়িত্ব গ্রহণ কর। এ সময় ইয়ারফা^১ (রা.) সেখানে হাযির হয়ে বলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য 'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা.), আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.), যুযায়র ইব্ন 'আওয়াম (রা.) এবং সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন : হাঁ, তাদেরকে আমার কাছে আসতে দাও। তখন তাঁরা সেখানে প্রবেশ করে। পরে 'ইয়ারফা উপস্থিত হয়ে বলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার নিকট 'আব্বাস (রা.) ও 'আলী (রা.) আসার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন। তখন তিনি ['উমার (রা.)] বললেন : তাদের আসতে দাও। পরে এ দু'জনও তাঁর নিকট হাযির হন। 'আব্বাস (রা.) বলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আমার ও ঐর মধ্যকার ব্যাপারটি ফয়সালা করে দিন। তখন উপস্থিত লোকদের থেকে জনৈক ব্যক্তি বলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন ! ঐদের ব্যাপারটি মীমাংসা করে দিন এবং এদের উপর রহম করুন।^২

মালিক ইব্ন আওস (রা.) বলেন : আমার ধারণা 'আব্বাস (রা.) এবং 'আলী (রা.) এ ব্যাপারের জন্য পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের আগেই প্রেরণ করেন। তখন 'উমার (রা.) বলেন : ব্যস্ত হবেন না, ধৈর্য ধরুন, শান্ত হন। অতঃপর তিনি 'উছমান (রা.) ও অন্যদের সম্বোধন করে বলেন : আমি আপনাদের সেই আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও যমীন স্থির আছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমরা (নবীরা) কোন মীরাছ রেখে যাই না; বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা। তখন তাঁরা বলেন : হাঁ। অতঃপর তিনি 'আলী (রা.) ও 'আব্বাস (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন : আমি আপনাদের উভয়কে সে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও যমীন কায়েম আছে, আপনারা কি অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ বলেছেন : আমরা মীরাছ রেখে যাই না, বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা। তখন তাঁরা উভয়ে বলেন : হাঁ। তিনি ['উমার (রা.)] বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এমন কিছু খাস বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন, যা অন্য আর কাউকে দেননি। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ “আর যা কিছু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তাদের নিকট হতে, তা লাভের জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট পরিচালিত করনি; বরং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের বিজয়ী করেন যার উপর তিনি ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ্ হলেন সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

১. আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বনু-নযীর, খায়বর ও ফিদাকের যে সম্পদ দান করেছিলেন, হযরত আব্বাস (রা.) ও 'আলী (রা.) সে সম্পদে তাঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ দাবী করছিলেন।

বস্তুত আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -কে বনু নযীর গোত্রের মাল প্রদান করেছিলেন। আল্লাহর শপথ ! তিনি ﷺ এই মালের উপর তোমাদের একচেটিয়া স্বাধীন প্রদান করেননি এবং তোমাদের বাদ দিয়ে অন্য কেউ তা গ্রহণ করেনি। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ তো এই মাল হতে তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত এক বছরের খরচের পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করতেন এবং অবশিষ্ট মাল অন্যান্য গনীমতের মালের অনুরূপ হতো। অতঃপর তিনি [‘উমার (রা.)] তাঁদের সম্বোধন করে বলেন : আমি আপনাদের সেই আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যার হুকুমে আসমান ও যমীন কায়েম আছে, আপনারা কি এটা অবগত আছেন ? তখন তাঁরা বলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি ‘আব্বাস (রা.) ও ‘আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন : আমি আপনাদের উভয়কে সেই আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যার হুকুমে আসমান ও যমীন স্থির আছে, আপনারা কি এটা অবগত আছেন ? তখন তাঁরা (দু’জনে) বলেন : হ্যাঁ। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকালের পর [আবু বকর (রা.) যখন খলীফা নির্বাচিত হন], তখন আবু বকর (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খলীফা। তখন আপনি (হে আব্বাস) এবং এ ব্যক্তি [‘আলী (রা.)] আবু বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। এ সময় আপনি আপনার ভাতিজার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বের দাবি করছিলেন এবং ইনি তাঁর স্ত্রীর সম্মানিত পিতা [রাসূলুল্লাহ ﷺ] -এর মীরাছ দাবি করছিলেন। তখন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা (নবীরা) মীরাছ রেখে যাই না; বরং আমরা যা ছেড়ে যাই, তা হলো সাদকা। আর আল্লাহ জানেন, আবু বকর (রা.) ছিলেন সত্যবাদী, নেকবৃত্ত, সত্য পথের দিশারী এবং সত্যের অনুসারী। এরপর আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আবু বকর (রা.)-এর ইনতিকালের পর, আমি খলীফা মনোনীত হওয়ার পর বলি : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে এ মালের তত্ত্বাবধায়ক।

আর আমি মালের তত্ত্বাবধায়ক ততদিন থাকব, যতদিন আল্লাহ চান। এখন আপনারা দু’জন এসেছেন এবং আপনারা একই খেয়ালের অধিকারী। আপনারা আমার নিকট উক্ত মাল দাবী করছেন। আমার বক্তব্য এই যে, যদি আপনারা চান, তবে এ শর্তের উপর আমি এ মাল আপনাদের দেব যে, “আপনারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবেন যে আপনারা এ মালের দেখাশুনা এরূপই করবেন, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন।”

আপনারা এ শর্তের উপর এ মাল আমার নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। আর এখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট এ জন্য হাযির হয়েছেন যে, আমি যেন এর বিপরীত কোন ফয়সালা করি।

আল্লাহর শপথ ! আমি যে ফয়সালা দিয়েছি, তাছাড়া অন্য কোন ফয়সালা আমি কিয়ামত পর্যন্ত দেব না। অবশ্য আপনারা যদি এ সম্পদ যথাযথরূপে দেখাশুনা করতে অপারগ হন, তবে এর দেখাশুনার দায়িত্ব আবার আমার উপর ন্যস্ত করুন। আবু দাউদ (র.) বলেন : তাঁরা দু’জন তাঁর কাছে এ দরখাস্ত করেন যে, এর দেখাশুনার দায়িত্ব আমাদের মাঝে বন্টন করে দেন। আর এরূপ নয় যে, তারা নবী ﷺ -এর হাদীছ : “আমরা মীরাছ রেখে যাই না; বরং আমরা যা ছেড়ে যাই, তা হলো সাদাকা”, সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। বস্তুত তাঁরা উভয়ে তাঁদের প্রাপ্যের প্রত্যাশায় ছিলেন। তখন

উমার (রা.) বলেন : আমি এ সম্পদের উপর বন্টনের নাম আসতে দেব না, বরং আমি একে এর প্রথম অবস্থার উপর ছেড়ে দেব।

২৭৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ نُؤَيْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَوْسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَهُمَا يَعْنِي عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَرَادَ أَنْ لَا يُوقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ قَسَمٍ .

২৯৫৪. মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দ (র.)...মালিক ইবন 'আওস (রা.) উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন : তাঁরা উভয়ে অর্থাৎ 'আলী (রা.) ও 'আব্বাস (রা.) ঐ মালের ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হন, যা আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -কে বন্ নযীর গোত্রের ধন-সম্পদ হতে প্রদান করেছিলেন।

আবু দাউদ (র.) বলেন : 'উমার (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তাতে যেন বন্টনের নাম না আসে। কেননা বন্টনযোগ্য তো ঐ সম্পদ, যাতে মালিকানা বর্তায়। আর এ মালে মালিকানা বর্তায়নি।

২৭৫৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ أَنَّ سَفْيَانَ بْنَ عَيِّنَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بِنِ الْحَدَّثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ يَنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قُوَّةً سَنَةً فَمَا بَقِيَ جَعَلَ فِي الْكُرَاعِ وَغَدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ يَنْفِقُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ .

২৯৫৫. 'উছমান ইবন আবী শায়বা ও আহমদ ইবন 'আবদা (রা.)... 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : বন্ নযীর গোত্রের মালামাল ঐ ধন-সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদান করেছিলেন এবং ঐ সম্পদ হাসিলের জন্য মুসলমানরা তাঁদের ঘোড়া ও উট পরিচালিত করেন নি (অর্থাৎ বিনাযুদ্ধে ঐ মাল হস্তগত হয়েছিল)। বস্তুত ঐ সমস্ত মালামাল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য খাস ছিল। তিনি ঐ সম্পদ নিজের পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করতেন।

রাবী ইবন 'আবদা বলেনঃ তিনি ﷺ ঐ মাল হতে তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য এক বছরের খরচ নির্বাহ করতেন এবং অবশিষ্ট মাল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ঘোড়া, উট ইত্যাদি পশু ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতেন।

রাবী ইবন 'আবদা আরো বলেন : তিনি ﷺ অবশিষ্ট মাল দিয়ে যুদ্ধের নিমিত্ত উট, ঘোড়া ইত্যাদি এবং যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করতেন।

২৭০৬ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةٌ قَرَأَى عُرَيْنَةُ فَذَكَ وَكَذَا وَكَذَا مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَالَّذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ الْإِيمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاسْتَوْعِبْتُ هَذِهِ الْآيَةَ النَّاسِ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِيهَا حَقٌّ قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ حَظٌّ إِلَّا بَعْضُ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرْقَائِكُمْ .

২৯৫৬. মুসাদ্দাদ (র.)...যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ‘উমার (রা.) বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী : “আর আল্লাহ যা কিছু তাঁর রাসূল ﷺ-কে প্রদান করেছেন, তাদের নিকট হতে তা লাভের জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট পরিচালিত করনি।

যুহরী বলেন, ‘উমার (রা.) বলেছেন : এই ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাস ছিল, যা হলো-‘উরায়না নামক গ্রাম, ফিদাক ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় আয়াত-যার অর্থ হলো : “আল্লাহ তাঁর রাসূলকে গ্রামবাসীদের নিকট হতে যা কিছু প্রদান করেছেন, তা হলো-আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, নিকটাত্মীদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের জন্য। আর ঐ সমস্ত ফকীরের জন্য, যারা তাদের ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছে এবং যারা তাদের পরে এসেছে (ইসলাম কবুলের পর, দারুল ইসলামে)।” উক্ত আয়াতের বর্ণিত ছক্কে সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা शामिल আছে এবং মালে গনীমতের হকদার কোন মুসলমান বাদ পড়েনি।

রাবী আইয়ূব অথবা যুহরী বলেন : এই গনীমতের মালে সকলের হক আছে, তবে তারা ব্যতীত, যে সব দাস-দাসীর তোমরা মালিক।

২৭০৭ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهَرِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِمْ كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ كَانَ فِيهِمَا اجْتِمَاعٌ بِهِ عُمَرُ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِابْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءٌ لِنَفَقَةِ أَهْلِهَا فَمَا فَضُلٌ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهَا جَعَلَهُ بَيْنَ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ .

২৯৫৭. হিশাম ইবন 'আম্মার (র.)...মালিক ইবন 'আওস ইবন হাদাছান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমার (রা.)-এর দলীল হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য তিন প্রকারের মালে গনীমত খাস ছিল-যা বনু নযীর, খায়বর ও ফিদাক নামে পরিচিত। সুতরাং যে মাল তিনি বনু নযীর থেকে প্রাপ্ত হন, তা তাঁর প্রয়োজনের জন্য খাস ছিল। আর তিনি ﷺ ফিদাক হতে যা লাভ করেছিলেন, তা ছিল মুসলমানদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য এবং খায়বরে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন ভাগে বিভক্ত করতেন, যার দু'অংশ সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় হতো এবং অপর ভাগ তাঁর ﷺ পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় হতো। আর তাঁর ﷺ পরিবার-পরিজনদের ব্যয় নির্বাহের পর যে মাল বাকী থাকত, তা তিনি গরীব মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

২৭৫৮. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهُمْدَانِيُّ نَا اللَّيْثُ بْنُ أَسْعَدَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِثْرَانَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفِدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسٍ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا عَمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا .

২৯৫৮. ইয়াযীদ ইবনে খালিদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন মাওহাব হামদানী (র.)... নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) কোন এক ব্যক্তিকে আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাল হতে নিজের মীরাছ চাওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ মদীনাতে ও ফিদাকে যা প্রদান করেছিলেন এবং খায়বরে প্রাপ্ত মালের এক-পঞ্চমাংশ বাদে বাকী যে অংশ রেখে গিয়েছেন [তা থেকে প্রাপ্ত আমার অংশ যেন আবু বাকর (রা.) আমাকে দিয়ে দেন।

তখন আবু বকর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “আমরা (নবীরা) মীরাছ রাখি না; বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা।” মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার-পরিজন এ মাল হতে খেতে পারবে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাদকা হতে কোন কিছুই পরিবর্তন করতে পারব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে যেক্রপ ছিল, সেক্রপই থাকবে। এ ব্যাপারে আমি শুধু এতটুকু করতে পারি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন। এভাবে আবু বাকর (রা.) ঐ মাল হতে ফাতিমা (রা.)-কে কোন কিছু দিতে অস্বীকার করেন।

২৯৫৭ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحُمْصِيُّ نَا أَبِي نَاشِعِيبُ بْنُ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَقَاطِمَةُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفِدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَنْوَرْتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً وَإِنَّمَا يَأْكُلُ أُلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ يَعْني مَالِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمَأْكُلِ .

২৯৫৯. 'আমর ইব্ন উছমান হিমসী (র.)...নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন ফাতিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনা ও ফিদাকের সাদকা এবং খায়বরের সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশের পর বাকী অংশ দাবী করেন, 'আইশা (রা.) বলেন : তখন আবু বকর (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমরা (নবীরা) মীরাছ রেখে যাই না; বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা। অবশ্য মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ এ মাল হতে ভক্ষণ করতে পারবে, অর্থাৎ আল্লাহর মাল হিসাবে। আর তারা খাদদ্রব্য ছাড়া কিছুই পাবে না।

২৯৬০ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ قَابِي أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخَشَى أَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْيَغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلَى عَلَيْهَا وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفِدَكَ فَامْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لِحَقْوَقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ .

২৯৬০. হাজ্জাজ ইব্ন আবী ইয়াকুব (র.)...উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'আইশা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন ফাতিমা (রা.) তাঁর মীরাছ দাবী করেন, তখন আবু বকর (রা.) তাঁকে মীরাছ দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন : যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন, আমি কখনো তা পরিত্যাগ করব না। কেননা আমার ভয় হয়, যদি আমি তার কিছু পরিত্যাগ করি, তবে হয়তো গুমরাহ হয়ে যাব [আবু বাকর (রা.)-এর ইনতিকালের পর] 'উমার (রা.) তাঁর ﷺ মদীনার সাদকার মাল 'আব্বাস (রা.) এবং 'আলী (রা.)-এর নিকট সোপর্দ করেন, যার উপর 'আলী (রা.) দখল নিয়েছিলেন। আর ফিদাক ও খায়বরের মাল 'উমার (রা.) নিজের কর্তৃত্বে রেখে দেন এবং বলেন : এ দু'প্রকারের মালামাল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাদকা, যা

তার ﷺ বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ হতো। একই ভাবে এ দু'প্রকারের মাল খরচ করার ইখতিয়ার তাঁকে দেওয়া হয়, যিনি রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন। বস্তুত এ সময় হতে খিলাফতের শেষ সময় পর্যন্ত ফিদাক ও খায়বরের মাল এভাবে খরচ হতে থাকে, যেভাবে তিনি ﷺ তা খরচের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২৭৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ قَالَ صَالِحُ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ فِدَاكَ وَقُرَى قَدْ سَمَّاهَا لَا أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرُ قَوْمًا آخَرِينَ فَأَرْسَلُوهُ إِلَيْهِ بِالصَّلْحِ قَالَ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ يَقُولُ بَغِيرٍ قَتَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَالِصًا لَمْ يَفْتَحُوهَا عَنْوَةً أَفْتَتَحُوهَا عَلَى صَلْحٍ فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارُ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِمَا حَاجَةٌ.

২৯৬১. মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দ (র.)...যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর বাণী যে, “তোমরা যারা তার জন্য ঘোড়া এবং উট পরিচালিত করনি; (বরং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তা তাঁকে প্রদান করেন)। এ আয়াত সম্পর্কে রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিদাক এবং গ্রামবাসীদের সাথে তখন সন্ধি করেন, যখন তিনি অপর একটা সম্প্রদায়কে অবরোধ করেছিলেন। তখন সেখানকার লোকেরা সন্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে প্রস্তাব পেশ করে। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : তোমরা ঐ মাল হাসিল করার জন্য ঘোড়া এবং উট পরিচালিত করনি; বরং বিনাযুদ্ধে তোমরা তা লাভ করেছিলে।

যুহরী (রা.) বলেন : বনু নযীর গোত্র থেকে প্রাপ্ত মাল নবী ﷺ-এর জন্য খাস ছিল। কেননা তা যুদ্ধের দ্বারা হাসিল হয়নি; বরং সন্ধির দ্বারা হয়েছিল। বস্তুত নবী ﷺ ঐ সম্পদ মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন এবং আনসারদের অভাবী দু'ব্যক্তি ছাড়া তিনি আর কাউকে কিছুই প্রদান করেননি।

২৭৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا جَرِيرٌ عَنْ الْمَغِيرَةِ قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتَخْلَفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فِدَاكَ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ وَيَزُوجُ مِنْهَا أَيْمَهُمْ وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا قَابِلِي فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى أَبُو بَكْرٍ عَمَلًا فِيهَا بِمَا عَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى عُمَرُ

عَمَلٍ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ اقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ قَالَ عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ لَيْسَ لِي
بِحَقٍّ وَإِنِّي أَشْهَدُ كُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَنْ كَانَتْ يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৯৬২. আবদুল্লাহ ইবন জাররাহ (র.)... মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ‘উমার ইবন আবদিল ‘আযীয খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর বনু মারোয়ানকে সমবেত করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ফিদাকের আয় হতে পরিবার-পরিজন ও ফকীর-মিসকীনদের ব্যয় নির্বাহ করতেন, বনু হাশিম গোত্রের ছোট বান্ধাদের প্রতি ইহসান করতেন, বিধবা এবং অবিবাহিত নারীদের বিবাহের জন্য খরচ করতেন। একবার ফাতিমা (রা.) তাঁর ﷺ নিকট ফিদাকের সম্পদপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় ঐ সম্পদ ঐরূপেই অবশিষ্ট ছিল। এমনকি তাঁর ইনতিকালের সময় পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু ছিল। অতঃপর আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ফিদাকের ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে ঐ নিয়ম চালু রাখেন, যা নবী ﷺ -এর যামানায় চালু ছিল। এরপর ‘উমার (রা.) যখন এর মূতাওয়ালী নির্বাচিত হন, তখন তিনিও ঐ মালের ব্যাপারে একই নীতি অবলম্বন করেন, যা নবী ﷺ ও আবু বকর (রা.) গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি ‘উমার ইবন খাত্তাব (রা.)-এর মৃত্যু সময়ও ঐ নীতি চালু ছিল। পরে মারোয়ান একে নিজের জায়গীর বানিয়ে নেন। অবশেষে তা ‘উমার ইবন আবদিল ‘আযীয (র.)-এর নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন তিনি এ খেয়াল করেন যে, নবী ﷺ যখন এ মাল ফাতিমা (রা.)-কে প্রদান করেননি, তখন আমার জন্যও তা ভোগ করা উচিত হবে না। সে জন্য আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি : আমি ঐ সম্পদ তার মূল অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি, যেমন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় ছিল। (আর আগে যেভাবে যাদের প্রয়োজনে তা ব্যবহৃত হতো, তেমনি পরেও তা ঐভাবেই ব্যবহৃত হবে)।

২৯৬৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ
أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقَوْمُ
مِنْ بَعْدِهِ .

২৯৬৩. ‘উছমান ইবন আবী শায়বা (র.) আবু তুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ফাতিমা (রা.) আবু বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নিজের হিসসা দাবী করেন। তখন আবু বকর (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, “যখন আল্লাহ তাঁর কোন নবীকে কোন জীবিকা প্রদান করেন, তা তাঁর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির অধিকারে চলে যাবে।

২৭৬৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ .

২৯৬৪. 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার ওয়ারিছরা আমার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে এক দীনারও বন্টন করতে পারবে না। আমি যা কিছু রেখে যাব, তা আমার স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ এবং আমার কর্মচারীর পারিশ্রমিক প্রদানের পর সাদকা হিসাবে পরিগণিত হবে।

২৭৬৫. حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ مَرْزُوقٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ اكْتُبْهُ لِي فَأَتَى بِمِ مَكْتُوبًا مُدْبِرًا دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلَى عَلَى عُمَرَ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ بَطْلَحَةَ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَعْدُ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ ﷺ صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلُهُ وَكَسَاهُمْ أَنَا لَا نُورِثُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ ثُمَّ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ ابْنِ أُوَيْسَ .

২৯৬৫. 'আমর ইবন মারযুক (র.)... আবু বুখতারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জনৈক ব্যক্তি হতে এমন একটি হাদীছ শুনেছিলাম, যা আমার খুবই পসন্দ হয়। তখন আমি তাঁকে বলি : হাদীছটি আমাকে লিখে দিন। তিনি তা স্পষ্টভাবে লিখে আনেন এবং 'আব্বাস (রা.), 'আলী (রা.) এবং 'উমার (রা.)-এর কাছে আনেন। এ সময় তাল্হা (রা.), যুবায়র (রা.), আবদুর রাহমান (রা.) এবং সা'দ (রা.) তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে 'আব্বাস (রা.) এবং 'আলী (রা.) পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হলে 'উমার (রা.) তাল্হা, যুবায়র, আবদুর রাহমান এবং সা'দ (রা.)-কে বলেন : আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "নবী ﷺ-এর মাবতীয় সম্পদ তাঁর পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের খরচ বাদে বাকী সবই সাদকা। আমরা কোন মীরাছ রেখে যাই না। তখন তাঁরা বলেন : হাঁ, ঠিক। তখন 'উমার (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় মাল হতে নিজের পরিবারদের জন্য খরচ করার পর বাকী অংশ সাদকা করে দিতেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর আবু বকর (রা.) দু'বছরের জন্য এর মুতাওয়াল্লী হন। আর তিনি ঐ নীতিই অনুসরণ করেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন।

এরপর রাশী মালিক ইবন 'আওস (রা.)-এর হাদীছের কিছু অংশ বর্ণনা করেন।

২৭৬৬. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدَنَ أَنْ يَبْعَثَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلُهُ تُمْنَهُنَّ بِالمِيرَاثِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ .

২৯৬৬. কা'নাবী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর স্ত্রীগণ 'উছমান (রা.)-কে আবু বাকর সিদ্দীকের নিকট এ জন্য প্রেরণ করেন যে, যাতে তিনি তাঁর নিকট তাঁর স্ত্রীদের 'ছুমুন' বা এক-অষ্টমাংশ মীরাছ দাবী করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাল হতে। তখন 'আইশা (রা.) তাঁদের ডেকে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এরূপ বর্ণনা করেন নি যে, "আমরা মীরাছ রেখে যাই না, বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা।

২৭৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَزَةَ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قُلْتُ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَمْ تَسْمَعَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِصِفَتِهِمْ فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلَّى الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي .

২৯৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন ফারিস (র.)... ইব্ন শিহাব (রা.) উপরোক্ত হাদীছের ন্যায় হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, একদা 'আইশা (রা.) বলেন : তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? তোমরা কি শোননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : আমরা মীরাছ রেখে যাই না, বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা? আর এ ধন-সম্পদ তো কেবল মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের জন্য এবং তাঁর ﷺ নিজস্ব প্রয়োজন ও মেহমানদের মাঝে বিতরণের জন্য। আমার ইনতিকালের পর এ ধন-সম্পদ তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবে, যিনি খলীফা মনোনীত হবেন।

১৫৮. بَابُ فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسَمِ الْخُمْسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

১৫৮. অনুচ্ছেদ : ঐ পঞ্চমাংশ, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল হতে নিতেন, কোথায় কোথায় তা বন্টন করতেন এবং নিকটাত্মীয়দের হক সম্পর্কে

২৭৬৮. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِي

جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ جَاءَهُ وَوَعَثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ يَكْلِمَانِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمْسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لِأَخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَأَ بَتْنًا وَقَرَأَ بَتْنُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جَبْرِ وَلَمْ يُقَسِّمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نُوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقَسِّمُ الْخُمْسَ نَحْوَ قَسَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ يُعْطِيهِمْ قَالَ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ .

২৯৬৮. 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন মায়সারা (র.)... জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি এবং 'উছমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট খুমুসের ব্যাপারে আলোচনার জন্য যাই, যা তিনি বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মাঝে বন্টন করেন। এ সময় আমি জিজ্ঞেস করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি তো আমাদের ভাই বনু মুত্তালিবকে অংশ দিলেন, কিন্তু আমাদের তো কিছু দিলেন না ? অথচ আমাদের ও তাদের সম্পর্ক আপনার সংগে একই ধরনের! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব তো একই। রাবী জুবায়র (রা.) বলেন : তিনি ﷺ বনু আবদুশ্ শাম্স ও বনু নওফলকে এ খুমুস হতে অংশ প্রদান করেননি, যেমন বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে অংশ প্রদান করেছিলেন। আর আবু বকর (রা.)-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ন্যায় খুমুসের অংশ বন্টন করতেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়দের অংশ প্রদান করতেন না, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাদের অংশ দিতেন। রাবী বলেন : 'উমর ইবন খাত্তাব (রা.) তাদের খুমুস থেকে অংশ দিতেন এবং তারপর 'উছমান (রা.)-ও এরূপ করতেন।

২৯৬৯. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نَا جَبْرِ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُقَسِّمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نُوْفَلٍ مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقَسِّمُ الْخُمْسَ نَحْوَ قَسَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُ .

২৯৬৯. 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমর (র.)...জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আবদুশ্ শাম্স ও বনু নওফলকে খুমুস হতে কোন অংশ দেন নি, যেমন তিনি

ﷺ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে দিয়েছিলেন। আর আবু বাকর (রা.)-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বন্টন নীতির ন্যায় (খুমুস) বন্টন করতেন। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট-আত্মীয়দের কোন অংশ দিতেন না, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং তাদের দিতেন। অবশ্য 'উমার (রা.) এবং তাঁর পরবর্তী খলীফারা সকলেই তাদের অংশ প্রদান করতেন।

২৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرِ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَىٰ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَتَّىٰ آتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَا نَنْكُرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطِيتَهُمْ وَتَرَكْنَا وَقَرَأَيْنَا وَقَرِئْنَا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

২৯৭০. মুসাদ্দাদ (র.)...জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ খায়বর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকটাত্মীয়ের অংশ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মাঝে বন্টন করে দেন এবং বনু আবদুশ শামস ও বনু নওফলকে পরিত্যাগ করেন। এ সময় আমি (রাবী) এবং 'উছমান ইবন 'আফ্ফান (রা.) নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হই এবং বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এই তো বনু হাশিম, আমরা এদের ফযীলত অস্বীকার করতে পারি না। কেননা আল্লাহ আপনাকে এ বংশে পয়দা করেছেন। কিন্তু আমাদের ভাই বনু মুত্তালিবের অবস্থা কী যে, আপনি তাদের অংশ দিলেন অথচ আমাদের দিলেন না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি এবং বনু মুত্তালিব জাহিলিয়াতের যুগে এবং ইসলামের যুগে বিচ্ছিন্ন হয় নি। বরং আমরা এবং তারা একই। অতঃপর তিনি ﷺ তাঁর এক হাতের আংগুল অন্য হাতের আংগুলে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বললেন : আমরা এবং তারা তো এভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

২৭৭১. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَجَلِيُّ نَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ فِي ذِي الْقُرْبَىٰ قَالَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

২৯৭১। হুসায়ন ইবন 'আলী 'আজালী (র.)...হাসান ইবন সালিহ সুদী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : (কুরআনে বর্ণিত) নিকটাত্মীয় হ'লো বনু আবদুল মুত্তালিব।

২৭৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبَسَةَ أَنَا يُؤُسُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرْمَزٍ أَنَّ نَجْدَةَ الْحُرُورِيِّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى وَيَقُولُ لِمَنْ تَرَاهُ قَالَ أَنَّ عَبَّاسٍ لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرَضًا رَأَيْنَاهُ ثَوْنًا حَقًّا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَابْتَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ .

২৯৭২. আহমদ ইবন সালিহ (র.)...ইয়াযীদ ইবন হুরমায় (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাজ্জদা-হাক্করী ইবন জুবায়রের ফিতনার (শাহাদাতের) বছর হজ্জ শেষে এক ব্যক্তিকে ইবন আব্বাস (রা.)-এর কাছে নিকটাত্মীয়দের প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেন যে, এদের ব্যাপারে তাঁর অভিমত কী? তিনি বলেন : যাবিল-কুরবা বা নিকটাত্মীয়ের অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আপন জনেরা, যাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং অংশ প্রদান করেছিলেন। আর উমার (রা.) আমাদেরকে তা হতে অংশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাকে আমাদের প্রাপ্য অংশ হতে কম মনে করে ফিরিয়ে দেই এবং আমরা তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করি।

২৭৭৩. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ وَلَئِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُمُسَ الْخُمْسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَوَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَيَوَةَ أَبِي بَكْرٍ وَحَيَوَةَ عُمَرَ فَأَتَيْتُ بِمَالٍ فَدَعَانِي فَقَالَ خُذْهُ فَقُلْتُ لَا أُرِيدُهُ فَقَالَ خُذْهُ فَقُلْتُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ قُلْتُ قَدْ اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .

২৯৭৩. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র.)...আবদুর রাহমান ইবন আবু লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে 'খুমুস'-এর 'খুমুস' অংশে মুতাওয়ালী বানান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর খাস ব্যক্তিদের জন্য ব্যয় করতেন। আর এ ভাবেই আমি সে মাল আবু বকর (রা.) এবং উমার (রা.)-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত খরচ করতে থাকি। এরপর উমার (রা.)-এর শাসনামলে তাঁর নিকট কিছু মাল আসে, তখন তিনি আমাকে বলেন : তুমি এই মাল গ্রহণ কর। আমি বলি : আমি এটা গ্রহণ করতে চাই না। তখন তিনি পুনরায় বলেন : তুমি এটা গ্রহণ কর। কেননা, তুমিই এর যোগ্য পাত্র। তখন আমি বলি : এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। অবশেষে উমার (রা.) সে মাল বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেন।

২৭৭৪ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ نَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ نَا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَقَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ أَنْ تُؤَلِّبَنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْسِمْهُ حَيَاتِكَ كَيْلَا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَسَمْتُهِ حَيَوَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَلَانِيهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ فَأَنَّهُ آتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غَنَى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ فَردَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ حَرَمْنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يَرُدُّ عَلَيْنَا أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًا .

২৯৭৪. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)... 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি, 'আব্বাস (রা.), ফাতিমা এবং যায়দ ইবন হারিছা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী 'খুমস' হতে আমাদের প্রাপ্য অংশটি আমার ইখতিয়ারে দিয়ে দিন, যাতে আমি তা আপনার জীবদশায় বন্টন করে দিতে পারি এবং আপনার ইনতিকালের পর আমাদের কেউ যেন আমার সংগে ঝগড়া করতে না পারে। 'আলী (রা.) বলেন : তখন তিনি ﷺ এরূপ করেন। অতঃপর 'আলী (রা.) বলেন : তখন আমি তা (খুমস) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদশায় বন্টন করে দেই। এরপর আবু বকর (রা.)-ও আমাকে ইখতিয়ার প্রদান করেন। অবশেষে 'উমার (রা.)-এর খিলাফতের শেষ বর্ষ যখন আসে, তখন তাঁর নিকট অনেক ধন-সম্পদ আসে। তিনি আমাদের হক আলাদা করে রাখেন এবং আমাকে ডেকে নেন। তখন আমি বলি : এ বছর আমাদের ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই, আর সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজন আছে। কাজেই আপনি এটা তাদের দিয়ে দিন। তখন 'উমার (রা.) সে সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন। 'উমার (রা.)-এর পরে কেউ আমাকে এ মাল গ্রহণের জন্য আহ্বান করেনি। আমি 'উমার (রা.)-এর নিকট হতে ফিরে এসে 'আব্বাস (রা.)-এর সংগে সাক্ষাত করি। তখন তিনি বলেন : হে 'আলী (রা.) ! তুমি তো আগামী কাল হতে আমাদের বঞ্চিত করে দিলে। এখন আমরা আর কিছুই পাব না। আর 'আব্বাস (রা.) ছিলেন খুবই জ্ঞানী লোক।

২৭৭৫ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنَسَةُ نَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ

الْمُطَّلِبُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رِبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رِبِيعَةَ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ آيْتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُولَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَّغْنَا مِنَ السِّنِّ مَا تَرَى وَاحْبَبْنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ وَلَيْسَ عِنْدَ آبَوَيْنَا مَا يُصَدِّقَانِ عِنَّا فَاسْتَعْمَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَلَنُؤَدِّ إِلَيْكَ مَا يُوَدِّي الْعُمَّالُ وَلِنُصِيبَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مَرْفَقٍ قَالَ فَاتَى الْيَنَّا عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَنَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا وَاللَّهِ لَا يَسْتَعْمَلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رِبِيعَةُ هَذَا مِنْ أَمْرِكَ قَدْ نَلِيتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَحْشُدْكَ إِلَيْهِ فَالْقَى عَلَى رِدَائِهِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَوْمِ وَاللَّهِ لَا أَرِيْمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا أَبْنَاؤُكُمَا بِحُورٍ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَاَنْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ حَتَّى نُوَافِقَ صَلَوةَ الظُّهْرِ قَدْ قَامَتْ فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ ثُمَّ أَسْرَعْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَوْمُئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَعْنَا عِنْدَ الْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَآخَذَ بِأُذُنِي وَأُذُنِي الْفَضْلِ ثُمَّ قَالَ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ فَادْنِ لِي وَالْفَضْلُ فَدَخَلْنَا فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ قَلِيلًا ثُمَّ كَلَّمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ قَدَشَكَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَلَّمَهُ بِالَّذِي أَمَرْنَا بِهِ أَبَوَانَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعَةً وَرَفَعَ بَصَرَهُ قَبْلَ سَقْفِ الْبَيْتِ حَتَّى طَالَ عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْئًا حَتَّى رَأَيْنَا زَيْنَبَ تَلْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ بِيَدَيْهَا تُرِيدُ أَنْ لَا تَعْجَلَا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرِنَا ثُمَّ خَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ ادْعُوَالِي نُوْقَلْ بِنُ الْحَارِثِ فَدَعَى لَهُ نُوْقَلْ بِنُ الْحَارِثِ فَقَالَ يَا نُوْقَلْ أَنْكِحِ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ فَانْكِحْنِي نُوْقَلْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ادْعُوَالِي مُحْمِيَةَ بِنْتُ جَزٍّ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُبَيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُحْمِيَةَ أَنْكِحِ الْفَضْلَ فَانْكِحْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ فَأَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمْسِ كَذَا وَكَذَا لَمْ يُسَمِّ لِي عَبْدُ اللَّهِ ﷺ بِنُ الْحَارِثِ .

২৯৭৫. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)...আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবী'আ ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর পিতা রাবী'আ ইব্ন হারিছ এবং 'আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব, -আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবী'আ এবং ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-কে বলেন যে, তোমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমাদের বয়স হয়েছে, সে সম্পর্কে তো আপনি অবহিত। আমরা বিবাহ করতে ইচ্ছুক।

আর হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সকলের চাইতে অধিক নেককার ও পরোপকারী। আমাদের পিতার কাছে আমাদের বিবাহের দেনমোহর পরিশোধের মত অর্থ নেই। তাই ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাদের সাদকা আদায়ের অফিসার হিসাবে নিয়োগ করুন। অন্য অফিসাররা যা দিয়ে থাকে, আমরাও আপনাকে তা দেব এবং তার মুনাফা আমরা গ্রহণ করব।

রাবী বলেন : এ সময় 'আলী (রা.) সেখানে আসেন। আমরা যখন এ অবস্থায় ছিলাম, তখন 'আলী (রা.) আমাদেরকে বলেন : আল্লাহর শপথ করে বলি যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের কাউকেও সাদকা আদায়ের অফিসার নিয়োগ করবেন না। তখন রাবী'আ বলেন : এতো আপনি নিজের পক্ষ থেকে বলছেন। আপনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামাতা হয়েছেন, এতে আমরা আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত নই। তখন 'আলী (রা.) তাঁর চাদর বিছিয়ে সেখানে শুয়ে পড়েন এবং বলেন : আমি আবুল হাসান, সকলের চাইতে জ্ঞানী। আল্লাহর শপথ ! আমি এ স্থান পরিত্যাগ করব না, যতক্ষণ না তোমাদের সন্তানেরা ঐ কাজ হতে বঞ্চিত হয়ে ফিরে আসে, যার জন্য তোমরা তাদের নবী ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করেছ।

আবদুল মুত্তালিব (রা.) বলেন : আমি এবং ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রা.) যখন তাঁর ﷺ নিকটে পৌঁছাই, তখন যুহরের সালাতের তাকবীর শুরু হয়ে যায়। তখন আমরা লোকদের সাথে (জামাআতে) সালাত আদায় করি। অতঃপর আমি এবং ফযল দ্রুত নবী ﷺ -এর হজরার দিকে ধাবমান হই। এদিন তিনি যয়নব বিন্ত জাহশ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমরা দরওয়াযার নিকট দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে এসে (স্নেহবশত) আমার ও ফযলের কান ধরে বললেন : বল, তোমরা কি বলতে চাচ্ছ।

অতঃপর তিনি ﷺ হজরার মাঝে ফিরে যান এবং আমাকে ও ফযলকে ভিতরে ঢোকান অনুমতি দেন। তখন আমরা ভিতরে প্রবেশ করি এবং একে অন্যকে কথা শুরু করার জন্য বলতে থাকি। অবশেষে আমি কথা শুরু করি অথবা ফযল শুরু করে। রাবী 'আবদুল্লাহ (রা.) এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

'আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবী'আ বলেন : তখন ফযল ঐ কথা পেশ করেন, যা বলার জন্য আমাদের পিতা আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকেন এবং তাঁর দৃষ্টি ছাদের প্রতি নিবদ্ধ করেন। এভাবে অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ায় আমরা মনে করি যে, তিনি এখন কোন জওয়াব দিবেন না। এ সময় আমরা লক্ষ্য করি যে, যয়নব পর্দার পিছন হতে হাতের ইশারায় আমাদের বলছেন যে, আমরা যেন ব্যস্ত না হই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা নীচু করে আমাদের বললেন : এ

সাদকা তো মানুষের ময়লা-আবর্জনা (অর্থাৎ মালের ময়লা), যা মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য হালাল নয়।^১ তোমরা নওফল ইবন হারিছকে আমার কাছে ডেকে আন। তখন তাঁকে তাঁর رَسُولُ اللَّهِ নিকট ডেকে আনা হয়। তিনি তাকে বলেন : হে নওফল ! তুমি আবদুল মুত্তালিবকে তোমার মেয়ের সাথে বিয়ে দাও। তখন নওফল তার মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা মুহমিয়া ইবন জাযাকে আমার কাছে ডেকে আন, যিনি ছিলেন যুবায়দ গোত্রের লোক। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মালে-গনীমতের খুমস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। (মুহমিয়া আসলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি তোমার (মেয়ের সাথে) ফযলের বিয়ে দাও। তখন তিনি বিবাহ দিয়ে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি দাঁড়াও এবং খুমস হতে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ সম্পদ মোহর বাবদ দিয়ে দাও। (রাবী বলেন) : ‘আবদুল্লাহ ইবন হারিছ (রা.) আমার নিকট মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করেননি।

২৭৭৬ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةَ بِنَ خَالِدٍ نَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِّنْ نَّصِيئِي مِّنَ الْمُغَنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِّنَ الْخُمْسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَعَدْتُ رَجُلًا صَوَاغًا مِّنْ بَنِي قَيْنِقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِي بِإِذْخَرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِّنَ الصَّوْغَائِنِ فَاسْتَعَيْنَ بِهِ فِي وَلِيْمَةٍ عَرَسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفِي مَتَاعًا مِّنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِ فَايَ مَنَا خَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَّجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَقْبَلْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا بِشَارِفٍ فِي قَدِّ اجْتَبْتُ اسْمَتَهُمَا وَبَقَرَتُ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنِي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَتْ مِّنْ غَنَائِبِهَا الْإِيَا حَمْزُ لِّلشُّرَفِ النَّوَاءِ . فَوُتِبَ إِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَتْ اسْمَتَهُمَا وَبَقَرَتْ خَوَاصِرَهُمَا فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى ادْخُلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتِي فَاجْتَبَتْ اسْمَتَهُمَا وَبَقَرَتْ خَوَاصِرَهُمَا

১. অর্থাৎ বনু হাশিমদের জন্য সাদাকার মাল খাওয়া বৈধ নয়।

وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرِبَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَدَائِهِ فَارْتَدَّاهِ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةٌ فَاسْتَاذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَأَذَ هُوَ شَرِبَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلُومُ حَمْزَةً فِيمَا فَعَلَ فَأَذَا حَمْزَةٌ تَمْلُ مُحَمَّرَةً عَيْنًا فَنَظَرَ حَمْزَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةٌ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عِبِيدُ لَأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تَمْلُ فَتَكَصَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَقْبَيْهِ الْفُهْقَرَى فَخَرَجَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ .

২৯৭৬. আহমদ ইবন সালিহ (র.)...আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের গনীমতের মাল হতে আমার ভাগে একটা মোটাতাজা উষ্ট্রী পড়ে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুমস হতেও আমাকে একটি হুটপুট উষ্ট্রী প্রদান করেন। অতঃপর আমি যখন ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে বাসর যাপনের ইচ্ছা করি, তখন আমি একজন কর্মকারের সাথে, যিনি বনু কায়নুকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এ ওয়াদা করি যে, সে আমার সাথে যাবে এবং আমি তার কাছে আয়ুখার (এক ধরনের সুগন্ধযুক্ত ঘাস) বিক্রয় করব, যাতে আমি আমার নব-পরিণীতা স্ত্রীর ওয়ালীমার ব্যবস্থা করতে পারি। বস্তুর এ উদ্দেশ্যে যখন আমি আমার উটের জন্য পালান, ঘাস ও রশির যোগাড়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন আমার উষ্ট্রী দুটি এক আনসার সাহাবীর হুজরার পাশে বসা ছিল। এরপর এদের জন্য যা প্রয়োজন ছিল, তা সংগ্রহ করে যখন আমি ফিরে আসি, তখন দেখি যে, তাদের কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে, কোমর ফেড়ে ফেলা হয়েছে এবং কলিজা বের করা হয়েছে। এ অবস্থা দেখে আমি আমার অশ্রু সম্বরণ করতে অক্ষম হই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : এ কাজ কে করলো? তখন লোকেরা বললো : হামযা ইবন আবদিল মুত্তালিব এ কাজ করেছে। যিনি কয়েকজন আনসার সাহাবীর সংগে এ ঘরে আছেন, যারা শরাব পান করছেন এবং জনৈকা গায়িকা তাঁর ও তাঁর সাথীদের সামনে এরূপ গান গাইছে :

“হে হামযা ! উঠ, এবং যে মোটাতাজা উষ্ট্রী উঠানে বাঁধা আছে, ওর হলকুমে ছুরি চালিয়ে ওকে হত্যা করে ফেল এবং ওর পবিত্র অংশ (অর্থাৎ কুঁজ ও কলিজা) ডেগে পাকিয়ে বা ভুনা করে শরাব পানকারীদের জন্য জলদি তৈরী করে দাও।”

হামযা এ গান শুনে তখনই তরবারি দিয়ে ওদের কুঁজ কেটেছে এবং ওদের পেট ফেড়ে ওদের কলিজা বের করে ফেলেছে। ‘আলী (রা.) বলেন : এ খবর জেনে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হই। তখন যায়দ ইবন হারিছা (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা দেখে আমার অবস্থা বুঝতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কি হয়েছে ? তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আজকের মত কোন

অবস্থা আমার জীবনে আর আসেনি। হাম্মা আমার উষ্ট্রীর উপর এরূপ অত্যাচার করেছে যে, ওদের কুঁজ ফেড়ে ফেলেছে এবং পেট কেটে ফেলেছে। আর সে শরাবীদের সাথে এ ঘরে উপস্থিত আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর চান এবং তা গায়ে চড়িয়ে রওয়ানা হন। আমি এবং যায়দ ইব্ন হারিছা তাঁর ﷺ অনুসরণ করতে থাকি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ঘরের কাছে পৌছান, যেখানে হাম্মা (রা.) ছিলেন। তিনি ﷺ সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ভিতরে ঢুকে দেখতে পান যে, সবাই শরাব পান করে মাতাল অবস্থায় আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাম্মাকে এ কাজের জন্য ভরসনা করতে থাকেন। তিনি ﷺ দেখতে পান যে, সে নেশায় বৃন্দ হয়ে আছে এবং তার দুটি চোখ নেশাশস্ত হওয়ার কারণে লাল হয়ে গেছে। হাম্মা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে চেয়ে দেখেন, তারপর চোখ উঠিয়ে তাঁর ﷺ নাভির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সবশেষে চোখ উঠিয়ে তাঁর ﷺ চেহারার প্রতি তাকান এবং বলেন : তোমরা তো আমার বাবার গোলাম মাত্র। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুধাবন করতে পারেন যে, হাম্মা নেশায় বৃন্দ হয়ে আছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান হতে পেছনে ফিরে আসেন এবং আমরাও তাঁর সংগে বেরিয়ে আসি।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عُقَبَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمَّرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْ ضِبَاعَةَ ابْنَتِي الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ أَحَدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبِيًّا فَذَهَبَتْ أَنَا وَأَخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلَنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ وَلَكِنْ سَأَدُ لَكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِرَنَّ اللَّهُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ عِيَّاشُ وَهَمَّا ابْنَتَا عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ .

২৯৭৭. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)...ফযল ইব্ন হাসান যামরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যুবায়র ইব্ন আবদিল মুত্তালিবের দুই কন্যা উম্মু হাকাম অথবা যুবা'আ হতে একজন এ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী আসে। তখন আমি, আমার বোন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা.) তাঁর ﷺ নিকট উপস্থিত হয়ে আমাদের দরদ্রতার

১. কেননা, হাম্মা (রা.) ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আলী (রা.)-এর দাদা ছিলেন। আর হারিছ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোলাম। এজন্য হাম্মা (রা.) এরূপ উক্তি করেন।

ভিন্নমতে, আরবের রীতি অনুযায়ী দাদাকে সায়েদ বলা হতো। এদিক হতে হাম্মা (রা.) শরাবে বৃন্দ হয়ে থাকার কারণে সকলকে আমার বাবার গোলাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

অভিযোগ করি, যাতে আমরা ছিলাম। আর আমরা তাঁর ﷺ নিকট এ দরখাস্ত করি যে, তিনি যেন আমাদের কিছু বাদী (দাস-দাসী) প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের চাইতে ঐ সব ইয়াতীম মেয়েরা অধিক হকদার, যাদের পিতা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। তবে আমি তোমাদের এর চাইতে উত্তম জিনিস বলে দিচ্ছি, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার আল্লাহ্ আকবার, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ এবং ৩৩ বার আল-হামদু লিল্লাহ্ পাঠ করবে এবং একবার পড়বে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ “আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, অদ্বিতীয়। তাঁরই রাজত্ব বিশ্বব্যাপী, সব প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

রাবী ‘আয়্যাশ (রা.) বলেন : উম্মু হাকাম ও যুবাইআ উভয়েই ছিলেন নবী ﷺ-এর চাচাতো বোন।

২৭৭৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي الْجَرِيرِيَّ عَنْ أَبِي وَرْدٍ عَنِ ابْنِ أَعْبَدٍ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ الْأَحْدَثُ عَنِّْي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّهَا جَرَتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرُ فِي يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقُرْبَةِ حَتَّى أَثَرُ فِي نَحْرِهَا وَكُنَسَتْ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوَاتَيْتُ أَبَاكَ فَسَأَلْتَهُ خَادِمًا فَاتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَاثًا فَرَجَعَتْ فَاتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتِكَ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَرَتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرُ فِي يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقُرْبَةِ حَتَّى أَثَرُ فِي نَحْرِهَا فَلَمَّا أَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيكَ فَتَسْتَخْدِمُكَ خَادِمًا يُقِيئُهَا حَرَمًا هِيَ فِيهِ قَالَ اتَّقِي اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ وَادْبِي فَرِيضَةَ رَبِّكَ وَأَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَتَلِّئِينَ وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَتَلِّئِينَ وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَتَلِّئِينَ فَبَلَكَ مَانَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ رَضِيتُ عَنْ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ .

২৯৭৮. ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র.)....ইবন আ'বুদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা 'আলী (রা.) আমাকে বলেন যে, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়পাত্রী ফাতিমা (রা.) সম্পর্কে কিছু বলব না? তখন আমি বলি : হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন : তাঁর (ফাতিমার) হাতে যাতা পেমার কারণে ফোসকা পড়ে গেছে। আর কূপ থেকে মশকে পানি উঠাবার

কারণে তাঁর বুকে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে এবং ঘর ঝাড় দেওয়ার কারণে তাঁর সমস্ত কাপড়-চোপড় নোংরা হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি ঘরের সব কাজ একাই করে থাকেন। আর তাঁর কোন দাস-দাসী ছিল না। একবার নবী ﷺ-এর নিকট কিছু গোলাম আসে। তখন আমি তাঁকে বলি : যদি তুমি তোমার পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে গোলাম চাইতে, (তবে ভাল হতো)। তখন তিনি [ফাতিমা (রা.)] তাঁর ﷺ নিকট গমন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর ﷺ সংগে অন্য ক'জন ব্যক্তিকে আলাপ করতে দেখে ফিরে আসেন। পরদিন আবার তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কিসের প্রয়োজন ? এতে তিনি চুপ করে থাকলে আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি আপনাকে বলছি যে, যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। আর পানির মশক ভরতে ভরতে তার বুক ব্যথা হয়ে গেছে। এখন যখন আপনার নিকট কিছু খাদিম এসেছে, তখন আমিই তাঁকে বলি : তিনি যেন আপনার নিকট হাথির হয়ে একজন দাসের জন্য আদ্যার করেন, যাতে তিনি এ কষ্ট হতে রেহাই পান। তখন তিনি ﷺ বলেন : হে ফাতিমা! আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় রবের ফরয হুকুম আদায় কর এবং নিজের ঘরের কাজ নিজেই কর। আর (দিন শেষে) যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হাম্দুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহ আকবার পড়বে। যার সর্বমোট সংখ্যা হলো ১০০ বার। বস্তুত তোমার জন্য এই তাসবীহ খাদিমের চাইতেও উত্তম। তিনি (ফাতিমা) বলেন : আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর রায়ী এবং খুশী (অর্থাৎ আমাকে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাতে আমি রায়ী আছি)।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُرْزُوقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يَخْدِمَهَا .

২৯৭৯. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মারওয়াযী (র.)... আলী ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে বলেন : তিনি ﷺ তাঁকে কোন খাদিম দেননি।

২৭৮০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا عَنبَسَةَ بِنْتُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ عِيْسَى كُنَّا نَقُولُ إِنَّهُ مِنَ الْأَبْدِ الْقَبْلَ أَنْ نَسْمَعَ أَنَّ الْأَبْدَالَ مِنَ الْمَوَالِي قَالَ حَدَّثَنِي الدَّخِيلُ بْنُ أَيَّاسٍ بْنُ نُوحٍ بْنُ مُجَاعَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ سِرَاجٍ بِنِ مُجَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُجَاعَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَطْلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كُنْتُ جَاعِلًا لِمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُ لِأَخِيكَ وَلَكِنْ سَأَعْطِيكَ مِنْهُ عَقَبِي فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَانَةٍ مِنَ الْأَبْلِ مِنْ أَوَّلِ خُمْسٍ يُخْرِجُ مِنْهُ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا وَأَسْلَمَتْ بَنُو ذُهْلٍ فَطَلَبَهَا بَعْدُ مُجَاعَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَتَاهُ بِكِتَابٍ

النَّبِيُّ ﷺ فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِإِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ صَاعٍ مِّنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ بَرٍّ وَأَرْبَعَةَ أَلْفٍ شَعِيرٍ وَأَرْبَعَةَ أَلْفٍ تَمْرٍ وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَجَاعَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَجَاعَةَ بَنِي مُرَارَةَ مِّنْ بَنِي سَلَمَةَ إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِّنَ الْأَيْلِ مِّنْ أَوَّلِ خُمْسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذَهْلٍ عَقَبَةً مِّنْ أَحْيِهِ.

২৯৮০. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা (র.)... 'আন্বাসা ইব্ন আবদিল ওয়াহিদ কুরাশী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু জা'ফর অর্থাৎ ইব্ন 'ঈসা বলেছেন যে, আমরা 'আন্বাসা ইব্ন আবদিল ওয়াহিদ (রা.)-কে আবদাল^১ বলতাম-এ শোনার আগে যে, আবদাল মাওয়ালীদের থেকে হয়।

রাবী বলেন : আমার নিকট দাখীল ইব্ন আয়াস ইব্ন নূহ ইব্ন মুজজা'আ, তিনি তাঁর পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা মুজজা'আ নবী ﷺ -এর নিকট আসেন তাঁর ভাইয়ের দিয়্যাত (রক্তপণ) চাওয়ার জন্য, যাকে বনু সাদূস-যারা বনু যুহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, হত্যা করেছিল। তখন নবী ﷺ বলেন : যদি আমি কোন মুশরিকের দিয়্যাত দিতাম, তবে তোমার ভাইয়ের দিয়্যাতের ব্যবস্থা অবশ্যই করতাম। তবে আমি তোমাকে এর বিনিময়ের ব্যবস্থা করছি। তখন নবী ﷺ তাঁর জন্য বনু যুহল থেকে প্রথম বার আদায়কৃত খুমুস হতে একশত উট দেওয়ার জন্য ফরমান লিখে দেন। যা থেকে কিছু উট তিনি (মুজজা'আ) গ্রহণ করেন। অতঃপর বনু যুহল ইসলাম গ্রহণ করলে মুজজা'আ বাকী উট পাওয়ার জন্য আবু বকর (রা.)-এর নিকট দাবী জানান এবং নবী ﷺ -এর ফরমান তাঁর খিদমতে পেশ করেন। তখন আবু বকর (রা.) তাকে (মুজজা'আকে) ইয়ামামার সাদকা হতে বার হাযার সা'আ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য হুকুম দেন। যা থেকে চার হাযার সা'আ যব, চার হাযার সা'আ গম এবং চার হাযার সা'আ খেজুর তাঁকে দেওয়া হয়।

আর নবী ﷺ -এর ফরমানে এরূপ লেখা ছিল :
বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ ফরমান মুহাম্মদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের) পক্ষ হতে মুজজা'আ ইব্ন মুরারার জন্য-যিনি বনু সালমার অন্তর্ভুক্ত। আমি তাকে একশো উট দিচ্ছি। বনু যুহলের মুশরিকদের নিকট হতে খুমুস বাবদ প্রথম বার যা আদায় হবে, সেখান থেকে এটা দেওয়া হবে, তার মৃত ভাইয়ের রক্তপণের বিনিময়ে।

১৫৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

১৫৯. অনুচ্ছেদ : গনীমতের মালে নবী ﷺ -এর পসন্দনীয় অংশ

২৭৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيُّ إِنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمْسِ .

২৯৮১. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.).... 'আমির শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর জন্য গনীমতের মালে নির্ধারিত অংশ ছিল, যাকে 'সাফী' বলা হতো। তিনি ﷺ খুমুস গ্রহণের আগে দাস, দাসী অথবা ঘোড়া হতে যা তাঁর পসন্দ হতো, তা নিয়ে নিতেন।

২৯৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَزْهَرُ قَالَ نَا ابْنُ عُوْنٍ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِيِّ قَالَ كَانَ يَضْرِبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمْسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ .

২৯৮২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র.)... ইব্ন 'আওন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুহাম্মদের নিকট নবী ﷺ -এর জন্য নির্ধারিত অংশ ও সাফী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : সাধারণ মুসলমানদের সাথে তাঁর ﷺ -ও একটা অংশ নির্ধারণ করা হতো, যদিও তিনি যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকতেন। আর সাফী হলো খুমুসের সেই বাছাই করা মাল, যা সবার আগে নবী ﷺ -এর জন্য নেওয়া হতো।

২৯৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ نَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَخْذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَتْ صَفِيَّةٌ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَخِيرْ .

২৯৮৩. মাহমুদ ইব্ন খালিদ সুলামী (র.)... কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন, তখন তাঁর জন্য সাফী নির্ধারিত থাকতো। তিনি যেখান হতে ইচ্ছা করতেন, সেখান হতে পসন্দ মত গ্রহণ করতেন। বস্তুত সাফিয়্যা (রা.), (যাঁকে তিনি খায়বরের যুদ্ধের সময় পেয়েছিলেন), এ ধরনের অংশ ছিলেন। আর যখন তিনি নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না, তখনও তাঁর ﷺ নির্ধারিত অংশ আলাদা করা হতো ; কিন্তু সেটা তাঁর পসন্দ করা অংশ হতো না।

২৯৮৪. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أَحْمَدَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةٌ مِنَ الصَّفِيِّ .

২৯৮৪. নাসর ইব্ন 'আলী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাফিয়্যা ছিলেন [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর] পসন্দ করা মালের অংশ।

২৯৮৫. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى الْحِصْنَ ذَكَرَ لَهُ جَمَالُ

صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ
فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سِدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَيْنِي بِهَا .

২৯৮৫, সাঈদ ইবন মানসুর (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
আমরা খায়বর আক্রমণ করি। অতঃপর মহান আল্লাহ যখন এ দুর্গ জয় করিয়ে দেন, তখন সাফিয়া
বিনত হুয়াই-এর সৌন্দর্যের কথা তাঁর ﷺ নিকট বর্ণিত হয়। (এ মুহূর্তে) তার স্বামী নিহত হয়,
যখন তিনি ছিলেন নববধূ মাত্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পসন্দ করেন। অতঃপর তিনি
তাকে নিয়ে রওয়ানা হন, এমনকি যখন 'সাদা-সাহবা' নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি হালাল^১
হয়ে যান। অতঃপর তিনি ﷺ তার সাথে সহবাস করেন।

২৯৮৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةٌ لِدِحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৯৮৬. মুসাদ্দাদ (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাফিয়া প্রথমে
দাহিয়া-কালবীর অংশে পড়েন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অংশভুক্ত হন।^২

২৯৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ نَا حَمَادُ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ
قَالَ وَقَعَ فِي سَهْمٍ دِحْيَةٍ جَارِيَةٍ جَمِيلَةٍ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرُوسٍ ثُمَّ
دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سَلِيمٍ تَصْنَعُهَا وَتَهَيِّئُهَا قَالَ حَمَادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا صَفِيَّةُ
بِنْتُ حَيٍّ .

২৯৮৭. মুহাম্মদ ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দাহিয়া
কালবীর ভাগে (খায়বরের মুহূর্তে) একজন সুশ্রী যুবতী আসে, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতটি
গোলামের বিনিময়ে খরিদ করেন। অতঃপর তিনি (দাহিয়া কালবী) ঐ দাসীকে উম্ম-সুলায়মের
নিকট সোপর্দ করেন, যাতে তিনি তাকে গোসল করিয়ে সুন্দর বসন-ভূষণে [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর
জন্য] সুসজ্জিত করে দেন।

রাবী হাম্মাদ বলেন : আমার ধারণা, নবী ﷺ সাফিয়াকে ইদতকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত
উম্ম-সুলায়মের নিকট অবস্থান করতে নির্দেশ দেন।

১. অর্থাৎ সাফিয়া-এর হায়েযের মুদত শেষ হয় এবং স্বামীর মৃত্যুর ইদতও পূর্ণ হয়ে যায়। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হালাল হন।

২. হযরত সাফিয়া ছিলেন কুরায়্যা ও বনু-নাযীর গোত্রের নেতার মেয়ে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) দাহিয়া কালবীকে
অন্য দাসী প্রদান করে, নিজে সাফিয়াকে গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীর মর্যাদায় সমাসীন করেন।

২৭৪৪. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَعْلَانَ حَدَّثَنَا عِدُّ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّاهِمِ الْهَمِّي قَالَ تَابَ الْبَنُّ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبِيٍّ عَنْ النَّسِّ قَالَ جُمِعَ السَّبْيُ يَحْيَى بِخَيْبَرٍ فَجَاءَ لِحْيَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْطِنِي جَارِيَةً مِّنَ السَّبْيِ قَالَ انْهَبْ فَخَذَ جَارِيَةً فَكَلَّهَا صَفِيَّةُ ابْنَةُ حَيْمٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْطَيْتَ لِحْيَةَ رَجُلَةً يَحْيَى فَقَالَ يَحْيَى صَفِيَّةُ ابْنَةُ حَيْمٍ سَيِّدَةٌ قَرِيبَةٌ وَلِلنَّصِيبِ مَا تَصْلُحُ الْأَلَاكُ فَقَالَ الدَّعُوهُ بَيْنَهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ خُذْ جَارِيَةً مِّنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَهَا وَتَوَضَّعَ .

২৯৮৮. দাউদ ইবন মু'আয (হা)... আমাস (হা)... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বর যুদ্ধগোষে যখন যুদ্ধ-বন্দীদের একত্রিত করা হয়, তখন দাহিয়া-কালবী এসে বলেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে বন্দীদের থেকে একটা দাসী প্রদান করুন। তিনি : বলেন : যাও একজন দাসী নিয়ে যাও। তখন তিনি সাফিয়া বিনত হুয়াইকে নিয়ে যান। অতঃপর জটিল ব্যক্তি নবী : -একমিষ্ট হাবির হয়ে বলেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমনি কি সাফিয়াকে দাহিয়া-কালবীকে প্রদান করলেন?

২৯৮৯. ইয়াবু বলেন : সাফিয়া বিনত হুয়াই ছিলেন কুরায়যা ও নখীর গোত্রের সর্দার কন্যা, তিনি তো আপশরই যোগদান। তখন তিনি : বলেন : দাহিয়াকে অকে (সাফিয়া) সহজে কেমন। অতঃপর নবী : অকে দেখে দাহিয়াকে বলেন : তুমি এর বদলে বন্দীদের মধ্যে হতে অন্য যে কোন দাসী নিয়ে নাও। অবশেষে নবী : তাকে অম্বাদ করে দেন এবং তাঁকে বিবাহ করেন।

২৭৪৫. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِیْ مُهِمٍّ نَاقُوَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا بِالْمُرَيْدِ فَقَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَهْمٍ قَطِيعَةٍ لَيْعِمُ أَحْمِرَ فَقَالَ كَلَّا لَنْ مِّنَ الْأَهْلِ الْبَابِ فَقَالَ أَجَلٌ كُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ الْقِطْعَةَ الْأَيْمَ الْتَى فِي يَدِكَ فَنَاقُوا فَقَوْلًا مَّا فِيهَا فَذَا أَقْبَلْنَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَيْتٍ وَهُوَ بَيْنَ أَقْيَاسٍ لَكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ إِنْ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَنْ مُحَمَّدًا أَرْسَلَ اللَّهُ وَالْقَوْمُ أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآتَيْتُمُ الْخُمْسَ مِنَ الْخَنُومِ وَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ الصَّفِيُّ أَنْتُمْ الْمُنُونَ بِالْمَلَأَنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقُلْنَا مِنْ كَتَبَ لِلَّهِ الْكُتُبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৯৯১. মুসলিম ইবন-ইব্রাহিম (হা)... ইয়াবদ ইবন-আবদিল্লাহ (হা)... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মিরবাস-নামক স্থান হিজাম তখন সেখানে এমন এক ব্যক্তি আসে, যার আধার কুল

ছিল এলোমেলো এবং তার হাতে ছিল এক টুকরা লাল চামড়া। আমরা তাকে বলি : মনে হয় তুমি জংগলের বাসিন্দা ? তখন সে বলে : হাঁ। আমরা তাকে বলি : তোমার হাতে যে লাল চামড়ার টুকরা আছে, তা আমাদের দিয়ে দাও। তখন সে তা আমাদের দিয়ে দেয়। ঐ চামড়ার উপর যা লেখা ছিল, আমরা তা পড়তে থাকি। তাতে লেখা ছিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে বনু যুহায়র ইবন আকয়াশ গোত্রের প্রতি-যদি তোমরা এরূপ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, আর তোমরা মালে গনীমতের খুমুস এবং নবী ﷺ-এর হিসসা ও সাফী প্রদান করবে। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তায় থাকবে। তখন আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি : তোমার কাছে এ ফরমান কে লিখে পাঠিয়েছে ? সে বলে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, (এটি লিখে আমার কাছে পাঠিয়েছেন)।

১৬. بَابُ كَيْفَ كَانَ اخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

১৬০. অনুচ্ছেদ : মদীনা হতে ইয়াহুদীদের কিরূপে বের করা হয়েছিল

২৭৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَبَيَّنَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ ﷺ يُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَخْلَاطُ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودُ كَانُوا يُؤْذِنُونَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ ﷺ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ وَلِتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمُ آيَةً فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ رَهْطًا يَقْتُلُونَهُ فَبَعَثَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ فَلَمَّا قَتَلُوهُ فَرَعَتِ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ فَعَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا طَرَقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ فَذَكَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي كَانَ يَقُولُ وَدَعَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ فَكَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الْيَهُودَ وَالْمُشْرِكِينَ عَامَةً صَحِيفَةً .

২৯৯০. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুয়া ইবন ফারিস (র.)....কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন ঐ তিনজনের একজন যার তাওবা (তাবুকের যুদ্ধের পর) কবুল করা হয়। কা'ব ইবন

আশরাফ নবী ﷺ সম্পর্কে ব্যংগাত্মক কবিতা রচনা করত এবং কাফির কুরায়শদের তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করত। নবী ﷺ যখন মদীনায়ে আসেন, তখন সেখানে সব ধরনের লোকের বসবাস ছিল, যেমন : কিছু ছিল মুসলমান, কিছু ছিল মূর্তি-পূজারী মুশরিক এবং কিছু ছিল ইয়াহুদী, যারা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের খুবই কষ্ট দিত। তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর সবর করার জন্য এবং ক্ষমা করার জন্য হুকুম নাযিল করেন। তখন তাদের শানে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمُ الْآيَةَ

অর্থাৎ “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট হতে বহু কষ্টদায়ক কথাবার্তা শ্রবণ করবে।”

এরপর যখন কা'ব ইব্ন আশরাফ নবী ﷺ সম্পর্কে ব্যংগ ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করা হতে বিরত থাকতে অস্বীকার করে, তখন নবী ﷺ সা'দ ইব্ন মু'আয (রা.)-কে, তাকে হত্যা করার জন্য একটি দল পাঠাবার জন্য নির্দেশ দেন। যিনি মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। রাবী কা'ব (রা.) তার (কা'ব ইব্ন আশরাফের) হত্যার কাহিনী বর্ণনা করেছেন :

অবশেষে প্রেরিত বাহিনী যখন কা'ব ইব্ন আশরাফকে হত্যা করে, তখন ইয়াহুদী ও মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সকাল বেলা নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয় এবং তারা বলে : রাত্রিতে কেউ আক্রমণ করে আমাদের নেতাকে হত্যা করে ফেলেছে। তখন নবী ﷺ কা'ব ইব্ন আশরাফের হিজু বা ব্যংগ-বিদ্রূপ করার কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করেন। এরপর নবী ﷺ তাদের নিকট হতে এমন একটি অংগীকার-পত্র লিখে নিতে বলেন, যাতে দু'পক্ষের কেউ কাউকে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে। অতঃপর নবী ﷺ নিজের, তাদের ও সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ হতে একটি ইকরারনামা বা অংগীকার-পত্র লিখিয়ে দেন।

২৭৭১ . حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو الْأَيَامِيِّ نَا يُونُسُ يَعْنِي بَنَ بَكِيرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ وَعِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوْقٍ بَنَى قَيْنِقَاعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودٍ اسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يَصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ لَا يَغْرُنَكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَعْمَارًا لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ أَنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَأَنَّكَ لَمْ تَلَقْ مِثْلَنَا فَانْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلِبُونَ قَرَأَ مُصَرِّفُ إِلَى قَوْلِهِ فِتْنَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِدْرٍ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ .

২৯৯১. মুসাররিফ ইবন 'আমর (রা.)... ইবন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন যমুদীয়া বন্দর যুদ্ধে কুরায়শদের উপর বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন, তখনা তিনি বনু কায়নাফার বাজার ইয়াহুদীদের একত্রিত করে বলেনঃ ওকে ইয়াহুদীরা! তোমরা এর আগে মুসলমান হয়ে যাও যে, তোমাদের উপর একপ মুসীকত আসে, যেসকল কুরায়শদের উপর এসেছে। তখন তারা বলেঃ হে মুহাম্মদ! তুমি এতে কিদ্বারা হয়ে না যে, তুমি কুরায়শদের কয়েকজন যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। যদি তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে, তবে বুঝতে পারতে আমরা নিরপন্ন মানুষ বা যোদ্ধা। আর তুমি আমাদের মত (বীর যোদ্ধা), কাউকে পারবে না। তখন আল্লাহ এ আমাজ নামিল করেনঃ

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتَلْقَوْنَ فِتْنًا وَمَحْشُرُون إِلَىٰ جَهَنَّمَ الْأُولَىٰ

অর্থাৎ “আপনি তাদের বলুন, যারা কুফরী করেছে, অচিরেই তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর তা হলো অতি নিকট আরামস্থল।”
বায়ী মুসাররিফ আমাতের এ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেনঃ

فَتَنَّا قَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থাৎ “একটি দল যুদ্ধ করেছিল আল্লাহর রাস্তায়,” আর তা হলো “বন্দর প্রাক্তর” এবং “আর অন্য দলটি ছিল কাফির (অর্থাৎ মকার কুরায়শরা)।

۲۸۹۹۲. حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي ثَيْبٍ قَالَ: إِبْنُ الشَّيْخِ حَدَّثَنِي مَوْلَى ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنِي بَنْتُ مُجَيْمَةَ عَنْ ابْنِهَا مُجَيْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَنَّمَنِي مِنْ رَجُلٍ يَهُودٍ فَقَاتِلُوهُ فَإِنَّهُ مُجَيْمَةُ عَلَى شَيْئَةٍ رَجُلٍ مِنْ تَهَارٍ يَهُودٍ كَانَ يَلْبِسُهُمْ قَاتِلُهُ وَكَانَ حَوِيصَةً إِذْ ذَاكَ لَمْ يَسْلَمْ وَكَانَ اسْمُهُ مِنْ مُجَيْمَةَ فَلَمَّا قَاتَلَهُ جَوَلَ حَوِيصَةً يَضْرِبُ وَيَقُولُ لَوْ عَظَمَ اللَّهُ أَمْرًا وَاللَّهِ لَرُبَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِكَ مِنْ مَعَالِهِ.

২৯৯২. মুসাররিফ ইবন 'আমর (রা.)... মুসাররিফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একসময় যমুদীয়া বন্দর যুদ্ধে কুরায়শদের উপর বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন, তখনা তিনি বনু কায়নাফার বাজার ইয়াহুদীদের একত্রিত করে বলেনঃ ওকে ইয়াহুদীরা! তোমরা এর আগে মুসলমান হয়ে যাও যে, তোমাদের উপর একপ মুসীকত আসে, যেসকল কুরায়শদের উপর এসেছে। তখন তারা বলেঃ হে মুহাম্মদ! তুমি এতে কিদ্বারা হয়ে না যে, তুমি কুরায়শদের কয়েকজন যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। যদি তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে, তবে বুঝতে পারতে আমরা নিরপন্ন মানুষ বা যোদ্ধা। আর তুমি আমাদের মত (বীর যোদ্ধা), কাউকে পারবে না। তখন আল্লাহ এ আমাজ নামিল করেনঃ

২৭৭২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّدِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودٍ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودٍ اسْلِمُوا اسْلِمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْلِمُوا اسْلِمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِبَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ شَيْئًا بِمَا لَهُ فَلْيَبِعْهُ وَلَا فَاْعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ .

২৯৯৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেনঃ ইয়াহুদীদের সাথে মুকাবিলার জন্য বের হও। তখন আমরা তাঁর সংগে বের হয়ে ইয়াহুদীদের নিকট পৌছাই। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে ইয়াহুদীদের লক্ষ্য করে বলেনঃ হে ইয়াহুদীদের দল! তোমরা ইসলাম কবুল কর, যাতে শান্তিতে থাকতে পার। তখন তারা বলেঃ হে আবুল কাসিম! তুমি তো পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার তাদের বলেনঃ তোমরা ইসলাম কবুল কর, শান্তিতে বসবাস কর। তখন তারা আবার বলেঃ তুমি তো বাণী পৌছিয়ে দিয়েছ, হে আবুল কাসিম! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমি তো এটাই চাচ্ছিলাম। অতঃপর তিনি তৃতীয় বার তাদের বলেনঃ তোমরা ভাল করে জেনে রাখ, এ যমীন আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদের এ যমীন (স্থান) হতে বের করে দিতে চাই। কাজেই তোমাদের যার তার মালের প্রতি মহব্বত আছে, সে যেন তা বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রাখ, এ যমীন আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের।

১৬১. بَابُ فِي خَبَرِ النَّصِيرِ

১৬১. অনুচ্ছেদঃ বন্ নযীরের ঘটনা সম্পর্কে

২৭৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ كِفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى ابْنِ أَبِي وَمَنْ كَانَ يَعْْبُدُ مَعَهُ الْاَوْثَانُ مِنَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَيْتْرِ أَنْكُمْ أَوْ يَتَّمُ صَاحِبِنَا وَأَنَا نَقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَقَاتِلَهُ أَوْ لَتُخْرِجَنَّهُ

أَوَّلَسِيرِنَ إِلَيْكُمْ بِاجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَائِكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عِبْدَةِ الْأَوْتَانِ اجْتَمَعُوا الْقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ لَفِيهِمْ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمْ الْمُبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرِ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ تَفَرَّقُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ أَنْكُمْ أَهْلُ الْحَلَقَةِ وَالْحُصُونِ وَأَنْكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خِدَامِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَهِيَ الْخَلَائِلُ فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ ﷺ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ بِالْغَدْرِ فَأَرْسَلُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْرَجَ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ وَلِيُخْرِجَ مِنَّا ثَلَاثُونَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقِيَ بِمَكَانِ الْمُنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ فَإِنْ صَدَقُوا وَأَمَّنُوا بِكَ أَمَّا بِكَ فَقَصَّ خَبَرَهُمْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابٍ فَحَصَرَ هُمْ فَقَالَ لَهُمْ أَنْكُمْ وَاللَّهِ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدٍ تَعَاهِدُونِي عَلَيْهِ فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَنْهُمْ فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْضَةَ بِالْكِتَابِ وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا عَلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالْكِتَابِ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ فَجَلَّتْ بَنُو النَّضِيرِ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الْأَيْلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بَيْوتِهِمْ وَخَشِبُهَا فَكَانَ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ آيَاهَا وَخَصَّهُ بِهَا قَالَ تَعَالَى وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ يَقُولُ بَغِيرِ قِتَالٍ فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَا لَذَوَى حَاجَةٍ لَمْ يَقْسَمَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَيْرَ هُمَا وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

এবং তার মূর্তি-পূজক সাথীদের, যারা আওস ও খায়রাজ গোত্রের লোক, এ মর্মে পত্র লেখে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর যুদ্ধের আগে মদীনায অবস্থান করছিলেন : তোমরা আমাদের সাথী (মুহাম্মদ)-কে জায়গা দিয়েছ। এ জন্য আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, হয়তো তাঁর সাথে যুদ্ধ কর, নয়তো তাঁকে বের করে দাও। অন্যথায় আমরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব এবং তোমাদের স্ত্রীদের আমাদের দখলে আনব। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এবং তার মূর্তিপূজারী সাথীরা এ খবর পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এ খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছবার পর তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বলেন : তোমরা কুরায়শদের নিকট হতে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী চিঠি পেয়েছ, কিন্তু তা তোমাদের জন্য এত মারাত্মক নয়, যত না ক্ষতি তোমরা নিজেরা নিজেদের করবে। কেননা, তোমরা তো তোমাদের সম্ভান-সম্ভতি ও ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করছ। তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এরূপ কথা শুনলো, তখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। এ খবর কুরায়শ কাফিরদের কাছে পৌঁছলে তারা বদর যুদ্ধের পর ইয়াহুদীদের নিকট লিখলো : তোমরা ঘরবাড়ী ও দুর্গের অধিকারী। কাজেই তোমাদের উচিত আমাদের সাথী [মুহাম্মদ ﷺ]-এর সাথে যুদ্ধ করা। অন্যথায় আমরা তোমাদের সাথে এরূপ করব, সেরূপ করব। আর আমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না।^১

যখন নবী ﷺ সম্পর্কে তারা এরূপ চিঠি পেল, তখন বনু নযীরের ইয়াহুদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং তারা নবী ﷺ-কে এ মর্মে অবহিত করে যে, আপনি আপনার সাথীদের থেকে ত্রিশজন নিয়ে আমাদের কাছে আসুন এবং আমাদের ত্রিশজন আলিম আপনার সংগে এক আলাদা স্থানে দেখা করবে। তারা আপনার কথা শুনবে, যদি তারা আপনার উপর ঈমান আনে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। পরদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের উপর হামলা করেন এবং তাদের অবরোধ করে বলেন : আল্লাহর শপথ! তোমরা যতক্ষণ অংগীকার না করবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নই। তখন তারা (ইয়াহুদীরা) অংগীকার করতে অস্বীকার করে। ফলে তিনি ﷺ সেদিন তাদের সাথে দিনভর যুদ্ধে রত থাকেন। পরদিন তিনি ﷺ বনু নযীরকে বাদ দিয়ে বনু কুরায়যার উপর আক্রমণ করেন এবং তাদের অংগীকারাবদ্ধ হতে বলেন। ফলে তারা তাঁর ﷺ সংগে অংগীকারাবদ্ধ হয়। তখন তিনি ﷺ তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় বনু নযীরকে অবরোধ করেন এবং তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করেন, যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

বনু নযীরের লোকেরা তাদের উটের পিঠে ঘরের দরজা, চৌকাঠ ইত্যাদি যে পরিমাণ মালামাল নেওয়া সম্ভব ছিল, তা নিয়ে যায়। এবার বনু নযীরের খেজুরের বাগান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকারে আসে, যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে প্রদান করেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ .

১। অর্থাৎ আমরা তোমাদের হত্যা করব এবং তোমাদের সম্ভান-সম্ভতি ও স্ত্রীদের মালিক হয়ে যাব।

অর্থাৎ “আল্লাহ্ কাফিরদের মাল হতে যে সম্পদ তাঁর রাসূলকে প্রদান করেন, তা হাসিলের জন্য তোমরা তোমাদের ঘোড়া অথবা উট হাঁকাও নি”, অর্থাৎ ঐ সম্পদ বিনা যুদ্ধে হাসিল হয়। অতঃপর নবী ﷺ ঐ মালের অধিকাংশই মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন এবং অভাবগ্রস্ত দু’জন আনসারকে তা হতে অংশ প্রদান করেন। এ দু’জন ছাড়া অন্য আনসার সাহাবীদের মাঝে এ মাল বিতরণ করা হয়নি। অবশিষ্ট মাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য সাদকা স্বরূপ ছিল, যা বনু ফাতিমার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

২৭৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ النَّضِيرِ وَقُرَيْضَةَ حَارِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاجْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقْرَقُوا يَظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْضَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَاجْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنَى فَيَنْقَاعَ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ .

২৯৯৫. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন ফারিস (র.)...ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। বনু নযীর ও বনু কুরায়যার ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনু নযীরকে (দেশ হতে) বের করে দেন এবং বনু কুরায়যার লোকেরা, যারা তাদের অংগীকার পূর্ণ করেছিল, তারা তাদের স্বস্থানে অবস্থিত ছিল। অবশেষে বনু কুরায়যার ইয়াহুদীরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তাদের পুরুষদের হত্যা করা হয় এবং তাদের স্ত্রী, মালামাল ও সন্তানদের মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে সাক্ষাত করলে, তিনি তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং পরে তারা ইসলাম কবুল করে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনু কায়নুকায় ইয়াহুদী, যারা ‘আবদুল্লাহ ইবন সালামের গোত্রের লোক ছিল, তাছাড়া বনু হারিছার ইয়াহুদী এবং অন্যান্য যে ইয়াহুদীরা মদীনায় বসবাস করতো, সকলকে মদীনা হতে বের করে দেন।

১৬২. بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ

১৬২, অনুচ্ছেদ : খায়বরের যমীনের হুকুম সম্পর্কে

২৭৭৬. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزُّرْقَانِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَغَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ وَالْجَاعِثِ إِلَى قَصْرِهِمْ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ

وَالْحَلَقَةَ وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ فَعَيُّوْا مَسْكَاً لِحَيِّ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَدْ كَانَ قَتْلَ قَبْلِ خَيْبَرَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أُجْلِيَتْ النَّضِيرُ فِيهِ حُلِيَّتُهُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِسَعْيَةِ أَيْنَ مَسْكَ حَيِّ بْنِ أَخْطَبٍ قَالَ أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقَتَلَ ابْنُ أَبِي الْحَقِيقِ وَسَبَّانِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَهُمْ وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَلَنَا الشُّطْرُ مَا بَدَأَكَ وَلَكُمْ الشُّطْرُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ .

২৯৯৬। হারুন ইবন যায়দ ইবন আবু যারকা (র.)... ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেন এবং তাদের খেজুর বাগান ও যমীনের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন এবং তাদেরকে তাদের গৃহে অবরোধ করেন। তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে এ শর্তে সন্ধি করে যে, সোনা, রূপা এবং যাবতীয় হাতিয়ার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অধিকারে থাকবে এবং অবশিষ্ট মালামাল হতে তাদের উট যা বহন করতে পারবে, তা তারা নিয়ে যাবে। কিন্তু তা এ শর্তে যে, তারা কিছুই গোপন করবে না এবং সরিয়েও রাখবে না। আর যদি তারা এরূপ করে, তবে মুসলমানদের পক্ষ হতে কোনরূপ যিদ্দাদারী অথবা অংগীকার (কার্যকর) থাকবে না। এ সময় তারা ছয়াই ইবন আখ্তাবের (স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ) চামড়ার থলি গায়েব করে দেয়, যে খায়বরের যুদ্ধের আগে নিহত হয়েছিল। আর সে বনু নযীরের দেশ ত্যাগের সময় তাদের বহু গহনা-পত্র আত্মসাৎ করেছিল।

রাবী বলেনঃ নবী ﷺ সা'ইয়াকে জিজ্ঞাসা করেন যে, “ছয়াই ইবন আখ্তাবের থলি কোথায়? সে বলে : তা যুদ্ধে খরচ হয়ে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সাহাবীরা ঐ থলি পেয়ে যান। তখন তিনি ﷺ ইবন আবু হাকীককে (ইয়াহুদী) হত্যা করে তার স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী করেন এবং তাদের দেশ হতে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তারা বলে : হে মুহাম্মদ ! আমাদের এখানে বসবাসের অনুমতি দিন। আমরা এ যমীনের উপর পরিশ্রম করে উপার্জন করব এবং এর অর্ধেক আমাদের এবং বাকী অর্ধেক আপনার। আর রাসূলুল্লাহ (স.) (খায়বরের এ সম্পদ হতে) তাঁর সব স্ত্রীদের আলাদাভাবে আশি ওসাক খেজুর এবং বিশ ওসাক যব প্রদান করতেন।১

২৯৯৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ نُخْرِجَهُمْ إِذَا شِئْنَا وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَإِنِّي مُخْرِجُ يَهُودٍ فَأَخْرِجَهُمْ .

২৯৯৭. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ‘উমার (রা.) বলেন : হে জনগণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের ইয়াহুদীদের সাথে এরূপ চুক্তি করেন যে, আমরা যখনই ইচ্ছা করব, তখনই তাদের বের করে দেব। কাজেই যদি কারও ধন-সম্পদ তাদের কাছে থাকে, তবে সে যেন তা নিয়ে নেয়। কেননা, আমি ইয়াহুদীদের দেশ হতে বের করে দেব। অবশেষে তিনি ﷺ তাদের বের করে দেন।

২৭৭৯ . حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرَ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْرِهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَرُكُمُ عَلَى ذَلِكَ فِيهَا مَا شِئْنَا فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ التَّمَرُ يُقَسَّمُ عَلَى السُّهُمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ اخْرَاجَ الْيَهُودَ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُنَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ أَنْ أَقْسِمَ لَهَا نَحْلاً بِخَرْصِهَا مِائَةَ وَسْقٍ فَيَكُونُ لَهَا أَصْلُهَا وَارْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنْ الزَّرْعِ مَزْرَعَةٌ خَرْصِ عِشْرِينَ وَسَقًا فَعَلْنَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا .

২৯৯৮. সুলায়মান ইবন দাউদ মাহুরী (র.)... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন খায়বর বিজয় হয়, তখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ মর্মে দরখাস্ত পেশ করে যে, “আপনি আমাদের এ শর্তে এখানে বসবাসের অনুমতি দিন, যা আমরা উপার্জন করব, আপনি তার অর্ধেক পাবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি তোমাদের এখানে এ শর্তে বসবাসের অনুমতি দিচ্ছি যে, আমরা যখনই চাব, তখনই তোমাদের বহিস্কার করতে পারব। পরে তারা এ শর্ত অনুযায়ী সেখানে বসবাস করতে থাকে। খায়বরের খেজুর দু’ভাগে বিভক্ত হতো এবং খুমুস রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রহণ করতেন। আর খুমুস হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সব বিবিকে একশত ওসাক খেজুর এবং বিশ ওসাক যব প্রদান করতেন।

অবশেষে ‘উমার (রা.) যখন ইয়াহুদীদের বহিস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তিনি নবী ﷺ-এর বিবিদের কাছে এ মর্মে খবর পাঠান যে, আপনারা যে কেউ চাইলে, আমি তাঁকে এতগুলি খেজুর গাছ দেব, যা থেকে একশত ওসাক খেজুর পাওয়া যাবে এবং ঐ গাছ ও যমীন আপনারদের

মালিকানায় থাকবে এবং তার পানিও এর শামিল থাকবে। একই রূপে কৃষিক্ষেত্র হতে এ পরিমাণ যমীন দেব, যা থেকে বিশ ওসাক পরিমাণ যব উৎপন্ন হবে। আর আপনাদের থেকে যদি কেউ চান যে, আমি খুমুস হতে আপনাদের অংশ দেই, তবে আমি তা দেব।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ اسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَأَصَبْنَاَهَا عَنُوءَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ .

২৯৯৯. দাউদ ইবন মু'আয (র.)...আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের উপর যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আমরা যুদ্ধ করে তা জয় করি। অবশেষে বন্দীদের একত্রিত করা হয় (যাতে মুসলমানদের মাঝে তা সহজে বন্টন করা যায়)।

৩০০০. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّنُ نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِى سَفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حُثْمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةِ عَشَرَ سَهْمًا .

৩০০০. রাবী' ইবন সুলায়মান মুআযযিন (র.)...সাহল ইবন আবী হাছমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত সমস্ত মালামাল দু'ভাগে বিভক্ত করেন। যার একাংশ তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য গ্রহণ করেন এবং বাকী অংশটি আঠার ভাগে বিভক্ত করে মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন।

৩০০১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنْدِيُّ نَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَعَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ الْوُطَيْحَةُ وَالْكَتَيْبَةُ وَمَا أُجِيزَ مَعَهُمَا وَعَزَلَ نِصْفَ الْآخِرِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الشَّقُّ وَالنِّطَاءَةُ وَمَا أُجِيزَ مَعَهُمَا وَكَانَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا أُجِيزَ مَعَهُمَا .

৩০০১. 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ কিন্দী (র.)... বশীর ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন খায়বরকে তাঁর নবী ﷺ-এর জন্য গণীমত হিসাবে প্রদান করেন, তখন তিনি তাকে ৩৬ ভাগে বিভক্ত করেন। এর প্রত্যেক ভাগে একশো অংশ ছিল। এর অর্ধেক

অংশ তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজনের জন্য রাখেন-যার মাঝে অতীহা ও কুতায়বা নামক দুটি গ্রাম ছিল আর এর সংলগ্ন অন্যান্য সম্পদও। আর বাকী অর্ধাংশ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন, যার মাঝে শাক ও নাতা নামক দুটি গ্রাম ছিল এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পদও। আর নবী ﷺ -এর অংশ এ দুটি ভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

৩০০২. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَدَمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَكَانَ النِّصْفُ سِهَامَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا يَنْبُؤُهُ مِنَ الْأُمُورِ وَالنَّوَائِبِ .

৩০০২. হুসায়ন ইবন 'আলী ইবন আসওয়াদ (র.)... বাশীর ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর কয়েক জন সাহাবী থেকে শুনেছেন। তাঁরা এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : খায়বরে প্রাপ্ত অর্ধেক মালে সমস্ত মুসলমানের অংশ ছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও হিসসা ছিল। আর বাকী যে অর্ধেক মাল ছিল, তা মুসলমানদের বিশেষ প্রয়োজনে (বিপদাপদ, যুদ্ধ ইত্যাদি) রাখা হতো।

৩০০৩. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ رَجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ وَالْأُمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ .

৩০০৩. হুসায়ন ইবন 'আলী (র.)... বাশীর ইবন ইয়াসার (রা.), যিনি একজন আনসার সাহাবীর গোলাম ছিলেন, তিনি নবী ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বর জয় করেন, তখন তিনি (সেখানে প্রাপ্ত মালকে) ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি প্রত্যেক অংশকে একশত ভাগে বন্টন করেন। এর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের জন্য অর্ধেক মাল রাখা হয়, আর বাকী অর্ধেক তাদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ করা হয়, যারা প্রতিনিধি দলের সাথে আসবে এবং মানুষের বিপদাপদ ও প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে।

৩০০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَاسِلِيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ

قَسَمَهَا سِتَّةً وَثَلَاثِينَ سَهْمًا جَمْعًا فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا يَجْمَعُ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهُمْ أَحَدِهِمْ وَعَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الشَّطْرُ لِثَوَانِيهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ ذَلِكَ الْوُطَيْحُ وَالْكَتِيبَةُ وَالسَّلَالِمُ وَتَوَابِعُهَا فَلَمَّا صَارَتِ الْأَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ يَكُنْ لَهُمْ عُمَالٌ يُكْفَرُتُهُمْ عَمَلَهَا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَهُودَ فَعَامَلَهُمْ .

৩০০৪. মুহাম্মদ ইবন মিসকীন ইয়ামামী (র.)... বাশীর ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ, যখন আল্লাহ তাঁকে খায়বরকে মালে গনীমত হিসাবে প্রদান করেন, তখন তিনি এর সমস্ত মালামাল ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন। এরপর তিনি মুসলমানদের জন্য আঠার ভাগ আলাদা করে রাখেন, যার প্রত্যেক ভাগে একশ ব্যক্তি ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় ছিলেন, অর্থাৎ তিনিও একটি অংশ পান, যেমন অন্য সাহাবীরা পেয়েছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আঠার অংশ, অর্থাৎ বাকী অর্ধাংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করেন, যারা ছিল দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত এবং মুসলমানদের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য। এ অর্ধাংশে ওয়াতীহ, কুতায়বা ও সালালিম (খায়বরের কিছু গ্রামের নাম) ছিল এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পদও। অবশেষে খায়বরের সমস্ত মালামাল যখন নবী ﷺ ও মুসলমানদের করতলগত হয়, তখন এর তদারকির জন্য আর কোন কর্মচারী ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহুদীদের ডাকেন এবং তাদের এ শর্তে যমীন ভোগ করতে দেন যে, তারা এর দেখাশুনা করবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক তাঁকে দেবে।

৩০০৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا مُجْمَعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجْمَعِ بْنِ يَزِيدَ الْإِنصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجْمَعٍ يَذْكُرُ لِي عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْإِنصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُجْمَعِ بْنِ جَارِيَةَ الْإِنصَارِيِّ وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَاءِ الَّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ قَالَ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيهِمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّجُلَ سَهْمًا .

৩০০৫. মুহাম্মদ ইবন ইসা (র.)... মুজাম্মি ইবন ইয়াকুব ইবন মুজাম্মি ইবন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতা ইয়াকুব ইবন মুজাম্মি'কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর চাচা আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর চাচা মুজাম্মি ইবন জারিয়া আনসারী হতে, আর তিনি আল-কুরআনের কারীদের মাঝে একজন কারী ছিলেন। তিনি বলেন : খায়বরের ধন-সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের

মাঝে বন্টন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ একে আঠার ভাগে বিভক্ত করেন। আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ-কারী সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার পাঁচশ, যার তিনশ ছিল অশ্বারোহী, (এবং বাকী পদাতিক)। তিনি ﷺ অশ্বারোহী সৈন্যদের দু'অংশ এবং পদাতিক বাহিনীর প্রত্যেককে এক অংশ হিসাবে প্রদান করেন।

৩০০৬. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَجَلِيُّ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَدَمَ نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَبَعْضُ وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ قَالُوا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِّنْ أَهْلِ خَيْبَرَ فَتَحَصَّنُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَن يَحْقِنَ دَمًا نَّهُمْ وَيُسَيِّرَ هُمْ فَفَعَلَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ فِدْكَ فَتَزَلُّوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ .

৩০০৬. হুসায়ন ইবন 'আলী 'আজালী (র.)... আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর এবং মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা.)-এর কোন এক ছেলে থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : খায়বর বিজয়ের পর সেখানে কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল, যারা দুর্গের মাঝে অন্তরীণ ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ মর্মে আবেদন করে যে, তিনি যেন তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে ছেড়ে দেন। তিনি ﷺ এ আবেদন গ্রহণ করেন। ফিদাকের অধিবাসীরা এ খবর জানতে পেরে, তারাও এ শর্তের উপর আত্মসমর্পণ করে। ফলে ফিদাকের মালামাল খাসভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাপ্য হয়। কেননা, তা বিজয়ের জন্য ঘোড়া বা উট কিছুই দৌড়াতে হয়নি (অর্থাৎ কোন যুদ্ধ হয়নি)।

৩০০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْتَتَحَ بَعْضُ خَيْبَرَ عَنْوَةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدُ أَخْبَرَ كُمْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً وَبَعْضُهَا صَلْحًا وَالْكُتَيْبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةً وَفِيهَا صَلْحٌ قُلْتُ لِمَالِكٍ وَمَا الْكُتَيْبَةُ قَالَ أَرْضُ خَيْبَرَ وَهِيَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ غَدَقٍ .

৩০০৭. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র.)... যুহরী থেকে বর্ণিত। সা'ঈদ ইবন মুসাইয়াব (রা.) তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের কিছু অংশ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করেন। আবু দাউদ বলেন : হারিছ ইবন মিসকীন হতে বর্ণিত, যার সাক্ষী আমি। ইবন ওয়াহাব তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন : মালিক ইবন শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, খায়বরের কিছু অংশ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করা হয় এবং কিছু সন্ধির মাধ্যমে। কুতায়বা নামক স্থানটির অধিকাংশ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত হয় এবং কিছু সন্ধির দ্বারা। (রাবী বলেন,) আমি

মালিককে জিজ্ঞাসা করি : কুতায়বা কি? তিনি বলেন : তা হলো, খায়বরের একটা জায়গা, যেখানে চল্লিশ হাজার খেজুর গাছ আছে।

৩০০৮. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَ نِيُيُوسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَثْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ وَنَزَلَ مِنْ نَزْلٍ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ .

৩০০৮. ইবন সারহা (র.)...ইবন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ-বিগ্রহের পর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খায়বর জয় করেন। আর সেখান থেকে যারা বহিস্কৃত হওয়ার জন্য বের হয়েছিল, তারা যুদ্ধের পর বেরিয়ে গিয়েছিল।

৩০০৯. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَ نِيُيُوسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ خَمْسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا عَلَى مَنْ شَهِدََهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ .

৩০০৯. ইবন সারহা (র.)...ইবন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের মূল হতে (যা গনীমত হিসাবে পান,) এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেন। এরপর বাকী সমস্ত মালামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের মাঝে এবং হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দেন, যারা এ যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল।

৩০১০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا أُخِرُ الْمُشْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ قَرْيَةُ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ .

৩০১০. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যদি পরবর্তীকালের মুসলমানদের কথা খেয়াল না করতাম, তবে আমি যে শহর জয় করতাম, তা ঐভাবে বন্টন করে দিতাম, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের মালামাল বন্টন করে দিয়েছিলেন।

১৬৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي خَيْرِ مَكَّةَ

১৬৩. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয় সম্পর্কে

৩০১১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

عَامَ الْفَتْحِ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِي سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَأَسْلَمَ بِمَرِّ
الظَّهْرَانِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ تُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ فَلَوْ جَعَلْتَ
لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سَفْيَانَ فَهُوَ أَمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ أَمِنٌ .

৩০১১. ‘উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট, যে বছর মক্কা বিজয় হয়েছিল, ‘আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) সুফয়ান ইব্ন হারবকে নিয়ে আসেন। তিনি মাররা-যাহুরান’ নামক স্থানে ইসলাম কবুল করেন। তখন তাঁকে ‘আব্বাস (রা.) বলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আবু সুফয়ান এমন এক ব্যক্তি, যে নেতৃত্বের গৌরব পসন্দ করে। কাজেই আপনি যদি তাঁর জন্য এরূপ কিছু করতেন (তবে ভাল হতো)। তিনি ﷺ বলেন : আচ্ছা, যে ব্যক্তি আবু সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সেও নিরাপদে থাকবে। ১

৩০১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّاظِيُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ
النَّبِيُّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ قُلْتُ وَاللَّهِ لَنُفِيَنَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ عَنْوَةً
قَبْلَ أَنْ يَأْتَوْهُ فَيَسْتَأْمِنُوهُ أَنَّهُ لَهْلَاكُ قُرَيْشٍ فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ
لَعَلِّي أَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي أَهْلَ مَكَّةَ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُخْرِجُوا إِلَيْهِ
فَيَسْتَأْمِنُوهُ فَإِنِّي لَأَسِيرُ إِذْ سَمِعْتُ كَلَامَ أَبِي سَفْيَانَ وَبَدِيلِ بْنِ وَرْقَاءَ فَقُلْتُ يَا أَبَا
حَنْظَلَةَ فَعَرَفَ صَوْتِي قَالَ أَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا لَكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قُلْتُ هَذَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ قَالَ فَمَا الْحِيلَةُ قَالَ فَرَكِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ
غَدَوْتُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ
فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سَفْيَانَ فَهُوَ أَمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ
أَمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ أَمِنٌ قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ .

৩০১২. মুহাম্মদ ইব্ন ‘আমর (র.)...ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন (মক্কা বিজয়ের সময়) ‘মাররা-যাহুরান’ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন আমার মনে

১। অর্থাৎ যারা যুদ্ধ করার জন্য আমাদের সামনে আসবে না, বরং নিজেদের ঘরে বসে থাকবে, তাদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব না। তাদের জ্ঞান-মাল পূর্ণ হিফাযতে থাকবে। মুসলিম বাহিনী তাদের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

হয়, আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের (কুরায়শদের) শান্তি প্রস্তাবের আগে, তাঁর বাহিনীসহ জোর পূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেন, তবে সমস্ত কুরায়শ ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচরের পিঠে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হই। এ সময় আমি এরূপ ধারণা করি যে, সম্ভবত আমার সংগে মক্কার কোন লোকের সাক্ষাত হয়ে যাবে। তখন আমি তাকে বলব : সে যেন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়, যাতে তারা তাঁর ﷺ নিকট হাযির হয়ে নিরাপত্তার আবেদন করতে পারে। আমি যখন এরূপ মনে করে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ আমি আবু সুফয়ান ও বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকার কথোপকথন শুনে পাই। তখন আমি বলি : হে আবু হানযালা ! (আবু সুফয়ানের কুনিয়াত)! তখন সে আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলে : আবুল ফযল নাকি ? [এটি হযরত আব্বাস (রা.)-এর কুনিয়াত]। তখন আমি বলি : হাঁ। তখন সে বলে : আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবানী হোক, অবশেষে ব্যাপার কি ? তখন আমি বলি : এই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং অন্যান্য লোকেরা। তখন সে (আবু সুফয়ান) জিজ্ঞাসা করে : এখন বাঁচার জন্য বাহানা কি ? তিনি (ইব্ন আব্বাস) বলেন : তখন সে (আবু সুফয়ান) আমার বাহনের পশ্চাতে আরোহণ করে এবং তাঁর সাথী (বুদায়ল) ফিরে যায়। পরদিন সকালে আমি তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হই। তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ। আবু সুফয়ান এমন এক ব্যক্তি যে নেতৃত্বের গৌরব পসন্দ করে। কাজেই তাঁর জন্য গৌরবজনক কিছু করুন। তিনি ﷺ বলেন : ঠিক আছে, যে ব্যক্তি আবু সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। আর যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে, সে-ও নিরাপদ, আর যে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সে-ও নিরাপদ।

রাবী বলেন : এ ঘোষণা শোনার পর লোকেরা তাদের ঘরে এবং মাসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে।

৩০১৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي بَنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلٍ بَنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ غَنِمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ شَيْئًا قَالَ لَا . ৩০১৩. হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র.)... ওয়াহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তারা (মুসলমানরা) কি মক্কা বিজয়ের দিন গনীমতের মাল পেয়েছিল ? তিনি বলেন : না।

৩০১৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا سُلَّامٌ بْنُ مِسْكِينٍ نَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ سَرَّحَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْخَيْلِ وَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اهْتَفِ بِالْأَنْصَارِ قَالَ اسْلُكُوا هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا تَشْرَفَنَّ لَكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنْتُمُوهُ فَنَادَى مُنَادٌ لَا قَرِيشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ أَمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ

أَمِنْ وَعَمِدَ صَنَادِيرُ قُرَيْشٍ فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ فَغَصَّ بِهِمْ وَطَافَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَخَذَ بِجَنْبَتِي الْبَابِ فَخَرَجُوا فَبَايَعُوا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ .

৩০১৪. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি যুযায়র ইব্ন আওয়াম, আবু উবায়দা ইব্ন জাররাহ এবং খালিদ ইব্ন ওয়ালাদ (রা.)-কে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিত অবস্থায় ছেড়ে দেন। এরপর তিনি বলেন : হে আবু হুরায়রা! আনসারদের ডেকে বলে দাও, তারা যেন এ রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়। আর যে কেউ (এ রাস্তায়) তোমাদের সম্মুখীন হবে, তাকে হত্যা করে ফেলবে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি একরূপ ঘোষণা দেয় যে, আজকের দিনের পর আর কোন কুরায়শ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তার গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি তার অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করবে, সে নিরাপদ। এ সময় কুরায়শ নেতারা কা'বা শরীফের মধ্যে (নিরাপত্তার আশায়) প্রবেশ করে, ফলে কা'বা শরীফ ভরে যায়। আর নবী ﷺ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি ﷺ কা'বা ঘরের দরজার চৌকাঠ ধরেন। তখন তারা (কুরায়শ নেতারা) বেরিয়ে আসে এবং নবী ﷺ-এর কাছে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করে।

১৬৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي خَيْرِ الطَّائِفِ

১৬৪. অনুচ্ছেদ : তায়েফ বিজয় সম্পর্কে

৩০১৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ بِنِ مَنبِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذَا بَايَعَتْ قَالَ اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ أَوْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا .

৩০১৫. হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র.)... ওয়াহব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, যখন বনু ছাকীফ বায়'আত করেছিল, তখন কি শর্ত করেছিল? তিনি বলেন : তারা এ শর্তের উপর নবী ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিল যে, তাদের উপর যাকাত দেওয়া এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করার দরকার হবে না।

অতঃপর তিনি [জাবির (রা.)] নবী ﷺ-কে একরূপ বলতে শোনে : অচিরেই তারা ইসলাম কবুলের পর যাকাত দেবে এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে।

৩০১৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بِنِ سُؤَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ مَجْجُوفٍ نَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرْقَ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُحْبُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكُمْ أَلَّا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ .

৩০১৬. আহমদ ইবন 'আলী ইবন সুওয়ায়দ (র.)... 'আফফান ইবন আবুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখন হাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাদের মাসজিদে অবস্থানের অনুমতি দেন, যাতে তাদের অন্তর নরম হয়। সে সময় তারা তাঁর ﷺ সংগে একরূপ শর্ত করে যে, তাদের জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না এবং তাদের নিকট হতে 'উশর বা দশমাংশও গ্রহণ করা হবে না। আর না তাদের সালাতও আদায় করতে হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এটা হতে পারে যে, এখন তোমাদের জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য বের করা হবে না, তোমাদের থেকে 'উশর নেওয়া হবে না। কিন্তু সেই দীনে কোন মংগল নেই, যাতে রুকু নেই।

১৬০. بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

১৬৫. অনুচ্ছেদ : ইয়ামানের যমীনের হুকুম সম্পর্কে

৩০১৭. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لِي هَمْدَانُ هَلْ أَنْتَ أَتَ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادُ لَنَا فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا قَبْلَنَاهُ وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ قُلْتُ نَعَمْ فَجِئْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَضِيتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْكِتَابَ عَلَى عُمَيْرِ بْنِ مَرَانَ قَالَ وَبَعَثَ مَالِكُ بْنُ مُرَارَةَ الرَّهَافِي إِلَى الْيَمَنِ جَمِيعًا فَاسْلَمَ عَنْهُ نَوْ خِيَوَانُ قَالَ فَقِيلَ لَكَ أَنْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَذُ مِنْهُ الْأَمَانَ عَلَى قَرْنِكَ وَمَالِكَ فَقَدِمَ فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ ذِي خِيَوَانٍ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيقِهِ فَلَهُ الْأَمَانُ وَذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ .

৩০১৭. হান্নাদ ইবন সারী (র.).... 'আমির ইবন শাহুর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য) বের হন, তখন হামদান গোত্রের লোকেরা আমাকে বলে : তুমি কি এ ব্যক্তির [মুহাম্মদ ﷺ] নিকট গমন করে আমাদের ব্যাপারে কথাবার্তা

বলবে ? যদি তুমি আমাদের সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারে রাযী হও, তবে আমরাও তা কবুল করব, আর যদি তুমি কোন কিছু অপসন্দ কর, তবে আমরাও তা অপসন্দ করব। আমি বলি : হাঁ। অতঃপর আমি রওয়ানা হই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হই। আমি তাঁর কথাবার্তা পসন্দ করি এবং আমার কওমের লোকেরা ইসলাম কবুল করে নেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পত্রখানা উমায়র যু-মাররানের নিকট প্রেরণ করেন।

রাবী বলেন : এরপর তিনি ﷺ মালিক ইব্ন মুরারা রাহাবী (রা.)-কে সমস্ত ইয়ামনবাসীর নিকট (ইসলামের পয়গাম পৌছানোর জন্য) প্রেরণ করেন। তখন 'আক্কু যু-খায়ওয়ান নামক জনৈক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে। রাবী বলেন : তখন 'আক্কু-কে বলা হয়, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যাও এবং তাঁর নিকট হতে তোমার গ্রামবাসী ও তোমার মালের জন্য নিরাপত্তা চাও। তখন সে ব্যক্তি তাঁর ﷺ নিকট উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য এ ফরমান লিখে দেন :

“বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এ ফরমান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে 'আক্কু যু-খায়ওয়ানের জন্য। যদি সে (তার বক্তব্য) সত্যবাদী হয়, তবে তার জন্য নিরাপত্তা—তার যমীনে, মালে ও গোলামে এবং সে আল্লাহর যিম্মায় ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যিম্মায় থাকবে।” এ ফরমানটি লিখেছিলেন খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন 'আস (রা.)।

৩০১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَيْشِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّبِيعِ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِيضَ عَنْ جَدِّهِ أَبِيضَ بْنِ جَمَالٍ أَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ حِينَ وَقَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَخَا سَبَأٍ لَا بُدَّ مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا زَرَعْنَا الْقُطُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ بِمَارِبَ فَصَالِحَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى سَبْعِينَ حَلَةً مِنْ قِيَمَةِ وَقَاءِ بَرِّ الْمُعَافِرِ كُلِّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ سَبَأٍ بِمَارِبَ فَلَمْ يَزَالُوا يُؤْتُوا نَهَا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ الْعَمَالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قُبُضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا صَالِحَ أَبِيضَ ابْنِ حَمَالٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحُلَلِ السَّبْعِينَ فَرَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ .

৩০১৮. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ কুরাশী ও হারুন ইব্ন আবদিল্লাহ (র.)...আবয়ায ইব্ন হাম্মাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রতিনিধি দলের সাথে উপস্থিত থাকার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে সাদাকার ব্যাপারে কথাবার্তা বলেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : হে সাবার ভ্রাতৃবন্দ! সাদাকা

দেওয়া তো একটা জরুরী ব্যাপার। তখন সে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমাদের উৎপাদিত শস্য তো কেবল তুলা। আর সাবা শহর তো এখন উজাড় হয়ে গেছে এবং তাদের মাত্র কয়েক ব্যক্তি সাবা শহরে মারিব নামক স্থানে বসবাস করছে। অবশেষে নবী ﷺ তাদের সাথে প্রতি বছর মুআফির নামক স্থানের তাঁতীদের তৈরী কাপড়ের সমদামের সত্তর জোড়া দামী কাপড় রাজস্ব খাতে আদায় করার চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যারা 'সাবা'-ওয়ালাদের থেকে 'মারিব' নামক স্থানে অবশিষ্ট ছিল। যা তারা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ'-এর ইনতিকালের সময় পর্যন্ত সব সময় আদায় করতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর সাদাকা আদায়কারী প্রতিনিধিগণ ঐ চুক্তি লংঘন করেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবয়ায ইবন হাম্মালের সাথে সত্তর জোড়া কাপড় গ্রহণের ব্যাপারে করেছিলেন। পরে আবু বকর (রা.) ঐ নির্দেশ ঐরূপে রাখার হুকুম দেন, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম করেছিলেন। অবশেষে আবু বাকর (রা.) ইনতিকাল করার পর ঐ চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং নিয়মিত সাদাকা আদায় প্রথা চালু হয়।

১৬৬. بَابُ فِي اخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

১৬৬. অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদীদের আরবভূমি হতে বহিষ্কার প্রসংগে

৩০১৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ سَقِينُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى بِثَلَاثَةِ فُقَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاجْزُوا الْوَقْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِزُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الثَّلَاثَةِ أَوْ قَالَ فَأَنْسَيْتُهَا .

৩০১৯. সাঈদ ইবন মানসূর (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (ইনতিকালের সময়) তিনটি বিষয়ে ওসীয়াত করেন। তিনি বলেন : মুশরিকদের আরবভূমি হতে বের করে দেবে, তোমরা রাস্ত্রদূতদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, যেমন আমি তাদের সাথে করে থাকি।

রাবী বলেন : ইবন আব্বাস (রা.) তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে চুপ থাকেন, অথবা তিনি বলেন : আমি তা ভুলে গিয়েছি।

৩০২০. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا .

৩০২০. হাসান ইবন আলী (র.)...উমার ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন : আমি ইয়াহুদ ও নাসারাদের অবশ্যই আরবভূমি হতে বের করে দেব এবং এখানে মুসলমান ছাড়া আর কেউ থাকবে না।

৩০.২১ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ .

৩০২১. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরূপই বলেছেন। তবে প্রথমে বর্ণিত হাদীছটি পরিপূর্ণ।

৩০.২২ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكُونَنَّ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ .

৩০২২. সুলায়মান ইবন দাউদ 'আতকী (র.)...ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একই শহরে দুটি কিব্লা হতে পারবে না।

৩০.২৩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ يَعْنِي عَبْدَ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ إِلَى تَخُومِ الْعِرَاقِ إِلَى الْبَحْرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عُمَرُ أَجَلًا أَهْلُ نَجْرَانَ وَلَمْ يُجْلُوا مِنْ تَيْمَاءَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ فَمَّا الْوَادِي فَإِنِّي أَرَى إِنَّمَا لَمْ يُجْلَ مِنْ فِيْهَا مِنَ الْيَهُودِ إِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ .

৩০২৩. মাহমূদ ইবন খালিদ (র.)...সা'ঈদ অর্থাৎ ইবন আবদিল আযীয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আরবভূমি 'ওয়াদী-কুররা' হতে ইয়ামনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইরাক হতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

আবু দাউদ (র.) বলেন : হারিছ ইবন মিসকীনের নিকট এরূপ পড়া হয়েছিল, যখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম যে, মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। 'উমর (রা.) নাজরানবাসীদের বহিস্কার করেছিলেন, তবে তিনি তাদেরকে তায়মা থেকে বহিস্কার করে নি। কেননা, তা আরবভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর 'ওয়াদী-কুররা'র ইয়াহুদীদের এ জন্য বহিস্কার করা হয়নি, আমার ধারণায়, তাঁরা 'ওয়াদী-কুররাকে' আরবভূমি হিসাবে মনে করেননি।

৩০.২৪ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ أَجَلَا عُمَرُ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ .

৩০২৪. ইব্ন সারাহ (র.)...মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। 'উমার (রা.) নাজরান এবং ফিদাকের ইয়াহুদীদের বের করে দিয়েছিলেন।

১৬৭. بَابُ فِي إِتْقَانِ أَرْضِ السَّوَادِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ

১৬৭. অনুচ্ছেদ : কাফিরের দেশে যুদ্ধে প্রাপ্ত যমীন মুসলমানদের অধিকারে আসা সম্পর্কে

৩০২৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سَهِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيْزَهَا وَبَرَهَمَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مَدِيْنَهَا وَبَدِيْنَارَهَا وَمَنَعَتِ مِصْرُ أَرْدَبِيْهَا وَبَدِيْنَارَهَا ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ .

৩০২৫. আহমদ ইব্ন ইয়ুস (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (এমন এক সময় আসবে) যখন ইরাকবাসীরা তাদের যমীন ও তার উৎপাদিত ফসল—কাফীয ও দিরহাম হতে বঞ্চিত হবে (অর্থাৎ এ সব সেখানকার অধিবাসীরা পাবে না, বরং তোমরা এ সবার মালিক হবে)। আর শামবাসীরা তাদের যমীন ও উৎপাদিত ফসল ও অর্থ—মুদ এবং স্বর্ণমুদ্রা হতে বঞ্চিত হবে এবং মিসরবাসীরা তাদের যমীন ও উৎপাদিত দ্রব্য ও অর্থ—আরদাব ও দীনার হতে বঞ্চিত হবে (অর্থাৎ তোমরাই এ সবার মালিক ও অধিকারী হবে)। এরপর তোমরা সেখানে ফিরে যাবে, যেখানে তোমরা প্রথমে ছিলে (অর্থাৎ ধন-দওলত তোমাদের হাতছাড়া হয়ে পুনরায় কাফিরদের হাতে চলে যাবে)।

রাবী যুহায়র তিনবার এরূপ উক্তি করেন যে, আবু হুরায়রা (রা.)-এর গোশত এবং রক্ত এর সাক্ষী আছে।

৩০২৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا قَرْيَةٍ اتَّيَمُّوهَا وَأَقِمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ مِيَ لَكُمْ .

৩০২৬. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে গ্রামে গিয়ে তোমরা বসবাস করবে এবং যেখানেই তোমরা যাবে, তার অংশ তোমাদের হয়ে যাবে। আর যে গ্রামের লোকেরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করবে, নিশ্চয়ই তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। উক্ত অংশ বের করার পর বাকী অংশ তোমাদের হবে।

১৬৮. بَابُ فِي اخْذِ الْجَزِيَّةِ

১৬৮. অনুচ্ছেদ : জিযিয়া কর নেওয়া সম্পর্কে

৩০২৭. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ نَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَكِيدَ رِبُومَةَ فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْهُ بِهِ فَحَقَّنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجَزِيَّةِ .

৩০২৭. 'আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র.).... 'উছমান ইবন আবী সুলায়মান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.)-কে দুমার শাসক উকায়দারের নিকট প্রেরণ করেন। তখন খালিদ ও তাঁর সংগীরা তাঁকে গেরেফতার করে তাঁর ﷺ নিকট নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করেন এবং জিযিয়া কর দেওয়ার শর্তে তাঁর সাথে সন্ধি করেন। ২

৩০২৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَخْذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ .

৩০২৮. 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.).... মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মু'আয (রা.)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট হতে এক দীনার অথবা এক দীনার মূল্যের মু'আফিরী নামক কাপড়, যা ইয়ামনে উৎপন্ন হয় (তা জিযিয়া হিসাবে গ্রহণ করবে)।

৩০২৯. حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩০২৯. নুফায়লী (র.)... মা'আয (রা.) থেকে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১। খৃষ্টান বাদশাহ উকায়দার দুমা শহরের অধিপতি ছিলেন। নবী (সা.) খালিদ (রা.)-কে তাঁকে জীবিত বন্দী করে আনার নির্দেশ দেন। তাকে গেরেফতার করে আনা হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) জিযিয়া কর ধার্য করেন। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

২। অমুসলিম নাগরিকদের নিকট হতে গৃহীত বার্ষিক খায়না বা করকে জিযিয়া বলা হয়। এই কর আদায়ের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য প্রমাণিত হয় এবং তারা মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করে।

৩০৩০. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانَ أَبُو نَعِيمٍ النُّخَعِيُّ نَا شَرِيكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَدِيرٍ قَالَ عَلَى لِنْنٍ بَقِيَتْ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لَا قَتْلَنَ الْقَاتِلَةَ وَلَا تُسَبِّحُ الذَّرِيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا يَنْصُرُوا أَبْنَاءَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَبَلَّغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكَرُ هَذَا الْحَدِيثَ انْكَارًا شَدِيدًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ شِبْهُ الْمَتْرُوكِ وَانْكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَلَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرُضَةِ الثَّانِيَةِ .

৩০৩০. ‘আব্বাস ইবন আবদিল আযীম (র.)...যিয়াদ ইবন জাদীর (রা.) থেকে বর্ণিত। ‘আলী (রা.) বলেনঃ যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে বনু তাগলীবের যুদ্ধক্ষম নাসারাদের হত্যা করব এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের বন্দী করব। কেননা, তাদের ও নবী ﷺ-এর মাঝে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তা আমি লিখেছিলাম। যাতে এরূপ শর্ত ছিল যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের সাহায্য করবে না।

আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছটি ‘মুনকার’ বা অগ্রহণীয়। (তিনি আরো বলেন :) আমি জানতে পেরেছি যে, আহমদ ইবন হাম্বল (র.)-ও এ হাদীছটি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করতেন। অন্যদের মতে এ হাদীছটি মাতরুক বা পরিত্যক্ত। লোকেরা এ হাদীছকে মুনকার জেনেছে-আব্দুর রহমান ইবন হানী-এর উপর। রাবী আবু ‘আলী বলেন : আবু দাউদ (র.) যখন এ কিতাব শোনান, তখন তাতে এ হাদীছ পড়েননি।

৩০৩১. حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو وَالْيَامِيُّ نَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ نَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ الِهَمْدَانِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى الْفَى حَلَّةِ النَّصْفِ فِي صَفَرٍ وَالنِّصْفِ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّ وَنَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَارِيَةً ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ فَرَسًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزَوْنَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرْتُوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ ذَاتُ غَدَرٍ عَلَى أَنْ لَا تَهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحَدِّثُوا أَحَدًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا .

৩০৩১. মুসাররিফ ইবন ‘আমর ইয়ামী (র.)...ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে দু’হাজার জোড়া কাপড়ের বিনিময়ে এ শর্তে সন্ধি করেন যে, তারা এর অর্ধেক কাপড় সফর মাসে মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর করবে এবং বাকী

অর্ধেক রজব মাসে দেবে। তাছাড়া ত্রিশটি লৌহবর্ম, ত্রিশটি অশ্ব, ত্রিশটি উট এবং সব ধরনের ত্রিশটি যুদ্ধোপকরণ ধারস্বরূপ (মুসলমানদের) প্রদান করবে, যা দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হয়। আর মুসলমানরা এ মর্মে যিহাদারী গ্রহণ করবে যে, এ সব অস্ত্রশস্ত্র আবার তাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে, যদি ইয়ামনে কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাছাড়া এ শর্তও ছিল যে, তাদের কোন গীর্জা ধ্বংস করা হবে না এবং কোন পাদ্রীকেও বহিষ্কার করা হবে না। আর যতক্ষণ না তারা নতুন কথা বলবে এবং সূদ না খাবে, ততক্ষণ তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

রাবী ইসমাঈল বলেন : পরে তারা সূদ খাওয়া শুরু করে, (ফলে চুক্তি ভংগের কারণে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়)।

১৬৭. بَابُ فِي اخْذِ الْجَزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

১৬৯. অনুচ্ছেদ : অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ সম্পর্কে

৩.৩২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ الْوَاسِطِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقِطَّانِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ .

৩০৩২. আহমদ ইবন সানান ওয়াসিতী (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখন পারসিকদের নবী ইনতিকাল করেন, তখন ইবলিস তাদের অগ্নিপূজায় লাগিয়ে দেয় (অর্থাৎ গুমরাহ করে ফেলে)।

৩.৩৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ بُجَالَهٗ يُحَدِّثُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لَجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمَّ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عَمْرِو قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَأَنَّهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرٍ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَا هُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخْذِهِ فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزْمِزْمُوا وَالْقَوَا وَقَرَّ بَغْلٌ أَوْ بَغْلَتَيْنِ مِنَ الْوَبْقِ وَلَمْ يَكُنْ عَمْرُ أَخْذَ الْجَزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ هَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ .

৩০৩৩. মুসাদ্দাদ (র.)...আবু শাহা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাযা' ইবন মু'আবীয়ার লেখক ছিলাম, যিনি আহনাফ ইবন কায়েসের চাচা ছিলেন। একবার 'উমার (রা.)-এর মৃত্যুর এক বছর আগে আমাদের নিকট (তাঁর লিখিত) এ মর্মের পত্র আসে ; (যাতে এরূপ নির্দেশ ছিল যে), 'প্রত্যেক জাদুগরকে হত্যা করবে, অগ্নি-উপাসকদের প্রত্যেক মুহরিম ব্যক্তির সাথে

বিবাহিত (তার বোন, খালা ইত্যাদি)-কে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, আর তাদের গুনগুন শব্দ করা হতে বিরত থাকতে বলবে। তখন একদিনে আমরা তিনজন জাদুগরকে হত্যা করি এবং যে সব অগ্নি-উপাসকের সাথে কোন মুহরিম স্ত্রীলোকের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, আল্লাহর কিতাব অনুসারে তাদের মাঝের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেই।

রাবী বলেন : একদা তিনি (আহনাফ ইব্ন কায়স) অনেক খাদ্য পাক করে অগ্নি-উপাসকদের ডাকেন এবং তরবারি নিজের রানের উপর রাখেন। তখন তারা খাওয়ার পর কোন রূপ গুনগুন শব্দ করিনি। এরপর তারা এক বা দু'খচ্চরের বোঝা পরিমাণ রৌপ্য প্রদান করেন। আর 'উমার (রা.) অক্ষম অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.) এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাজার' নামক স্থানের অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেছিলেন।

৩০.৩৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الثِّمَامِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا هُشَيْمٌ أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِ عَنَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَسْبَذِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَهُمْ مَجُوسُ أَهْلِ هَجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَكَثَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلَتْهُ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيكُمْ قَالَ شَرُّ قُلْتُ مَهْ قَالَ الْأَسْلَامُ أَوْ الْقَتْلُ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَبِلَ مِنْهُمْ الْجَزِيَّةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ النَّاسُ يَقُولُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَتَرَكُوا مَا سَمِعْتُ مِنَ الْأَسْبَذِيِّ .

৩০৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন ইয়ামামী (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাজার নামক স্থানে বসবাসকারী অগ্নি-উপাসকদের থেকে বাহুরায়নের আস্বাযিয়ী-এর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। এরপর সে যখন বেরিয়ে আসে, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা দিয়েছেন? তখন সে বলে : খারাপ ফয়সালা দিয়েছেন। তখন আমি ধমক দিয়ে বলি : চুপ থাক। তখন সে বলে : (তিনি ﷺ এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন যে), মুসলমান হয়ে যাও, নয়ত কতল করা হবে।

রাবী বলেন : 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﷺ তাদের নিকট হতে জিযিয়া কবুল করেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) আরো বলেন : লোকেরা আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.)-এর কথার উপর আমল করতে শুরু করে, আর আমি যা আস্বাযীর নিকট হতে শুনেছিলাম, তা পরিত্যাগ করে।^১

১. আস্বাযী—ইনি আশ্বানের জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) আস্বাযী—সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি মুসলমান ছিলেন। এজন্য তার বর্ণনা বাদ দিয়ে—আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.)-এর বর্ণনার উপর আমল করা হয়েছে, যিনি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দেন যে, নবী (সা) হিজরের অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেন।

১৭০. بَابُ فِي التَّشْدِيدِ فِي جِبَايَةِ الْجَزِيَةِ

১৭০. অনুচ্ছেদ : জিযিয়া কর আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ সম্পর্কে

৩০৩৪. حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلًا وَهُوَ عَلَى حِمَصٍ يَشْمِسُ نَاسًا مِنَ الْقَبِيطِ فِي أَدَاءِ الْجَزِيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا .

৩০৩৪. সুলায়মান ইব্ন দাউদ মাহরী (র.)... উরওয়া ইব্ন যুযায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হাযাম, জটনিক ব্যক্তিকে দেখতে পান, যিনি হিমসের গভর্নর ছিলেন যে, তিনি কয়েকজন কিবতীকে জিযিয়া আদায়ের জন্য রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তখন তিনি (হিশাম) জিজ্ঞাসা করেন : ব্যাপার কি? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় মহান আল্লাহ (আখিরাতে) তাদের শাস্তি দিবেন, যারা দুনিয়াতে লোকদের (অকারণে) শাস্তি দেয়।

১৭১. بَابُ فِي تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَةِ

১৭১. অনুচ্ছেদ : যিম্মী কাকিরের তেজারতী মাল হতে 'উশর বা দশ ভাগের এক ভাগ নেওয়া সম্পর্কে

৩০৩৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَاسِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْعُسُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ .

৩০৩৫. মুসাদ্দাদ (র.)... হারব ইব্ন উবায়দিল্লাহ (রা.) তাঁর নানা হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'উশর ইয়াহুদ ও নাসারাদের নিকট হতে নিতে হবে এবং মুসলমানদের উপর 'উশর নেই।

৩০৩৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَرَجَ مَكَانَ الْعُسُورِ .

৩০৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দ মুহারিবি (র.)... হারব ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি 'উশর' শব্দের পরিবর্তে 'খারাজ' শব্দের উল্লেখ করেছেন।

৩.৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا سَفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَشِرُ قَوْمِي قَالَ إِنَّمَا الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى .

৩০৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... 'আতা (রা.) বাকর ইব্ন ওয়াইল সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছেন, যিনি তার মামার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি কি আমার কওমের নিকট হতে 'উশর আদায় করব ? জবাবে তিনি বলেন : 'উশর তো কেবল ইয়াহুদ ও নাসারাদের (তিজারতী মালের) উপর ধার্য হয়ে থাকে।

৩.৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نَا أَبُو لُعَيْمٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي تَغْلِبَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ وَعَلَّمَنِي كَيْفَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّمَا عَلَّمْتَنِي فَقَدْ حَفِظْتُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَأَغَشِرُهُمْ قَالَ لَا إِنَّمَا الْعَشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ .

৩০৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম বায্‌যার (র.)... হারব ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ্ ইব্ন 'উমায়র ছাকাফী তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বনু তাগলীবের লোক ছিলেন। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করি এবং তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। আর তিনি আমাকে এ-ও শিক্ষা দেন যে, আমার কওম থেকে যারা ইসলাম কবুল করবে, আমি তাদের নিকট হতে কিরূপে সাদাকা আদায় করব। এরপর আমি তাঁর ﷺ নিকট ফিরে আসি এবং বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাকে যা শিখিয়েছিলেন, তা সবই আমার মনে আছে, তবে সাদাকার ব্যাপারটি আমি ভুলে গেছি। আমি কি তাদের নিকট হতে 'উশর (এক-দশমাংশ) গ্রহণ করব ? তিনি বলেন : না, বরং 'উশর তো ইয়াহুদ ও নাসারাদের (তিজারতী মালের জন্য) ধার্যকৃত।

৩.৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ نَا ارْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَرَبِاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ

النَّبِيُّ ﷺ خَيْرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْرٍ رَجُلًا مَارِدًا مُنْكَرًا
فَاقْبَلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الْكُفَّاءُ أَنْ تَذْبَحُوا حُمْرَنَا وَتَكْلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا
نِسَاءَنَا فَغَضِبَ يَعْنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادَى أَلَا إِنَّ
الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ وَأَنْ أَجْتَمَعُوا لِلصَّلَاةِ قَالَ فَاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ
ثُمَّ قَامَ فَقَالَ أَيْحَسِبُ أَحَدَكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا
فِي هَذَا الْقُرْآنِ إِلَّا وَائِي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءٍ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ
أَكْثَرُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بَيْوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ
نِسَاءِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثَمَارِهِمْ إِذَا أُعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ .

৩০৩৯। মুহাম্মদ ইবন ইসা (র.)... ইরবায় ইবন সারিয়া সুলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
আমরা যখন নবী ﷺ-এর সংগে খায়বরে অবতরণ করি, তখন তাঁর ﷺ সংগে তাঁর অন্যান্য
সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন। সে সময় খায়বরের নেতা ছিল একজন দুষ্টপ্রকৃতির বিদ্রোহী ব্যক্তি। সে
নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : হে মুহাম্মদ ! এটা কি তোমার উচিত যে, তুমি আমাদের
গাধাগুলো যবাহু করবে, ফলগুলো খেয়ে ফেলবে এবং আমাদের স্ত্রীদের মারধর করবে ?

একথা শুনে তিনি অর্থাৎ নবী ﷺ রাগান্বিত হন এবং বলেন : হে ইবন 'আওফ ! তুমি তোমার
ঘোড়ার পিঠে আরোহণ কর এবং এরূপ ঘোষণা করে দাও যে, মুসলিম ছাড়া আর কারো জন্য
জান্নাত হালাল নয়। আর তোমরা সালাতের জন্য সমবেত হও।

রাবী বলেন : তখন সবাই সালাতের জন্য একত্রিত হয় এবং নবী ﷺ তাদের নিয়ে সালাত
আদায় করেন। এরপর তিনি দাঁড়ান এবং বলেন : তোমাদের কেউ কি তার খাটের উপর হেলান
দিয়ে বসে এরূপ ধারণা করছে যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত জিনিস ব্যতীত, যার উল্লেখ কুরআনে
আছে, আর কিছুই হারাম করেননি ? জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ ! আমিও হুকুম দিয়েছি—যাতে
কিছু করার জন্য নসীহত করেছি এবং কিছু না করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছি। এগুলিও কুরআনের
আদেশ ও নিষেধের অনুরূপ এমনকি তা থেকেও অতিরিক্ত। (জেনে রাখ,) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা
তোমাদের জন্য এ বৈধ করেননি যে, তোমরা আহলে কিতাবদের ঘরে তাদের অনুমতি ব্যতীত
প্রবেশ করবে, তাদের স্ত্রীদের মারধর করবে এবং তাদের ফলমূল ভক্ষণ করবে। (বস্তুত এ নির্দেশ
ততক্ষণ কার্যকর থাকবে), যতক্ষণ তারা তোমাদের (ঐ জিযিয়া প্রদান করবে), যা আদায় করা
তাদের উপর ওয়াজিব।

৩০৪০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ
رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا

فَتَنْظُرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَنْتَقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ
فِيَصَالِحُونَكُمْ عَلَى صَلَاحٍ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَا تَصِيَّبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ .

৩০৪০. মুসাদ্দাদ ও সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)...জুহায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্ভবত তোমরা এমন এক কওমের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের উপর তোমরা বিজয়ী হওয়ার পর তারা তোমাদের কিছু মাল দিয়ে নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা করবে।

রাবী সাঈদ (র.) তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, তারা (কিছু মালের বিনিময়ে) তোমাদের সংগে সন্ধি করবে। এরপর উভয় রাবী একমত্যে এরূপ বর্ণনা করেছেন : তোমরা তাদের নিকট হতে এর অধিক মাল গ্রহণ করবে না। কেননা, তা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।

৩০৪১. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ
صَفْوَانَ بْنَ سَلِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِّنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ آبَائِهِمْ دِينَهُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَفَّهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَأَخَذَ
مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَإِنَّا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩০৪১. সুলায়মান ইব্ন দাউদ মাহুরী (র.)...রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের কিছু ছেলে তাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, যারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের যে কেউ কোন যিম্মীর উপর অত্যাচার করবে, বা তার হক নষ্ট করবে, কিংবা তার সামর্থের বাইরে তাকে কষ্ট দিবে, অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে (জোরপূর্বক) তার কোন জিনিস নিবে, আমি কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।

১৭২. بَابُ فِي الذِّمِّ يُسْلَمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جَزِيَّةٌ

১৭২. অনুচ্ছেদ : যদি কোন যিম্মী বছরের মাঝখানে ইসলাম কবুল করে, তবে তাকে কি অবশিষ্ট সময়কালের জন্য জিযিয়া কর দিতে হবে ?

৩০৪২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ قَابُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جَزِيَّةٌ .

৩০৪২. ‘আবদুল্লাহ ইব্ন জাররাহ (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের উপর কোন জিযিয়া কর নেই।

৩০৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَفْيَانَ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جُزْيَةَ عَلَيْهِ .

৩০৬৩. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কেউ সুফ্যানের নিকট এ হাদীছের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, যখন কোন যিম্মী মুসলমান হয়ে যায়, তখন তার উপর আর কোন জিয়্যা কর নেই।

১৭৩. بَابُ فِي الْأَمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

১৭৩. অনুচ্ছেদ : ইমামের জন্য মুশ্রিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা সম্পর্কে

৩০৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْهُوزَنِيُّ قَالَ لَقِيتُ بِلَالًا مُؤَدِّنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَحْلَبَ فَقُلْتُ يَا بِلَالُ حَدَّثَنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَبِي ذَلِكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى تَوَفَّى ﷺ وَكَانَ إِذَا آتَاهُ مُسْلِمًا فَرَأَاهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَاسْتَقْرِضُ فَاسْتَرِي لَهُ الْبُرْدَةَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ يَا بِلَالُ إِنَّ عِنْدِي سَعَةً فَلَا تَسْتَقْرِضُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّي فَفَعَلْتُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لِأُوذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَارِ فَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ قَالَ يَا حَبْشِيُّ قُلْتُ يَا لِبَاءَهُ فَتَجَهَّمَنِي وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا وَقَالَ لِي أَتَدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ قَالَ قُلْتُ قَرِيبٌ قَالَ إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ فَاخْذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَارْدُكَ لِرَعِي الْغَنَمِ كَمَا كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ فَاخْذُ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدِينُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذًا وَكَذَا وَ لَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْتَضِي عَنِّي وَلَا عِنْدِي وَهُوَ فَاضِحِي فَأَنْزَلَ لِي أَنْ أَبْقِ إِلَى بَعْضِ هَؤُلَاءِ الْأَحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى يَرْزُقَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ مَا يَقْضِي عَنِّي فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجَرَابِي وَنَعْلِي وَمَجْنِي عِنْدَ رَأْسِي

حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الْأَوَّلُ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو يَا بِلَالُ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَإِذَا أَرْبَعُ رُكَّائِبٍ مُنَاقِحَاتٍ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَشِّرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ تَرَ الرُّكَّائِبَ الْمُنَاقِحَاتِ الْأَرْبَعَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنْ عَلِيَهُنَّ كِسْوَةٌ وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَى عَظِيمٍ فِدَكَ فَأَقْبِضُوهُنَّ وَأَقْضِ دَيْنَكَ فَفَعَلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَ مَا قَبْلَكَ قُلْتُ قَدْ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ قَالَ أَفْضَلَ شَيْءٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَتَمَةَ دَعَانِي فَقَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي قَبْلَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ مَعِيَ لَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَقَصَّ الْحَدِيثَ حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ دَعَانِي قَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي قَبْلَكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ أَرَاكَ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهُ شَفَقًا مِّنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ .

৩০৪৪. আবু তাওবা রবী' ইবন নাসি' (র.)... 'আবদুল্লাহ হাওয়ানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমার সংগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআযযিন বিলাল (রা.)-এর হালব শহরে দেখা হয়। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : হে বিলাল ! আপনি আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তা বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলেন : যখন থেকে আল্লাহ তাঁকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন, তখন থেকে তাঁর ﷺ ইনতিকালের সময় পর্যন্ত তাঁর কাজ-কর্মের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত ছিল। যখনই তাঁর ﷺ নিকট মুসলমান আসতেন এবং তিনি তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতেন, তখন তিনি আমাকে তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতেন। তখন আমি করয নিয়ে তার জন্য চাদর খরিদ করে তাকে পরাতাম এবং তাকে খাণ্ডাও খাওয়াতাম। এমনভাবে একদা জনৈক মুশ্রিক আমার সংগে সাক্ষাত করে বলে যে, “হে বিলাল ! আমার কাছে অনেক ধন-দণ্ডল আছে। কাজেই তুমি আমি ব্যতীত আর কারো থেকে ধার নিও না। তখন আমি এরূপ করতে থাকি। এ অবস্থায় একদা আমি উম্ম করে যখন আযান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আমি দেখতে পাই যে, সে মুশ্রিক লোকটি

একদল ব্যবসায়ী সমভিব্যাহারে আমার দিকে আসছে। সে আমাকে দেখেই বলে উঠল : হে হাবশী! আমি বললাম : বলুন, আমি তো হাবশির। সে সময় সে উত্তেজিত হয়ে আমাকে গালমন্দ করতে লাগল এবং বলল : তোমার কি জানা আছে, মাসের আর কতদিন বাকী আছে? তখন আমি বললাম : মাস তো প্রায় শেষ। তখন সে বলল : তোমার মাস পূর্ণ হতে আর মাত্র চারদিন বাকী আছে। আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা টাকা আদায় করে ছাড়ব, আর আমি তোমাকে তোমার পূর্বাবস্থায় নিয়ে ছাড়ব, যেক্ষণ তুমি আগে বকরীর পাল চরাতে। [বিলাল (রা.) বলেন] : তার এরূপ কথাবার্তায় আমি মর্মাহত হই, এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের যেমন হয়ে থাকে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় শেষে যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলাম। তখন তিনি ﷺ আমাকে তাঁর খিদমতে হাবশির হওয়ার জন্য অনুমতি দেন। আমি তাঁর নিকট আরম্ভ করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমি যে মুশরিক ব্যক্তির নিকট হতে ধার নিতাম, সে আমাকে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। এখন তো আপনার নিকট এমন কোন ধন-সম্পদ নেই। যা দিয়ে আপনি আমার করয পরিশোধ করতে পারেন। আর আমার কাছেও কিছু নেই; ওদিকে সে তো আমাকে বেইযযত করতে চায়। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি পালিয়ে গিয়ে ঐ গোত্রের কোন লোকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি, যারা মুসলমান হয়েছে। আর আমি ততদিন এ অবস্থায় থাকব, যতদিন না আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য এ পরিমাণ মালের সংস্থান করে দেন, যা দিয়ে আমি আমার করয পরিশোধ করতে পারি। একথা বলে আমি আমার ঘরে ফিরে আসি এবং আমার তরবারি, মোজা, জুতা এবং ঢাল আমার শিয়রে রাখি (যাতে অতি ভোরে আমি চলে যেতে পারি)।

এমতাবস্থায় যখন আমি অতি প্রত্যুষে পলায়ন করার জন্য তৈরী হলাম, তখন হঠাৎ দেখতে পাই যে, এক ব্যক্তি দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল : “হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে ডাকছেন। তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, পিঠে মাল বোঝাই চারটি উট বসে আছে। এরপর আমি তাঁর ﷺ সংগে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : (হে বিলাল!) তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমার করয পরিশোধের জন্য আল্লাহ তা'আলা এ মাল পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি আরো বলেন : তুমি কি দেখছ না যে, চারটি মাল-বোঝাই উট বসে আছে? তখন আমি বলি : হাঁ, দেখছি। এরপর তিনি বলেন : এ পশুগুলো এবং এদের পিঠে যে মালামাল আছে, তা সবই তোমার। এতে কাপড় এবং খাদ্যশস্য আছে, যা ফিদাকের বিশিষ্ট ধনী নেতা হাদিয়া স্বরূপ আমার জন্য পাঠিয়েছে। সুতরাং তুমি এসব বুঝে নাও এবং তোমার যাবতীয় দেনা পরিশোধ কর। [বিলাল (রা.) বলেন:] তখন আমি এরূপ করি।

অতঃপর পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বিলাল (রা.) বলেন : পরে আমি মসজিদে গিয়ে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসে আছেন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি যে সম্পদ পেয়েছ তা কি করেছে? তখন আমি বলি : মহান আল্লাহ ঐ সমস্ত দেনাই পরিশোধ করে দিয়েছেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ছিল। বস্তুত ঐ দেনার আর কিছুই অবশিষ্ট

নেই। তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : ঐ মাল হতে কিছু কি অবশিষ্ট আছে? তখন আমি বলি : হাঁ, কিছু মাল অবশিষ্ট আছে। তখন তিনি ﷺ বলেনঃ আমি এও চাই যে, তুমি অবশিষ্ট মাল হতেও আমাকে চিন্তামুক্ত করবে (অর্থাৎ তা অতি সত্তর বিতরণ করে দেবে)। কেননা, যতক্ষণ না তুমি আমাকে তা হতে চিন্তামুক্ত করবে, ততক্ষণ আমি আমার স্বজনদের কারো কাছে ফিরে যাব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় শেষে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : অবশিষ্ট মাল কি করেছে? তখন আমি বলি : তা আমার কাছেই আছে, তা গ্রহণের জন্য কেউ-ই আমার নিকট আসেনি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে রাত মসজিদেই কাটালেন।

এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বিলাল (রা.) আরো বলেন : এরপর দ্বিতীয় দিন ইশার সালাত আদায় শেষে তিনি ﷺ আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : যে মাল অবশিষ্ট ছিল, তুমি তা কি করেছে? তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! আল্লাহ তা'আলা ঐ মাল হতে আপনাকে চিন্তামুক্ত করেছেন। একথা শুনে তিনি ﷺ তাকবীর (আল্লাহ্ আকবর) পাঠ করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এ ভয়ে যেন এরূপ না হয় যে, ঐ মাল তাঁর নিকট থাকে এবং তিনি ইনতিকাল করেন। [এরপর তিনি (স) তাঁর গৃহে ফিরে যান] এবং আমিও তাঁর পশ্চাতে গমন করি। পরে তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীকে আলাদাভাবে সালাম করেন এবং পরিশেষে নিজের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করেন। এ-ই ছিল তাঁর ﷺ ব্যয় নির্বাহের ঘটনা, যে সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে।

৩০.৬০ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَعْنَى إِسْنَادِ أَبِي تَوْبَةَ وَحَدِيثُهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَا يَقْضِي عَنِّي فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَمَرْتُهَا .

৩০৪৫. মাহমুদ ইবন খালিদ (র.)...মু'আবিয়া (রা.) আবু তাওবার সনদে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতেও এ ঘটনা বিধৃত হয়েছে। তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ ব্যক্ত করেছেন : যখন আমি তাঁকে ﷺ বলি, আমার নিকট এবং আপনার নিকট এত পরিমাণ মাল নেই, যা দিয়ে দেনা পরিশোধ করা যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে থাকেন। ব্যাপারটি আমার নিকট খুবই অসহনীয় ছিল (কেননা, আমার মনে হচ্ছিল, তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করেননি)।

৩০.৬১ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِيَّاصِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً فَقَالَ أَسْلَمْتَ قُلْتُ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ زَبْرِ الْمُشْرِكِينَ .

৩০৪৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র.)...ইয়ায ইবন হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাদিয়া হিসাবে একটি উট পেশ করি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন :

১। উপরোক্ত হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, বিশেষ ক্ষেত্রে মুশরিকদের নিকট হতে ও হাদীয়া গ্রহণ করা বৈধ। কেননা, নবী (সা) মাকুশ ও একীদার দুনার হাদীয়া কবুল করেছিলেন। ভিন্নমতে, কেবলমাত্র আহলে কিতাব বা এশী-গ্রন্থের অধিকারীদের হাদীয়া কবুল করা বৈধ।

তুমি কি ইসলাম কবুল করেছ? তখন আমি বলি : না। এ সময় নবী ﷺ বলেন : মুশরিকদের নিকট হতে হাদিয়া গ্রহণ করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

১৭৬. بَابُ فِي إِقْطَاعِ الْأَرْضَيْنِ

১৭৪. অনুচ্ছেদ : যমীন খন্ড করে বন্দোবস্ত দেওয়া

৩০৬৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثُوقٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بَحْضَرِ مَوْتٍ .

৩০৪৭. আমর ইবন মারযুক (র.)... 'আলকামা ইবন ওয়াইল (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাকে হাযরামাওতে একখণ্ড যমীন বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।

৩০৬৮. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا جَامِعُ بْنُ مُطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৩০৪৮. হাফস ইবন 'আমর (র.)... 'আলকামা ইবন ওয়াইল (রা.)-এর সনদে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৩০৬৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فَطْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ خَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ أَرِيدُكَ أَرِيدُكَ .

৩০৪৯. মুসাদ্দাদ (র.)... 'আমর ইবন হুরায়ছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মদীনাতে ধনুকের সাহায্যে রেখা টেনে একখণ্ড যমীন প্রদান করেন এবং তিনি বলেন : আমি তোমাকে আরো দেব, আমি তোমাকে আরো দেব।

৩০৭০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزْنِيَّ مَعَادِنَ الْقِبْلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرَعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ .

৩০৫০। 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)... রবী'আ ইবন আবী আবদির রহমান (রা.) কয়েক ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফারা'আর পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত কিবলিয়া-২ খনিটি বিলাল ইবন হারিছ মুযানীকে বন্দোবস্ত প্রদান করেন। ঐ খনি হতে আজও পর্যন্ত যাকাত ছাড়া আর কিছুই নেওয়া হয় না।

১. মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ফারা'আ নামক একটি স্থান আছে।

২. ফারা'আর নিকট 'কিবলীয়' নামক একটি জায়গা আছে যার নামানুসারে ঐ স্থান বা সেখানকার অধিবাসীদের কিবলীয়া বলা হয়।

৩০৫১. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الْعَبَّاسُ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ
 نَا أَبُو أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
 أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزْنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُ
 الْعَبَّاسِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدُسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ بِلَالَ بْنَ حَارِثِ الْمُزْنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ قَبِيلَةٍ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ جَلْسَهَا
 وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدُسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ
 بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي الدَّيْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كَنَانَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

৩০৫১. ‘আব্বাস ইবন মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র.)...কাছীর ইবন ‘আবদিলাহ ইবন ‘আমর ইবন
 ‘আওফ মুযানী (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :
 নবী ﷺ বিলাল ইবন হারিছ মুযানীকে কিবলিয়ার উঁচু এবং নীচু খনিটি এবং তার পার্শ্ববর্তী
 চাষাবাদযোগ্য যমীন বন্দোবস্ত দেন। উপরন্তু নবী ﷺ তাঁকে একরূপ ফরমান লিখে দেন :
 বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি ঐ ফরমান, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি
 ওয়াসাল্লাম বিলাল ইবন হারিছ মুযানীকে প্রদান করছেন যে, কিবলিয়ার উঁচু এবং নীচু খনি, এর
 পার্শ্ববর্তী চাষাবাদযোগ্য যমীন তাঁকে বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। এতে আর কোন মুসলমানের হক
 থাকলো না।

রাবী আবু উওয়ায়স বলেন : আমার নিকট বনু দায়লের আযাদকৃত গোলামছাওর ইবন
 যায়দ—ইক্রামা এবং তিনি ইবন ‘আব্বাস (রা.) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা
 করেছেন।

৩০৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْحُنَيْنِيَّ قَالَ قَرَأْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَعْْنِي كِتَابَ
 قَطِيعَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَا أَبُو
 أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ
 حَارِثِ الْمُزْنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا قَالَ ابْنُ النَّضْرِ وَجَرُسَهَا وَذَاتِ النَّصْبِ
 ثُمَّ اتَّفَقَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدُسٍ وَلَمْ يُعْطِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَزْنِيُّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقِبْلِيَّةِ جَلَسَهَا وَغُورَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قَدُسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقُّ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو أُيُسٍ وَحَدَّثَنِي ثُوْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ زَادَ ابْنُ النُّضَيْرِ وَكَتَبَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ .

৩০৫২. মুহাম্মদ ইব্ন নযর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হুনাযনীকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ-এর বন্দোবস্ত সম্পর্কিত ফরমানটি কয়েকবার পাঠ করেছি।

আবু দাউদ (র.) বলেন : আমার নিকট কয়েক ব্যক্তি হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ (রা.)-এর হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আবু ওয়ায়স আমাকে বলেছেন যে, আমার নিকট কাছীর ইব্ন আবদিলাহ (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী ﷺ বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানীকে কিবলিয়ার উঁচু এবং নীচু খনিটি বন্দোবস্ত দেন।

ইব্ন নযর বলেন : জুরস এবং যাত-ই-নুসুবের^১ যমীন এবং পবিত্র পাহাড়ের চাষাবাদযোগ্য যমীনও তাঁকে প্রদান করেন। বিলাল ইব্ন হারিছ কোন মুসলমানকে (এর থেকে) কোন হক প্রদান করতেন না। আর নবী ﷺ তাঁকে এরূপ ফরমানও লিখে দেন : এটি ঐ ফরমান, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানীকে প্রদান করছেন যে, কিবলিয়ার উঁচু এবং নীচু খনি, তার পার্শ্ববর্তী চাষাবাদযোগ্য যমীন তাঁকে বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। এতে আর কোন মুসলমানের হক রইলো না।

আবু উওয়ায়স বলেন : আমার নিকট ছাওর ইব্ন যায়দ-ইক্রামা হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন নযর এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত ফরমানটি উবায়্যা ইব্ন কা'ব (রা.) লিখেছিলেন।

৩০৫৩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقْفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمَعْنِيُّ وَاحِدٌ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنَ قَيْسٍ الْكَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاهِيلَ عَنْ سَمِيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَمِيرٍ قَالَ أَبُو الْمُتَوَكِّلِ ابْنُ عَبْدِ الدَّانِ عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَالٍ أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقَطَعَهُ الْمَلِخَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَا رَبَّ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجُلُوسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنْ مَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَاَنْتَزَعَ مِنْهُ قَالَ وَسَالَهُ عَمَّا يُحِمِّي مِنَ الْأَرَاكِ قَالَ مَا لَمْ تَتْلُهُ خِفَافٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ أَخْفَافُ الْإِبِلِ . .

৩০৫৩. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ সাকাফী এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল 'আস্কালানী (র.)...আব্বায ইব্ন হাম্মাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন এবং লবণ খনির কিছু জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন।

ইব্ন মুতাওয়াক্কিল বলেন : সেটি মা'আরিব নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। তখন তিনি ﷺ তা তাঁকে প্রদান করেন। যখন তিনি (ইব্ন হাম্মাল) ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন মজলিসের জনৈক ব্যক্তি বলেন : আপনি কি অবগত আছেন, কোন্ যমীন তাকে বন্দোবস্ত দিলেন? আপনি তো তাঁকে এমন যমীন দিলেন, যাতে সব সময় পানি থাকে। রাবী বলেন : তখন তিনি ﷺ তাঁর নিকট হতে সে যমীন ফিরিয়ে নেন।

রাবী বলেন : আর তিনি তাঁকে ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, পীলু ক্ষেতে বেড়া দিতে হবে কি না? তিনি ﷺ বলেন : বেড়া দিতে হবে, যাতে সেখানে পদচারণা না হতে পারে। ইব্ন মুতাওয়াক্কিল বলেন : উটের পদচারণা (না হয়)।

৩০৫৪. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَزَوْمِيُّ مَا لَمْ تَنْلَهُ خِفَافُ الْأَيْلِ يَعْنِي أَنَّ الْأَيْلَ تَأْكُلُ مِنْتَهُ رُؤُسَهَا وَيُحْمَى مَا فَوْقَهُ .

৩০৫৪. হারুন ইব্ন 'আবদিল্লাহ (র.)...মুহাম্মদ ইব্ন হাসান মাখযুমী (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন): উটের পদচারণা হবে না, এর অর্থ হলো, উট তো গাছের উপরিভাগ খায়, কাজেই তার রক্ষার জন্য তার উপরে বেড়া দিতে হবে।

৩০৫৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ نَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيضِ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ حِمَى الْأَرَاكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ فَقَالَ أَرَاكُهُ فِي خَطَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ قَالَ فَرَجٌ يَعْنِي بِخَطَارِي الْأَرْضَ الَّتِي فِيهَا الزَّرْعُ الْحَاطُ عَلَيْهَا .

৩০৫৫। মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ কুরাশী (র.)...আব্বায ইব্ন হাম্মাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট চারণ ভূমির জন্য পীলু বৃক্ষ সংরক্ষণের আবেদন জানান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পীলু বৃক্ষে বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তখন তিনি (ইব্ন হাম্মাল) বলেন : আমার ক্ষেতের পীলু গাছ। তখন নবী ﷺ বলেন : পীলু বৃক্ষ বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করা যায় না। রাবী ফারাজ বলেন : এ পীলু বৃক্ষ দ্বারা ঐ যমীনের গাছের কথা বলা হয়েছে, যা তার ফসলের ক্ষেত্রের চারদিকের সীমানায় লাগান ছিল।

৩০৫৬ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ قَالَ نَا الْفَرَيَابِيُّ قَالَ نَا أَبَانُ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَارِثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا ثَقِيفًا فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ صَخْرٌ رُكْبَ فِي خَيْلٍ يَمُدُّ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَجَعَلَ صَخْرٌ حِينَئِذٍ عَهْدَ اللَّهِ وَذِمَّتَهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ هَذَا الْقَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَخْرٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ثَقِيفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي خَيْلٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَدَعَا لِأَحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَحْمَسٍ فِي خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا وَأَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنْ صَخْرًا أَخَذَ عَمَّتِي وَدَخَلَتْ فِيهَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ إِنْ الْقَوْمُ إِذَا اسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْمَغِيرَةَ عَمَّتَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مَاءَ لَبْنِي سَلِيمٍ قَدْ هَرَبُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي قَالَ نَعَمْ فَأَنْزَلَهُ وَأَسْلَمَ يَعْنِي السُّلَمِيِّينَ فَاتُوا صَخْرًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ الْمَاءَ فَاتُوا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ اسْلَمْنَا وَآتَيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَ نَا فَابِي عَلَيْنَا فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ إِنْ الْقَوْمُ إِذَا اسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْقَوْمِ مَا عَنْهُمْ قَالَ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغَيَّرَ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةٌ حَيَاءٍ مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءَ .

৩০৫৬। উমর ইবন খাত্তাব আবু হাফস (রা.)... সাখার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাকীফের উপর জিহাদ পরিচালনা করেন। সাখার (রা.) এ খবর শুনে কিছু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নবী ﷺ-এর সাহায্যার্থে সেখানে পৌছান। তিনি সেখানে পৌছে দেখতে পান যে, নবী ﷺ ছাকীফ গোত্রের অবস্থান দুর্গ জয় না করে ফিরে আসছেন। এ সময় সাখার (রা.) মহান আল্লাহর নিকট প্ররূপ ওয়াদা করেন এবং তার যিম্মাদারী নেন যে, যতক্ষণ না এ দুর্গের লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য স্বীকার করে, ততক্ষণ আমি এ দুর্গ পরিত্যাগ করব না (অর্থাৎ অবরোধ করে রাখব)। বস্তুত যতক্ষণ না ঐ দুর্গের লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য স্বীকার করলো, ততক্ষণ সাখার (রা.) সেখান হতে সরলেন না। অবশেষে সে দুর্গ বিজয়ের পর

তিনি তাঁর ﷺ নিকট এরূপ পত্র লিখেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ছাকীফ গোত্রের লোকেরা আপনার নির্দেশ মত দুর্গ হতে অবতরণ করেছে। এখন আমি তাদের নিকট যাচ্ছি, তাদের কাছে অনেক ঘোড়া আছে। (এ খবর পাওয়ার পর) নবী ﷺ সকলকে জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য নির্দেশ দেন এবং (সালাত শেষে) দশ বার আহ্বাস গোত্রের জন্য এরূপ দু'আ করেন : ইয়া আল্লাহ্! আপনি আহ্বাসের ঘোড়ায় এবং লোকে বরকত দান করুন।

এরপর সাখার (রা.) এবং তাঁর সাথীরা তাঁর ﷺ নিকট আসেন। তখন মুগীরা ইব্ন শো'বা (রা.) বলেন : ইয়া নাবীয়াল্লাহ্! সাখার আমার ফুফীকে বন্দী করেছেন অথচ সে মুসলমান হয়েছে। তখন তিনি ﷺ তাঁকে ডেকে বলেন : হে সাখার। যখন কোন কওম মুসলমান হয়, তখন তাদের জান-মালের হিফায়ত করবে। তুমি মুগীরার ফুফীকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দাও। তখন তিনি তাকে (ফুফীকে) তাঁর (মুগীরার) হাতে প্রত্যর্পণ করেন। এরপর তিনি (সাখার) নবী ﷺ -এর নিকট এরূপ আবেদন করেন যে, বনু সালীমের একটি পুকুর আছে। তারা ইসলাম পরিত্যাগ করায় তা ছেড়ে চলে গেছে। অতএব, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমাকে এবং আমার কওমকে ঐ পুকুরের নিকট বসবাসের অনুমতি দিন। তখন তিনি ﷺ বলেনঃ হাঁ, ঠিক আছে। অতঃপর তিনি সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

অবশেষে বনু-সালীম ইসলাম গ্রহণ করার পর সাখার (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁর কাছে তাদের পুকুরটি ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন করল। কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। এরপর তারা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলে : হে আল্লাহ্র নবী! আমরা ইসলাম কবুলের পর সাখারের কাছে গিয়েছিলাম, যাতে তিনি আমাদের পুকুরটি আমাদের ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করছেন। তখন তিনি ﷺ তাঁকে (সাখার) ডাকান এবং বলেন : হে সাখার! যখন কোন কওম ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তাদের জান-মাল নিরাপদ হয়ে যায়। সুতরাং ঐ কওমের পুকুরটি তাদের ফিরিয়ে দাও। তখন তিনি বলেন : হাঁ দেব। হে আল্লাহ্র নবী! সাখার বলেন : তখন আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারার রং লাজ-বিন্দ্রতার কারণে-সাখার (রা.) হতে দাসী এবং পুকুর ফিরিয়ে দেওয়ায়—পরিবর্তিত হয়ে লালবর্ণ ধারণ করেছে।

২০৫৭ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ نَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَإِنْ جُهِينَةَ لِحَقْوَهُ بِالرُّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ فَقَالَ بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهِينَةَ فَقَالَ قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَأَقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِبَعْضِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ كَلِمَةً .

৩০৫৭. সুলায়মান ইব্ন দাউদ মাহরী (র.)...সাবুরা ইব্ন আবদিল 'আযীয ইব্ন রবী' জুহানী (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী ﷺ (জুহানিয়ারের এলাকায়) মসজিদের স্থানে একটি গাছের ঝাড়ের নীচে তিন দিন অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে তিনি তাবুক অভিযুখে যাত্রা করেন। এ সময় জুহায়নারা তাঁর (স) সংগে রাহবা নামক স্থানে সাক্ষাত করে। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন : এখানে কারা বসবাস করে? তারা জওয়াবে বলে : জুহায়না সম্প্রদায়ের বনু রিফা'আ গোত্রের লোকেরা। তখন তিনি ﷺ বলেন : আমি এ যমীন বনু রিফা'আ গোত্রের লোকদের প্রদান করছি। তারা ঐ যমীন হতে স্ব স্ব অংশ বন্টন করে নেয়, যার কিছু অংশ তারা পরবর্তীকালে বিক্রি করে দেয় এবং কিছু লোক তা চাষাবাদ করতে থাকে।

রাবী ইব্ন ওয়াহব বলেন : আমি পরে আবদুল 'আযীযকে এ হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি এর কিছু অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি পূর্ণ হাদীছটি আমার কাছে বর্ণনা করেন নি।

২০৫৮. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَدَمَ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلًا .

৩০৫৮. হুসায়ন ইব্ন 'আলী (রা.).... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ যুবারর (রা.)-কে একটি খেজুর বাগান বন্দোবস্ত দেন।

২০৫৯. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُعْنَى وَاحِدٌ قَالَا نَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ حَسَّانَ الثَّعْلَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتَايَ صَفِيَّةٌ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عَلِيَّةٍ وَكَانَتَا رِبِيبَتَيَّ قِيلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيهِمَا أَنَّهُمَا أَخْبَرْتُهُمَا قَالَتْ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ تَقْدِمُ صَاحِبِيَّ يَعْنِي حُرَيْثُ بْنُ حَسَّانَ وَاقِدُ بْنُ بَكْرٍ بْنُ وَائِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ تَمِيمٍ بِالْدُّهُنَاءِ أَنْ لَا يُجَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِزٌ فَقَالَ أَكْتُبْ لَهُ يَا غُلَامُ بِالْدُّهُنَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَهُ بِهَا شَخْصَ بَيٍّ وَهِيَ وَطْنِي وَدَارِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّهْيَةَ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّهُنَاءُ عِنْدَكَ مَقِيدُ الْجَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَأَى ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسِكْ يَا غُلَامُ صَدَقَتْ الْمُسْكِينَةُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسْعَاهُمُ الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنُونَ عَلَى الْفَتَنِ .

৩০৫৯. হাফস ইব্ন 'উমর ও মূসা ইব্ন ইসমাইল (রা.)... আবদুল্লাহ ইব্ন হাসসান আন্বারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার নিকট আমার দাদী এবং নানী, যাদের যথাক্রমে নাম হলো : সাফিয়া এবং দুহায়বা, যারা 'উলায়বার কন্যা ছিলেন, তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হই। তিনি বলেন : আমাদের সাথে হারিছ ইব্ন হাসসান-যিনি বাকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের তরফ হতে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আসেন-রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসেন। এরপর তিনি তাঁর ﷺ নিকট নিজে এবং তার কওমের পক্ষ হতে বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাদের এবং বনু তামীম গোত্রের মধ্যকার সীমান্ত 'দুহনা' নামক স্থানকে চিহ্নিত করে দিন, যা অতিক্রম করে মুসাফির এবং সামনে অগ্রগামী ব্যক্তি ব্যতীত, ওদের কেউ-ই যেন আমাদের নিকটে না আসতে পারে। তখন তিনি ﷺ বলেন : হে বৎস! তার জন্য 'দুহনাকে' লিখে দাও।

রাবী বলেন : যখন আমি দেখতে পাই যে, তিনি ﷺ 'দুহনা' নামক স্থানটি তাকে দিয়ে দিলেন, তখন আমার খুব দুঃখ হয়। কেননা দুহনা ছিল আমার জন্মভূমি। তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! ঐ ব্যক্তি ইনসাফের ভিত্তিতে আপনার নিকট সীমানা চিহ্নিত করার জন্য আবেদন করেনি। কেননা দুহনা হলো উট বাঁধার স্থান ও বকরী চরাবার স্থান এবং এর পেছনেই বনু তামীমের স্ত্রীলোক ও বাচ্চারা বসবাস করে।

এতদ্বশবণে তিনি ﷺ বলেন : হে বৎস! একটু অপেক্ষা কর। এ দুর্বল বৃদ্ধা ঠিকই বলেছে। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। তারা একে অপরের পানি ও গাছপালা হতে উপকার নিতে পারে। তাদের উচিত, বিপদের সময় একে অন্যের সাহায্য করা।

২. ৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنِي أُمُّ جُنُوبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَشْمَرَ بْنِ مُضَرَّسٍ عَنْ أَبِيهَا أَشْمَرَ بْنِ مُضَرَّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَخَاطَبُونَ .

৩০৬০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আসমার ইব্ন মুযাররিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করি। তখন তিনি ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি এমন কোন পানির (কূপ বা ঝরনা) নিকট পৌছায়, যেখানে তার আগে আর কোন মুসলমান পৌছেনি, সে ব্যক্তি তার মালিক হবে।

রাবী বলেন : (এ কথা শুনে) তখন লোকেরা একে অপরকে অতিক্রম করে, দ্রুতগতিতে পানির সন্ধানে বেরিয়ে যায়।

৩. ৬১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حَضَرَ فَرَسَهُ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ .

৩০৬১. আহমদ ইবন হাযাল (র.)...ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুবায়র (রা.)-কে এক পরিমাণ জায়গীর দেন, যতদূর তাঁর ঘোড়া দৌড়ে যেতে পারে। এরপর তিনি তাঁর ঘোড়া দৌড়ান এবং দৌড়ের পর থেমে তাঁর হাতের চাবুক ফেলে দেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : যতদূর তাঁর চাবুক গিয়েছে, ততদূর তাঁকে দিয়ে দাও।

১৭৫. بَابُ أَحْيَاءِ الْمَوَاتِ

১৭৫. অনুচ্ছেদ : অনাবাদী যমীন আবাদ করা

৩০৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ .

৩০৬২. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র.)...সাইদ ইবন যায়দ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করবে, সে তার মালিক হবে। আর যদি কোন যালিম অন্যের জমিতে গাছ লাগায়, তবে সে তার মালিক হবে না।

৩০৬৩. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ وَذَكَرَ مَثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْأَخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّمَا لَتَضْرِبُ أَصُولُهَا بِالْفَوْسِ وَإِنَّمَا لَنَخْلُ عَمَّ حَتَّى أَخْرَجَتْ مِنْهَا .

৩০৬৩. হান্নাদ ইবন সারী (র.)...উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করবে, সে তার মালিক হবে। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করে বলেন : আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি আমার কাছে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন যে, দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একটি মামলা পেশ করে। (যা ছিল) এদের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির যমীনে একটি খেজুর গাছ লাগায়। তখন তিনি এরূপ করসাদা দেন : জমির মালিক তার যমীন পাবে এবং গাছের মালিক তার গাছ সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

রাবী বলেন : এরপর আমি দেখি যে, কুড়াল দিয়ে সে গাছটি কাটা হচ্ছে। কেননা তা বেশ বড় ছিল। পরে তা সেখান হতে সরিয়ে নেওয়া হয়।

৩০.৬৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ نَا وَهْبٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أَصُولِ النَّخْلِ .

৩০৬৪. আহমদ ইবন সাঈদ দারিমী (র.)...ইবন ইসহাক (রা.) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য তিনি বলেন যে, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

রাবী বলেন : আমার ধারণা, তিনি হলেন আবু সাঈদ খুদরী। তিনি বলেন : আমি তাকে কুড়াল দিয়ে গাছের গোড়ায় আঘাত করতে দেখেছি।

৩০.৬৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَمَلِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا نَافِعُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُروَةَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ أَنْ الْأَرْضُ لِلَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَمَنْ أَحَىٰ مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا جَاءَ نَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ .

৩০৬৫. আহমদ ইবন আব্দা আমিলী (র.)...উরওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন : সমস্ত যমীনই আল্লাহর এবং বান্দার। সবাই আল্লাহর বান্দা। কাজেই, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করবে, সে ব্যক্তি তার মালিক হবে।

রাবী বলেন : নবী ﷺ-এর এ হাদীছটি আমার নিকট তারা বর্ণনা করেছেন, যারা তাঁর ﷺ নিকট হতে সালাতের হাদীছ বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ সাহাবাগণ)।

৩০.৬৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَاطَ حَاطًا عَلَىٰ أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

৩০৬৬. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...সামুরা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমির সীমানা চিহ্নিত করবে বা দেওয়াল দিবে, সে তার মালিক হবে।

৩০৬৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ قَالَ هِشَامُ الْعَرِقُ الظَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضٍ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ وَالْعَرِقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أَخَذَ وَاحْتَفَرَ وَغَرَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ

৩০৬৭. আহমদ ইবন 'আমর ইবন সারহা (র.)....মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হিশাম বলেছেন : 'ইরকুয-যালিম বা যবরদখলকারী যালিম ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের যমীনে গাছ লাগিয়ে তার মালিক হতে চায়।

রাবী বলেন : 'ইরকুয-যালিম হলো : অন্যের যমীন হতে কিছু যবরদখল করা, তাতে গর্ত করা এবং না-হক বৃক্ষ রোপণ করা।

৩০৬৮. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ نَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ يَعْنِي ابْنَ سَهْلٍ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَوُّكَاً فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةً فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوا فَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاتَيْنَا تَبَوُّكَاً فَاهْدَى مَلِكُ أَيْلَةٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَلَّةٍ بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَهُ يَعْنِي بِحَرِّهِ قَالَ فَلَمَّا أَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ كَانَ فِي حَدِيقَتِكَ قَالَتْ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ خَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي مُتَّعِلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّعِلَ مَعِيَ فَلْيَتَّعِلْ .

৩০৬৮. সাহল ইবন বাক্কার (র.)...আবু হুমায়দ সা'ঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে তাবুকের যুদ্ধে গমন করেছিলাম। যখন তিনি ﷺ 'ওয়াদিয়ে কুরা' নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি একজন মহিলাকে দেখতে পান, যে তার বাগানে বসা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন : এ বাগানে কত ফল আছে, তা তোমরা অনুমান কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে 'দশ-ওয়াসাক' পরিমাণ ফল আছে বলে অনুমান করেন। পরে তিনি ﷺ সে মহিলাকে বলেন : এ বাগানে কত ফল উৎপন্ন হয়, তুমি তার হিসাব রাখবে। অবশেষে আমরা তাবুক পৌছাই। তখন 'ঈলা' নামক স্থানের নেতা একটা সাদা বর্ণের খচ্চর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদিয়া হিসাবে প্রদান করেন। আর তিনি ﷺ তাঁকে একটি চাদর দেন এবং তাকে বাহর এলাকার যমীনের লিখিত বন্দোবস্ত প্রদান করেন।

রাবী বলেন : ফেরার পথে আমরা 'ওয়াদিয়ে কুরা'তে যখন পৌছাই, তখন তিনি ﷺ তাকে (সে মহিলাকে) জিজ্ঞাসা করেন : তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয়েছে? সে (মহিলা) বলে :

‘দশ ওয়াসাক’ পরিমাণ, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আগে অনুমাণ করেছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি দ্রুত মদীনায় ফিরে যেতে চাই। কাজেই তোমাদের যে আমার সংগে দ্রুত চলতে চায়, সে যেন দ্রুত করে।

৩.৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُثُومٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرِجَنَّ مِنْهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُورَثَ نَوْرُ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَرَّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ .

৩০৬৯. আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন গায়াহ (র.)...যয়নব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুলে উকুন তালাশ করছিলেন। এ সময় তাঁর নিকট উছমান (রা.)-এর স্ত্রী ও কয়েকজন মুহাজির মহিলা বসা ছিলেন, যারা তাদের ঘর-বাড়ির ব্যাপারে অভিযোগ করছিল যে, সেখান বসবাস করতে আমাদের কষ্ট হয় এবং (স্বামীর মৃত্যুর পর) তাদের সেখান হতে বের করে দেওয়া হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ নির্দেশ দেন : মুহাজিরদের স্ত্রীরা তাদের ঘরের উত্তরাধিকারী হবে। ফলে, ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাস’উদ (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী তাঁর ঐ বাড়ির উত্তরাধিকারী হন, যা মদীনাতে ছিল।

১৭৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَجِ

১৭৬. অনুচ্ছেদ : খারাজী যমীন ক্রয় করা সম্পর্কে

৩.৭০. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى يَعْنِي ابْنَ سَمِيعٍ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ وَقْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَقَدَ الْجَزِيَّةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩০৭০. হারুন ইব্ন মুহাম্মদ (র.)...মু‘আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নিজের উপর জিযিয়া কর ধার্য করল, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা হতে মুক্ত হয়ে দূরে সরে গেল।

৩.৭১. حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ الْحَضْرَمِيُّ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ أَبِي الشُّعَثَاءِ حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِي شُبَيْبُ بْنُ نَعِيمٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبُو

الدَّرْدَاءُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجَزَيْتِهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ قَالَ فَسَمِعَ مِنْهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَشْيَبُ حَدَّثَكَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا قَدِمْتُ فَسَلِّهِ فَلْيَكْتُبْ إِلَيَّ بِالْحَدِيثِ قَالَ فَكَتَبَهُ لَهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقُرْطَاسَ فَأَعْطَيْتُهُ فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُزِيدُ بَنُ خَمِيرٍ الْبَزَنِيُّ لَيْسَ هُوَ صَاحِبُ شُعْبَةَ .

৩০৭১. হায়ওয়া ইব্ন শুরায়হ হায়রামী (র.)... আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জিযিয়া কর দেওয়ার শর্তে কোন যমীন ক্রয় করলো, সে যেন নিজের হিজরতের শর্ত ভংগ করলো।^১ আর যে ব্যক্তি কাফিরের অমর্যাদা তার গরদান হতে টেনে নিজের গরদানে পরাল, সে যেন ইসলাম হতে তার পিঠ ফিরিয়ে নিল।

রাবী বলেন : খালিদ ইব্ন মা'দান (রা.) আমার নিকট হতে এ হাদীছ শ্রবণ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন : শুবায়ব কি তোমার নিকট উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন? তখন আমি বলি : হ্যাঁ। এরপর তিনি বলেন : তুমি যখন তাঁর কাছে যাবে, তখন তাঁকে বলবে, তিনি যেন উক্ত হাদীছ লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

রাবী বলেন : অতঃপর শুবায়ব উক্ত হাদীছ খালিদের জন্য লিখে দেন। পরে আমি ফিরে আসলে খালিদ ইব্ন মা'দান (রা.) ঐ কাগজটি আমার নিকট চান। তখন সেটি আমি তাকে প্রদান করি। যখন তিনি তা পাঠ করেন, তখন তিনি তাঁর কাছে যত খারাবী যমীন ছিল, তার সবই ছেড়ে দেন।

আবু দাউদ (র.) বলেন : ইনি ছিলেন ইয়াযীদ ইব্ন খুমায়র ইয়াযালী, তিনি নন-যিনি শোবার ছাত্র ছিলেন।

১৭৭. بَابُ فِي الْأَرْضِ يُحْمِيهَا الْإِمَامُ أَوْ الرَّجُلُ

১৭৭. অনুচ্ছেদ : কোন যমীনের ঘাস বা পানি ইমাম বা কোন ব্যক্তির সংরক্ষণ করা সম্পর্কে

৩০৭২. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ .

১. কোন যুদ্ধে মুসলমানরা যে যমীন জয় করে এবং কাফিররা সেখানে জিযিয়াকর দেওয়ার শর্তে বসবাস করে। এ যমীন যদি কোন মুসলমান ঐ কাফির হতে এ শর্তে খরিদ করে যে, সে উহা ভোগ করবে এবং উহার জিযিয়া-কর আদায় করবে। এক্ষণে করা আদৌ বেধ নয়।

৩০৭২. ইবন সারহ (র.)...সা'ব ইবন জাহছামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পতিত চারণভূমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের।

রাবী ইবন শিহাব বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাকী' নামক স্থানে চারণভূমি তৈরী করেছিলেন।

৩০৭৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ وَقَالَ لَأَحْمِي إِلَّا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ .

৩০৭৩. সা'ঈদ ইবন মানসূর (র.)...সা'ব ইবন জাহছামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নাকী' নামক স্থানে চারণভূমি তৈরী করে বলেছিলেন : চারণভূমি কেবল মহান আল্লাহর-ই (এতে আর কারো মালিকানা নেই)।

১৭৮. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

১৭৮. অনুচ্ছেদ : খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে

৩০৭৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ .

৩০৭৪. মুসাদ্দাদ (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খনিজ দ্রব্য হতে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) নেওয়া হবে।

৩০৭৫. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ نَا الزُّمَعِيُّ عَنْ عَمَّتِهِ قَرِيبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمُقْدَادِ عَنْ ضِيَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ ذَهَبَ الْمُقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِنَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جَرْدٌ يُخْرِجُ مِنْ جَحْرِ دِينَارٍ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ خَرْقَةً حُمْرَاءَ يَعْنِي فِيهَا دِينَارٌ فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ وَقَالَ لَهُ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ هُوِيَتْ إِلَى الْجَحْرِ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا .

৩০৭৫. জা'ফর ইবন মুসাফির (র.)....যায়াআ' বিনত যুবার ইবন আবদিল মুত্তালিব ইবন হাশিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মিকদাদ (রা.) প্রকৃতির ডাকে “নাকীয়ে খাব্খাবা”^১ নামক স্থানে গমন করেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে, একটা ইঁদুর একটা গর্ত হতে একটা দীনার বের করে আনলো। এরপর সে একটার পর একটা দীনার বের করে আনতে লাগলো, এমনকি সে সতেরটি দীনার বের করে আনে। অবশেষে সে (ইঁদুরটি) একটা লালবর্ণের থলি বের করে আনে, তাতেও একটি দীনার ছিল। সব মিলিয়ে দীনারের সংখ্যা হয় আঠারটি। তখন তিনি (মিকদাদ) তা নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হন এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি নবী ﷺ -কে বলেন : আপনি এর যাকাত গ্রহণ করুন। তখন নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি নিজে কি এ সব গর্ত থেকে বের করেছ? তিনি বলেন : না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন : আল্লাহ এতে তোমাকে বরকত দিন।^২

১৭৭. بَابُ نَبَشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَةِ

১৭৯. অনুচ্ছেদ : কাফিরদের পুরাতন কবর খোঁড়া সম্পর্কে

২০৭৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النَّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِّنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصْبَتْكُمْ مَعَهُ فَأَبْتَدَرَهُ النَّاسُ فَأَسْتَخْرِجُوا الْغُصْنَ أَخْرَجَ كِتَابُ الْخَرَجِ وَالْفَيْءِ وَالْأَمَارَةِ .

৩০৭৬. ইয়াহইয়া ইবন মাসীন (র.)...‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে তায়েফ গমনকালে একটা কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ কবরটি ‘আবু রিগাল’ নামক জনৈক ব্যক্তির। যে আযাব থেকে

১. মদীনার প্রান্ত-ভাগে জংগলকীর্ণ একটা স্থান। সম্ভবত : হযরত মিকদাদ (রা) প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

২. কবর হযরত মিকদাদ (রা) নিজে গর্ত হতে স্বর্ণমুদ্রা বের করেননি। সে জন্য নবী (সা) এ মালের উপর বিক্রয় বা প্রোথিত মালের হুকুম আরোপ করেননি, যাতে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। বরং তিনি ঐ মালকে লুকতা (গড়ে পাওয়া) হিসাবে গণ্য করেন এবং তিনি তা মিকদাদ (রা) কে প্রদান করে বরকতের জন্য দু'আ করেন।

নাজাতের আশায় এ হরমে বসবাস করত। এরপর সে যখন হরম থেকে বের হয়, তখন তাকে আযাবে গেরেফতার করে, যা তার কণ্ডমের উপর এ স্থানে আপতিত হয়েছিল।^১ তাকে এ স্থানে দাফন করা হয়েছে। আর এর নিদর্শন হলো ঃ তার সাথে সোনার পাতও এখানে দাফন করা আছে। যদি তোমরা তার কবর খুঁড়ে ফেল, তবে তোমরা তা পেয়ে যাবে। এ খবর শুনে লোকেরা দৌড়িয়ে কবরের কাছে গেল এবং সোনার পাত বের করে নিল।^২

১. তারা ভূমি কম্পে ধ্বংস হয়েছিল।

২. উপরোক্ত ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের অন্যতম মু'জ্জিয়া। হাযার বছরের পুরাতন খবর তিনি আল্লাহর নির্দেশে সঠিকভাবে বলে দেন। যার বাস্তবতা কবর খুঁড়ার পর প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোন কাফিরের কবরের মাঝে ধন-সম্পদ পোতা আছে বলে জানা যায়, তবে তা কবর খুঁড়ে বের করে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য ধারণার বশবর্তী হয়ে এরূপ করা যুক্তি-যুক্ত নয়। কেননা, আমরা জানিনা, কোন কবরের অবস্থা কিরূপ। এজন্য কবরের মালে মৃতের অবস্থা প্রচ্ছন্ন থাকতে দেওয়াই উচিত। বিশেষ করে কাফিরদের কবর, যাতে আযাব হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে কাফিরদের কবর খুঁড়ে ফেলা বৈধ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

কিতাবুল জানাযা

١٨٠. بَابُ الْأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

১৮০. অনুচ্ছেদ ৪ শুনাহ মার্জনাকারী রোগের বর্ণনা

٣٠٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُورٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَامِرِ الرَّامِ أَخِي الْخَضِرِ قَالَ النَّفِيلِيُّ هُوَ الْخَضِرُ وَلَكِنْ كَذَا قَالَ إِنِّي لَيْلَادٍ نَا إِذْ رَفَعْتُ لَنَا رَايَاتٍ وَ الْوَيْهَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بَسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِي مَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدِرْ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدِرْ لِمَ أَرْسَلُوهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللَّهُ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُمْ عَنَّا فَلَسْتُ مِنْهَا فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدْ التَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُكَ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَمَرَرْتُ بِغِيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فَرَاحٍ طَائِرٍ فَآخَذْتُهِنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ فَلَفَقَتْهُنَّ بِكِسَائِي فَهُنَّ أَوْلَاءٌ مَعِيَ قَالَ

ضَعْنَهُنَّ عَنْكَ فَوَضَعْتُهُنَّ وَابَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لَزُمْنَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ
 اتَّعَجِبُونَ لِرَحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاحِ فَرَاخَهَا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي
 بِالْحَقِّ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاحِ بِفَرَاخِهَا أَرْجِعْ بَيْنَهُنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ
 أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بَيْنَهُنَّ .

৩০৭৭. 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)... 'আমের রাম (যিনি খুযর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমাদের শহরে ছিলাম। হঠাৎ আমরা কিছু নিশান ও পতাকা দেখতে পাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : এ সব কি? লোকেরা বলে : এ সব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিশান। তখন আমি তাঁর কাছে আসি। এ সময় তিনি একটি গাছের নীচে কবলের উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর সাহাবীরাও চারদিকে উপবিষ্ট ছিলেন। আমিও তাঁদের সংগে সেখানে বসে পড়ি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন ধরনের অসুখ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেন : যখন কোন মুমিন রোগগ্রস্ত হয়, এরপর আল্লাহ্ তাকে রোগমুক্ত করেন, ঐ অসুখ তার বিগত জীবনের গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায় এবং তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য তা নসীহতস্বরূপ হয়। অপরপক্ষে, যখন কোন মুনাক্ফিক অসুস্থ হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠে, তার উদাহরণ ঐ উটের ন্যায়, যাকে তার মালিক বেঁধে রাখার পর পুনরায় বন্ধনমুক্ত করে দেয়। অথচ সে জানে না, তাকে কি জন্য বাঁধা হয়েছিল এবং কেন বন্ধনমুক্ত করা হলো। তখন তাঁর ﷺ পাশের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! অসুখ কি জিনিস? আল্লাহর শপথ! আমি তো কখনো অসুস্থ হইনি! তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি এখান থেকে উঠে যাও, তুমি আমাদের দলভুক্ত নও। এমতাবস্থায় আমরা যখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে কবল পরিহিত জনৈক ব্যক্তি হাযির হয়, যার হাতে কিছু জিনিস ছিল। তখন সে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! আমি আপনাকে দেখার পর যখন আপনার নিকট আসছিলাম, তখন পশ্চিমধ্যে একটা ঝোপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন সেখানে আমি চড়ুই পাখির বাচ্চার কিচিরমিচির শব্দ শুনেতে পাই, যাদের ধরে আমি আমার কবলের মাঝে রাখি। এ সময় এদের মা এসে আমার মাথার উপর ঘুরতে থাকে। তখন আমি বাচ্চাদের উপর হতে কবল সরিয়ে নিলে তৎক্ষণাৎ চড়ুই পাখিটি তার বাচ্চাদের উপর আছড়ে পড়ে। ফলে আমি এদের সকলকে আমার কবলের মাঝে জড়িয়ে ফেলি। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি ওদের এখানে রেখে দাও। তখন আমি ওদের সেখানে রেখে দেই, কিন্তু সে সময়ও ওদের মা বাচ্চার কাছেই ছিল।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমরা কি চড়ুই পাখিটির তার শাবকের প্রতি ভালবাসা দেখে বিস্মিত হয়েছ? তখন তারা বলেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! তিনি বলেন : ঐ যাতের শপথ! যিনি আমাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর এর চাইতেও বেশী স্নেহশীল, যতটুকু এ পাখি তার বাচ্চাদের প্রতি স্নেহপ্রবণ। তুমি এদের সেখানে রেখে এস, যেখান থেকে তাদের নিয়ে এসেছ এবং ওদের মাতাকেও রেখে এসো। এরপর তিনি তাদের (বাসায়) ফেরত দিয়ে আসেন।

১৮১. بَابُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا ضَلِحًا فَيُشْغَلُهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

১৮১. অনুচ্ছেদ : যখন কোন লোক কোন নেক-কাজে অভ্যস্ত হয়, পরে অসুখের বা সফরের কারণে তা আদায় করতে ব্যর্থ হয়-সে সম্পর্কে

৩০৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَا نَا هُشَيْمٌ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّكْسَكِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا ضَالِحًا فَشْغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ .

৩০৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসা ও মুসাদ্দাদ (র.)... আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে বহুবার এরূপ বলতে শুনেছি : যখন কোন ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে, কিন্তু অসুখ বা সফরের কারণে তা আদায়ে অক্ষম হয়, তখন তার জন্য ঐ পরিমাণ নেকী লেখা হয়, যে পরিমাণ নেকী তার সুস্থতার সময় বা বাড়ীতে থাকার সময় নেক কাজ করার পরিবর্তে লেখা হতো।

১৮২. بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ

১৮২. অনুচ্ছেদ : মহিলা রোগীদের সেবা প্রসংগে

৩০৭৯. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ قَالَتْ عَادَنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضَةٌ فَقَالَ ابْشِرِي يَا أُمُّ الْعَلَاءِ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يَذْهَبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تَذْهَبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

৩০৭৯. সাহল ইব্ন বাক্কার (র.)... উম্মু 'আলা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার সেবা-শুশ্রূষা করতে এসে বলেন : হে উম্মু 'আলা ! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, মুসলমানদের অসুখের দ্বারা আল্লাহ তাদের গুনাহ তেমনি দূর করে দেন, যেমনি অগ্নি সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয়।

৩০৮০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لِقَوْلِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّارِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ آيَةُ آيَةٍ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ قَوْلُ اللَّهِ

تَعَالَى مَنْ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزِيهِ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الْمُسْلِمَ تَصِيبُهُ النُّكْبَةُ أَوْ
الشُّوْكَةُ فَيَكْفُلِي بِأَسْوَأِ عَمَلِهِ وَمَنْ حُوسِبَ عُذْبٌ قُلْتُ أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ
حِسَابَ يَسِيرٍ قَالَ ذَا كُمْ الْعَرْضُ يَا عَائِشَةُ مَنْ لُوْقِيَ الْحِسَابَ عُذْبٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ .

৩০৮০. মুসাদ্দাদ (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি জিজ্ঞাসা
করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি কুরআনের সব চাইতে কঠিন আয়াত সম্পর্কে অবহিত আছি।
তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : হে 'আইশা! তা কোন্ আয়াত? তিনি বলেন : তা আল্লাহর
এ বাণী :

مَنْ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزِيهِ

অর্থঃ “যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে, তাকে এর বিনিময় দেওয়া হবে।” তখন নবী ﷺ
বলেন : হে 'আইশা! তুমি কি এ অবগত নও যে, যখন কোন মুসলমানের উপর কোন বিপদ
আসে, বা সে কাঁটাবদ্ধ হয়, তখন তা তার বদ-আমলের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায়? অবশ্য
যার হিসাব (কিয়ামতের দিন) নেওয়া হবে, তাকে আযাব দেওয়া হবে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি :
আল্লাহ কি এরূপ বলেন নি :

فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابَ يَسِيرٍ

‘অচিরেই সহজভাবে হিসাব নেওয়া হবে।’ তখন নবী ﷺ বলেন : হে 'আইশা! এর অর্থ হলো :
আমল পেশ করে দেওয়া। অবশ্য যার হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা হবে, তাকে
অবশ্যই আযাব দেওয়া হবে।

১৮৩. بَابُ فِي الْعِيَادَةِ

১৮৩. অনুচ্ছেদ : রোগীর পরিচর্যা সম্পর্কে

৩০৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
أَبِي قُحَيْصَةَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَنْهَكَ عَنْ
حُبِّ الْيَهُودِ قَالَ فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَشْبَعُ بْنُ زُرَّارَةَ فَمَةً فَلَمَّا مَاتَ آتَاهُ ابْنُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ
اللَّهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قُحَيْصَةَ قَدْ مَاتَ فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفِنُهُ فِيهِ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
قَمِيصَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

৩০৮১. আবদুল্লাহ্ 'আযীয ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.)... উসামাহ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (মুনাফিক)-কে মৃত্যু শয্যায় তাকে দেখার জন্য পমন করেন। তিনি ﷺ যখন তার নিকট প্রবেশ করেন, তখন তিনি তার মাঝে মৃত্যুর আলামত দেখে বলেন : আমি তোমাকে ইয়াহুদীদের সাথে মহকবত রাখতে নিষেধ করতাম ! তখন সে বলে : আস'আদ ইব্ন যুরারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে কি পেয়েছে ? সেও তো মারা গেছে। আর সে মারা গেলে, তার ছেলে (যিনি ঝাঁটি মু'মিন ছিলেন) তাঁর ﷺ নিকট এসে বলে : হে আল্লাহ্র নবী ﷺ ! 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই মারা গেছে। সুতরাং আপনি আপনার জামাটা আমাকে দিন, যা দিয়ে আমি তার কাফন দিতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জামা মুবারক খুলে তাকে প্রদান করেন।

১৮৪. بَابُ فِي عِبَادَةِ الذِّمِّيِّ

১৮৪. অনুচ্ছেদ : যিম্মী কাফিরের পরিচর্যা সম্পর্কে

৩০৮২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلَامًا مِّنَ الْيَهُودِ كَانَ مَرِيضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ أَطِيعُ أَبَا الْقَاسِمِ فَاسْلَمْ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بَنِي مِنَ النَّارِ .

৩০৮২. সুলায়মান ইব্ন হারব (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ইয়াহুদীর ছেলে রোগাক্রান্ত হলে নবী ﷺ তাকে দেখতে যান। তিনি ﷺ তার শিয়রে বসে বলেন : তুমি ইসলাম কবুল কর। তখন ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকায়, যে তার শিয়রে বসা ছিল। তখন তার পিতা তাকে বলে : তুমি আবুল কাসিমের আনুগত্য স্বীকার করে নাও। তখন ছেলেটি ইসলাম কবুল করে। তখন নবী ﷺ এরূপ বলতে বলতে দাঁড়ান : সব প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমার কারণে তাকে দোযখের আগুন হতে মুক্তি দিয়েছেন।

১৮৫. بَابُ الْمَشْيِ فِي الْعِبَادَةِ

১৮৫. অনুচ্ছেদ : পায়ে হেঁটে রোগী দেখতে যাওয়া সম্পর্কে

৩০৮৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَاعِبِدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ نِي لَيْسَ بِرَأَكِبٍ بَغْلًا وَلَا بِرَدُونًا .

৩০৮৩. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ আমার রোগাক্রান্ত হওয়ার সময় আমাকে দেখতে আসতেন। এ সময় তিনি খচ্চর বা তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসতেন না, বরং পায়ে হেঁটে আসতেন।

১৮৬. بَابُ فِي فَضْلِ الْعِيَادَةِ عَلَى وَضْءٍ

১৮৬. অনুচ্ছেদ : উষুর সাথে রোগী দেখার ফযীলত সম্পর্কে

৩০৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ بْنِ خُلَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضْوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا قُلْتُ يَا أَبَا حَمَزَةَ وَمَا الْخَرِيفُ قَالَ الْعَامُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصَرِيُّونَ مِنْهُ الْعِيَادَةُ وَهُوَ مُتَوَضِّيٌّ .

৩০৮৪. মুহাম্মদ ইবন আওফ তাঈ (র.)...আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভালভাবে উষু করে সওয়ারের নিয়্যতে তার রোগগ্রস্ত মুসলমান ভাইকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম হতে ৭০ খারীফ দূরে রাখা হবে।

রাবী বলেন : আমি আবু হামযাকে জিজ্ঞাসা করলাম : খারীফ কি ? তিনি বললেন : এর অর্থ হলো এক বছর। ২ আবু দাউদ বলেন, বসরাবাসীরা ব্যতীত উষু অবস্থায় রোগী দেখতে যাওয়ার প্রবক্তা কেউ নয়।

৩০৮৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًّا إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ آتَاهُ مُصْطَبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ .

৩০৮৫. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)...আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি কোন ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা কোন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তবে তার সংগে সত্তর হাজার ফেরেশতা নির্গত হয়, যারা তার জন্য সকাল পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করতে থাকে এবং বেহেশতে তার জন্য একটি

১. কেননা, পায়ে হেঁটে যাওয়াতে সওয়ার বেশী হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ যদি কেউ তার রোগগ্রস্ত মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তবে এর বিনিময়ে তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের রক্তা দূরে রাখা হবে।

বাগান নির্ধারিত করা হয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তার সংগেও সত্তর হাজার ফেরেশতা বের হয়, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে এবং বেহেশতে তার জন্য একটি বাগান নির্ধারিত করা হয়।

৩০৮৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَرِيفَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ مُنْصَوِّرٌ عَنِ الْحَكَمِ أَبِي حَفْصٍ كَمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ .

৩০৮৬. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... 'আলী (রা.) থেকে নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এতে 'খারীফের' কথা উল্লেখ নেই।

আবু দাউদ (র.) বলেন : মানসূর হাকাম থেকে এ রিওয়ায়াত এভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন শু'বা বর্ণনা করেছেন।

১৮৭. بَابُ فِي الْعِيَادَةِ مَرَارًا

১৮৭. অনুচ্ছেদ : বারবার রোগী পরিদর্শন করা সম্পর্কে

৩০৮৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِي الْأَكْحَلِ فَضْرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيَمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ .

৩০৮৭. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন সা'দ ইব্ন মু'আয (রা.) খন্দকের যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তির তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন, যা তাঁর হাতের শিরায় বিদ্ধ হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য মসজিদে (নববীতে) একটা তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি নিকটে থেকে বারবার তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন।

১৮৮. بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ

১৮৮. অনুচ্ছেদ : চোখের রোগীর পরিচর্যা সম্পর্কে

৩০৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِي .

৩০৮৮. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ মুফায়লী (র.)...যায়দ ইবন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দু'চোখ উঠে বেদনা হলে দেখার জন্য এসেছিলেন।

১৮৭. بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُونَ

১৮৯. অনুচ্ছেদ : মহামারীর স্থান হতে অন্যত্র গমন সম্পর্কে

৩০৮৯. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارِضٌ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا قِرَارًا مِنْهُ يَعْنِي الطَّاعُونَ .

৩০৮৯. আল-কানাবী (র.)...আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, যখন তোমরা কোন স্থানে মহামারীর খবর পাও, তখন সেখানে যাবে না। আর যখন তোমাদের বসতি এলাকায় মহামারীর প্রকোপ দেখা দেয়, তখন তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যত্র গমন করবে না।

১৯. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

১৯০. অনুচ্ছেদ : রোগী দেখার সময় তার রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করা সম্পর্কে

৩০৯০. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَاتِمِّمْ لَهُ هِجْرَتَهُ .

৩০৯০. হারুন ইবন আবদিলাহ (র.)...আইশা বিন্ত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন : মক্কাতে অবস্থানকালে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাকে দেখতে আসেন এবং তাঁর পবিত্র হাত আমার কপালের উপর রাখেন। এরপর তিনি ﷺ দু'আ করেন : ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি সা'দকে রোগমুক্ত করুন এবং তাঁর হিজরত পূর্ণ করুন।

৩০৯১. حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُنْصَوِّرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعَوِدُ الْمَرِيضَ وَفَكُّوا الْعَانِي قَالَ سَفْيَانُ وَالْعَانِي الْأَسِيرُ .

৩০৯১. ইবন কাছীর (র.)... আবু মুসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ক্ষুধার্তকে আহার করাবে, রোগীর খোজ-খবর নেবে এবং কয়েদীকে মুক্ত করবে।

১৭১. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

১৯১. অনুচ্ছেদ : রোগী দেখার সময় তার জন্য দু'আ করা সম্পর্কে

৩০৯২. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى نَا شُعْبَةُ نَا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَارٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عَافَاهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ

৩০৯২. রাবী 'ইবন ইয়াহইয়া (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এমন কোন রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি, সে যেন তার নিকট বসে এ দু'আটি সাতবার পাঠ করে :

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ

‘অর্থাৎ ‘আমি মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করছি, যিনি মহান আরশের অধিপতি, যেন তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করেন।’ এ দু'আর ফলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে রোগমুক্ত করবেন।

৩০৯৩. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَبَلِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأْ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ

৩০৯৩. ইয়াযীদ ইবন খালিদ ইবন রামলী (র.)... ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, তখন সে যেন এ দু'আ পাঠ করে :

اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأْ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ

অর্থাৎ ‘ইয়া আল্লাহ ! আপনি আপনার বান্দাকে রোগমুক্ত করুন, যে আপনার দুষ্মনকে যখম করবে এবং আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন (মৃতের) জানাযার সাথে চলবে।

১৯২. بَابُ كِرَاهِيَةِ تَمَنِّيِ الْمَوْتِ

১৯২. অনুচ্ছেদ : মৃত্যু কামনা করা অনুচিত হওয়া সম্পর্কে

৩০৯৪. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

৩০৯৪. বিশ্বর ইবন হিলাল (র.)...আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কোন কষ্টের কারণে মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে; বরং সে যেন এরূপ দু'আ করে :

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

অর্থঃ “ইয়া আল্লাহ্ ! আমাকে ততদিন জীবিত রাখুন, যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় এবং আমাকে তখন মৃত্যু দান করুন, যখন তা আমার জন্য মংগলময় হবে।”

৩০৯৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

৩০৯৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাংখা না করে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৯৩. بَابُ مَوْتِ الْفَجَاءَةِ

১৯৩. অনুচ্ছেদ : হঠাৎ মৃত্যু সম্পর্কে

৩০৯৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ أَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السَّلَمِيِّ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ مَوْتُ الْفَجَاءَةِ أَخْذَةٌ أَسْفٍ .

৩০৯৬. মুসাদ্দাদ (র.)...উবায়দ ইবন খালিদ সালামী (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : হঠাৎ মারা যাওয়া আল্লাহর গণ্যবের পাকড়াও স্বরূপ, (যাতে সে তওবার সুযোগ না পায়)।

১. এ অবশ্য কান্দিদের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে, মু'মিনদের জন্য এ রহমতস্বরূপ। কেননা, মু'মিন সব সময় মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ.) দাউদ ও সুলায়মান (আ.) হঠাৎ মারা যান।

১৭৬. بَابُ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُونَ

১৯৪. অনুচ্ছেদ : মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত

৩০৭৭. حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَتِيكَ عَنْ عَتِيكَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكَ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ جَابِرَ بْنَ عَتِيكَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غَلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَيَكِينُ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكَ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْنَهُنَّ فَإِذَا وَجِبَ فَلَا تَبْكِينَ بَاكِئَةً قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَوْتُ قَالَتْ ابْلُتْهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَا رَجُوءَ أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَارَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدَرٍ نَبِيَّتِهِ وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَةَ قَالَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سَوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِينَ يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٌ .

৩০৯৭. আল-কা'নাবী (র.)...জাবির ইব্ন 'আতীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর রোগের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য আসেন। এ সময় তিনি তাঁকে বেহুশ অবস্থায় পান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জোরে ডাকেন, কিন্তু তিনি কোন জওয়াব দেননি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" পাঠ করেন এবং বলেন : হে আবু রাবী' ! আমি তোমার ব্যাপারে পরাস্ত হয়েছি।^১ এ কথা শুনে মহিলারা চীৎকার দিয়ে কাঁদা শুরু করে। তখন ইব্ন 'আতীক (রা.) তাদের শান্ত হতে বলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাদের ছেড়ে দাও, (অর্থাৎ কাঁদতে দাও)। অবশ্য যখন ওয়াজিব হবে, তখন যেন কোন ক্রন্দনকারী আর না কাঁদে। তখন তারা জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! ওয়াজিব হওয়ার অর্থ কি ? তিনি বলেন : মৃত্যু।

(রাবী বলেনঃ) তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর কন্যা বললোঃ আল্লাহর শপথ! আমার তো একরূপ ধারণা ছিল যে, তুমি শহীদ হবে। কেননা, তুমি যুদ্ধের জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ

১. অর্থাৎ তোমার মৃত্যু আল্লাহর হুকুমে নির্ধারিত সময়ে হবে। এখানে আমার করার কিছু নেই।

করেছিলে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাকে তার নিয়্যতের ছাওয়াব প্রদান করবেন। তোমরা শাহাদত বলতে কি মনে কর? তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়ে যাওয়াকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও আরো সাত ধরনের শহীদ আছে যথাঃ (১) মহামরীতে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; (২) পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; (৩) পক্ষাঘাতে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; (৪) পেটের রোগের কারণে (কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদিতে) মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; (৬) কোন কিছুর নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ এবং (৭) যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যাবে, সেও শহীদ।

১৭. بَابُ الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَطْفَالِهِ وَعَانَتِهِ

১৯৫. অনুচ্ছেদঃ রোগীর নখ কাটা ও লজ্জাস্থানের লোম মুগুন সম্পর্কে

৩০৯৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ابْتِاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنُ عَامِرٍ بَنَ نَوْفَلٍ خَبِيبًا وَكَانَ خَبِيبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَلَسَ خَبِيبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا الْقَتْلَةَ فَاسْتَعَارَ مِنْ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بَنِي لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى اتَّسَّهَ فَوَجَدَتْهُ مُخْلِيًا وَهُوَ عَلَى فَخْذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزَعَتْ فَرَعَةً عَرَفَهَا فِيهَا فَقَالَ اتَّخَشِينَ أَنْ أَقْتَلَهُ مَا كُنْتُ لَأَفْعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا يَعْنِي لِقَائِهِ اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ .

৩০৯৮. মুসা ইবন ইসমাঈল (রা.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বনু-হারিছ ইবন 'আমির ইবন নওফল খুবায়ব (রা.)-কে ক্রয় করেন। আর খুবায়ব (রা.) হারিছ ইবন 'আমিরকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেন। এরপর (ঘটনাক্রমে) যুবায়ব (রা.) তাদের হাতে বন্দী হন, তখন তারা তাকে হত্যা করার জন্য একত্রিত হয়। তখন খুবায়ব (রা.) হারিছের কন্যার কাছে তার লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার করার জন্য একখানা ক্ষুর চান। তখন সে (মহিলা) তাঁকে একখানা ক্ষুর প্রদান করে। সে সময় সে মহিলার এক বান্ধা খুবায়ব (রা.)-এর কাছে গিয়ে পৌছায়, যার সম্পর্কে তার মাতা গাফিল ছিল। যখন সে মহিলা এসে দেখল যে, সে বান্ধাটি যুবায়ব (রা.)-এর জানুর উপর বসে আছে এবং যুবায়ব (রা.)-এর হাতে ক্ষুর ও আছে, তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। যা

খুবায়ব (রা.) অনুধাবন করতে পারেন। তখন তিনি বলেনঃ তুমি কি এরূপ ধারণা করছ যে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব? আমি কখনই এরূপ করব না।^১

আবু দাউদ (রা.) বলেনঃ এ ঘটনাটি শুআয়ব ইব্ন আবী হামযা (র.) যুহরী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমার কাছে “আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়ায (র.) বর্ণনা করেছেন যে, হারিছের কন্যা তার কাছে এরূপ বলেছেনঃ যখন তারা তাঁকে (খুবায়ব (রা.)-কে) হত্যার জন্য একত্রিত হয়, তখন তিনি তার কাছে স্বীয় লজ্জাস্থানের পশম পরিষ্কার করার জন্য একখানা ক্ষুর চান। যা সে (মহিলা) তাঁকে দিয়েছিল।

১৯৫. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৯৬. অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুর সময় আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা।

৩০৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ قَالَ لَا يَمُوتُ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ .

৩০৯৯. মুসাদ্দাদ (র.)..জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে এরূপ বলতে শুনেছি—তিনি বলেনঃ তোমাদের সকলের উচিত আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা (অর্থাৎ তাঁর রহমত ও মাগফিরাত কামনা করা)।

১৯৭. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৯৭. অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুর সময় মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তিকে কাফনের পবিত্র কাপড় পরানো সম্পর্কে

৩১০০. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا

১. বস্তুত বনু-হারিছ খুবায়র (রা.)-কে হত্যা করার জন্য সমবেত হয়েছিল। এজন্য হারিছ কণ্যা এরূপ সন্দেহ করে যে, হয়ত খুবায়র (রা.) তার বাচ্চাকে হত্যা করতে পারে। তখন খুবায়র (রা.) বলেন : আমি তাকে কখনই হত্যা করব না। এরপর কাফিররা যখন তাঁকে তাস'য়ীম নামক স্থানে গুলিবিদ্ধ করে মারার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তিনি বলেন : তোমরা আমাকে এতটুকু সময় দাও, যাতে আমি দু'রাকাআত সালাত আদায় করে নিতে পারি। কাফিররা তাঁকে এ সময় দিলে, সালাত শেষে তিনি একথা পাঠ করেন, যার অর্থ হলোঃ যখন আমি মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করছি, তখন আমার কোন পরোয়া নেই যে কোনভাবে আল্লাহর জন্য আমার মৃত্যু হবে। এ কতল তো আল্লাহরই জন্য। যদি তিনি চান, তবে সব অংগের জন্য তিনি বরকত দেবেন।

بِثِيَابٍ جَدِيدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا .

৩১০০. হাসান ইবন 'আলী (র.).. আবু সাঈদ খুদরী (র.) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তিনি নতুন বস্ত্র চেয়ে নিয়ে তা পরিধান করেন এবং বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে ঐ কাপড়ে (কবর হতে) উঠানো হবে, যে কাপড়ে সে মারা যায়।

১৭৮. بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

১৯৮. অনুচ্ছেদ : মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে কি ধরনের কথা বলা উচিত

৩১০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاعْقِبْنَا عُقْبَى صَالِحَةٍ قَالَتْ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ .

৩১০১. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমরা কোন মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন ভাল কথাবার্তা বলবে। কেননা, তোমাদের কথার সমর্থনে ফেরেশতারা আমীন বলেন। এরপর আবু সালামা (রা.) যখন ইনতিকাল করেন, তখন আমি বলিঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি (এখন) কি বলব? তখন তিনি ﷺ বলেনঃ তুমি বলঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاعْقِبْنَا عُقْبَى صَالِحَةٍ

অর্থঃ “ইয়া আল্লাহ্! আপনি একে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

উম্মু সালামা (রা.) বলেনঃ আল্লাহ্ আমাকে এর বিনিময়ে মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রদান করেন।

১৭৯. بَابُ فِي التَّلْقِينِ

১৯৯. অনুচ্ছেদঃ তাল্কীন সম্পর্কে

৩১০২. حَدَّثَنَا مَلِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُسَمَعِيُّ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১. কেননা, আবু সালামা (রা.)-এর মৃত্যুর পর নবী (সা.) উম্মু সালামাকে বিবাহ করে তাঁকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দেন, যা উম্মু-সালামা (রা.)-এর জন্য দুর্লভ ও অতুলনীয় মর্যাদার কারণ হয়েছিল।

২. মৃত্যুপথযাত্রীর নিকট “কালিমায়ে তাওহীদ” পাঠ করাকে ‘তাল্কীন’ বলে।

৩১০২. মালিক ইব্ন আবদিল ওয়াহিদ মাসমাসি (র.)...মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তির সর্বশেষ কালিমা (কথা) হবে—‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্,’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২১০৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ نَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِنُوا مَوْتَكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

৩১০৩. মুসাদ্দাদ (র.)...আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালিমার তালকীন দিবেন (অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” পাঠ করতে থাকবে)।

২০০. بَابُ تَغْمِيزِ الْمَيِّتِ

২০০. অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করা সম্পর্কে

২১০৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ أَنَا أَبُو إِسْحَقَ يَعْنِي الْفَرَارِيَّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ نُؤَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ فَصَبَحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ .

৩১০৪. আব্দুল মালিক ইব্ন হাবীব আবু মারওয়ান (র.)...উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবু সালামা (রা.)-এর মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট হাযির হন। এ সময় তাঁর চোখ খোলা ছিল। তিনি ﷺ তাঁর চোখ বন্ধ করে দেন। এ দেখে তাঁর পরিবার-পরিজন চীৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকে। যখন তিনি ﷺ বলেনঃ তোমর তোমাদের ক্রন্দনের মাঝে তার জন্য (মৃতের) কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই চাবে না। কেননা, ফেরেশতারা তোমাদের কথার সমর্থনে ‘আমীন’ বলে থাকেন। এরপর তিনি ﷺ বলেনঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ

অর্থাৎ “ইয়া আল্লাহ! আপনি আবু সালামাকে মাফ করে দিন এবং তাঁর মর্যাদা, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের ন্যায় সমুন্নত করুন। তাঁর পরিবার-পরিজন, যারা তাঁর পশ্চাতে আছে, আপনি তাদের যিম্মাদারী গ্রহণ করুন। হে সারা জাহানের রব!

আপনি আমাদের এবং একে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাঁর জন্য তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিন এবং তা তাঁর জন্য আলোকিত করুন।

২০১. بَابُ فِي الْأِسْتِرْجَاعِ

২০১. অনুচ্ছেদঃ “ইন্না লিল্লাহ” পড়া সম্পর্কে

৩১০৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَاجِرْنِي فِيهَا وَابْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا .

৩১০৫. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারো উপর কোন বিপদ আসে, তখন এরূপ বলবে :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

অর্থাৎ “আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা অবশ্যই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ইয়া আল্লাহ্! আমি আমার মুসীবত তোমারই কাছে পেশ করছি। তুমি আমাকে এর ছাওয়াব দান কর এবং এর বিনিময়ে আমাকে উত্তম প্রতিফল প্রদান কর।

২০২. بَابُ فِي الْمَيِّتِ يُسْجَى

২০২. অনুচ্ছেদঃ মৃতের দেহ বস্ত্রাবৃত করা সম্পর্কে

৩১০৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَى فِي ثَوْبٍ جَبْرَةٍ .

৩১০৬. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)..“আইশা (র.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর ইনতিকালের পর তাঁর দেহ মুবারক ইয়ামনের তৈরী চাদর দিয়ে আবৃত করা হয়েছিল।

২০৩. بَابُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ

২০৩. অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে

৩১০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَكِيِّ الرَّوَزِيُّ الْمُعْتَمِدُ قَالَا نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ وَلَيْسَ بِالتَّهْدِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَؤُوا يَسَّ عَلَى مَوْتَاكُمْ .

৩১০৭. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা ও মুহাম্মদ ইব্ন মাক্কী (র.)... মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির নিকট 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করবে।

২.৪. بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ !

২০৪, অনুচ্ছেদঃ বিপদের সময় বসে পড়া সম্পর্কে

৩১০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعَفَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنَ وَذَكَرَ الْقِصَّةَ .

৩১০৮. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.).. 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন যায়দ ইব্ন হারীছ (রা.) জা'ফর এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা' (রা.) শহীদ হন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ খবর জানার পর মসজিদে গিয়ে বসেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারকে বিষাদের চিহ্ন দেখা দেয়। এরপর অবশিষ্ট ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

২.৫. بَابُ التَّعْزِيَةِ

২০৫. অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা

৩১০৯. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا الْمُفَضَّلُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمُعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَحْبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَبَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْزِي مَيِّتًا فَلَمَّا فَرَعْنَا أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْصَرَفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا حَادَى بَابَهُ وَقَفَ فَإِذَا نَحْنُ بِأَمْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ قَالَ أَظْنُهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا ذَهَبَتْ إِذَا هِيَ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرَجَكَ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكَ قَالَتْ أَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ أَوْ غَزَيْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ بَلَغْتَ مَعَهُمُ الْكُدَى قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ

১. এঁরা সবাই মৃত্যুর যুদ্ধে শহীদ হন। স্বত্বব্য যে, মৃত্যুর যুদ্ধের সেনাদল বিদায়লগ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.) এঁদের একের পর এক প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং পারিশেষে বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) শহীদ হলে, আল্লাহর ইশারায় জনৈক মুসলিম যোদ্ধা প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ইনি ছিলেন হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)।

قَالَ لَوْ بَلَغْتَ مَعَهُمُ الْكَدَىٰ فَذَكَرَ تَشْدِيدًا فِي ذَٰلِكَ فَسَأَلَتْ رِبِيعَةَ عَنِ الْكَدَىٰ فَقَالَ الْقَبُورُ
فِيمَا أَحْسَبُ .

৩১০৯. ইয়াযীদ ইব্ন খলিদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন মাওহাব হামদানী (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে জৈনিক মৃত ব্যক্তিকে দাফন করি। আমরা দাফনের কাজ সম্পন্ন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসেন এবং আমরা তাঁর সংগে ফিরে আসি। এরপর তিনি মৃত ব্যক্তির বাড়ীর দরওয়াযার নিকট পৌছে দাঁড়িয়ে যান। হঠাৎ আমরা সামনের দিক থেকে জৈনিক মহিলাকে আসতে দেখি। রাবী বলেনঃ আমার ধারণা, তিনি ﷺ তাকে চিনতে পারলেন। সে মহিলা চলে যাওয়ার পর জানা গেল যে, তিনি ছিলেন ফাতিমা (রা.)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ কিসে তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করে এনেছে? তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি এ মৃত ব্যক্তির পরিবারদের কাছে এ জন্য গিয়েছিলাম যে, 'আমি তাদের সান্ত্বনা দেব এবং তাদের সাথে শোকে অংশ গ্রহণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ সম্ভবত তুমি তাদের সংগে কবরস্থানেও গিয়েছিলে? এর জওয়াবে ফাতিমা (রা.) বলেনঃ আল্লাহ্ পানাহ! আমি তো আপনার কাছ থেকে মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করেছি। তখন তিনি ﷺ বলেনঃ যদি তুমি তাদের সংগে যেতে, (তবে এর পরিণতি খারাপ হতো)। এরপর তিনি ﷺ এ সম্পর্কে আরো কঠোর বক্তব্য পেশ করেন।

২. ৬. بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ

২০৬. অনুচ্ছেদঃ মুসীবতের সময় সবর করা

৩১১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَقَالَتْ وَمَا تَبَالِي أَنْتَ بِمُصِيبَتِي فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاتَتْهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَائِينَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ لِمَ أَعْرِفُكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى أَوْ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ .

৩১১০. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী ﷺ এমন একজন মহিলার কাছে গেলেন, যে তার বাচ্চার শোকে ক্রন্দন করছিল। তখন তিনি তাকে বললেনঃ তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর। সে মহিলা বলেঃ আপনি তো আমার মত মুসীবতে পতিত হননি। তখন তাকে বলা হলোঃ ইনি তো নবী ﷺ! তখন সে মহিলা তাঁর ﷺ নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁর দরওয়াযায় কোন দারোয়ান পেল না। এরপর সে বলেঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি, (কাজেই আমার বেয়াদবী নেবেন না)। তখন নবী ﷺ বলেনঃ দুঃখ-বেদনা শুরু হলে অথবা শোকের প্রথম হতে সবর করা প্রয়োজন।

২০৭. بَابُ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

২০৭. অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা

৩১১১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ وَسَعْدُ وَأَحْسِبُ أَبِيَّ أَنَّ ابْنِي أَوْ ابْنَتِي قَدْ حَضَرَ فَأَشْهَدُنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ فَقَالَ قُلْ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَاتَاهَا فَوْضِعَ الصَّبِيِّ فِي حَجَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَفْسُهُ تَقَعُّعُ فَقَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ مَا هَذَا قَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبٍ مَنْ يَشَاءُ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءُ .

৩১১১. আবু ওলীদ তিয়ালিসী (র.)... উসামা ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা (যয়নব (রা.)) এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। এ সময় আমি, সা'দ এবং আমার ধারণা আমার পিতাও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। যয়নব (রা.) বলে পাঠান যে, আমার ছেলে বা মেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। আমরা সবাই তাঁর কাছে হাযির হই। অতঃপর তিনি ﷺ তাঁকে সালাম পৌছান এবং দূতকে এরূপ বলতে বলেনঃ যা কিছু আল্লাহ নিয়ে নেন, তা তাঁর এবং তিনি যা কিছু প্রদান করেন তাও তাঁর। তাঁর (আল্লাহর) নিকট প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটা সময়কাল নির্ধারিত আছে। অতঃপর যয়নব (রা.) শপথ পূর্বক নবী ﷺ কে আহবান করেন। তখন তিনি ﷺ তাঁর নিকট উপস্থিত হলে যয়নব (রা.) বাচ্চাকে তাঁর কোলে সমর্পণ করেন। এ সময় বাচ্চার মৃত্যু-কষ্ট হাচ্ছিল, যা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ থেকে পানি বেরিয়ে আসে। তখন সা'দ (রা.) জিজ্ঞাসা করেনঃ এটা কি? তিনি ﷺ বললেনঃ এতো রহমত, আল্লাহ যার অন্তরে চেয়েছেন এ রহমত রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে যারা দয়ালু, তিনি তাদের প্রতি রহম করেন।

৩১১২. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَدٌ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِإِسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ .

৩১১২. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আজ রাতে আমার ঘরে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি আমার দাদার নামানুসারে তার নাম রেখেছি ইব্রাহীম। অতঃপর উক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে আনাস (রা.) বলেনঃ আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে সে বাচ্চার জান বের হচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চোখ হতে অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। এ সময় তিনি ﷺ বলছিলেনঃ চোখ থেকে পানি বের হচ্ছে এবং অন্তর বেদনাভূর, তবু আমরা তা-ই বলব, যাতে আমাদের রব রাযী এবং খুশী থাকেন (অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহ...)। হে ইব্রাহীম! আমরা সত্যিই তোমার জন্য ব্যথিত।

২০৮. بَابُ فِي النَّوْحِ

২০৮. অনুচ্ছেদঃ বিলাপ করা সম্পর্কে

৩১১৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاَنَا عَنِ النَّيَّاحَةِ .

৩১১৩. মুসাদ্দাদ (র.)... উম্মু 'আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।

৩১১৪. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمْعَةَ .

৩১১৪. ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র.)...আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাপকারী এবং বিলাপ শ্রবণকারী মহিলাদের উপর লানত করেছেন।

৩১১৫. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ وَابِي مُعَاوِيَةَ الْكَعْنِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكُأَاهِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهَلْ تَعْنِي ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرِ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَتْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قَالَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَلَى قَبْرِ يَهُودِيٍّ .

৩১১৫. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.)... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজনদের ক্রন্দন হেতু আযাব দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে

‘আইশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা.) ভুলে গেছেন। বরং নবী ﷺ একদা একটা কবরের পথ দিয়ে গমনকালে বলেন : এ কবরবাসীর উপর আঘাত হচ্ছে এবং এর পরিজনরা এর জন্য ক্রন্দন করছে। এরপর ‘আইশা (রা.) এ আঘাত তিলাওয়াত করেন :

وَلَا تَزِدْ وَازِرَةً وَبِذْ أُخْرَى

অর্থাৎ “কোন বোঝা বহনকারী, অন্য কারও বোঝা বহন করবে না।”

রাবী আবু মু‘আবিয়া (রা.)-এর বর্ণনায় এরূপ আছে যে, এটি ছিল একটি ইয়াহুদীর কবর।

৩১১৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ ثَقِيلٌ فَذَهَبَتْ امْرَأَةٌ لَتَبِكِي أَوْ تَهَمُّ بِهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَلَى قَالَ فَسَكَتَتْ قَالَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى قَالَ يَزِيدُ لَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَهَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكَ أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَكَتَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ .

৩১১৬. ‘উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)...ইয়াযীদ ইবন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবু মুসা (রা.)-এর কাছে গিয়েছিলাম, যিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী কাঁদছিল অথবা কাঁদার উপক্রম করছিল। তখন আবু মুসা (রা.) তাকে বলেন : তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ শ্রবণ করনি? সে বলে : হাঁ। এরপর সে চুপ হয়ে যায়।

রাবী বলেন : আবু মুসা যখন মারা যান, তখন আমি (ইয়াযীদ) সে মহিলার সাথে দেখা করে জিজ্ঞাসা করি যে, আবু মুসা তোমাকে কি বলেছিল? (যখন তিনি বলেছিলেন :) তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ শোননি—এরপর তুমি চুপ হয়ে গিয়েছিলে? তখন সে মহিলা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, (যে মৃতের জন্য শোকাভূত হয়ে) তার মাথা মুড়ায় এবং চীৎকার দিয়ে কাঁদে, নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং স্বীয় মুখের উপর আঘাত করে।

৩১১৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ نَا الْحَجَّاجُ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّبَذَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيهِ فِيهِ أَنْ لَا نَحْمِشَ وَجْهًا وَلَا نَدْعُو وَيْلًا وَلَا نَشْقُ جِيًّا وَلَا نَنْشُرُ شَعْرًا .

৩১১৭. মুসাদ্দাদ (র.)...জনৈক বায়'আত গ্রহণকারী মহিলা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছ থেকে যে সব ব্যাপারে অংগীকার গ্রহণ করেন, তার মাঝে উত্তম ব্যাপার এ ছিল যে, আমরা তাঁর নাফরমানী করব না, আমাদের চেহারা নখ দিয়ে আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করব না, ধ্বংসের আহ্বান করব না, জামার বন্ধদেশ ফেঁড়ে ফেলব না এবং মাথার চুল অবিন্যস্ত করব না।

২০৯. بَابُ صَنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيْتِ

২০৯. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পরিজনদের খাদ্য দান করা সম্পর্কে

৩১১৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ سَفْيَانُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ آتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ .

৩১১৮. মুসাদ্দাদ (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বলেন, তোমরা জা'ফরের পরিবার-পরিজনদের জন্য খাবার জিনিস তৈরী কর। কেননা, তাদের উপর এমন মুসীবত নাযিল হয়েছে, যা তাদের ব্যস্ত রেখেছে।

২১০. بَابُ فِي الشَّهِيدِ يُغْسَلُ

২১০. অনুচ্ছেদ : শহীদের গোসল দিতে হবে কিনা ?

৩১১৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ح وَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَهْدِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ أَوْفَى حَلَقِهِ فَمَاتَ فَأُدرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ قَالَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩১১৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তির গলায় অথবা বুকে তীর বিঁধেছিল, ফলে সে মারা যায়। অতঃপর তাকে ঐভাবে কাপড় পেন্‌চিয়ে দাফন করা হয়, যেভাবে সে ছিল। জাবির (রা.) বলেন : এ সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে ছিলাম।

৩১২০. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقْتُلِي أَحَدًا أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ .

৩১২০. যিয়াদ ইবন আয্যুব (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের ব্যাপারে এরূপ নির্দেশ দেন যে, তাদের দেহ হতে অঙ্গশস্ত্র ও লৌহবর্ম খুলে তাদের রক্তমাখা বস্ত্রসহ দাফন করা হোক।

৩১২১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ نِ اللَّيْثِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ شَهِدَاءَ أَحَدٍ لَمْ يُغْسَلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

৩১২১. আহমদ ইবন সালিহ (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধের শহীদদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং রক্তমাখা কাপড়সহ দাফন করা হয়, আর তাদের উপর জানাযার নামাযও পড়া হয়নি।

৩১২২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ ح وَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو صَفْوَانَ يَعْنِي الْمُرْدَانِيَّ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعْنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى حِمَزَةٍ وَقَدْ مِثْلَ بِهِ فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ تُجَدَّ صَفِيَّةٌ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بَطُونِهَا وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكْفَنُونَ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ زَادَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يَدْفَنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلُّ إِلَيْهِمْ أَكْثَرَ قُرْآنًا فَيَقْدِمُهُ إِلَى الْقَبْلَةِ .

৩১২২. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের যুদ্ধ শেষে হামযা (রা.)-এর পাশ দিয়ে গমন করেন, যাঁর নাক ও কান (হিন্দা) কেটে নিয়েছিল। তখন তিনি ﷺ বলেন : আমি যদি সুফিয়া (রা.)-এর কষ্টের কথা চিন্তা না করতাম, [যিনি হামযা (রা.)-এর বোন ছিলেন], তাহলে আমি তাঁর লাশকে পড়ে থাকতে দিতাম, যাতে পশু-পাখিরা তা ভক্ষণ করতে পারত এবং হাশরের দিন তিনি তাদের পেট হতে বের হতেন। এ সময় কাপড় কম থাকায় এক-এক, দুই-দুই এবং তিন-তিন ব্যক্তিকে একই কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়।

রাবী কুতায়বা (রা.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তাঁদের একই কবরে দাফন করা হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, এদের মাঝে কোন্ ব্যক্তি কুরআন বেশী জানতো? এরপর তাকে আগে কিবলার দিকে রাখা হতো।

৩১২৩. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا أُسَامَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِحِمَزَةٍ وَقَدْ مِثْلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشَّهِدَاءِ غَيْرِهِ .

৩১২৩. 'আব্বাস 'আন্বারী (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ হামযা (রা.)-এর পাশ দিয়ে যান, যাঁর নাক-কান কেটে ফেলা হয়। আর তিনি ﷺ হামযা (রা.) ব্যতীত অন্য কারো জানাযার নামায পড়াননি।

৩১২৪. حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مَنْ قَتَلَ أَحَدٍ وَيَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ هَمَّا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ .

৩১২৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ ইব্ন মাওহিব (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু-জনকে একই কবরে দাফনের নির্দেশ দেন এবং এ সময় তিনি জিজ্ঞাসা করেন : এদের মাঝে কে অধিক কুরআনের হাফিয ? অতঃপর যখন তাদের একজনের প্রতি ইশারা করা হতো, তখন তিনি তাঁকে আগে কবরে রাখতে বলতেন। অবশেষে তিনি বলেন : আমি কিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী দেব। তিনি ﷺ তাঁদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফনের নির্দেশ দেন এবং তাঁদের গোসল দেওয়া হয়নি।

৩১২৫. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا بْنُ وَهَبٍ عَنِ اللَّيْثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مَنْ قَتَلَ أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

৩১২৫. সুলায়মান ইব্ন দাউদ মাহরী (র.)...লায়ছ উপরোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণনা করে বলেন : তিনি উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু-দু ব্যক্তিদের একই কাপড়ে দাফন করেন।

২১১. بَابُ فِي سِتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ .

২১১. অনুচ্ছেদ : গোসলের সময় মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান আবৃত রাখা সম্পর্কে

৩১২৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُبْرِزْ فَخْذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ .

৩১২৬. 'আলী ইব্ন সাহল রামলী (র.)...আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তুমি তোমার নিজের রান খুলবে না এবং জীবিত বা মৃত ব্যক্তির রানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না।

৩১২৭. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا أَرَانَا غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنْجَرِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنَهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنْ غُسِلُوا النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يُصْبُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيَدْلُكُونَهُ بِالْقَمِيصِ بُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاءً .

৩১২৭. নুফায়লী (র.).... 'আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'আইশা (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি : যখন সাহাবীরা নবী ﷺ-কে গোসল দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁরা বলেন : আল্লাহর শপথ ! আমরা বুঝতে পারছি না যে, আমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় খুলে ফেলব, যেমন আমরা আমাদের অন্যান্য মৃত ব্যক্তির কাপড় খুলে ফেলি অথবা আমরা তাঁকে কাপড় পরা অবস্থায় গোসল দেব ? যখন তারা মতভেদ করলো, তখন আল্লাহ তাদের সকলকে তদ্দাচ্ছন্ন করে ফেলেন, এমন কি তাদের একজনও এমন ছিল না (নিদ্রার কারণে) যার খুতনী তার বক্ষের উপর আপতিত হয়নি। এ সময় জনৈক ব্যক্তি ঘরের এক কোণা হতে বলল, তাঁরা জানত না—তিনি কে ? তোমরা নবী ﷺ-কে তাঁর পরিধেয় কাপড়সহ গোসল দাও। তখন সাহাবীগণ উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাপড়সহ গোসল দিতে শুরু করেন। এ সময় তাঁর দেহ মুবারকে তাঁর পবিত্র জামা ছিল। তাঁরা জামার উপর পানি ঢেলে, ঐ জামা দিয়ে তাঁর দেহ মুবারক ঘর্ষণ করেন এবং তাঁরা তাঁর ﷺ দেহে হাত লাগান নি।

'আইশা (রা.) বলেন : আমি যদি আগে এ বুঝতে পারতাম, যা আমি পরে বুঝতে পারি, তবে তাঁকে ﷺ তাঁর বিবিগণ ছাড়া আর কেউ-ই গোসল দিতে পারত না।

২১২. بَابُ كَيْفَ غُسْلِ الْمَيِّتِ

২১২. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গোসল দানের পদ্ধতি

৩১২৮. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَفَّيْتُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي

الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاذِلَّتِي فَلَمَّا فَرَغْنَا أَذْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقَّوهُ
فَقَالَ أَشْعِرْ لَهَا تَاهُ قَالَ عَنْ مَّالِكٍ تَعْنِي إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا .

৩১২৮. আল-কা'নাবী (র.)...উম্মু 'আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমাদের নিকট উপস্থিত হন, যখন তাঁর কন্যা ইনতিকাল করেন। তিনি বলেন : তোমরা তাঁকে তিন বা পাঁচবার, আর যদি প্রয়োজন মনে কর, তবে এর থেকেও অধিক বার কুলপাতা মিশান সিদ্ধ পানি দিয়ে গোসল দেবে এবং শেষবার গোসল দেওয়ার সময় পানিতে কর্পূর মিশিয়ে নেবে অথবা কর্পূরের মত অন্য কোন সুগন্ধ বস্তু মিশিয়ে নেবে। তোমরা তাঁর গোসল দেওয়ার কাজ শেষ করে আমাদের খবর দেবে। অতঃপর তাঁর গোসল দেওয়ার কাজ শেষ করে আমরা তাঁকে ﷺ এ খবর দিলে, তিনি তাঁর ব্যবহৃত তহবন্দ আমাদের দিয়ে বলেন : এটি তাঁর শরীরে জড়িয়ে দাও।

৩১২৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَابُؤْ كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ مَشَطْنَاَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

৩১২৯. আহমদ ইবন 'আবদা ও আবু কামিল (র.)... উম্মু 'আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা তাঁর [যয়নব (রা.)-এর] চুল আঁচড়িয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করে বেণী বেঁধে দেই।

৩১৩০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ وَصَفَرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّم رَأْسَهَا وَقَرْنَيْهَا .

৩১৩০. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র.)...উম্মু 'আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা তাঁর [যয়নব (রা.)-এর] চুল তিন ভাগে বিভক্ত করে তাঁর পিছনের দিকে রেখে দেই। যার একটি অংশ ছিল মধ্য মাথার এবং বাকী দু'অংশ ছিল মাথার দু'পাশের।

৩১৩০. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا إِسْمَاعِيلُ نَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا .

৩১৩১. আবু কামিল (র.)... 'আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যার গোসলদানকারী মহিলাদের বলেন : তোমরা তাঁর ডান পাশের উয়র অংগ-প্রত্যংগ হতে গোসল দেওয়া শুরু করবে।

১. নবী (সা.) তাবারক হিসাবে তাঁর একখণ্ড বস্তু, তাঁর কন্যা যয়নব (রা.) কে প্রদান করেন। যা তাঁর কাফনের সাথে তাঁর শরীরে জড়িয়ে দেওয়া হয়।

৩১২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بَنَحَوْ هَذَا وَزَادَتْ فِيهِ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ .

৩১২২. মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ (র.)...উম্মু 'আতিয়া (রা.) এভাবে বর্ণনা প্রসঙ্গে এটুকু অতিরিক্ত বলেছেন যে, [নবী ﷺ বলেছেন :] তোমরা তাকে সাত বার গোসল দেবে এবং প্রয়োজনে এর চাইতে অধিক বারও গোসল দিতে পার।

৩১২২. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ مِنْ أُمِّ عَطِيَّةَ يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ .

৩১২৩. হুদ্বা ইব্ন খালিদ (র.)...মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু 'আতিয়া (রা.) হতে মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা করেন। তখন তিনি তাকে বলেন : প্রথম দুবার কুলপাতা মিশান পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে এবং তৃতীয় বার কর্পূর মিশান পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে।

২১৩. بَابُ فِي الْكَفَنِ

২১৩. অনুচ্ছেদ : কাফন সম্পর্কে

৩১২৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ وَقَبِرَ لَيْسَ أَفْزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَن يَقْبَرَ الرَّجُلَ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كُفِّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ .

৩১২৪. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ খুতবা দেওয়ার সময় তাঁর জনৈক সাহাবী সম্পর্কে উল্লেখ করেন, যিনি ইনতিকাল করেন। লোকেরা রাতের বেলায় ফ্রটিপূর্ণ কাফনে তাঁকে দাফন করেছিল।

বস্তুত নবী ﷺ জানাযার নামায আদায়ের আগে রাতের বেলায় কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। অবশ্য বিশেষ কারণে তিনি ﷺ রাতের বেলায় দাফনের অনুমতিও প্রদান করেন।

নবী ﷺ আরো বলেন : যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে কাফন প্রদান করবে, তখন তার উচিত হবে তাকে উত্তম কাফন দেওয়া।

২১২৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْأَوْزَاعِيُّ نَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَدْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ حَبْرَةٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ .

৩১৩৫. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রথমে ডোরাদার ইয়ামানী চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল। পরে তা পাল্টিয়ে সাদা চাদর দেওয়া হয়েছিল।

২১২৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّارُ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ عُقَيْلٍ عَنْ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ يَعْنِي ابْنَ مُنْبَهٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا تَوَفَّى أَحَدَكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيَكْفِنْهُ فِي ثَوْبٍ حَبْرَةٍ .

৩১৩৬. হাসান ইবন সাব্বাহ বাযযার (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একরূপ বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের থেকে কেউ ইনতিকাল করে এবং তার সামর্থ্য আছে, তখন উচিত হবে ইয়ামানী চাদর দিয়ে সে মৃত ব্যক্তিকে দাফন দেওয়া (অর্থাৎ মূল্যবান কাপড় দিয়ে তাকে দাফন করতে হবে)।

২১২৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بَيْضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

৩১৩৭. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইয়ামানে তৈরী তিনটি মাদা কাপড়ে দাফন দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কোন কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

২১২৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ قَالَ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَيُرَدُّ حَبْرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أَتَى بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يَكْفِنُوهُ فِيهِ .

৩১৩৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)...আইশা (রা.) থেকে একরূপ বর্ণিত আছে। তবে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, ঐ কাপড় ছিল তুলার—সুতার তৈরী। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি “আইশা

(রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন : নবী ﷺ-এর কাফনে কি দুটি সাদা কাপড় এবং একটা ডোরাদার ইয়ামানী চাদর ছিল? তিনি বলেনঃ ইয়ামানী চাদর দেওয়া হয়েছিল, তবে সাহাবীরা তা ফিরিয়ে দেন এবং ঐ কাপড় কাফনের মাঝে शामिल করা হয়নি (বরং কাফনের তিনটি কাপড়ই ছিল সাদা)।

২১২৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةِ الْحُلَّةِ ثَوْبَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .

৩১৩৯. আহমদ ইব্ন হাম্বল ও 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নাজরানে তৈরী তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। ঐ কাপড়ের মাঝে একটা ছিল চাদর, একটা তহবন্দ এবং অন্যটি ছিল ঐ জামা, যা গায়ে থাকা অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন।

আবু দাউদ (র.) বলেনঃ 'উছমান (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনটি কাপড়ের মাঝে দুটি ছিল লাল এবং ঐ জামা, যা গায়ে থাকা অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন।

২১৪. بَابُ كِرَاهِيَةِ الْمَغَالَاةِ فِي الْكَفْنِ

২১৪. অনুচ্ছেদ : দামী কাফন ব্যবহার না করা সম্পর্কে

২১৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَارِبِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ لَا تُغَالَى فِي كَفْنٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُغَالُوا فِي الْكَفْنِ فَإِنَّهُ يَسْلُبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا .

৩১৪০. মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ মুহারিবী (র.)... 'আলী ইব্ন আবী তালিব কাররামাল্লাহ ওয়াজ্জাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা বেশী দামী কাফন ব্যবহার করবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : বেশী দামী কাফন ব্যবহার করবে না। কেননা, তা অতি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

২১৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خُبَابٍ قَالَ مَضَعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمْرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ

رَجُلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رَجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَطُّوْهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلَى رَجُلَيْهِ مِنَ الْإِذْخَرِ .

৩১৪১. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)...খাফাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা.) উহদের যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেন। এ সময় তাঁর কাছে (কাফনের জন্য) একটা কষল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (আর তা এত ছোট ছিল যে,) যখন তা দিয়ে আমরা তাঁর মাথা ঢাকছিলাম, তখন তার দু'টি পা বেরিয়ে যাচ্ছিল এবং আমরা যখন তার পা দুটি ঢাকছিলাম, তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা ঐ কষল দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পা দুটির উপর ইযখার (এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) দিয়ে দাও।

৩১৪২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ .

৩১৪২. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)... 'উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উত্তম কাফন হলো 'হল্লা' অর্থাৎ চাদর এবং তহবন্দ এবং উত্তম কুরবানীর পশু হলো শিংওয়ালা দুহা।

২১৫. بَابُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ

২১৫. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকের কাফন সম্পর্কে

৩১৪৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نُوْحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ حَبِيبَةُ بِنْتُ أَبِي سَفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ قَائِفِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَلَ أُمَّ كَلْتُومَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ وَقَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلَ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَقَاءُ ثُمَّ الدِّرْعُ ثُمَّ الْخِمَارُ ثُمَّ الْمَلْحَقَةُ ثُمَّ أَدْرَجَتْ بَعْدَ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفْنُهَا يُنَاوِلُنَا هَا ثَوْبًا ثَوْبًا .

৩১৪৩. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)..লায়লা বিনতে কায়েফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে মহিলারা উম্মু কুলছুম বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইনতিকালের পর গোসল দিয়েছিল, আমিও তাদের একজন ছিলাম। (তাঁর গোসল সম্পন্ন হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাফনের জন্য সর্বপ্রথম আমাদের তহবন্দ প্রদান করেন, এরপর জামা, সিরবন্দ, চাদর এবং শেষে এমন একটা কাপড় প্রদান করেন, যা উপরে জড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দরওয়াযার উপর বসা ছিলেন এবং কাফনের কাপড় তাঁর কাছেই ছিল। তিনি সেখান হতে এক-একটা কাপড় প্রদান করছিলেন।

২১৬. بَابُ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

২১৬. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য মিশ্কের খুশবু ব্যবহার প্রসঙ্গে

৩১৪৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرِّيَّانِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطِيبُ طَبِيقُ الْمِسْكِ .

৩১৪৪. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)..আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের জন্য সব চাইতে উত্তম খোশবু হলো মিশ্ক।

২১৭. بَابُ تَعَجِيلِ الْجَنَازَةِ

২১৭. অনুচ্ছেদ : দাফন-কাফনের জন্য জলদি করা

৩১৪৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرَّوَاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ وَاحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَا نَا عِيْسَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَزْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ عُرْوَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَصَيْنِ بْنِ وَحُوحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُهُ فَقَالَ إِنِّي لَأَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَّثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَادْنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِحَبِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهْلُهُ .

৩১৪৫. আবদুর রহীম ইব্ন মুতাররিফ রুয়াসী আবু সুফয়ান ও আহমদ ইব্ন জানাব (র.)..হুসায়ন ইব্ন ওয়াহ্জ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তালহা ইব্ন বারাআ অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ তাঁকে দেখার জন্য আসেন। তখন তিনি বলেন : আমার ধারণা, শীঘ্রই তালহা প্রাণত্যাগ করবে। কাজেই তোমরা আমাকে এ খবর দেবে এবং তার দাফন-কাফনের ব্যাপারে জলদি করবে। কেননা, মুসলমানদের লাশ তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে বেশীক্ষণ রাখা উচিত নয়।

২১৮. بَابُ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

২১৮. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গোসলদাতার গোসল সম্পর্কে

৩১৪৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا زَكْرِيَّا نَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنْزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ .

৩১৪৬. উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ চারটি ব্যাপারে গোসল করতেনঃ (১) স্ত্রী-সহবাসের পর, (২) জুম'আর দিন, (৩) শিংগা লাগানোর পর এবং (৪) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর।

৩১৪৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৩১৪৭. আহমদ ইবন সালিহ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করায়, সে যেন নিজে গোসল করে। আর যে তা বহন করে, সে যেন উষু করে।

৩১৪৮. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مَنْسُوخٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ دَخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ قَالَ وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ فِيهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ .

৩১৪৮. হামিদ ইবন ইয়াহইয়া (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে একরূপেই বর্ণিত হয়েছে।

আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছটি মানসুখ বা বাতিল। আমি আহমদ ইবন হাম্বল (র.)-এর কাছে শুনেছি, যখন তাঁকে মৃত ব্যক্তির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন : তার জন্য কেবল উষু করাই যথেষ্ট।

২১৭. بَابُ فِي تَقْيِيلِ الْمَيِّتِ

২১৯. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিকে চুষন করা

৩১৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبِلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ .

৩১৪৯. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে 'উছমান ইবন মাযউন (রা.)-কে তার মৃত্যুর পর চুষন করতে দেখেছি। এমনকি আমি তাঁর চোখ থেকে পানিও বের হতে দেখেছি।

২২. بَابُ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

২২০. অনুচ্ছেদ : রাত্রিতে দাফন করা

৩১৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ يَزِيدٍ نَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ .

৩১৫০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন বুযায়' (র.)... জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা লোকেরা কবরস্থানে আলো দেখতে পেয়ে সেখানে গমন করে। তখন তারা দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কবরের মাঝে দাঁড়িয়ে বলছেন : তোমরা তোমাদের সাথীকে (মৃত ব্যক্তিকে) আমার কাছে দাও। আর তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি উচ্চস্বরে আল্লাহর যিকির করতেন।^২

২২১. بَابُ فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

২২১. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির লাশ এক স্থান হতে অন্যস্থানে নেওয়া

৩১৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْعٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مَنَادِي النَّبِيِّ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَا هُمْ .

১. হযরত 'উছমান ইবন মাযউন (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুধ-ভাই ছিলেন। তিনি প্রথমে হাবশা ও পরে মদীনাতে হিজরত করেন। তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

২. তাঁর নাম ছিল 'আবদুল্লাহ।

৩১৫১. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা উহুদ যুদ্ধের শহীদদের লাশ অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলাম দাফনের জন্য। এ সময় নবী ﷺ-এর ঘোষক এসে বলেন : তিনি ﷺ তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শহীদদের লাশ তাদের শাহাদতের স্থানে দাফন করবে। তখন আমরা তাদের লাশ সেখানে দাফন করি।

২২২. بَابُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

২২২. অনুচ্ছেদ : জানাযার নামাযে কাতারবন্দী হওয়া

৩১৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقْلَ أَهْلُ الْجَنَازَةِ جَزَاءَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ .

৩১৫২. মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ (র.)...মালিক ইব্ন হুবায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য জীবিত মুসলমানরা তিন কাতার করে (তার জানাযার) নামায পড়লে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। রাবী বলেন : এ জন্য মালিক (র.) যখন কোন ব্যক্তির জানাযায় লোক কম দেখতেন, তখন তাদের তিন কাতারে বিভক্ত করে দিতেন।

২২৩. بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَازَةِ

২২৩. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির লাশের পেছনে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ

৩১৫৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ نُهِيتُ أَنْ تَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعَزَّمْ عَلَيْنَا .

৩১৫৩. সুলায়মান ইব্ন হারব (র.)...উম্মু 'আতীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের জানাযার অনুগমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

২২৪. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَتَشْيِيعِهَا

২২৪. অনুচ্ছেদ : সালাতুল জানাযা আদায় করা ও লাশের অনুগমন করার ফযীলত

৩১৫৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ وَأَوْحَدُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ .

৩১৫৪. মুসাদ্দাদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জানাযার অনুগমন কবে, তার সালাতুল জানাযা আদায় করে, সে এক কীরাত ছওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি জানাযার সাথে গমন করে তার দাফনেও শরীক হয়, সে ব্যক্তি দু'কীরাত ছওয়াব পায়। ঐ দু'কীরাতের ছোট কীরাতের পরিমাণ হলো উহদ পাহাড়ের সমান, অথবা দু'কীরাতের মাঝে এক কীরাত হলো উহদ পাহাড় সমতুল্য।^১

৩১৫৫. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُسَيْنٍ الْهَرَوِيُّ قَالَا نَا الْمُقَرِّي حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ وَهُوَ حَمِيدُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرٍ بْنَ سَعْدٍ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طَلَعَ خَبَابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سَفِيَّانٍ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ .

৩১৫৫. হারুন ইব্ন 'আবদিলাহ ও আবদুর রহমান ইব্ন হুসায়ন হারবী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন, যিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন জানাযার সাথে তার ঘর থেকে বের হবে, তার সালাতুল জানাযা আদায় করবে, সে ব্যক্তি এক কীরাত ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফনেও শরীক থাকবে, সে দু'কীরাতের সমান ছওয়াব পাবে।

যখন ইব্ন 'উমার (রা:) এ হাদীছ শ্রবণ করেন, তখন এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য জনৈক ব্যক্তিকে 'আইশা (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তখন 'আইশা (রা.) বলেন : আবু হুরায়রা (রা.) সত্য বলেছেন।

৩১৫৬. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ نَا. ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ .

৩১৫৬. ওয়ালাদ ইব্ন সূজা' সাকুনী (র.).... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন মুসলমান লাশের উপর এমন চল্লিশজন লোক

১. মৃত ব্যক্তির লাশের সাথে গমন করা, তার জানাযার সালাতে শরীক হওয়া এবং দাফনে ও সহযোগিতা করা মুসলমানদের পরম্পরের হক বা অধিকারের বিষয়ও বটে।

তার জানাযার নামায পড়ে, যারা আল্লাহর সংগে কাউকে শরীক করে না, তাদের সুপারিশ ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষে কবুল করা হয়।

২২৫. بَابُ فِي اتِّبَاعِ الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

২২৫. অনুচ্ছেদ : জানাযার সাথে আগুন নেওয়া নিষেধ

৩১৫৭. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ نَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ نَا يَحْيَى حَدَّثَنِي بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُتَّبِعُ الْجَنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ زَادَ هُرُونٌ وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا .

৩১৫৭. হারুন ইবন আবদিল্লাহ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : জানাযার পেছনে চীৎকার করতে করতে এবং আগুন নিয়ে যাবে না।
রাবী হারুন অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : জানাযার আগে আগেও গমন করবে না।

২২৬. بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

২২৬. অনুচ্ছেদ : জানাযা আসতে দেখে দাঁড়ান সম্পর্কে

৩১৫৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تَخْلُفَكُمْ أَوْ تَوَضَّعَ .

৩১৫৮. মুসাদ্দাদ (র.)... আমির ইবন রাবী আ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমরা কোন জানাযা (মৃত ব্যক্তির লাশ) দেখবে, তখন তোমরা তার সম্মানে দাঁড়াবে, যতক্ষণ না তা তোমাদের অতিক্রম করে অথবা দাফনের জন্য রাখা হয়।

৩১৫৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّبَعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تَوَضَّعَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

১. আহলে-কিতাব বা ইয়াহুদ ও নাসারারা জানাযার সাথে আগুন নিয়ে যায়, (মৃতের মুখে আগুন দেওয়ার জন্য)। এ আচরণের সাথে যেন উম্মতে মুহাম্মদীর আচরণের কোন মিল না ঘটে, সেজন্য আগুন নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

فِيهِ حَتَّى تُوَضَعَ بِالْأَرْضِ وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَتَّى تُوَضَعَ فِي اللَّحْدِ وَسَفْيَانُ أَخْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ .

৩১৫৯. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন কোন জানাযার অনুগমন করবে, তখন তোমরা ততক্ষণ বসবে না, যতক্ষণ না তাকে (যমীনে) রাখা হয়।

আবু দাউদ (র.) বলেন : ছাওরী উক্ত হাদীছ সুহায়ল হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। যাতে এরূপ বর্ণিত আছে : যতক্ষণ না সে জানাযাকে যমীনে রাখা হয়।

রাবী আবু মু'আবিয়া (র.) সুহায়ল হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন : যতক্ষণ না সে জানাযাকে (লাশকে) কবরে রাখা হয়।

৩১৬০. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ نَا الْوَلِيدُ نَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِلْحَمَلِ إِذْ هِيَ جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ لِلْمَوْتِ فَرَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا .

৩১৬০. মুআম্মাল ইব্ন ফযল হাররানী (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় একটা জানাযা আমাদের পাশ দিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি ﷺ দাঁড়িয়ে যান। আমরা সে জানাযা বহনের উদ্দেশ্যে সেখানে পৌছে জানতে পারি যে, তা একজন ইয়াহুদীর জানাযা (লাশ)। তখন তিনি ﷺ বলেন : নিশ্চয় মৃত্যু তো ভয়ের জিনিস। কাজেই তোমরা যখন কোন জানাযা দেখবে, তখন তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে।

৩১৬১. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَقْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ .

৩১৬১. আল-কা'নাবী (র.)... 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ প্রথম দিকে কোন জানাযা দেখার পর দাঁড়াতেন কিন্তু পরে তিনি বসে থাকতেন।

৩১৬২. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرٍ أَمَ الْمَدَائِنِيُّ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ جَنَادَةَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ

الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوَضَعَ فِي اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ هُكَذَا نَفَعَلُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ .

৩১৬২. হিশাম ইব্ন বাহরাম মাদাইনী (র.)... 'উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন, তখন তিনি ততক্ষণ বসতেন না, যতক্ষণ না সে লাশকে কবরে রাখা হতো। অতঃপর জনৈক ইয়াহুদী আলিম তাঁর ﷺ নিকট দিয়ে গমনকালে বলে : আমরাও এরূপ করে থাকি। তখন নবী ﷺ বসে পড়েন এবং বলেন : তোমরাও বস এবং তাদের (ইয়াহুদীদের) বিপরীত কাজ কর।

২২৭. بَابُ الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ

২২৭. অনুচ্ছেদ : জানাযার সাথে বাহনে সওয়ার হয়ে যাওয়া নিষেধ

৩১৬৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لَارْكَبَ وَهُوَ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ .

৩১৬৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন মুসা বালখী (র.).... ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির জানাযার অনুগমন করাকালে তাঁর জন্য একটা বাহন আনা হয়। তখন তিনি তার পিঠে চড়তে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি ﷺ যখন সেখান হতে ফিরে আসতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর জন্য বাহন আনা হলে তিনি তাতে আরোহণ করেন। তখন তাঁকে ﷺ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : উক্ত জানাযার সংগে ফেরেশতারা পায়ে হেঁটে চলছিল, তাই আমি বাহনে সওয়ার হওয়া ভাল মনে করিনি। এখন তাঁরা চলে গেছেন, তাই আমি বাহনে আরোহণ করেছি।

৩১৬৪. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ ثُمَّ أَتَى بِفَرَسٍ فَعَقَلَ حَتَّى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّضُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ ﷺ .

৩১৬৪. 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র.)...জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ 'আলী ইব্ন দাহ্দাহ নামক জনৈক সাহাবীর জানাযার নামায আদায় করেন। আর এ সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর তাঁর ﷺ আরোহণের জন্য একটা ঘোড়া আনা

হলে তিনি সেটিকে বেঁধে রাখেন। এরপর তিনি ﷺ তার পিঠে সওয়ার হলে সেটি লাফালাফি করে চলতে থাকে। এ সময় আমরা নবী ﷺ-এর পাশাপাশি দৌড়ে চলছিলাম।

২২৮. بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

২২৮. অনুচ্ছেদ : জানাযার আগে আগে যাওয়া সম্পর্কে

৩১৬৫. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

৩১৬৫. আল-কা'নাবী (র.)... সালিম (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ, আবু বকর এবং উমার (রা.)-কে জানাযার আগে আগে যেতে দেখেছি।

৩১৬৬. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَاحْتَسِبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ رَافَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّأَكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبٌ مِّنْهَا وَالسَّقَطُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ .

৩১৬৬. ওয়াহব ইবন বাকিয়া (র.)... মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইউনুস বলেছেন : আমার ধারণা, যিয়াদের অধিবাসীরা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আরোহীর উচিত জানাযার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করা। আর পদব্রজে গমনকারী জানাযার আগে, পিছে, ডানে ও বামে যেতে পারে এবং সাথে সাথেও চলতে পারে।

গর্ভপাত হওয়ার ফলে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তার জানাযার নামায পড়তে হবে এবং তার মাতাপিতার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করতে হবে।

২২৯. بَابُ الْأِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

২২৯. অনুচ্ছেদ : জানাযা দ্রুত বহন করা

৩১৬৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تَقْدِمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكَ سَوِيٌّ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

৩১৬৭. মুসাদ্দাদ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : জানাযাকে দ্রুত নিয়ে যাবে। কেননা যদি সে নেককার হয়, তবে তোমরা তাকে তার কল্যাণের দিকে দ্রুত পৌঁছে দেবে। আর যদি সে বদকার হয়, তবে তোমরা একটা অকল্যাণ তোমাদের গরদান হতে দ্রুত নামিয়ে দিলে।

৩১৬৮. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَكُنَّا يَمْشِي مَشْيًا خَفِيفًا فَلَحِقْنَا أَبُو بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَرْمِلُ رَمْلًا .

৩১৬৮. মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.)....‘আবদুর রহমান (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তিনি ‘উছমান ইবন আবিল ‘আসের জানাযায় শরীক ছিলেন। আমরা তার জানাযা নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম। এ সময় আবু বকরা (রা.) আমাদের সাথে যোগ দেন। তিনি আমাদের আস্তে আস্তে চলতে দেখে লাঠি উঠিয়ে বলেন : তোমরা তো দেখেছ, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে জানাযা (লাশ) নিয়ে দ্রুত গমন করেছি।

৩১৬৯. حَدَّثَنَا حُمَيْدَةُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَا عِيْسَى يَعْنِي بَنَ يُونُسَ عَنْ عِيْنَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتُهُ وَأَهْوَى بِالسَّوْطِ .

৩১৬৯. হুমায়দা ইবন মাস‘আদা (র.)...‘উয়ায়না উপরিউক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন, উক্ত জানাযা ছিল আবদুর রহমান ইবন সামুরার। রাবী‘ বলেন : আবু বাকরা (রা.) দ্রুত তাঁর খঞ্চর হাঁকিয়ে আসেন এবং লাঠির ইশারায় লাশ দ্রুত বহন করতে বলেন।

৩১৭০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَحْيَى الْمُجَبِّرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنْ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ مَا دُونَ الْخَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْرٌ تَعَجَّلْ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرُ ذَلِكَ فَبِعَدَا لِأَهْلِ النَّارِ وَالْجَنَازَةُ مَتَّبُوعَةٌ وَلَا تَتَّبِعْ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا .

৩১৭০. মুসাদ্দাদ (র.)... ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আমাদের নবী ﷺ-কে জানাযার সাথে চলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি ﷺ বলেন : দৌড়ের চাইতে কিছু কম গতিতে চলবে। যদি সে নেককার হয়, তবে তাকে পৌছানোর জন্য জলদি করবে। আর যদি সে নেককার না হয়, তবে জাহান্নামীদের থেকে দূরে থাকাই ভাল এবং জানাযার পেছনে

যাওয়াই শ্রেয়। আর তার লাশের আগে যাবে না। যে ব্যক্তি জানাযার আগে যায়, সে ঐ জানাযার সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

২৩. بَابُ الْأَمَامِ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

২৩০. অনুচ্ছেদ : আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাযে ইমামের শরীক না হওয়া

৩১৭১. حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا زُ هَيْرِ نَا سِمَاكَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ فَصَبَّحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنَّهُ قَدِمَاتٍ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصَبَّحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنَّهُ قَدِمَاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصَبَّحَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّرَاتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَأَاهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمَشْقَصٍ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَاتٍ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشْقَصٍ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا لَا أَصْلَى عَلَيْهِ .

৩১৭১. ইবন নুফায়ল (র.)...জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পরে তার মৃত্যু খবর ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার প্রতিবেশী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলে : সে ব্যক্তি মারা গেছে। তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কিরূপে এ খবর জানলে ? সে বলে : আমি তাকে দেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে মারা যায়নি। রাবী বলেন : তখন সে ব্যক্তি ফিরে যায়। ইত্যবসরে তাঁর জন্য কান্নার রোল শোনা গেলে, সে ব্যক্তি (প্রতিবেশী) আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলল : অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। তখন নবী ﷺ বলেন : না, সে মারা যায়নি। রাবী বলেন : তখন সে ব্যক্তি ফিরে যায়। তখন তার জন্য আবার কান্নার রোল শোনা গেল এবং সে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তাকে (প্রতিবেশী) বলল : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এ খবর দিন। তখন সে ব্যক্তি বলল : ইয়া আল্লাহ ! আপনি এর উপর লানত করুন ! রাবী বলেন : তখন সে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির কাছে হাযির হয়ে দেখতে পেল যে, সে তীরের ফলা দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে। তখন সে নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে খবর দিল যে : সে ব্যক্তি মারা গেছে। তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কিরূপে এ খবর জানলে ? সে বলে : আমি দেখে এসেছি যে, সে ব্যক্তি তার নিজের তীরের ফলা দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে। তিনি (স) বলেন : তুমি কি তাকে এরূপই দেখে এসেছ ? তখন সে বলে : হ্যাঁ। তিনি ﷺ বলেন : তাহলে আমি তার জানাযার নামায পড়ব না।

২৩১. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُودُ

২৩১. অনুচ্ছেদ : শরীআতের বিধান অনুসারে বিচারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া সম্পর্কে

৩১৭২. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ لَبِيٍّ بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَا عَزَّ بَنِي مَالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ .

৩১৭২. আবু কামিল (র.)...আবু বারযা আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাইয় ইবন মালিক (রা.)-এর জানাযার নামায পড়েননি। তবে তিনি অন্যদের তার জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেননি।^১

২৩২. بَابُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

২৩২. অনুচ্ছেদ : শিশুর সালাতুল জানাযা পড়া সম্পর্কে

৩১৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩১৭৩. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন ফারিস (র.)...আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীম (রা.) আঠার মাস বয়সের সময় মারা যান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালাতুল জানাযা পড়েননি।^২

৩১৭৪. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَهْمِيَّ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَقَاعِدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِي حَدَّثَكُمْ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَقْقَاعِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً .

১. মাইয় ইবন মালিক (রা.) কে যিনার অভিযোগের কারণে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। এজন্য নবী (সা.) তাঁর জানাযার নামায নিজে পড়েননি। তবে তিনি অন্যদের তাঁর জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেননি।

২. কেননা, তিনি মা'সুম বা নিষ্পাপ ছিলেন। অথবা অন্যান্যদের সাথে নিয়ে তিনি (সা.) তাঁর জানাযার নামায পড়েননি; বরং তিনি একাকী পড়েছিলেন। যেমন পরবর্তী হাদীছে উল্লেখ আছে।

৩১৭৪. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.)....ওয়াল ইব্ন দাউদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বাহী থেকে শবণ করেছি, যখন নবী ﷺ -এর পুত্র ইব্রাহীম মারা যান, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বসার স্থানে তাঁর (ইব্রাহীমের) জানাযার নামায পড়েন।

আবু দাউদ (র.) বলেন : আমি সাঈদ ইব্ন ইয়া'কুব তালেকানীর নিকট হাদীছটি পড়ে শোনানোর পর জানতে পারি যে, ইব্ন মুবারক ইয়া'কুব ইব্ন কা'কা' হতে, তিনি আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের জানাযার নামায পড়েছিলেন এবং এ সময় তাঁর বয়স ছিল সত্তর রাত (অর্থাৎ দু'মাস দশ দিন) মাত্র।

২৩৩. ۲۳۳. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৩৩. অনুচ্ছেদ : মসজিদে জানাযার নামায আদায় সম্পর্কে

৩১৭৫. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ وَمُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ .

৩১৭৫. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)...‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ল ইব্ন বায়যা' (রা.)-এর জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছিলেন।

৩১৭৬. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّظَرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِ بَيْضَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَآخِيهِ .

৩১৭৬. হারুন ইব্ন আবদিল্লাহ (র.)...‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়যা (রা.)-এর দুই ছেলে সুহায়ল এবং তাঁর ভাইয়ের জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছিলেন।

৩১৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنِي صَالِحٌ مُوَلَّى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

৩১৭৭. মুসাদ্দাদ (র.)..আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মসজিদে কোন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়বে, তার কোন গুনাহ হবে না।

২৩৪. بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا

২৩৪. অনুচ্ছেদ : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দাফন না করা

৩১৭৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْهَا نَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ أَوْ كَمَا قَالَ .

৩১৭৮. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)... 'উক্বা ইবন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তিনটি সময়ে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন : (১) সূর্যোদয়ের সময় হতে সূর্য উপরে উঠার আগ পর্যন্ত, (২) ঠিক দুপুর হতে সূর্য পশ্চিম আকাশে না হেলা পর্যন্ত এবং (৩) সূর্যাস্তের সময় হতে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

২৩৫. بَابُ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدِّمُ

২৩৫. অনুচ্ছেদ : পুরুষ এবং মহিলার জানাযা এক সাথে হাযির হলে কার জানাযা (লাশ) আগে থাকবে

৩১৭৯. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَارُ بْنُ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كَلْثُومٍ وَأَبْنَاهَا فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْأِمَامَ فَانْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ .

৩১৭৯. ইয়াযীদ ইবন খালিদ ইবন মাওহাব রামলী (র.)... হারিছ ইবন নওফলের আযাদকৃত গোলাম 'আম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি উম্মু কুলছূম (রা.) এবং তাঁর পুত্রের জানাযায় শরীক ছিলেন। তখন পুত্রের জানাযা (লাশ) ইমামের নিকটবর্তী রাখা হয় (এবং মহিলার লাশ দূরে)।

রাবী বলেন : ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয় মনে হয়নি। এ সময় লোকদের মাঝে ইবন 'আব্বাস (রা.), আবু সাঈদ খুদরী (রা.), আবু কাতাদা (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেন : এটাই সুন্নাত তরীকা।

২৩৬. بَابُ آيِنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

২৩৬. অনুচ্ছেদ : জানাযা নামায পড়ার সময় ইমাম মৃত ব্যক্তির কোন্ স্থান বরাবর দাঁড়াবে

৩১৮. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ قَالَ كُنْتُ فِي سَكَّةِ الْمَوِيدِ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ قَالُوا جَنَازَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَتَبِعْتُهَا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُرَيْدَيْنِ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الدِّهْقَانُ قَالُوا هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ الْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَفَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعَشٌ أَخْضَرُ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ يَكْبُرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَأَى ظُهُورَنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطُمُنَا فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيَبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عَلَى قَدْرٍ أَنْ جَاءَ اللَّهُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مِنْذُ الْيَوْمِ يَحْطُمُنَا لِأَضْرِبِينَ عَنْقَهُ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجِئَ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْتُ إِلَى اللَّهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبَايِعُهُ لِيَفِي الْآخِرُ بِنَذْرِهِ وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْتَلَهُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرِي قَالَ إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مِنْذُ الْيَوْمِ إِلَّا لِتَوْفِي بِنَذْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَوْ مَضَتْ إِلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيِّ أَنْ يَوْمِضَ قَالَ أَبُو غَالِبٍ فَسَأَلْتُ عَنْ صَنِيعِ أَنَسٍ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَحَدَّثُونِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ فَكَانَ الْإِمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتَرْهَا مِنَ الْقَوْمِ .

৩১৮০. দাউদ ইব্ন মু'আয (র.)...নাফি' আবু গালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি 'সিক্বাতুল মিওবাদ' নামক স্থানে ছিলাম। এ সময় সেখান দিয়ে একটি জানাযা (লাশ) অতিক্রম করছিল, যার সাথে অনেক লোক ছিল। লোকেরা বলাবলি করছিল : এটা 'আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.)-এর জানাযা। তখন আমিও তাদের অনুসরণ করি। এ সময় আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যিনি পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে একটি ছোট মুখ বিশিষ্ট অশ্বে সওয়ার ছিলেন। আর রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর মাথার উপর একখণ্ড কাপড়ও ছিল। তাঁকে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করি : ইনি কোন্ জমিদার ? লোকেরা বলে : ইনি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)। অতঃপর যখন জানাযা (লাশ) রাখা হয়, তখন আনাস (রা.) দাঁড়ান এবং জানাযার নামায পড়ান। এ সময় আমি তাঁর পেছনে ছিলাম এবং তাঁর ও'আমার মাঝে আর কোন অন্তরায় ছিল না। তিনি তাঁর (মৃত ব্যক্তির) মাথা বরাবর দাঁড়ান এবং চার তাকবীরে নামায শেষ করেন, যা অধিক দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত ছিল না। অতঃপর তিনি বসার জন্য গমন করেন। তখন লোকেরা তাঁকে বলে : হে আবু হামযা ! এটি একটি আনসার মহিলার জানাযা। তখন তারা সেটি নিকটে নিয়ে আসে এবং সেটি সবুজ গিলাফে ঢাকা ছিল। তখন তিনি [আনাস (রা.)] তাঁর কোমর বরাবর খাড়া হয়ে ঐরূপে জানাযা নামায আদায় করেন, যেক্রপ তিনি পুরুষ লোকটির নামায পড়িয়েছিলেন। অতঃপর তিনি উপবেশন করেন। তখন 'আলা ইব্ন যিয়াদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : হে আবু হামযা ! আপনি যেভাবে জানাযার নামায আদায় করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনার মত করে সালাতুল-জানাযা আদায় করতেন ? তিনি ﷺ কি চার তাকবীর বলতেন এবং পুরুষের জানাযার মাথা বরাবর ও স্ত্রীলোকদের জানাযার কোমর বরাবর দণ্ডায়মান হতেন ? তিনি বলেন : হাঁ।

অতঃপর তিনি ('আলা) বলেন : হে আবু হামযা ! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে জিহাদে শরীক হয়েছিলেন ? তিনি বলেন : হাঁ। আমি তাঁর ﷺ সংগে হুনায়নের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম। এ সময় মুশরিকরা (তাদের দুর্গ হতে) বেরিয়ে এসে আমাদের উপর (প্রচণ্ড) হামলা করে। ফলে আমরা আমাদের ঘোড়াকে আমাদের পেছনে দেখতে পাই।^১ আর মুশরিকদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে আমাদের উপর (তীব্র) হামলা করেছিল এবং তরবারির আঘাতে আমাদের ক্ষত-বিক্ষত করছিল। অবশেষে আল্লাহ তাদের পরাজিত করেন। তিনি তাদের নিয়ে আসেন এবং তারা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করতে থাকে। এ সময় নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী একরূপ মানত করেন যে, সে দিন যে ব্যক্তি আমাদের তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, আল্লাহ যদি তাকে এনে দেন, তবে আমি তার শিরচ্ছেদ করব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ চূপ থাকেন। অতঃপর সে ব্যক্তিকে আনা হয়। সে ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে, তখন বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বায়'আত করা হতে বিরত থাকেন, যাতে অপর ব্যক্তি (সাহাবী) তাঁর মানত পূরা করার সুযোগ পায়। অপরপক্ষে সে সাহাবী এ অপেক্ষায় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে হত্যার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দেখলেন যে, সে (সাহাবী) কিছুই করছে না, তখন তাকে বায়'আত করেন। তখন সে ব্যক্তি (সাহাবী) বলল : ইয়া

১. অর্থাৎ প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে আমাদের ঘোড়াগুলি পেছনের দিকে সরে আসে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার মানত কিরূপে পূর্ণ হবে ? তিনি ﷺ বলেন : আমি তাকে আজকের পূর্ব পর্যন্ত বায়'আত করাতে এ জন্য বিরত ছিলাম, যাতে তুমি তোমার মানত পূরা করতে পার। তখন সে (সাহাবী) বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাকে কেন ইশারা করলেন না ? তখন নবী ﷺ বলেন : ইশারা করা নবীর শান নয়।

রাবী আবু গালিব বলেন : অতঃপর আমি লোকদের কাছে আনাস (রা.) মহিলার জানাযার নামায পড়বার সময় কেন তার কোমর বরাবর দাঁড়ালেন, এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। তখন তারা আমাকে বলেন : প্রথম যুগে খাটিয়ার প্রচলন ছিল না, (যাতে মহিলাদের লাশ ঢেকে রাখা যেত)। এ জন্য ইমাম মহিলা জানাযার (লাশের) কোমর বরাবর দাঁড়াতেন, যাতে তা মুকতাদীদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

৩১৮১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَاتٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطُهَا .

৩১৮১. মুসাদ্দাদ (র.)...সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -এর পেছনে এমন একজন মহিলার জানাযার নামায পড়েছিলাম, যিনি নিফাসের অবস্থায় ইনতিকাল করেন। তিনি ﷺ তাঁর জানাযার নামায পড়বার সময় তার (লাশের) মাঝখান বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

২৩৭. بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

২৩৭. অনুচ্ছেদ : জানাযার নামাযের তাকবীর প্রসংগে

৩১৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا ابْنُ اَدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اسْحَقَ عَنِ الشَّيْبِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرِ رَطْبٍ فَصَفَّوْا عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثَّقَفَةُ مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ .

৩১৮২. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র.)...শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সাহাবীগণ কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে তিনি ﷺ চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করেন।

রাবী আবু ইসহাক বলেন : আমি শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নিকট এ হাদীছ কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বলেন : একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, যিনি সেখানে নবীজীর সংগে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.)।

৩১৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَرْقَمٍ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَآنَهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ خُمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى أَتَقْنُ .

৩১৮৩. আবু ওয়ালীদ তায়ালিসী (র.)...ইবন আবী লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যায়দ ইবন আরকাম আমাদের জানাযার নামায পড়বার সময় চার তাকবীর বলতেন। একবার তিনি এক জানাযার নামাযে পাঁচ তাকবীর বলেন। তখন আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন সময় পাঁচ তাকবীর বলতেন।

২৩৮. بَابُ مَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ

২৩৮. অনুচ্ছেদ : জানাযার নামাযে যা পড়তে হবে

৩১৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ .

৩১৮৪. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)....আবদুল্লাহ ইবন 'আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর সংগে জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করি। সে সময় তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করেন এবং বলেন : এটি সুন্নাত।

২৩৯. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

২৩৯. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা

৩১৮৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ .

৩১৮৫। আবদুল 'আযীয ইবন ইয়াহুইয়া হররানী (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি : যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করবে, তখন তার জন্য ইখলাস বা আন্তরিকতার সাথে দু'আ করবে।

৩১৮৬. دَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا أَبُو الْحَلَّاسِ عَقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنِي عَلَى بْنُ شِمَاخٍ قَالَ شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَاهُ رِيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ أَمَعَ الَّذِي قُلْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَلَامٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شَفَعَاءَ فَأَغْفِرْ لَهَا .

৩১৮৬. আবু মা'মার 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (র.).... 'আলী ইবন শাম্মাখ (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : একদা আমি মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলাম । সে সময় তিনি আবু হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মৃত ব্যক্তির জন্য কিরূপে দু'আ করতে শুনেছেন ? তিনি বলেন : আপনি কি আমাকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন, যা আপনি বলেছেন ? মারওয়ান বলেন : হাঁ ।

রাবী বলেন : ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে উভয়ের মাঝে কিছুটা বাদানুবাদ হয় । আবু হুরায়রা বলেন : তিনি ﷺ এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شَفَعَاءَ فَأَغْفِرْ لَهَا .

অর্থাৎ “ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি এর রব । আপনি একে পয়দা করেছিলেন । আপনিই তাকে ইসলামের উপর হিদায়াত দিয়েছিলেন । এখন আপনি তার রুহ কবয করে নিয়েছেন এবং আপনি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যাপারে অধিক অবহিত । আমরা তার জন্য সুপারিশকারী হিসাবে এসেছি । আপনি তাকে ক্ষমা করুন ।”

৩১৮৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِيُّ نَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْتَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ .

৩১৮৭. মুসা ইবন মারওয়ান রুক্কী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায আদায়ের পর এরূপ দু'আ করেন :

“ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি আমাদের জীবিত ও মৃতদের ক্ষমা করুন। আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও স্ত্রী, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রাখেন, তাকে ঈমানের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে মৃত্যু দেন, তাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন। ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি আমাদের বিনিময় হতে মাহরুম করবেন না এবং এরপর আর আমাদের গুমরাহ করবেন না।

৩১৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ نَا الْوَلِيدُ ح وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا الْوَلِيدُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَّ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَزَّ يُونُسَ بْنِ مَيْسِرَةَ بْنِ حَلْبَسَ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةُ الْقَبْرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلُ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جَنَاحٍ .

৩১৮৮. আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র.)...ওয়াছিলা ইব্ন আসকা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করি। তখন আমি তাঁকে এরূপ দু'আ করতে শুনি :

“ইয়া আল্লাহ্ ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক আপনার যিম্মায়। আপনি তাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন।”

রাবী আবদুর রহমান এরূপ দু'আর কথা বলেছেন : “এ ব্যক্তি আপনার যিম্মায় এবং আপনার প্রতিবেশী। আপনি একে কবরের আযাবের ফিতনা ও জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা পূর্ণকারী এবং সত্যের প্রতীক। ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি একে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন। আপনি মহাক্ষমাশীল, মেহেরবান।”

২৪. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ .

২৪০. অনুচ্ছেদ : কবরের উপর সালাতুল জানাযা আদায় করা

৩১৮৯. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَقَفَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ مَاتَ فَقَالَ أَلَا أَذْنَتُمُونِي بِهِ قَالَ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

৩১৮৯. সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুসাদ্দাদ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক কাল বর্ণের মহিলা বা পুরুষ মসজিদে নববী ঝাঁড়ু দিত। নবী ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে লোকদের নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাকে ﷺ বলা হয় : সে মারা গেছে। তখন তিনি ﷺ বলেন : তোমরা আমাকে এ সম্পর্কে কেন অবহিত করলে না ? তিনি ﷺ বলেন : তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তখন লোকেরা কবর দেখিয়ে দিলে তিনি তার কবরের উপর জানাযার নামায আদায় করেন।

২৬১. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِمَوْتِ فِي بِلَادِ الشَّرِكِ

২৪১. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের দেশে মৃত্যুপ্রাপ্ত মুসলমানের সালাতুল জানাযা আদায় সম্পর্কে

৩১৯০. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

৩১৯০. আল-কানা'বী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিনে তার ইনতিকালের খবর জানিয়ে দেন। তিনি ﷺ তাঁদের সংগে নিয়ে ঈদগাহে সমবেত হন এবং তাঁদের কাতারবন্দী করে চার তাকবীরের সাথে (নাজ্জাশীর) সালাতুল জানাযা আদায় করেন।

৩১৯১. حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْتَظِلَّ إِلَى أَرْضِ النَّهْجَاشِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ قَالَ النَّجَاشِيُّ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمَلِكِ لَاتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ .

৩১৯১. আব্বাদ ইব্ন মুসা (র.)... আবু বুরদা তাঁর পিতা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন নাজ্জাশীর দেশে গমন করি। অতঃপর তাঁর কথা বর্ণনা করেন। নাজ্জাশী বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ। আর তিনি সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে ঈসা ইব্ন মারযাম সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি

১. অর্থাৎ গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। হাবশ বা আবিসিনিয়ার অধিপতিকে নাজ্জাশী বলা হয়। উক্ত নাজ্জাশীর নাম ছিল-আসহাম। তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের প্রভূত উপকার করেছিলেন।

যদি রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যস্ত না থাকতাম, তবে অবশ্যই তাঁর ﷺ নিকট হাযির হতাম, এমনকি তাঁর জুতা মুবারক বহন করতাম।

২৪২. بَابُ فِي جَمْعِ الْمَوْتَى فِي قَبْرِ وَالْقَبْرِ يُعْلَمُ

২৪২. অনুচ্ছেদ : কয়েকজন মৃত ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা এবং কবর চিহ্নিত করা সম্পর্কে

৩১৯২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ح وَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السَّجِسْتَانِيُّ نَا حَاتِمُ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ بِمَعْنَاهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَخْرَجَ بِجَنَازَتِهِ فَدَفَنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعِيهِ قَالَ كَثِيرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ أَتَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفُنُ إِلَيْهِ مِنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي .

৩১৯২. আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন নাজ্‌দা (র.)....মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন উছমান ইব্ন মায'উন (রা.) ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর জানাযা (লাশ) বের করা হয়, অতঃপর দাফন করা হয়। তখন নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে একখণ্ড পাথর আনার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু সে তা বহন করতে অক্ষম হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটি নিজে আনার জন্য অগ্রসর হন এবং তাঁর দু'হাতের জামার আস্তিন গুটিয়ে ফেলেন।

রাবী কাছীর বলেন : মুত্তালিব (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উভয় বগলের সাদা অংশ দেখতে পাই, যখন তিনি তাঁর দু'হাতের জামার আস্তিন গুটান এবং সে পাথর বয়ে নিয়ে এসে তাঁর (উছমান ইব্ন মায'উনের) শিয়রে রাখেন। আর তিনি ﷺ বলেন : এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিহ্নিত করছি। আমি এঁর পাশে তাদের দাফন করব, যারা আমার পরিবার থেকে মারা যাবে।

একাদশ পারা

২৪৩. ۲۴۳. بَابُ فِي الْحَفَارِ جِدُّ الْعَظَمِ هَلْ يَنْتَكِبُ ذَلِكَ الْكَانَ :

২৪৩. অনুচ্ছেদ : কবর খননকারী যদি মৃত ব্যক্তির হাড় পায়, তবে সেখানে কবর

খুঁড়বে না

৩১৯৩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسَرِهِ حَيًّا .

৩১৯৩. আল-কা'নাবী (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তির হাড় চূর্ণ করা, জীবিত ব্যক্তির হাড় চূর্ণ করার মত।

২৪৪. ۲۴৪. بَابُ فِي اللَّحْدِ

২৪৪. অনুচ্ছেদ : লাহাদ বা বগলী কবর সম্পর্কে

৩১৯৪. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِفَيْرِنَا .

৩১৯৪. ইসহাক ইবন ইসমাইল (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'লাহাদ' (বুগলী বা পাশ কবর) আমাদের জন্য এবং 'শাক' (খোলা বা সিন্দুক কবর) আমাদের ব্যতীত অন্যদের।^১

২৪৫. ۲৪৫. بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرُ

২৪৫. অনুচ্ছেদ : মূর্দা রাখার জন্য কতজন কবরে প্রবেশ করবে

৩১৯৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَالْفَضْلُ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ وَقَالَ وَحَدَّثَنِي مَرْحَبٌ

১. উপরোক্ত হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, বুগলী বা পাশ কবরই উত্তম। কিন্তু যেখানকার মাটি শক্ত নয়, সেখানে সিন্দুকের ন্যায় কবর দেওয়াও বৈধ।

أَوْ ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ أَنَّهُمْ ادْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلَى قَالَ إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلُ أَهْلَهُ .

৩১৯৫। আহমদ ইবন ইউনুস (র.)...আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আলী (রা.), ফযল (রা.) এবং উসামা ইবন যায়দ (রা.) গোসল দিয়েছিলেন এবং এঁরাই তাঁকে ﷺ কবরে নামিয়েছিলেন। রাবী বলেন : আমার নিকট মারহাব অথবা ইবন আবী মারহাব বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.)-কেও তাঁদের সংগে নিয়েছিলেন। তাঁরা দাফনক্রিয়া শেষ করলে 'আলী (রা.) বলেন : 'প্রত্যেক ব্যক্তির (দাফনের) কাজ তার স্বজনদের করা উচিত।

৩১৯৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَفْوَْيَانَ أَنَا سَفْوَْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي مَرْحَبٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً .

৩১৯৬. মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র.)...আবু মারহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.) নবী ﷺ-এর কবরে অবতরণ করেছিলেন।

রাবী মারহাব বলেন : আমি এখনও তাঁদের চারজনকে দেখছি, (অর্থাৎ 'আলী (রা.), ফযল ইবন 'আব্বাস (রা.), উসামা (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.)-কে।

২৪৬. بَابُ كَيْفَ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

২৪৬. অনুচ্ছেদ : মরদেহ কিরূপে প্রবেশ করাবে

৩১৯৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِنَا أَبِي نَاسِعَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ أَوْصَى الْحَارِثُ أَن يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رَجُلَى الْقَبْرِ وَ قَالَ هَذَا مِنْ السَّنَةِ .

৩১৯৭. 'উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র.)...আবু ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হারিছ (রা.) একরূপ ওসীয়াত করেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ যেন তাঁর জানাযার নামায পড়ান। সে মতে তিনি [আবদুল্লাহ (রা.)] তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর পায়ে দিক হতে তাঁকে কবরে নামান, আর বলেন : এটাই সুন্নাত তরীকা।

২৪৭. بَابُ كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

২৪৭. অনুচ্ছেদ : কবরের পাশে কিভাবে বসবে

৩১৭৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ .

৩১৯৮. ‘উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)...বারা’ ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে জনৈক আনসার সাহাবীর জানাযার নামায পড়ার জন্য গমন করি। আমরা কবরের নিকট পৌঁছে দেখতে পাই যে, তখনও কবর খোঁড়া শেষ হয়নি। তখন নবী ﷺ সেখানে কিবলার দিকে মুখ করে বসে পড়েন এবং আমরাও তাঁর সংগে বসে পড়ি।

২৪৮. بَابُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ

২৪৮. অনুচ্ছেদ : লাশ কবরে রাখার সময় দু’আ পড়া

৩১৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .

৩১৯৯. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)...ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখতেন, তিনি বলতেন :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অর্থাৎ “আল্লাহর নামের সাথে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাত তরীকায় (এ ব্যক্তিকে কবরে রাখছি)। এটি মুসলিম (র.)-এর ভাষ্য।

২৪৯. بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُّشْرِكٌ

২৪৯. অনুচ্ছেদ : মুসলমানের কোন মুশরিক স্বজন মারা গেলে

৩২০০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُقْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ جَبْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدِمَاتٍ قَالَ إِذْهَبْ قَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَذَهَبْتُ قَوَارِيئَهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَأَغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي .

৩২০০। মুসাদ্দাদ (র.).... 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে এ মর্মে অবহিত করি যে, আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা (আবু তালিব) মারা গেছেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : যাও এবং তোমার পিতাকে মাটির মধ্যে দাফন করে এস। আমার কাছে ফিরে আসার আগে আর কিছু করবে না। এরপর আমি যাই এবং তার লাশকে দাফন করি এবং তাঁর ﷺ কাছে ফিরে আসি। তখন তিনি ﷺ আমাকে গোসলের নির্দেশ দেন। আমি গোসল শেষ করলে তিনি আমার জন্য দু'আ করেন।

২৫. بَابُ فِي تَعْمِيقِ الْقَبْرِ .

২৫০. অনুচ্ছেদ : কবর অধিক গভীর করা

৩২০১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ أَنَّ سَلِيمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجْهٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ احْفَرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ قِيلَ فَإِيَّاهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا قَالَ أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرُ بْنُ أَثْنَيْنٍ أَوْ قَالَ وَاحِدٍ .

৩২০১. 'আবদুল্লাহ ইবন মাস্লামা কা'নাবী (র.)..হিশাম ইবন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। উহুদের যুদ্ধ শেষে আনসার সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বলেন : আমরা আহত হয়েছি এবং খুবই ক্লান্ত; এখন আপনি আমাদের কি করতে বলেন? তিনি ﷺ বলেন : তোমরা প্রশস্ত করে কবর খোঁড় এবং প্রত্যেক কবরে দুই-দুই এবং তিন-তিন ব্যক্তিকে দাফন কর।

তখন তাঁকে (স) জিজ্ঞাসা করা হয় : আগে কাকে রাখব? তিনি ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তাকে আগে রাখবে।

রাবী বলেন : আমার পিতা 'আমির (রা.)-ও সেদিন শাহাদতপ্রাপ্ত হন, যাকে দুই অথবা এক ব্যক্তির সংগে (একই কবরে) দাফন করা হয়।

৩২০২. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ يَعْنِي الْأَنْطَاكِيَّ أَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَارِيُّ عَنْ ثَوْرِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ وَأَعْمَقُوا .

৩২০২. আবু সালিহ (র.)...হুমায়দ ইবন হিলাল (রা.) উপরিউক্ত সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যাতে একরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : তোমরা গভীর গর্ত করে কবর খুঁড়বে।

৩২০৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا جَرِيرُنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ بِهَذَا .

৩২০৩. মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.)...সাদিদ ইব্ন হিশাম ইব্ন আমির (রা.) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫১. بَابُ فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

২৫১. অনুচ্ছেদ : কবর সমতল করা

৩২০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَأَبِي عَنْ أَبِي هِيَاجٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ بَعَثَنِي عَلَى قَالَ أَبْعَثَكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أَدَعُ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا تَمْتَلَا إِلَّا طَمَسْتُهُ .

৩২০৪. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)..আবু হায়্যাজ আসদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী (রা.) আমাকে পাঠান এবং বলেনঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজের জন্য প্রেরণ করবো যে কাজের জন্য আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠান? (তা হলোঃ) আমি যেন কোন উঁচু কবর সমান করা ছাড়া এবং কোন মূর্তি ভেঙ্গে যমীনের সাথে মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া, নিবৃত্ত না হই।

৩২০৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُؤْدَسَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتَوَفَّى صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فُضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسَوَّى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُؤْدَسُ جَزِيرَةٌ فِي الْبَحْرِ .

৩২০৫. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহা (র.)...আবু আলী হামদানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা ফুযালার সংগে রোম দেশের রাওযেস নামক স্থানে ছিলাম। সেখানে আমাদের একজন সাথী ইনতিকাল করেন। তখন ফুযালার নির্দেশে সে ব্যক্তির কবর মাটির সমান করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবর সমান করে দেওয়ার হুকুম দিতে শুনেছি।

আবু দাউদ (র.) বলেন : রাওযেস হলো সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত একটি দ্বীপের নাম।

৩২০৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكَ أَخْبَرَنِي عَمْرٍو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمُّهُ أَكْشَفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَشَفَتْهُ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةَ وَلَا لَاطِنَةَ مَبْطُوحَةً يَبْطَحَاءُ الْعُرْصَةِ الْحَمْرَاءُ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ يَقَالُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩২০৬. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)...কাসিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি 'আইশা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি যে, হে আমার প্রিয় মাতা! আপনি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর দু'জন সংগী [আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও উমার (রা.)]-এর কবর উন্মোচন করুন। তখন তিনি আমার জন্য তিনটি কবরের (আবরণ) উন্মোচন করেন, যা বেশী উঁচু ছিল না এবং বেশী নীচুও ছিল না; (বরং মাটি হতে এক বিঘত উঁচু ছিল)। আর এগুলোর উপর ময়দানের লাল কাঁকর ছড়ানো ছিল।

রাবী আবু 'আলী বলেন : এরূপ বলা হতো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (রওয়া মুবারক) সম্মুখ ভাগে; আবু বাকর (রা.) তাঁর ﷺ পবিত্র মাথার নিকট এবং উমার (রা.) তাঁর ﷺ কদম মুবারক বরাবর অবস্থিত। অর্থাৎ উমার (রা.)-এর মাথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু' পা বরাবর অবস্থিত।

২৫২. بَابُ الْأَسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِي وَقْتِ الْأَنْصِرَافِ

২৫২. অনুচ্ছেদ : লাশ দাফন করে ফিরে আসার সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মূর্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

৩২০৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْرٍ عَنْ هَانِئِ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَّغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّائِبَةِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بُحَيْرُ بْنُ رِيسَانَ .

৩২০৭. ইব্রাহীম ইব্ন মুসা রাযী (র.)... উছমান ইব্ন 'আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফনক্রিয়া সম্পন্ন করতেন, তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগ্ফিরাত কামনা কর এবং সে যেন সুদৃঢ় থাকতে পারে, তার জন্য দু'আ কর। কেননা, এখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।^১

২৫৩. بَابُ كِرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

২৫৩. অনুচ্ছেদ : কবরের পাশে যবাহ না করা

৩২০৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَعْقُرْفِي الْأِسْلَامَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوا يَعْقُرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ يَعْنِي بِبَقْرَةٍ أَوْ بِشَىْءٍ .

১. মৃত ব্যক্তিকে কবরে, দাফন করে জীবিত ব্যক্তির ফিরে আসার সাথে-সাথেই 'মুনকির ও নাকীর' নামক দু'জন ফেরেশতা কবরে, উপস্থিত হয় এবং মৃত ব্যক্তিকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আখিরাতের মঞ্জিলের এটি প্রথম ধাপ এবং খুবই মারাত্মক স্থান। কাজেই, মৃত ব্যক্তি যাতে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের জওয়াব ঠিকমত দিতে পারে, সে জন্য দু'আ করা উচিত।

৩২০৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন মূসা বালখী (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ইসলামে কোন 'আকর নেই।

রাবী 'আবদুর রায্যাক (র.) বলেন : জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা (মৃত ব্যক্তির) কবরের পাশে গিয়ে গরু বা ছাগল যবাহ করতো [এ ধরনের কাজকে 'আকর বলা হয়। নবী ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন]।

২৫৪. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِينَ

২৫৪. অনুচ্ছেদ : কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির কবরের উপর জানাযার নামায পড়া।

৩২০৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْكَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৩২০৯. কুতায়বা ইব্ন 'সাইদ (র.)... 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা হতে বের হন এবং উহদ-যুদ্ধের শহীদদের (কবরের উপর) জানাযার নামায আদায় করে ফিরে আসেন।

৩২১০. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمَوْدَعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ .

৩২১০. হাসান ইব্ন 'আলী (রা.)... ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ উহদ যুদ্ধের শহীদদের (কবরের উপর) আট বছর পরে গিয়ে এভাবে জানাযার নামায পড়েন, যেন তিনি ﷺ জীবিত এবং মৃত ব্যক্তিদের নিকট হতে বিদায় নিচ্ছিলেন।

২৫৫. بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

২৫৫. অনুচ্ছেদ : কবরের উপর সৌধ নির্মাণ না করা

৩২১১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا بَنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُقْصَصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ .

৩২১১. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এরূপ শুনেছি যে, নবী ﷺ কবরের উপর উপবেশন করতে, কবর পাকা করতে এবং কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩২১২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَثْمَانُ أَوْزَادَ عَلَيْهِ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَوْ أَنَّ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَفِيَ عَلَىَّ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ حَرْفٌ وَأَنَّ .

৩২১২. মুসাদ্দাদ ও উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)...জাবির (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। আবু দাউদ (র.) বলেন, 'উছমান (র.) বলেছেন : এর থেকে কিছু অধিক বর্ণনা আছে। সুলায়মান ইবন মুসা (র.) এ অতিরিক্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন যে, "তার (কবরের) উপর বসে কিছু লিখতে মানা করেছেন।"

রাবী মুসাদ্দাদ (র.) তাঁর হাদীছে এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। রাবী আবু দাউদ (র.) বলেনঃ মুসাদ্দাদ (র.)-এর বর্ণনায় এ শব্দটির অর্থ আমার নিকট অজ্ঞাত।

৩২১৩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

৩২১৩. আল-কা'নাবী (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন। কেননা, তারা তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

২৫৬. بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ

২৫৬. অনুচ্ছেদ : কবরের উপর না বসা

৩২১৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدٌ نَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرَقَ ثِيَابُهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ .

৩২১৪. মুসাদ্দাদ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি কোন আগুনের ফুলকির উপর উপবেশন করে, ফলে তার কাপড় পুড়ে আগুন চামড়া পর্যন্ত পৌছে যায়-এটি তার জন্য কবরের উপর বসার চাইতে উত্তম।

৩২১৫. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ اَنَا عِيسَى نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ بَشْرِ بْنِ عُبَيْدٍ اَللّٰهُ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَمِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَرْثَدَ الْغَنَوِيْ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تَصَلُّوْا اِلَيْهَا .

৩২১৫. ইব্রাহীম ইবন মুসা রাযী (র.)...বুসর ইবন উবায়দিদ্বাহ (র.) বলেন, আমি ওয়াসেলা ইবন আসকা' (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি আবু মারছাদ গানাবী (র.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করবে না ।

২৫৭. بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فِي النَّعْلِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ : জুতা পায়ে দিয়ে কবরস্থানে চলাফেরা করা

৩২১৬. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ نَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمِيْرٍ السُّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيْرٍ بْنِ نَهِيْكَ عَنْ بَشِيْرٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبُدٍ فَهَاجَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ زَحْمُ قَالَ بَلْ اَنْتَ بَشِيْرٌ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمَاشِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ اَدْرَكَ هٰؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثُمَّ حَانَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَظْرَةٌ فَاِذَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِي الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبِيْتَيْنِ وَيْحَكَ اَلَيْكَ سَبِيْتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا .

৩২১৬. সাহল ইবন বাক্বার (র.)...রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত । জাহিলিয়াতের যুগে তার নাম ছিল যাহম ইবন মা'বাদ । তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে হিজরত করেন । এ সময় তিনি ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার নাম কি ? তখন তিনি বলেন : যাহম এতদপ্রবণে তিনি ﷺ বলেন : বরং তুমি হলে বাশীর । তিনি বলেন : যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে হাঁটছিলাম এবং তিনি মুশরিকদের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ﷺ বলেন : এরা অধিক কল্যাণপ্রাপ্তির আগে চলে গেছে । তিনি ﷺ এরূপ তিন বার বলেন । অতঃপর তিনি মুসলমানদের কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন : এরা অধিক কল্যাণ হাসিল করেছে । ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (স) দেখতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি দু'পায়ে জুতা দিয়ে

কবরস্থানের মাঝে হাঁটছে। তখন তিনি ﷺ তাকে বলেন : হে দু'পায়ে জুতা পরিহিত ব্যক্তি! তোমার জন্য আফসোস! তুমি তোমার দু'পায়ের জুতা খুলে ফেল!
সে ব্যক্তি লক্ষ্য করে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চিনতে পারলো, তখন সে তার দু'পায়ের জুতা খুলে দূরে নিক্ষেপ করলো।

৩২১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ نِعَالِهِمْ .

৩২১৭. মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আনবারী (র.)...আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা তার থেকে ফিরে আসে, তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়।

২৫৮. بَابُ فِي تَحْوِيلِ الْمَيِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

২৫৮. অনুচ্ছেদ : বিশেষ কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করা

৩২১৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَا ائْتَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَعَرَاتٌ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ .

৩২১৮. সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতার সংগে অপর এক ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা হয়। এজন্য আমার ধারণা ছিল যে, আমি তাঁর লাশ অন্যত্র সরিয়ে নেব। সে মতে ছ'মাস পর আমি তাঁর (পিতার) লাশ সরিয়ে নেই। এ সময় তাঁর শরীরের আকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি। অবশ্য তাঁর কয়েকটি দাঁড়ি, যা মাটির সাথে মিশে ছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

২৫৯. بَابُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

২৫৯. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা

৩২১৯. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَاتَّوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجِبَتْ لَكُمْ مَرُّوا بِأَخْرَى فَاتَّوْا شَرًّا فَقَالَ وَجِبَتْ لَكُمْ قَالَ إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ شَهِيدٌ .

৩২১৯. হাফস ইব্ন 'উমার (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে একটা জানাযার (লাশের) পাশ দিয়ে গমনকালে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : 'ওয়াজিব হয়ে গেছে (অর্থাৎ তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব)। অতঃপর তাঁরা অন্য একটি জানাযার পাশ দিয়ে গমনকালে সে ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ উক্তি করলে তিনি ﷺ বলেন : ওয়াজিব হয়ে গেছে (অর্থাৎ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব)। এরপর তিনি বলেন : তোমরা একজন অপর জনের জন্য সাক্ষী স্বরূপ।

২৬. بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

২৬০. অনুচ্ছেদ : কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে

৩২২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَابْكَى مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُودَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُودُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ بِالمَوْتِ .

৩২২০. মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আনবারী (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আত্মজানের কবর যিয়ারত করার জন্য গমন করেন। এ সময় তিনি ﷺ কাঁদেন এবং তাঁর সাথীরাও কাঁদেন। এরপর তিনি ﷺ বলেন : আমি আমার রব্বের কাছে, আমার মায়ের জন্য ইস্তিগফার করতে চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর আমি তাঁর কবর যিয়ারত করতে চাইলে তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কেননা, এ মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩২২১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا مَعْرَفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُودُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذَكُّرَةً .

৩২২১. আহমদ ইব্ন যুনুস (র.)...ইব্ন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইতিপূর্বে আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কেননা, কবর যিয়ারতের ফলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়।^১

১. আর মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হয়। যারফলে, মানুষ অপরাধও গুণাহের কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। বস্তুত, ইসলামের প্রথম দিকে লোকেরা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেছিল। নবী (সা) তাদের কবর যিয়ারত করতে এজন্য নিষেধ করেন, যাতে তাদের অন্তরে শিরক করার প্রবণতা স্থান না পায়। কিন্তু যখন তাদের আকীদা ও বিশ্বাস মজবুত হয়ে যায় এবং শিরকে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে যায়, তখন তিনি (সা) তাদের কবর যিয়ারত করার অনুমতি প্রদান করেন।

২৬১. بَابُ فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورِ

২৬১. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের কবর ভিয়ারত করা সম্পর্কে

২২২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُجَّادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَانِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ .

৩২২২. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর ভিয়ারতকারিণী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। আর যারা কবরের উপর মসজিদ বানায় এবং বাতি জ্বালায়, তাদের উপরও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।

২৬২. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقُبُورِ

২৬২. অনুচ্ছেদ : কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কি বলবে?

২২২৩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْقُبُورِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ .

৩২২৩. আল-কা'নাবী (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরস্থানে গমন করেন। তখন তিনি বলেন :

لَسَّلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

অর্থাৎ “তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মু'মিনদের গৃহে বসবাসকারীরা। আর অবশ্যই আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব।

২৬৩. بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

২৬৩। অনুচ্ছেদ : কেউ ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে কি করতে হবে ?

২২২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بَرَجُلٌ وَقَصَّتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ

كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَاغْسَلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا تَحْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْبِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ أَيْ يَكْفَنُ الثَّيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ وَاغْسَلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ أَيْ أَنْ فِي الْغُسُلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا وَلَا تَحْمَرُوا رَأْسَهُ وَلَا تَقْرَبُوهُ طَبِيبًا وَكَانَ الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

৩২২৪. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.).... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ৪ একদা নবী ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হয়, যার উট তার ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছিল। ফলে সে মারা যায়, আর সে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় ছিল। তখন নবী ﷺ বলেন : তাঁকে দু'টি কাপড়ে কাফন দেবে এবং কুলের পাতা মিশান পানি দিয়ে তাঁর গোসল দেবে এবং তাঁর মাথা ঢাকবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিয়ামতের দিন তাল্বিয়া (লাব্বায়েক, আল্লাহুমা লাব্বায়েক) পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

আবু দাউদ (র.) বলেন : আমি আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, উক্ত হাদীছে পাঁচটি সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে। যথা : (১) মৃত ব্যক্তিকে দুটি কাপড়ে কাফন দেওয়া, (২) কুলের পাতা মিশান পানি দিয়ে গোসল দেওয়া, (৩) ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু বরনকারীর মাথা না ঢাকা, (৪) তার দেহে খোশবু না লাগান এবং (৫) (ইহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাছে যে টাকা থাকে) সে টাকা হতে প্রথমে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবে।

২২২৫ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنَى قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ قَالَ كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَيُّوبُ ثَوْبَيْهِ وَقَالَ عَمْرُو ثَوْبَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَبِيدٍ قَالَ أَيُّوبُ فِي ثَوْبَيْنِ وَقَالَ عَمْرُو فِي ثَوْبَيْهِ زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ وَلَا تُحْنَطُوهُ .

৩২২৫. সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন : তাঁকে (ইহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তি) দুটি কাপড়ে কাফন দেবে। আবু দাউদ (র.) বলেন, সুলায়মান বলেছেন যে, আবু আযুব বর্ণনা করেছেন : তাঁকে (মৃত মুহরিম ব্যক্তি) দুটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে। রাবী 'আমর (র.) বলেছেন : দুটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে। ইব্ন উবায়দ বলেন, রাবী আযুব বলেছেনঃ দুটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে। 'আমর (রা.) বলেছেন : দুটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে। রাবী সুলায়মান একা এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তার দেহে খোশবু লাগাবে না (কারণ ইহরাম অবস্থায় খোশবু ব্যবহার নিষেধ)।

২২২৬ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتَهُ فَقَتَلَتْهُ فَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تَغْطُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طَيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَهْلُ أُخْرُ كِتَابِ
الْجَنَائِزِ .

৩২২৬. উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তিকে তার উট ঘাড় ভেঙ্গে মেরে ফেলে। তখন সে ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি বলেন : তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও এবং তার মাথা ঢাকবে না। আর তার দেহে খোশবু লাগাবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে।

آخر كتاب الجنائز

জানাযার অধ্যায় শেষ হলো

كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ !

অধ্যায় : শপথ ও মানতের বিবরণ

২৬৬. بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

২৬৪. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা কসম খাওয়া কঠোর অপরাধ

৩২২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَّصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَيَتَّبِعُهَا بِوَجْهِهِ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ .

৩২২৭. মুহাম্মদ ইবন সাক্বাহ বাযযার (র.)...ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন হাকিমের আদালতে বন্দী থাকা অবস্থায় মিথ্যা কসম খায়, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

২৬৫. بَابُ فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالًا

২৬৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্যের মাল আত্মসাতের জন্য মিথ্যা কসম খাবে

৩২২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى قَالَا نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ شَفِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَقَالَ الْأَشْعَثُ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْتِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدِمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيَ النَّبِيِّ ﷺ أَلَمْ يَبَيِّنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْيَهُودِيِّ أَحْلَفُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَاتَزَلَّ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

৩২২৮. মুহাম্মদ ইবন ঈসা ও হান্নাদ ইবন সারী (র.)... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম খাবে, সে আল্লাহর সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন।

তখন রাবী আশ'আহ্ (র.) বলেন : আল্লাহর শপথ! এ হাদীছ তো তিনি ﷺ আমার সম্পর্কে বলেছেন। কেননা, আমার এবং একজন ইয়াহুদীর যৌথ মালিকানায় একটি জমি ছিল, যা সে আমাকে দিতে ধোঁকাবাজি করে। তখন আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হই। নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার পক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? আমি বলি : না। তখন তিনি ﷺ ইয়াহুদীকে বলেন : তুমি কসম খাও। আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! সে তো কসম খেয়ে আমার অংশ নিয়ে নেবে। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَىٰ آخِرِ الْأَيَّةِ

অর্থাৎ “যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে সামান্য সম্পদ খরিদ করে, তারা আখিরাতে কিছুই পাবে না। আল্লাহ আখিরাতে তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃকপাতও করবেন না বরং তারা কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে।”

২২২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا الْفَرَيَابِيُّ قَالَ نَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ كُنْدَةَ وَرَجُلًا مِّنْ حَضْرَمُوتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَرْضٍ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَتْهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَحْلَفَهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَتْهَا أَبُوهُ فَتَهَا الْكُنْدِيُّ لِلْيَمَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَّا لَا بَيِّنَةَ إِلَّا يَقِي اللَّهُ وَهُوَ أَجْزَمُ فَقَالَ الْكُنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهُ .

৩২২৯. মাহমুদ ইবন খালিদ (র.)... আশ'আহ্ ইবন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। কিন্দা গোত্রের একজন এবং হাযরামুতের একজন—এ দু'ব্যক্তি ইয়েমেনের একটি যমীনের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে। হাযরামী বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! এ ব্যক্তির পিতা আমার যমীন যবরদখল করেছে, যা এখনও তার দখলে রয়েছে। তিনি ﷺ বলেন : তোমার কি কোন সাক্ষী আছে? তখন সে বলে : না। তবে আপনি তাকে এভাবে কসম করতে বলুন : আল্লাহর কসম! সে জানে না যে, এ জমি আমার ছিল, যা তার পিতা জোর করে আমার নিকট হতে নিয়ে নিয়েছে। তখন কিন্দা গোত্রের লোকটি কসম করার জন্য তৈরী হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে অন্যের জমি আত্মসাৎ করে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সংগে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার হাত ও পা কাটা হবে। তখন কিন্দা গোত্রের লোকটি বলে : এ জমিটি তার।

২২২. حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمُوتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدَيَّ أَرْعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَا يَبْنَةُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ ﷺ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ فَانْطَلِقْ لِيَحْلِفَ لَهُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا لِنِّ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لِيَلْقَيْنُ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ .

৩২৩০. হানাদ ইবন সারী (র.)...ওয়াইল ইবন হুজর হায়রামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হায়রামূত ও কিন্দা গোত্রের দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়। তখন হায়রামী বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এ ব্যক্তি আমার পিতার জমি জোর করে দখল করেছে। এ সময় কিন্দা গোত্রের লোকটি বলে : ঐ জমি তো আমার, আমি নিজেই সেখানে ফসল উৎপন্ন করি। সেখানে তার কোন অধিকার নেই। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ হায়রামীকে জিজ্ঞাসা করেন : এ ব্যাপারে তোমার পক্ষে কি কোন সাক্ষী আছে? তখন সে বলে : না। এ সময় তিনি ﷺ বলেন : যদি তোমার পক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে, তবে তোমার হক নির্ধারণের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির কসমই গ্রহণীয় হবে। তখন হায়রামী বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! সে ব্যক্তি তো দুষ্টকারী। সে কসম খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করবে না। কেননা, সে কোন ব্যাপারে বাহ-বিচার করে না। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমার জন্য এছাড়া বিকল্প আর কোন পথ নেই। এরপর কিন্দা গোত্রের লোকটি এব্যাপারে কসম খাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। যখন সে পিঠ ফিরিয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জেনে রাখ, যদি সে অন্যের মাল অন্যায়াভাবে আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খায়, তবে সে যখন আল্লাহর সংগে মিলিত হবে, তখন আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

২৬৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْيَمِينِ عِنْدَ مَثْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ

২৬৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিস্বরের কাছে মিথ্যা কসম করা খুবই বড় গুনাহ

২২২১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَسْتَّاسٍ مِنْ آلِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مَثْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ أَيْمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ .

৩২৩১. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে কেউ আমার মিশরের কাছে মিথ্যা শপথ করবে, যদি তা একটা তাজা মিসওয়াকের জন্যও হয়, সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেবে। অথবা তার জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হবে।

২৬৭. بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ

২৬৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খাওয়া

৩২৩২. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ وَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالِ أَقَامِرَكَ فَيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ .

৩২৩২. হাসান ইব্ন 'আলী (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কসম করে এবং সে তার কসমে বলেঃ আমি লাতি (মূর্তির) নামে কসম খাচ্ছি, তবে সে যেন অবশ্যই বলে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।' আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে : এসো আমরা জুয়া খেলি, তবে সে যেন কিছু সাদাকা করে।

৩২৩৩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ .

৩২৩৩. 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে, তোমাদের মায়ের নামে এবং মূর্তির নামে শপথ করবে না। আর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খাবে না। আর যখন তোমরা আল্লাহর নামে কসম করবে, তখন সত্য কসম করবে, (অর্থাৎ সে কসম পূর্ণ করবে)।

২৬৮. بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْأَبَاءِ

২৬৮. অনুচ্ছেদ : বাপ-দাদার নামে কসম না করা

৩২৩৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي رُكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَأَكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لَيْسَ كُنْتُ .

৩২৩৪. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.).... 'উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ['উমার (রা.)-কে] একটি কাফিলার সাথে পান, যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছিলেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : আল্লাহ তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই যে কেউ শপথ করতে চায়, সে যেন কেবল আল্লাহর নামে শপথ করে, নতুবা সে যেন চুপ থাকে।

৩২৩৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ مَعْنَاهُ إِلَىٰ لِأَبَائِكُمْ زَادَ قَالَ عُمَرُ فَوَ اللَّهُ مَا حَلَفْتُ بِهَذَا ذَاكِرًا وَلَا أَثَرًا .

৩২৩৫. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)... 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ শ্রবণ করেছি। 'উমার (রা.) বলেন, যা তাঁর অতিরিক্ত বর্ণনা যে, আল্লাহর কসম! এরপর আমি এরূপ কসম (বাপ-দাদার নামে) ইচ্ছাকৃতভাবে বা বর্ণনা প্রসঙ্গে কখনো করিনি।

৩২৩৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا إِدْرِيسُ قَالَ سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ .

৩২৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)...সাদ্দ ইব্ন আবী 'উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইব্ন 'উমার (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে কা'বার নামে কসম করতে শুনে তাকে বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খেল, সে যেন (আল্লাহর সংগে) শরীক করলো।

৩২৩৭. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْتَنِي فِي حَدِيثٍ قِصَّةَ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ .

৩২৩৭. সুলায়মান ইব্ন দাউদ 'আতাকী (র.)...তালহা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীছে জনৈক আরবীর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : নবী ﷺ বলেছেন : সে কামিয়াব হয়েছে, তার বাপের কসম, যদি সে সত্য বলে থাকে, জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার পিতার শপথ! যদি সে সত্য বলে থাকে।^১

১. সম্ভবত : হাদীছটি ইসলামের প্রথম যুগের। যখন বাপ-দাদার নামে শপথ করা নিষেধ ছিল না। তৎকালীন প্রথানুসারে এরূপ কসম খাওয়া হয়েছিল।

২৬৭. بَابُ كِرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْأَمَانَةِ

২৬৯. অনুচ্ছেদ : আমানতের উপর কসম খাওয়া

২২২৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا .

৩২৩৮. আহমদ ইবন ইউনুস (র.)...বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমানতের উপর কসম খাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

২৭. بَابُ الْمَعَارِضِ فِي الْإِيمَانِ

২৭০. অনুচ্ছেদ : অস্পষ্ট স্বরে ছলনামূলক কসম করা

২২২৯. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنَا ح وَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَاهُشِيمٌ عَنْ عَبَادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُمَا وَاحِدٌ عَبَادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ .

৩২৩৯. 'আমর ইবন 'আওন (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমার কসম তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তোমার সাথী তা সত্য বলে মনে করে।

রাবী মুসাদ্দাদ বলেন : আমাকে 'আবদুল্লাহ ইবন আবী সালিহ খবর দিয়েছেন। আবু দাউদ (র.) বলেন : 'আব্বাদ ইবন আবী সালিহ এবং 'আবদুল্লাহ ইবন আবী সালিহ একই ব্যক্তি।

২২২৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا وَأَبِلُ بْنُ حَجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَخْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَاتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَخْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ .

৩২৪০. 'আমর ইবন মুহাম্মদ নাকিদ (র.)...সুওয়ায়দ ইবন হানযালা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বের হই। এ সময় আমাদের সংগে ওয়াইল ইবন হুজর ছিল। তখন তাঁকে তাঁর একজন শত্রু বন্দী করে ফেলে। কওমের লোকেরা তাঁর ব্যাপারে

কসম করতে ইতস্তত করে কিন্তু আমি এরূপ কসম করি যে, “সে আমার ভাই।” ফলে, দুশমন তাকে ছেড়ে দেয়। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হই এবং আমি তাকে এ ব্যাপারে খবর দেই যে, কওমের লোকেরা ওয়াইল সম্পর্কে কসম করাকে ভাল মনে করেনি; অথচ তাঁর ব্যাপারে আমি এরূপ কসম করি যে, “সে আমার ভাই।” তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি সত্য বলেছ। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।

২৭১. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

২৭১. অনুচ্ছেদ : ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মাযহাব গ্রহণ করার জন্য কসম খাওয়া

২২৬১. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةَ بْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضُّحَّاكَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُهُ.

৩২৪১. আবু তাওবা রাবী ‘ইবন নাফি’ (র.)...ছাবিত ইবন যাহ্বাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (রিদওয়ান) বৃক্ষের নীচে বায়‘আত গ্রহণ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবে (ধর্মে) দাখিল হওয়ার জন্য মিথ্যা কসম করবে, তবে সে ঐরূপ হবে, যে রূপ সে বলবে।^১ আর যে ব্যক্তি নিজেকে কোন কিছু দ্বারা হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তুর দ্বারা আঘাত দেওয়া হবে। আর কোন ব্যক্তির জন্য এরূপ মানত করা উচিত নয়, যার সে মালিক নয়।^২

২২৬২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ نَا حُسَيْنُ يَعْنِي بْنَ وَقْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.

৩২৪২. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথ করে এবং এরূপ বলে যে, (যদি এটা না হয়, তবে) আমি ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাব। যদি সে মিথ্যা ভাবেও এরূপ বলে, তবু ঐরূপ হবে, যে রূপ সে বলেছে। আর যদি সে তার কসমে সত্যবাদী হয়, তবে সে নিরাপদে ইসলামের মাঝে ফিরে আসতে পারবে না।^৩

১. যদি কেউ মিথ্যাভাবে অন্য ধর্মে দাখিল হওয়ার জন্য কসম করে, তবে তা সঠিক বলে ধরতে হবে। যেমন, যদি কেউ বলেঃ আমি যদি একাজ করি, তবে ইয়াহুদী হয়ে যাব।

২. যেমন কেউ এরূপ মানত করে যে, আমার এ মাকসুদ পূরা হলে আমি অমুক ব্যক্তির গোলামটি আযাদ করে দেব। এরূপ মানত করা আদৌ উচিত নয়।

৩. কাজেই এ ধরনের কসম করা কখনো উচিত নয়! করলে তাওবা করা দরকার।

২৭২. بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَّادِمَ

২৭২. অনুচ্ছেদ : তরকারি না খাওয়ার জন্য কসম খাওয়া

৩২৪৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ فَقَالَ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ .

৩২৪৩. মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা (র.)... আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ-কে রুটির টুকরার উপর খেজুর রাখতে দেখি। এরপর তিনি ﷺ বলেন : এটি (খেজুর) ঐটির (রুটির) তরকারি।

৩২৪৪. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ نَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ الْأَعْوَرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ مِثْلَهُ .

৩২৪৪. হারুন ইবন 'আবদিল্লাহ (র.)... যুসুফ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন সালাম (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

২৭৩. بَابُ الْأِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

২৭৩. অনুচ্ছেদ : কসমের পরে ইনশা আল্লাহ বলা

৩২৪৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى .

৩২৪৫. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)... ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কাজের উপর কসম খাওয়ার পর বলল, ইনশা আল্লাহ। তবে সে যেন তা পরিহার করলো।

৩২৪৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرُ حَنْثٍ .

১. এমতাবস্থায় যদি কেউ তরকারী না খাওয়ার কসম করার পর, খেজুর ভক্ষণ করে, তবে সে কসম ভংগকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

২. এ অবস্থায় যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, সে তার করমকে আল্লাহর ইচ্ছার সংগে সম্পৃক্ত করেছে।

৩২৪৬. মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ও মুসাদ্দাদ (র.)...ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ কসম করার পর ইনশা আল্লাহ বলে, সে ইচ্ছা করলে তা পূর্ণ করতে পারে, আর চাইলে পরিত্যাগও করতে পারে। এমতাবস্থায় সে কসম ভংগকারী বলে বিবেচিত হবে না।

২৭৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَتْ

২৭৪. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর কসম কিরূপ ছিল

৩২৪৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْلِفُ بِهِذَا الْيَمِينِ لَا وَمَقْلَبِ الْقُلُوبِ .

৩২৪৭. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় এরূপ কসম করতেন : না, কসম অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর।

৩২৪৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ شَيْخٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ .

৩২৪৮. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কসম করার ইরাদা করতেন, তখন বলতেন : না, কসম সে যাত-পাকের, যার হাতে আবুল কাসিমের জীবন।

৩২৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ يَقُولُ لَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

৩২৪৯. মুহাম্মদ ইবন আবদিল আযীয ইবন আবী রিয়মা (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কসম এরূপ ছিল যে, যখন তিনি ﷺ কসম করতেন, তখন বলতেন : না। কসম, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

৩২৫০. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَدَامِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيَّاشٍ السَّمْعِيُّ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ دُلْهَمِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُتَنَفِّقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دُلُّهُمْ وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ أَنَّ لَقِيطَ بْنَ عَاصِمٍ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقِيطُ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَمَرُ الْهَكَ .

৩২৫০. হাসান ইবন 'আলী (র.)... 'আসিম ইবন লাকীত (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা লাকীত ইবন 'আসিম (রা.) একটা দলের প্রতিনিধি হিসাবে নবী ﷺ-এর নিকট গমন করেন। লাকীত বলেন : অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হই। তখন তিনি একটি হাদীছ বর্ণনা করেন, যাতে এ উক্তিটি ছিল যে, নবী বলেছেন : কসম তোমার মাবুদের।

২৭৫. بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

২৭৫. অনুচ্ছেদ : অন্য কাজ মংগলজনক হলে কসম ভংগ করা

৩২৫১. حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ نَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ يَمِينِي وَآتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ قَالَ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ يَمِينِي .

৩২৫১. সুলায়মান ইবন হারব (র.)... আবু বুরদা, তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কসম আল্লাহর, নিশ্চয় আমি আল্লাহ চাহেন তো যে কোন কসম খাই না কেন, এর বিপরীত কাজ যদি ভাল বলে মনে করি, তবে তা ভংগ করে আমার কসমের কাফ্ফারা প্রদান পূর্বক ভাল কাজটি করে ফেলি।

অথবা নবী ﷺ বলেন : আমি ভাল কাজটি করি এবং কসম ভংগের কাফ্ফারা প্রদান করি।

৩২৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزْأَرِيُّ هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرِ يَمِينَكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ .

৩২৫২. মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ বায্য়ার (র.)... আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ আমাকে বলেন, হে 'আবদুর রহমান ইবন সামুরা ! যদি তুমি কোন ব্যাপারে কসম খাও, আর এর বিপরীত কাজটি ভাল বলে মনে কর, তখন ভাল কাজটি করে ফেলবে এবং তোমার কসম ভংগের কাফ্ফারা দেবে।

আবু দাউদ (র.) বলেন : আমি শুনেছি যে, ইমাম আহমদ (র.) কসম ভংগের আগেই কাফ্ফারা আদায় করা জাইয মনে করতেন।

৩২৫৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوًا قَالَ فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ أَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَدِي بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَوَى عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْكُفَّارَةَ قَبْلَ الْحَنْثِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْحَنْثُ قَبْلَ الْكُفَّارَةِ .

৩২৫৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন খালাফ (র.).... আবদুর রহমান (রা.) থেকে উক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : কসম ভঙ্গার পর আগে কসমের কাফ্ফারা দাও, এরপর সে কাজের বিপরীতে উত্তম কাজটি সম্পন্ন কর।

আবু দাউদ (র.) বলেন : উক্ত হাদীছটি আবু মূসা আশ'আরী, আদী ইব্ন হাতিম ও আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনায় কসম ভংগের পূর্বে কাফ্ফারা দেওয়ার এবং কোন কোনটিতে কাফ্ফারা দেওয়ার আগে কসম ভঙ্গার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২৭৬. بَابُ فِي الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

২৭৬. অনুচ্ছেদ : যে কোন কসম খেলে কি তা সত্যিকার কসম হবে ?

৩২৫৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْسَمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُقْسِمُ .

৩২৫৪. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা আবু বকর (রা.) নবী ﷺ-এর উপর (কোন ব্যাপারে) কসম খান। তখন নবী ﷺ বলেন : এরূপ কসম খাবে না।

৩২৫৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ ابْنُ يَحْيَى كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرْتُ رُؤْيَا فَعَبَّرَهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ لَتُحَدِّثَنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُقْسِمُ .

৩২৫৫. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন ফারিস (র.)...ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা আবু হুরায়রা (রা.) বলেন : জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলে, “আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি।” তখন সে ব্যক্তি তার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। আবু বাকর (রা.)-তার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি কিছু ঠিক বলেছ এবং কিছু ভুলও হয়েছে। আবু বকর (রা.) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আমি আপনার কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমার ভুলটা জানিয়ে দিন। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি এরূপ কসম খাবে না।

২২৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ سَيِّمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا لَمْ يَذْكُرِ الْقِسْمَ زَادَ فِيهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ .

৩২৫৬. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র.)...ইবন 'আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যাতে কসমের উল্লেখ নাই; বরং এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, তিনি ﷺ তাকে [আবু বকর (রা.)-কে] তাঁর ভুল সম্পর্কে কিছু অবহিত করেননি।

২৭৭. بَابُ فِي الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

২৭৭. অনুচ্ছেদ : ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করলে

২২৫৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ الطَّالِبَ الْيَبَنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ يَبَنَةً فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحْلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ غُفْرَكَ بِاخْلَاصِ قَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيَرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ .

৩২৫৭. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)...ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা দু'ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট একটা মামলা নিয়ে যায়। তখন নবী ﷺ বাদী পক্ষের নিকট সাক্ষ্য-প্রমাণ চান। কিন্তু তার পক্ষে কোন সাক্ষী ছিল না। তখন তিনি ﷺ বিবাদীকে কসম খেতে বলেন। তখন সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে : “লা-ইলাহা ইল্লা-হুয়া”-অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।” সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি তো (অন্যায়) করেছে, তবে ইখলাসের সাথে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলাতে তোমার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছের দ্বারা জানা যায় যে, তিনি ﷺ তাকে কাফ্ফারা দিতে বলেননি।

২৭৮. بَابُ كَمِ الصَّاعِ فِي الْكَفَّارَةِ

২৭৮. অনুচ্ছেদ : কসমের কাফ্যারায় কোন্ সা'আ গ্রহণীয় সে সম্পর্কে

৩২৫৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ عِيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبٍ بِنْتِ ثَوَيْبِ بْنِ قَيْسِ الْمُرَزِيِّهِ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَخٍ لَصَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ فَوَهَبَتْ لَنَا أُمُّ حَبِيبٍ صَاعًا حَدَّثَنَا عَنْ ابْنِ أَخِي صَفِيَّةَ أَنَّهُ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَسُ فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ مُدَيْنٍ وَنِصْفًا بِمُدِّ هِشَامٍ .

৩২৫৮. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)....উম্মু হাবীব বিনতে যুওয়াযব ইব্ন কায়স মুযানিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রথমে আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, পরে তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা (রা.)-এর ভাতিজার সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

রাবী ইব্ন হারমালা বলেন : একদা উম্মু হাবীব আমাকে একটি সা'আ প্রদান করেন। সাফিয়্যা (রা.)-এর ভাতিজা (তঁার দ্বিতীয় স্ত্রী হতে) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সাফিয়্যা (রা.) হতে শুনেছেন : ঐ সা'আটি ছিল নবী ﷺ-এর।

রাবী আনাস (রা.) বলেন : আমি ঐ সা'আটি পরীক্ষা করি, (তখন দেখতে পাই যে,) এটি ছিল হিশাম ইব্ন আবদিল মালিকের 'মুদ্দ'-এর তুলনায় আড়াই গুণ বেশী।

২৭৯. بَابُ فِي الرِّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

২৭৯. অনুচ্ছেদ : কাফ্যারাতে আযাদযোগ্য মুসলিম দাসী

৩২৫৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَعُويَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلْمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَارِيَةٌ لِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أَفَلَا أَعْتَقُهَا قَالَ انْتِنِي بِهَا قَالَ فَجِئْتُ بِهَا قَالَ آيَنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ أَتَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ .

৩২৫৯. মুসাদ্দাদ (র.)...মু'আবিয়া ইব্ন হাকাম সুলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার একটি দাসী আছে, যাকে আমি অনেক মারধর করেছি।

এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক মনে হয়। তখন আমি বলি : আমি কি তাকে আযাদ করে দেব না ? তখন নবী ﷺ বলেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। রাবী বলেন : তখন আমি তাকে নিয়ে আসি। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : আল্লাহ্ কোথায় ? সে বলে : আসমানে। এরপর তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : আমি কে ? সে বলে : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ! তখন নবী ﷺ বলেন : তাকে আযাদ করে দাও। সে মুমিন।

৩২৬০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سُودَاءُ نُؤْيِيَةٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَرْسَلَهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيدَ .

৩২৬০. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...শারীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর মাতা তাঁকে তাঁর (মায়ের) পক্ষ হতে একটি মু'মিন দাসী আযাদ করার জন্য ওসীয়াত করে যান। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার মাতা (তাঁর মৃত্যুর সময়) তাঁর পক্ষে একটি মু'মিন দাসী আযাদ করার জন্য ওসীয়াত করে গেছেন। এখন আমার কাছে হাবশের 'নূবিয়া' এলাকার একটি দাসী আছে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।
আবু দাউদ (র.) বলেন : খালিদ ইব্ন আবদিল্লাহ রাবী শারীদকে বাদ দিয়ে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

২৮. بَابُ كِرَاهِيَةِ النَّذْرِ

২৮০. অনুচ্ছেদ : মানত না করা সম্পর্কে

৩২৬১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْةَ الِهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّذْرِ يَقُولُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ .

৩২৬১. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মানত করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন : মানত করাতে তাকদীরের কোন কিছু পরিবর্তন হয় না। তবে মানতের কারণে মানুষ কুপণতার গুণি হতে বেরিয়ে আসে।

১. কেননা, মানতের কারণে কিছু মাল বখীলের কাছ থেকে বেরিয়ে আসে, যা ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

২৮১. بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

২৮১. অনুচ্ছেদ : শুনাহের কাজে মানত করা

২২৬২. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ .

৩২৬২. আল-কা'নাবী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুসরণের জন্য মানত করে, সে যেন তাঁর অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর (সংগে) নাফরমানীর মানত করে, সে যেন আল্লাহর নাফরমানী না করে।

২২৬৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبُ نَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيَّضَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَيَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا أَبُو اسِرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومُ قَالَ مَرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ .

৩২৬৩. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি জনৈক ব্যক্তিকে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাঁরা (সাহাবীরা) বলেন : ইনি আবু ইসরাঈল। যিনি একরূপ মানত করেছেন যে, দাঁড়িয়ে থাকবেন, বসবেন না, ছায়ায় আসবেন না, কথা বলবেন না এবং রোযা রাখবেন। তখন নবী ﷺ বলেন : তাকে বল, সে যেন কথা বলে, ছায়ায় আসে, বসে এবং তার রোযা পূর্ণ করে।

২৮২. بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كُفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ

২৮২. অনুচ্ছেদ : যখন শুনাহের মানত ভংগ করবে, তখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে

২২৬৪. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبَا مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكُفَّرَتْهُ كُفَّارَةٌ يَمِينٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبْوَيْةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَدْ ذَكَرَ عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ قِيلَ لَهُ وَحْ أَفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ أُوَيْسٍ قَالَ أَيُّوبُ كَانَ أَمْثَلُ مِنْهُ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ .

৩২৬৪. ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম আবু মা'মার (র.)....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : কোন শুনাহের ব্যাপারে মানত করা উচিত নয়। (যদি কেউ এরূপ করে, তার কাফ্যারা হলো কসমের কাফ্যারার অনুরূপ।)

আবু দাউদ (র.) বলেন, আহমদ ইব্ন শিববিয়া বলেন যে, ইব্ন মুবারক আবু সালামার হাদীছে বর্ণনা করেছেন, এর থেকে জানা যায় যে, যুহরী আবু সালামা থেকে শ্রবণ করেননি।

আবু দাউদ (র.) বলেন : আহমদ ইব্ন হাযল (র.) বলেছেন যে, তারা এ হাদীছ আমাদের কাছে খারাপ ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় : এ হাদীছের খারাপ হওয়া আপনার কাছে কি সঠিক? আর ইব্ন উওয়ায়স ছাড়া আর কেউ কি এটা বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন : হাঁ, 'আয্যাব ইব্ন সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র.) বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦٥ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْزِيُّ نَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ابْنِ عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذَرُ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَةٍ يَمِينٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْزِيُّ إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمٍ وَهُمْ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَارْسَلَهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

৩২৬৫. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মারওয়াযী (র.)..... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন শুনাহের কাজের জন্য মানত করা উচিত নয়। (যদি কেউ এরূপ করে) তবে তার কাফ্যারা তবে কসমের কাফ্যারার অনুরূপ।

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র.) বলেন : আসলে হাদীছের সনদ এরূপ যে, 'আলী ইব্ন মুবারক, ইয়াহুয়া ইব্ন আবী কাছীর, মুহাম্মদ ইব্ন যুবার, তাঁর পিতা 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন নবী ﷺ থেকে। আহমদ মনে করেন যে, সুলায়মান ইব্ন আরকাম হতে এ হাদীছে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। যুহরী (র.) তাঁর থেকে এ হাদীছ সংগ্রহ করে 'মুরসাল' হিসাবে আবু সালামা 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১. যদি কেউ কোন শুনাহের কাজ করার জন্য মানত করে, তবে তার জন্য ঐ মানত আদায় করা জরুরী নয়। তবে মানত পূরণ না করার জন্য তাকে এরূপ কাফ্যারা দিতে হবে, যেহেতু কাফ্যারা কসম ভঙ্গার জন্য দিতে হয়।

২২৬৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُحْتَمِرَةٍ فَقَالَ مُرُوهَا فَلْتَحْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

৩২৬৬. মুসাদ্দাদ (র.)... 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে তাঁর বোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যিনি খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় পদব্রজে হজ্জ আদায় করার জন্য মানত করেন। নবী ﷺ বলেন : তাঁকে বল, সে যেন মস্তক আবৃত করে, কোন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ যায় এবং (মানত ভংগের কারণে) সে যেন তিন দিন রোযা রাখে।

২২৬৭. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي جَبِيْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجَهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَزَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ .

৩২৬৭. মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র.).... 'উকবা ইব্ন 'আমির জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বোন পদব্রজে হজ্জ যাওয়ার জন্য মানত করে। অতঃপর তিনি আমাকে এ সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। তখন আমি নবী ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : সে যেন পদব্রজে গমন করে এবং প্রয়োজনে সওয়ারীতেও যেন আরোহণ করে।

২২৬৮. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرَهَا فَلْتَرْكَبْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩২৬৮. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন এ মর্মে খবর পান যে, 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.)-এর বোন পদব্রজে হজ্জ যাওয়ার জন্য মানত

১. যেহেতু স্ত্রীলোকদের মস্তক ও সতরের মাঝে গণ্য, যা খোলা রাখা দুর্বল নয়। এজন্য নবী (সা.) তাঁর মাথা ঢাকার জন্য নির্দেশ দেন। আর মহিলাদের জন্য পদব্রজে গমন করে হজ্জ আদায় করা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার, যা তাদের জন্য অসম্ভব। একারণে তাঁকে বাহন যোগে হজ্জ গমনের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় মানত ভংগের কারণে, কাফ্ফারা স্বরূপ, তাঁকে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

করেছে, তখন তিনি রাঃ বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ধরনের মানতের মুখাপেক্ষী নন। তাঁকে বল, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ করতে যায়।

আবু দাউদ (র.) বলেন : সাঈদ ইবন আবী 'আরুবা এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং খালিদ ইকরামা সূত্রে নবী সঃ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا أَبُو الْوَلِيدٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكَبَ وَتَهْدِيَ هَدْيًا .

৩২৬৯. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র.)....ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। 'উকবা ইবন 'আমির (রা.)-এর বোন পদব্রজে হজ্জে যাওয়ার জন্য মানত করেন। তখন নবী সঃ তাঁকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, সে যেন সওয়ারীতে আরোহণ করে এবং মানত ভংগের জন্য যেন হাদী কুরবানী করে।

২২৭০. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ نَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ نَا شَرِيكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشِقَاءٍ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتَكْفِرْ يَمِينَهَا .

৩২৭০. হাজ্জাজ ইবন আবী ইয়া'কুব (র.)....ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সঃ-এর কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সঃ ! আমার বোন এরূপ মানত করেছে যে, সে পদব্রজে হজ্জে গমন করবে। তখন নবী সঃ বলেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য তোমার বোনের এ কষ্টের কোন প্রয়োজন নেই। অতএব, সে যেন বাহনযোগে হজ্জ আদায় করে এবং তার মানত ভংগের জন্য যেন কাফ্ফারা প্রদান করে।

২২৭১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَهْدِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .

৩২৭১. মুসাদ্দাদ (র.)...আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সঃ দেখতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি তার দু'ছেলের উপর ভর করে পদব্রজে যাচ্ছে। তখন তিনি সঃ সে লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন লোকেরা (সাহাবীরা) বলেন : লোকটি পদব্রজে চলার জন্য

১. হাদী অর্থাৎ পণ্ড। মানত ভঙ্গার কারণে পণ্ড কুরবানী নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে।

মানত করেছে। তখন নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তির এরূপ কষ্টের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাকে সওয়ার হওয়ার নির্দেশ দেন।

২৮৩. بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ

২৮৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বায়তুল মাক্দিসে গিয়ে সালাত আদায়ের জন্য মানত করে

৩২৭২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هَهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هَهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ إِذَا .

৩২৭২. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদিলাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের বছর দাঁড়িয়ে এরূপ বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এরূপ মানত করি যে, যদি আল্লাহ্ আপনাকে মক্কা বিজয় করিয়ে দেন, তবে আমি বায়তুল মাক্দিসে গিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করব। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি এখানেই দু'রাকআত সালাত আদায় করে নাও। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তুমি এখানেই সালাত আদায় কর। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তোমার যা ইচ্ছা, তা কর।

৩২৭৩. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ الْمَعْنَى قَالَ نَا رُوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُمَرَ وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ حَنْةٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رَجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْصَلَّيْتُ هَهُنَا لَأَجَزْتُ عَنْكَ صَلَوةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْإِنصَارِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حِيَةَ وَقَالَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ رَجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩২৭৩. মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র.)....'উমার ইব্ন 'আবদির রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.) নবী ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী হতে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এতে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে,

১. অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে এখানেও দু'রাকআত সালাত আদায় করে নিতে পার, অথবা বায়তুল মাক্দিসে গিয়েও তা আদায় করতে পার।

নবী ﷺ বলেন : সে যাতে কসম ! যিনি মুহাম্মদ (স)-কে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, যদি তুমি এখানে সালাত আদায় করে নাও, তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, বায়তুল মাক্দিসে গিয়ে সালাত আদায় করার চাইতে।

আবু দাউদ (র.) বলেন : আনসারী ইব্ন জুরায়জ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। জাফর ইব্ন 'উমার বলেন, 'আমর ইব্ন হায়্যা বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ নবী ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

২৮৬. بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

২৮৬. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির মানত পূরা করা

৩২৭৪. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا .


৩২৭৪. আল-কা'নাবী (র.).... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ মর্মে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন কিন্তু তাঁর যিম্মায় একটি মানত আছে, যা তিনি আদায় করতে পারেননি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি তা তাঁর পক্ষ হতে আদায় করে দাও।

৩২৭৫. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَمْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَذَرَتْ أَنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاعَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا .

৩২৭৫. 'আমর ইব্ন আওন (র.).... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জৈনৈক মহিলা সমুদ্রে সফর করে এবং সে সময় সে এরূপ মানত করে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে (সফরের বিপদ হতে) নাজাত দেন, তবে আমি এক মাস রোযা রাখব। তখন আল্লাহ তাকে নাজাত দেন। কিন্তু সে মহিলা রোযা রাখার আগেই ইনতিকাল করে। তখন তার কন্যা অথবা বোন এ সম্পর্কে (ফতওয়া) জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসে। তখন তিনি তাকে তার পক্ষ হতে রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

৩২৭৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنِّهَا مَاتَتْ

وَتَرَكْتُ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالِ قَدْ وَجِبَ أَجْرُكَ وَرَجَعْتُ إِلَيْكَ فِي الْمِيرَاثِ قَالَتْ وَإِنَّهَا مَاتَتْ
وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو .

৩২৭৬. আহমদ ইব্ন য়ুনুস (র.)....‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক মহিলা নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলে, আমি আমার মাতাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। এখন তিনি ইনতিকাল করেছেন এবং সে দাসীটি রেখে গিয়েছেন। তিনি  বলেন : তোমার সাওয়াব নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং ঐ দাসী মীরাছ সূত্রে তোমার কাছে ফিরে এসেছে। তখন সে মহিলা বলে : আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন, কিন্তু তার যিম্মায় এক মাসের (মানত) রোযা আছে। এরপর ‘আমর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।’

٢٨٥. بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وُقَاءِ النَّذْرِ

২৮৫. অনুচ্ছেদ ৪ মানত আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে

٣٢٧٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً اتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَنْذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالْدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكَ قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانٍ
كَذَا وَكَذَا كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لِيَصْنَمْ قَالَتْ لَا قَالَ بَوَيْتُ قَالَتْ لَا قَالَ
أَوْفِي بِنَذْرِكَ .

৩২৭৭. মুসাদ্দাদ (র.).... 'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) নিজের পিতা ও দাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি আপনার সামনে দফা বাজাবার জন্য মানত করেছি। তিনি ﷺ বলেন : তুমি তোমার মানত পুরা কর। এরপর সে বলে : আমি অমুক অমুক স্থানে কুরবানী করার মানত করেছি। সে স্থানগুলোতে জাহিলিয়াতের যুগে কুরবানী করা হত। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তোমার এ কুরবানী কি কোন মূর্তির জন্য ? সে বলে : না। তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তবে কি তা কোন দেব-দেবীর জন্য ? সে বলে : না। তখন নবী ﷺ বলেন : তবে তুমি তোমার মানত পুরা কর।

٣٢٧٨ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ قَالَ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ ابِلًا بِبَوَانَةَ فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابِلًا

بَيَّوَانَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثْنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْفَ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِي فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ .

৩২৭৮. দাউদ ইবন রশীদ (র.).... ছাবিত ইবন যাহ্‌হাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর যামানায় জনৈক ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে 'বাওয়ানা' নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করবে। তখন সে নবী ﷺ -এর কাছে আসে এবং বলে : আমি বাওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার জন্য মানত করেছি। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : সেখানে কি দেব-দেবী আছে, যাদের জাহিলিয়াতের যুগে পূজা করা হতো ? তাঁরা (সাহাবীরা) বলেন : না। তখন তিনি ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করেন : এটা কি তাদের (কাফিরদের) আনন্দ-মেলায় স্থান-সমূহের কোন স্থান ? তারা বলেন : না। তখন নবী ﷺ বলেন : তবে তুমি তোমার মানত পূরা কর। তবে জেনে রাখ ! ঐ মানত পূরণের দরকার নেই, যাতে আল্লাহর নাফরমানী হয় এবং বনী আদম যার মালিক নয়।

২৮৬. بَابُ النَّذْرِ فِي مَا لَا يَمْلِكُ

২৮৬. অনুচ্ছেদ : যার মালিক নয়, এরূপ কিছু মানত করলে

৩২৭৭. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ فَاسْرَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي وَثَاقٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ تَأْخُذْنِي وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجِّ قَالَ نَا خُذَكَ بَجَرِيرَةٍ حُلْفَاؤُكَ ثَقِيفٌ قَالَ وَكَانَ ثَقِيفٌ قَدْ أَسْرَوْا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَقَدْ قَالَ فِيهِمَا قَالَ وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ وَقَدْ أَسْلَمْتُ فَلَمَّا مَضَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَهَمْتُ هَذَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَا دَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَجِيماً رَفِيقاً فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفَلَحْتَ كُلُّ الْفَلَاحِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَاطْعَمْنِي إِنِّي ظَمَانٌ فَاسْقِنِي قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ حَاجَتُكَ أَوْ قَالَ هَذِهِ حَاجَتُهُ فَقَالَ فَفُودِي الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَضْبَاءَ لِرَجُلٍ قَالَ فَآغَارَ الْمُشْرِكُونَ

عَلَى سَرَحِ الْمَدِينَةِ فَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَاسْرَوْا امْرَأَةً مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا كَانَ اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إِبْلَهُمْ فِي أَفْنِيَّتِهِمْ قَالَ فَتَوَمَّوْا لَيْلَةً وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعْضِ الْأَرْغَا حَتَّى آتَتْ الْعَضْبَاءَ قَالَتْ فَآتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُّجْرَسَةٍ قَالَ فَفَرَكَبَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا أَنْ نَجَّاهَا اللَّهُ لَتَنْحَرْنَهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عُرِفَتْ النَّاقَةُ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجِئَتْ بِهَا وَأَخْبَرَ بِنَذْرِهَا فَقَالَ بِئْسَ مَا جُرِّتَها أَوْ جُرِّيتَها إِنَّ اللَّهَ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَهَا لِأَوْفَاءٍ لِّنَذْرٍ فِيْ مُعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيْ مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْمَرْأَةُ هَذِهِ امْرَأَةُ أَبِي نَزْرٍ .

৩২৭৯. সুলায়মান ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন ঈসা (র.)....‘ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ‘আয্বা উটনীটি ছিল বনু ‘আকীলের জনৈক ব্যক্তির, যেটি হাজীদের কাফিলার আগে আগে চলতো।

রাবী বলেন : একবার সে ব্যক্তিকে বন্দী করে নবী ﷺ -এর নিকট আনা হয় এবং নবী ﷺ এ সময় তাঁর গাধার পিঠে চাদর জড়িয়ে বসে ছিলেন। তখন সে বলে : হে মুহাম্মদ ! তুমি আমাকে এবং হাজীদের কাফিলার আগে গমনকারী এ উটকে কেন পাকড়াও করলে ? তখন তিনি ﷺ বলেন : আমি তোমাকে তোমাদের বন্ধু গোত্র ছাকীফের অপরাধের কারণে গেরেফতার করেছি।

রাবী বলেন : ছাকীফ গোত্রের অপরাধ ছিল যে, তারা নবী ﷺ -এর দু’জন সাহাবীকে বন্দী করে রেখেছিল। রাবী বলেন : সে তার কথাবার্তার মাঝে এরূপ বলছিল যে, আমি তো মুসলমান, অথবা আমি মুসলমান হয়ে গেছি। অতঃপর তিনি ﷺ যখন একটু দূরে সরে যান, তখন সে উচ্চস্বরে বলে : হে মুহাম্মদ, হে মুহাম্মদ !

রাবী বলেন : যেহেতু নবী ﷺ অনুগ্রহকারী ও মেহেরবান ছিলেন, সে জন্য তিনি ফিরে এসে বলেন : তোমার ব্যাপার কি ? সে বলে : আমি মুসলিম। তখন নবী ﷺ বলেন : যদি তুমি সে সময় একথা বলতে, যখন তুমি স্বাধীন বা মুক্ত ছিলে, তবে তুমি সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেতে।

আবু দাউদ বলেন : অতঃপর আমি রাবী সুলায়মান হতে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করব। (তা হলো,) তখন সে বলে : হে মুহাম্মদ ! আমি ক্ষুধার্ত, তুমি আমাকে খাবার দাও। আমি পিপাসার্ত, তুমি আমাকে পানি পান করাও। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ তাকে বলেন যে, এটাই হলো তোমার আসল মাকসূদ। অথবা তিনি বলেন : এটাই তার আসল ইচ্ছা।

রাবী বলেন : এরপর সে ব্যক্তিকে দু’জন সাহাবীর মুক্তিপণ হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাবী ‘ইমরান বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ‘আয্বা উটনীকে নিজের বাহন স্বরূপ রেখে দেন।

রাবী বলেন : এ সময় একবার মুশরিকরা মদীনার উপকণ্ঠে হামলা চালিয়ে আয্বা উটনীকে (চুরি করে) নিয়ে যায়। তারা ফিরে যাওয়ার সময় একজন মুসলিম নারীকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

রাবী বলেন : তারা তাদের উটগুলিকে রাতের বেলায় একটি ময়দানে ছেড়ে রাখত। রাবী বলেন : তারা এক রাতে ঘুমিয়ে থাকলে সে মহিলা দাঁড়ায় (যাতে পালিয়ে যেতে পারে)। কিন্তু যখনই সে কোন উটের নিকট গেল, সে শোরগোল বাধিয়ে দিল। অবশেষে সে মহিলা 'আয্বা উটনীর কাছে আসে। রাবী বলেন : সে মহিলা একটি দ্রুতগামী শক্তিশালী উটের নিকট আসে। তখন সে তার উপর সওয়ার হয়ে এরূপ মানত করে যে, যদি আল্লাহ তাকে নাজাত দেন, তবে সে 'আয্বা উটনিকে কুরবানী করবে।

রাবী বলেন : অতঃপর সে মহিলা যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন সে উটনিকে চিনতে পারা যায় যে, সেটি ছিল নবী ﷺ-এর উষ্ট্রী। তখন নবী ﷺ-কে এ খবর দেওয়া হয়। তখন নবী ﷺ সে মহিলাকে ডেকে পাঠান। তখন সে মহিলা সে উটনী নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয় এবং তার মানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি উটনীটিকে খারাপ প্রতিদান দিতে চেয়েছ। আল্লাহ তা'আলা এর কারণে তোমাকে নাজাত দিয়েছেন, অথচ তুমি তাকে কুরবানী করার মানত করেছ! এমন মানত পূরণ করার প্রয়োজন নেই, যা আল্লাহর নাফরমানীর জন্য করা হয় এবং বনু আদম যার মালিক নয়।

আবু দাউদ (র.) বলেন : এ মহিলা ছিলেন আবু যারর (রা.)-এর স্ত্রী।

২৮৭. بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَّصِدَّ بِمَالِهِ

২৮৭. অনুচ্ছেদ : নিজের সব মাল কেউ সাদাকা করতে চাইলে সে সম্পর্কে

৩২৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ عَنْ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرُكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ .

৩২৮০. সুলায়মান ইবন দাউদ ও ইবন সারহ (র.)....কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আমার সমস্ত মাল হতে মুখ ফিরিয়ে নেই এবং তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা করে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার জন্য কিছু মাল রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য উত্তম। তিনি বলেন, তখন আমি এরূপ বলি : আমি আমার জন্য খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত অংশটি রাখছি।

৩২৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَدْرِيسَ قَالَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

فِي قِصَّتِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللَّهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَنَصُفُّهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَتُكْتَفَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَنِّي سَأَمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْرٍ .

৩২৮১. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.).... 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন কা'ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর দাদা হতে উপরিউক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে রাবী কা'ব (রা.) বলেন : একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার ইচ্ছা এই যে, আমার সমস্ত মাল হতে মুখ ফিরিয়ে নেব এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাস্তায় খরচ করব। তিনি ﷺ বলেন : না, (তুমি এরূপ করবে না)। তখন আমি বললাম : তাহলে অর্ধেক দান করি ? তিনি বললেন : না। তখন আমি বললাম : তবে তিন ভাগের এক ভাগ দান করি ? তিনি বললেন : হাঁ, (তা করতে পার)। আমি বললাম : তাহলে আমি আমার খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত অংশটি রাখলাম।

২৮৮. بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ

২৮৮. অনুচ্ছেদ : জাহিলিয়াত যুগের মানতের পর ইসলাম কবুল করলে

۳۲۸۲. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ .

৩২৮২. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.).... 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি জাহিলিয়াতের যুগে এরূপ মানত করেছিলাম যে, আমি এক রাতে মাসজিদুল হারামে ইতিকাফ করব। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি তোমার মানত পূরা কর।

২৮৯. بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

২৮৯. অনুচ্ছেদ : নির্ধারিত না করে যদি কেউ মানত করে

۳۲۸۳. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ نَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ .

৩২৮৩. হারুন ইব্ন 'আব্বাদ আযদী (র.)... 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানতের কাফফারা, কসম ভঙ্গার কাফফারার অনুরূপ।

২২৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُقْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩২৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'আওফ (র.).... 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

২৯. بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

২৯০. অনুচ্ছেদ : বেহুদা কসম খাওয়া

২২৮৫. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الصَّائِغَ عَنْ عَطَاءٍ فِي اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَا وَاللَّهِ وَيَلَى وَاللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَتْلَهُ أَبُو مُسْلِمٍ بِفَرَنْدَسَ قَالَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ الْمِطْرَقَةَ فَسَمِعَ السَّيِّهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا .

৩২৮৫. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র.)... 'আতা (রা.) বেহুদা কসম সম্পর্কে বলেন যে, 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বেহুদা কসম এরূপ যে, কোন ব্যক্তি তার ঘরে কথাবার্তা বলার সময় বলে যে, আল্লাহর শপথ! এ কথাটি এরূপ নয়। অথবা বলে, আল্লাহর শপথ ! ব্যাপারটি এরূপ।

১. কসম তিন প্রকারের যথাঃ (১) বেহুদা কসমঃ যা কোন ঘটনাকে সত্য মনে করে, খাওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা সত্য নয়। এর জন্য কোন কাফ্যারা নেই। (২) ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না-করার জন্য কসম খাওয়া। এমতাবস্থায় কাফ্যারার খেলাফ কিছু করলে, অবশ্যই কাফ্যারা দিতে হবে। কাফ্যারা এরূপঃ একটা গোলাম আযাদ করা, দশজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো, অথবা পর-পর তিন দিন রোযা রাখা। (৩) জেনে-গুনে কোন ব্যাপারে ভুল বা মিথ্যা শপথ করা। এধরনের কসম করা ভয়ানক গুনাহের কাজ, যার শাস্তি হলো—জাহান্নাম। এমতাবস্থায় তাওবা করা খুবই প্রয়োজন।

২৭১. بَابُ فِي مَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأْكُلُهُ

২৯১. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ কিছু না খাওয়ার জন্য কসম করে

৩২৮৬. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ أَوْ عَنْ أَبِي السَّبَّيْلِ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ بِنَا أَضْيَافٌ لَنَا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَ لَا أَرْجِعَنَّ إِلَيْكَ حَتَّى تَقْرُغَ مِنْ ضِيَافَةٍ هَؤُلَاءِ وَمِنْ قِرَاهُمْ فَأَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ فَقَالُوا لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَضْيَافُكُمْ أَفَرَعْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ قَالُوا لَا قُلْتُ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا قَالُوا وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى يَجِيئَ فَقَالُوا صَدَقَ قَدْ أَتَانَا فَأَبَيْنَا حَتَّى تَجِيئَ قَالَ فَمَا مَنَعَكُمْ قَالُوا مَكَانَكَ قَالَ فَوَ اللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوا وَنَحْنُ وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ قَالَ قَرَّبُوا طَعَامَكُمْ قَالَ فَقَرَّبَ طَعَامَهُمْ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَطَعِمَ وَطَعِمُوا فَأَخْبِرْتُ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَعَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ وَصَنَعُوا قَالَ بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ .

৩২৮৬. মু'আম্মাল ইব্ন হিশাম (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমাদের নিকট (ঘরে) কয়েকজন মেহমান আসে। এ সময় আবু বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রাত্রিতে কথাবার্তা বলছিলেন। তখন তিনি [আবু বকর (রা.)] বলেন : আমি ততক্ষণ তোমাদের কাছে ফিরে যাব না, যতক্ষণ না তোমরা মেহমানদের খানাপিনা করানো হতে নিষ্কাশ্ত না হও। তখন আবদুর রহমান মেহমানদের নিকট ফিরে আসেন এবং তাদের সামনে খাদ্য-বস্তু উপস্থিত করেন। তখন মেহমানরা বলেন : আবু বাকর ফিরে না আসা পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করব না। ইত্যবসরে আবু বকর (রা.) ফিরে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মেহমানরা কি করছেন, তোমরা কি তাদের আহার করিয়েছ? তাঁরা বলেন : না। আমি বললাম : আমি তাদের সামনে খাদ্য-বস্তু উপস্থিত করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং এরূপ কসম করেছে যে, আল্লাহর শপথ ! যতক্ষণ না আবু বাকর (রা.) ফিরে আসেন, ততক্ষণ আমরা খাদ্য গ্রহণ করব না। তখন তারা বলেন : আবদুর রহমান ঠিক কথা বলেছে। সে আমাদের সামনে খাদ্য দিয়েছিল, কিন্তু আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি। আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন : কিসে আপনাদের মানা করেছে? তাঁরা বলেন : আপনি গৃহে না থাকায় আমরা আপনার গৃহে খাদ্য গ্রহণ করিনি। তখন আবু বকর (রা.) বলেন : আমি আজ রাতে খাদ্য

গ্রহণ করব না। রাবী বলেন, তখন তাঁরা (সাহাবীরা) বলেন : আল্লাহর শপথ ! যতক্ষণ না আপনি খাদ্য খাবেন, ততক্ষণ আমরা তা খাব না। রাবী বলেন : এরূপ খারাপ রাত আমি আর কখনও দেখিনি। এরপর তিনি [আবু বকর (রা.)] বলেন : খানা হাযির কর। তখন তাদের জন্য খাদ্য-বস্তু আনা হলে তিনি “বিসমিল্লাহ” বলে খাওয়া শুরু করেন এবং মেহমানরাও খাদ্য-বস্তু ভক্ষণ করেন। রাবী বলেন : আমাকে এরূপ খবর দেওয়া হয় যে, আবু বকর (রা.) সকাল বেলা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে (রাতের) ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি ﷺ বলেন : তুমি তাদের সকলের চাইতে অধিক নেককার এবং সত্যবাদী।

২২৮৭. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَ عَنْ سَالِمٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ .

৩২৮৭. ইবন মুছান্না (র.)... আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা.) উপরিউক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সালিম হতে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি এটা জানতে পারিনি যে, আবু বকর (রা.) এ ঘটনার জন্য কাফ্ফারা দিয়েছেন।

২৭২. بَابُ الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

২৯২. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য শপথ করলে

২২৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنَّ عُدَّتْ لُسْأَلْنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفَرُ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِمَ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَمِينُ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرُ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِي مَا لَا تَمْلِكُ .

৩২৮৮. মুহাম্মদ ইবন মিনহাল (র.)...সাসিদ ইবন মুসায়য়াব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনসারদের দু'ভাইয়ের মাঝে একটি (যৌথ) মীরাছ ছিল। তখন তাদের একজন অপরজনকে তা বন্টন করে দেওয়ার জন্য বলে। তখন সে বলে : যদি তুমি দ্বিতীয় বার তা বন্টনের জন্য অনুরোধ কর, তবে আমার সমস্ত মাল কা'বার জন্য ওয়াকফ হবে। তখন 'উমার (রা.) তাকে বলেন : কা'বা তো তোমার মালের অমুখাপেক্ষী। কাজেই তুমি তোমর কসমের কাফ্ফারা আদায় কর এবং তোমার

ভাইয়ের সংগে কথাবার্তা বল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমার জন্য এরূপ কসম খাওয়া ও মানত করা উচিত নয়, যাতে রব্বের নাফরমানী হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং যার মালিক তুমি নও।

২৭৩. بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ

২৯৩. অনুচ্ছেদ : শপথ করার পর ইনশা আল্লাহ্ বলা

৩২৮৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا غَزُونَ قُرَيْشًا وَاللَّهِ لَا غَزُونَ قُرَيْشًا وَاللَّهِ لَا غَزُونَ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ انْشَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩২৮৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)... ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। অবশেষে তিনি ﷺ বলেন : ইনশা আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি চান।

৩২৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مَسْعَرِ بْنِ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَا غَزُونَ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا غَزُونَ قُرَيْشًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا غَزُونَ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيكٍ ثُمَّ لَمْ يَغْزِهِمْ .

৩২৯০. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)... ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ কসম খান যে, আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। এরপর তিনি বলেন : ইনশা আল্লাহ্ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান। অতঃপর তিনি ﷺ এরূপ শপথ করেন : আল্লাহ্র শপথ ! আমি ইনশা আল্লাহ্ কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। তিনি পুনরায় বলেন : আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। এরপর তিনি ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন : ইনশা আল্লাহ্ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান।

আবু দাউদ (র.) বলেন : ওলীদ ইব্ন মুসলিম শারীক হতে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি ﷺ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেননি।

৩২৯১. حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذَرُ

وَلَا يَمِينُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةٍ رَحِمٍ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدْعُهَا وَلَيَاتِ الذِّي هُوَ خَيْرٌ فَإِنْ تَرَكَهَا كَفَّارَتُهَا .

৩২৯১. মুনির ইব্ন ওয়ালীদ (র.)...‘আমর ইব্ন শু‘আয়ব (রা.) তার পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে জিনিস মানুষের ইচ্ছায় নয়, অথবা আল্লাহর নাক্ষরমণী হয়, অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য হয় এ সব বিষয়ে মানত করা এবং কসম খাওয়া উচিত নয়। যদি কেউ এরূপ কসম করে এবং এর বিপরীত ভাল বলে মনে হয়, তবে সে কসম পরিত্যাগ করে ভাল জিনিস গ্রহণ করবে। কেননা, এরূপ কাজ পরিত্যাগ করাই এর কাফ্ফারা স্বরূপ।

২৯৬. بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ

২৯৪. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ এরূপ মানত করে, যা পূরণ করার ক্ষমতা তার নেই

২২৯২. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّيَّسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يَسْمَعْ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلَيْفَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي الْهَنْدِ أَوْ قَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَ كِتَابَ الْإِيمَانِ وَالنَّذُورِ .

৩২৯২. জাফর ইব্ন মুসাফির তিল্লীসী (র.)...ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট না করে কিছু মানত করে, তবে এর কাফ্ফারা হবে কসমের কাফ্ফারার অনুরূপ। আর যদি কেউ কোনরূপ গুনাহের কাজের জন্য মানত করে, তবে এরও কাফ্ফারা হবে কসমের কাফ্ফারার মত। আর যদি কেউ এরূপ মানত করে, যা আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে এর কাফ্ফারাও কসমের কাফ্ফারার অনুরূপ হবে। আর যদি কেউ এরূপ মানত করে, যা পূরণ করা সম্ভব, তবে তার উচিত হবে সে মানত পূরা করা।

আবু দাউদ (র.) বলেন : ওয়াকী‘ ও অন্যরা এ হাদীছটি আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ হতে ইব্ন ‘আব্বাস (রা.)-এর উপর মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الْبُيُوعِ

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য

২৯৫. بَابُ فِي التِّجَارَةِ يَخَالِطُهَا الْحَلْفُ وَاللَّغْوُ

২৯৫. অনুচ্ছেদ : ব্যবসার মধ্যে কসম ও মিথ্যা মিশ্রিত হওয়া সম্পর্কে

৩২৯৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَأَثْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُسَمِّي السَّمَّاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشَوِّبُوهُ بِالصَّدَقَةِ .

৩২৯৩. মুসাদ্দাদ (র.)... কায়স ইব্ন আবু গারযা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় আমাদের (ব্যবসায়ীদের) 'সামাসিরা' বা দালাল বলা হতো। এরপর একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে গমন করেন এবং তিনি আমাদের পূর্বের নামের চাইতে উত্তম নামে আখ্যায়িত করে বলেন : হে ব্যবসায়ীদের দল। বেচা-কেনার মধ্যে (অনেক সময়) বেহুদা কথাবার্তা এবং কসম জড়িত হয়ে থাকে। তোমরা কিছু দান-খয়রাত করে তাকে দোষমুক্ত করে নেবে।^১

৩২৯৪. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْبُسْطَامِيُّ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ وَعَاصِمٌ عَنْ

১. বেচাকেনার মধ্যে অনেক সময় বেহুদা কথাবার্তাও অনর্থক কসম দেওয়া হয়, যা উচিত নয়। সে জন্য তোমরা তার কাফ্যারা স্বরূপ কিছু দান-সাদাকা করবে। (অনুবাদক)

أَبِي وَأَثَلُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَحْضُرُهُ الْكُذْبُ وَالْحَلْفُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ اللَّغْوُ وَالْكَذْبُ .

৩২৯৪. হুসায়ন ইবনে ঈসা (র.)..... কায়স ইবন আবু গারযা (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বেচা-কেনার মধ্যে কখনো কসম ও মিথ্যা জড়িত হয়ে থাকে।

রাবী আবদুল্লাহ্ যুহরী বলেন : বেচা-কেনার মধ্যে কখনও কখনও বেহুদা কথাবার্তা ও মিথ্যা জড়িত হয়ে থাকে।

২৯৬. بَابُ فِي اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ !

২৯৬. অনুচ্ছেদ : খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা সম্পর্কে

৩২৯৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرِو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بَعْشَرَةٌ دَنَانِيرَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَفَارَقَكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَاتِيَنِي بِجَمِيلٍ قَالَ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاتَاهُ بِقَدَرٍ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩২৯৫. আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি তার এমন একজন খাতক বা দেনাদারকে আটক করে, যার কাছে তার দশ দীনার পাওনা ছিল এবং সে বলে : আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না তুমি আমার পাওনা পরিশোধ করবে বা কোন যামিনদার আমার কাছে আনবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না। একথা শুনে নবী করীম ﷺ দেনাদার ব্যক্তির যামিন হন। এরপর সে ব্যক্তি তার ওয়াদা মত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসে। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি এই সোনা কোথায় পেলে? সে ব্যক্তি বলে : খনিতে। তখন নবী (স) বলেন : এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই এবং এতে কোন কল্যাণও নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে সেই ব্যক্তির পক্ষ হতে উক্ত দেনা পরিশোধ করে দেন।

২৯৭. بَابُ فِي اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ !

২৯৭. অনুচ্ছেদ : সন্দেহজনক বস্তু পরিহার কর।

৩২৯৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَلَا أَسْمَعَ أَحَدًا بَعْدَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ

بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ أَحْيَانًا يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَاَضُرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمَى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرِّبْيَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسِرَ .

৩২৯৬. আহমদ ইবন ইউনুস (র.)....নু'মান ইবন বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। এ দুয়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক জিনিস আছে। আমি তোমাদের কাছে এর উদাহরণ পেশ করছি। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করেছেন, আর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা হলো—তিনি যা হারাম করেছেন, সেই সব বস্তু। বস্তুত যে ব্যক্তি এই নির্ধারিত সীমানার কাছে পশু চরাবে, তার পশু তাতে ঢুকার সম্ভাবনা আছে। একই রূপে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হবে, অচিরে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩২৯৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ وَعَرْضَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ .

৩২৯৭. ইবরাহীম ইবন মুসা (র.)....নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : হালাল এবং হারামের মধ্যে এমন কিছু সন্দেহজনক বিষয়ও আছে, যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক কিছুই জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক ব্যাপার পরিহার করলো, সে যেন তার দীন ও ইয্যতের সংরক্ষণ করলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হলো, সে যেন হারামে লিপ্ত হলো।

৩২৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا هُشَيْمٌ نَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي خَيْرَةَ يَقُولُ نَا الْحَسَنُ مِنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ نَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيَاتَيْنِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بَخَارِهِ قَالَ ابْنُ عِيسَى أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ .

৩২৯৮. মুহাম্মদ ইবন সীসা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন কেউ-ই সূদ খাওয়া ছাড়া থাকবে না। আর যদিও কেউ সূদ না খায়, তবে সে এর প্রভাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

ইবন সীসা বলেন : (যদি কেউ সূদ না খায়) তবু সে সূদের ধূলা-ময়লা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।^১

৩২৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ نَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسَعُ مِنْ قَبْلِ رَجُلَيْهِ أَوْسَعُ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ فَجِئِي بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَالْكُوا فَنَظَرَ أَبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلُوكُ لُقْمَةً ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلْتُ الْمَرْأَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى النَّفِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً لِّفَمٍ أَجِدُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِّي قَدْ أَشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلَ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوْجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمِيهِ الْأَسَارَى .

৩২৯৯. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র.).....জনৈক আনসার সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক ছিলাম। এ সময় আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের কাছে দাঁড়িয়ে যারা কবর খুঁড়ছিল তাদের বলেন : পায়ের দিকে প্রশস্ত কর, মাথার দিকে চওড়া কর। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরতে উদ্যত হলে জনৈক মহিলার আহবানকারী নবী ﷺ -কে ডাকার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। তিনি সেখানে গেলে তাঁর জন্য খাদ্য উপস্থিত করা হয়। নবী ﷺ খেতে শুরু করলে অন্যরাও খাওয়া শুরু করে। তখন আমাদের মুরব্বীরা লক্ষ্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক লোকমা মুখে দিয়ে কেবল তা চিবাচ্ছেন, কিন্তু তা গিলছেন না। এ সময় তিনি বলেন : আমার মনে হচ্ছে, এ গোশত এমন এক বকরীর, যা তার মালিকের বিনা অনুমতিতে নেওয়া হয়েছে। তখন সে মহিলা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি জনৈক ব্যক্তিকে বকরী খরিদ করার জন্য 'বাকী' নামক বাজারে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে বকরী পাওয়া যায় নি। এরপর আমি আমার প্রতিবেশী, যিনি একটি বকরী খরিদ করেন, তাকে বলি যে, তিনি যেন তার বকরীটি ক্রয়মূল্যে আমাকে প্রদান করেন। কিন্তু তাকেও বাড়ীতে পাওয়া যায় নি। তখন আমি তার স্ত্রীর নিকট লোক পাঠাই, যিনি আমাকে বকরীটি দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ গোশত বন্দীদের খাইয়ে দাও।

১. বর্তমান যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, কাজ-কারবার এমনকি দেশের অর্থনৈতিক উন্নত ও অগ্রগতির জন্য যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়, তা সূদভিত্তিক। এই ঋণের সাহায্যে দেশে যে শিল্প, কল-কারখানা গড়ে তোলা হয় এবং সেখানে যা কিছু উৎপন্ন হয়, সবই সূদের সাথে সম্পৃক্ত। এ দৃষ্টিতে বর্তমানে কেউ-ই সূদের প্রভাব মুক্ত নয়। (অনুবাদক)

২৯৮. بَابُ فِي أَكْلِ الرِّبَا وَمُؤْكَلِهِ !

২৯৮. অনুচ্ছেদ : সুদখোর এবং তার মক্কেল সম্পর্কে

২২০০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سِمَاكُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ .

৩৩০০. আহমদ ইবন ইউনুস (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী এবং সুদের দলীল লেখক- সকলের উপর লানত করেছেন।

২৯৯. بَابُ فِي وَضْعِ الرِّبَا

২৯৯. অনুচ্ছেদ : সুদ প্রত্যাহার করা

২২০১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا شَيْبٌ نَا غَرَقَدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍّ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنْ كُلُّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضْعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرَضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هَذِلٌ .

৩৩০১. মুসাদ্দাদ (র.)..... সুলায়মান ইবন আমর (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনি যে, জাহিলী যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো। তোমরা তোমাদের মূলধন সংগ্রহ করবে। তোমরা কারো উপর যুলুম করবে না এবং অন্য কেউ যেন তোমাদের উপর যুলুম না করে।

জেনে রাখ : জাহিলী যুগের হত্যার ক্ষতিপূরণ প্রত্যাহার করা হলো। আর প্রথম খুনের দাবী যা আমি প্রত্যাহার করছি, তা হলো হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব গোত্রের প্রাপ্য খুনের দাবী। উক্ত গোত্রের একটি পুত্র সন্তানকে লায়ছ গোত্রে দুধ পান অবস্থায় হুযায়ল গোত্রীয় লোকেরা হত্যা করেছিল।

৩০০. بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ الْبَيْعِ فِي الْبَيْعِ

৩০০. অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মিথ্যা কসম খাওয়া ঘৃণিত কাজ

২২০২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَثْبَسَةُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنَفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ لِلْكَسْبِ
وَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৩০২. আহমদ ইবন 'আমর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, কসম খাওয়ায় মালের কাটতি অধিক হয়, কিন্তু তা বরকত দূর করে দেয়।

৩.১. بَابُ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ وَالْوَزْنِ بِالْأَجْرِ

৩০১. অনুচ্ছেদ : মাপে কিছু বেশী দেওয়া এবং কয়ালী নিয়ে মাপ সম্পর্কে

৩৩.৩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ نَا سُؤَيْدُ بْنُ
سُؤَيْدٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيِّ بَرًا مِّنْ هَجَرَ فَاتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَمْشِي فَسَا وَمَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَتَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
زِنْ وَارْجَحْ .

৩৩০৩. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র.) ... সুওয়াদ ইবন সুওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি এবং মাখরাফা 'আবদী হাজর নামক স্থান হতে কাপড় কিনে তা বিক্রির জন্য মক্কাতে আসি। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হেঁটে আমাদের কাছে আসেন এবং একটি পায়জামার কাপড় কিনতে চান। তখন আমরা তা তাঁর নিকট বিক্রি করি। এ সময় সেখানে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, যে কয়ালীর বদলে জিনিসপত্র মেপে দিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেনঃ তুমি মাপবে এবং তা সঠিকভাবে।

৩৩.৪. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَرِيبٌ قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ
يُهَاجَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنُ بِالْأَجْرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ
وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ .

৩৩০৪. হাফস ইবন 'উমার (র.) ... আবু সাফওয়ান ইবন 'উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে তাঁর মদীনায হিজরতের আগে হাযির হয়েছিলাম। এরপর তিনি উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন, যাতে বিনিময় গ্রহণের বদলে মাপের কথা উল্লেখ নেই।

৩৩০৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ لَشُعْبَةَ خَالَفَكَ سُفْيَانُ فَقَالَ دَمَغْتَنِي وَبَلَّغْنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ .

৩৩০৫. ইব্ন আবু রিযমা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শনেছি যে, জনৈক ব্যক্তি শু'বা (রা.)-কে বলেছিলঃ সুফয়ান তোমার বিরোধিতা করেছে। তখন তিনি বলেনঃ তুমি আমার মাথা খেয়েছ!

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : আমি ইয়াহুইয়া ইব্ন মাসীনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যে কেউ-ই সুফয়ানের বিরোধিতা করবে, এমতাবস্থায় সুফয়ানের বক্তব্যই গ্রহণীয় হবে।

৩৩০৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ أَحْفَظَ مِنِّي .

৩৩০৬. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) ... শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুফয়ান আমার চাইতে অধিক স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন।

৩.২. بَابُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ

৩০২. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : মদীনাবাসীদের মাপই গ্রহণযোগ্য

৩৩০৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ دُكَيْنٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَوْزَنُ وَزَنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفَرِيَابِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ وَافَقَهُمَا فِي الْمَتْنِ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ فَقَالَ وَزَنُ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اخْتَلَفَ فِي الْمَتْنِ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا .

৩৩০৭. 'উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র.) ... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, ওয়নে মক্কাবাসীদের ওয়নই গ্রহণীয় এবং মাপে মদীনাবাসীদের মাপই গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছটি আবু আহমদ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে ওলীদ ইব্ন মুসলিম হান্ঘালা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে মদীনার ওয়ন এবং মক্কার মাপ উত্তম বলে উপরোক্ত হাদীছের বিপরীতও উল্লেখ আছে।

৩০৩. অনুচ্ছেদ : দেনা আদায়ের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা

৩৩০৮. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)..... সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেন : অমুক গোত্রের কোন লোক এখানে আছে কি? এতে কেউ সাড়া দিল না। তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন : এখানে অমুক গোত্রের কোন লোক আছে কি? কিন্তু এবারও কেউ সাড়া দিল না। পুনরায় নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : অমুক গোত্রের কোন লোক এখানে আছে কি? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি উপস্থিত আছি। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : প্রথম দু' দফায় তুমি আমার ডাকে কেন সাড়া দেওনি। জেনে রাখ ! আমি তো তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। তোমাদের অমুক ব্যক্তি দেনার দায়ে আটক আছে, অর্থাৎ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারছে না। সামুরা (রা.) বলেন : তখন আমি তাকে মৃত ব্যক্তির পক্ষে দেনা পরিশোধ করতে দেখি। যার পর আর কেউ তার কাছে আর কোন পাওনা চাইতে আসেনি।

٣٣٠٩ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكِبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً .

৩৩০৯. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.) ... আবু মূসা আশ'আরী (রা.) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় কবীরা গুনাহের পর আল্লাহ তাআলার নিকট সব চাইতে বড় গুনাহ হলো, যে সমস্ত গুনাহ হতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর আল্লাহর সঙ্গে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করা যে, তার উপর কিছু দেনা থাকবে, আর সে ব্যক্তি তা পরিশোধের জন্য কিছু রেখে যাবে না।

৩৩১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُتَوَكِّلُ الْعَسْفَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَوْتِي بِمِيتٍ فَقَالَ أَعْلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دَيْنَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ هُمَا عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهِ مَن تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاؤِهِ وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ .

৩৩১০. মুহাম্মদ ইবন মুতাওয়াক্কিল (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তেন না, যার উপর কোন দেনা থাকতো। একদা একটি জানাযা তাঁর নিকট আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তার উপর কোন দেনা আছে কি ? সাহাবারা বলেন : হ্যাঁ, তার উপর দুই দিনার দেনা আছে। তখন তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামায আদায় কর। এ সময় আবু কাতাদা আনসারী (রা.) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! ঐ দুই দিনার আমার যিম্মায় রইলো। (অর্থাৎ আমি তা আদায় করে দেব) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য যখন বিজয়ের দরজা খুলে দেন, তখন তিনি বলেন : আমি প্রত্যেক মুসলমানের নিকট তার নিজের চাইতে অধিক প্রিয়, তাই যে ব্যক্তি কোন দেনা রেখে যাবে, তা আদায়ের দায়িত্ব আমার উপর। আর যে ব্যক্তি কোন ধন-সম্পদ রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

৩৩১১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ وَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ اشْتَرَى مِنْ عَيْثَرٍ بَيْعًا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأَرَبَحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لَا اشْتَرَى بَعْدَهَا شَيْئًا إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ .

৩৩১১. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করে বলেছেন যে, একদা নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তির নিকট হতে কিছু জিনিস খরিদ করেন, কিন্তু এ সময় তাঁর নিকট এর মূল্য পরিশোধের মত কিছুই ছিল না। তখন তিনি উক্ত জিনিস কিছু লাভের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং প্রাপ্ত লভ্যাংশ বনু আবদিল মুত্তালিবের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য খরচ করেন। এরপর তিনি বলেন : এখন থেকে আমি আর এমন কিছুই খরিদ করব না, যার মূল্য পরিশোধের অর্থ আমার নিকট থাকবে না।

৩০৪. بَابُ فِي الْمَطْلِ

৩০৪. অনুচ্ছেদ : দেনা পরিশোধে গড়িমসি করা

৩৩১২. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ .

৩৩১২. আল-কানাবী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মালদার ব্যক্তির জন্য দেনা আদায়ে গড়িমসি করা যুলুমস্বরূপ। তোমাদের কাউকে যদি অন্যের করয আদায়ের যিম্মাদারী দেওয়া হয়, তবে তা কবুল করা উচিত।

৩০৫. بَابُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ

৩০৫. অনুচ্ছেদ : উত্তমরূপে দেনা পরিশোধ করা

৩৩১৩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا فَجَاعَتْهُ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْاِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رُّبَاعِيًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اعْطِهِ اِيَّاهُ فَإِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً .

৩৩১৩. আল-কানাবী (র.)... আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ছোট উট ধার স্বরূপ নেন। এরপর তাঁর নিকট যখন সাদাকার উট আসে, তখন তিনি আমাকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, আমি যেন প্রাপককে এরূপ একটি উট প্রদান করি। তখন আমি বলিঃ সাদাকার উটগুলো সবই উত্তম এবং ছ'বছর বয়সের। তখন নবী ﷺ বলেনঃ প্রাপককে তা থেকে একটা দিয়ে দাও। কেননা, লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে ভালভাবে দেনা পরিশোধ করে।

৩৩১৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنْ مِشْعَرٍ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي .

৩৩১৪. আহমদ ইবন হাম্বল (র.).....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি তা আদায়ের সময় আমাকে কিছু অধিক প্রদান করেন।

১. অর্থাৎ বেচা-কেনার বস্তু যদি দুই বা ভিন্ন জাতীয় হয়, তবে এতে কম-বেশী লেন-দেন করা বৈধ। তবে এতে শর্ত এই যে, লেন-দেন নগদ হতে হবে, বাকীতে নয়। (অনুবাদক)

৩.৬. بَابُ فِي الصَّرْفِ

৩০৬. অনুচ্ছেদ : সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে

৩৩১৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا الْأَهَاءُ وَهَاءُ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ .

৩৩১৫. ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা.....’উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করা সূদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু যদি তা হাতে-হাতে লেনদেন হয় ; গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করাও সূদ, তবে যদি তা হাতে-হাতে হয় ; খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করাও সূদ, কিন্তু যখন তা হাতে-হাতে হবে এবং যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করাও সূদ, তবে যখন তা হাতে-হাতে হবে, তখন সূদ হবে না।

৩৩১৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مَدَى بِمَدَى وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مَدَى بِمَدَى وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مَدَى بِمَدَى وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَدَى بِمَدَى فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ أَكْثَرُهَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهَشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ .

৩৩১৬. হাসান ইবন আলী (র.).....’উবাদা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সোনা সোনার বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করবে, চাই তা সোনার পাত হোক বা স্বর্ণ মুদ্রাই হোক এবং রূপা রূপার বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করবে, চাই তা রূপার

১. একই ধরনের জিনিস হলে এর একটির বিনিময়ে অন্যটি ধার নেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় ‘রেবা’ বা সূদের অন্তর্ভুক্ত। জিনিস একই ধরনের হলে তা নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত, অর্থাৎ একটি জিনিস নিয়ে, ঐ ধরনের অন্য জিনিস তৎক্ষণাৎ আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি কেউ সেই জিনিসের মূল্য দিতে চায়, তবে তা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে (অনুবাদক)

পাত হোক বা রৌপ্য মুদ্রাই হোক। আর গম গমের বিনিময়ে এক মুদ এক মুদের বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে এবং যবের বিনিময়ে যবও এক মুদের বিনিময়ে এক মুদ বিক্রি করতে হবে। আর খেজুর খেজুরের বদলে এক মুদের বিনিময়ে এক মুদ বিক্রি করতে হবে। একই ভাবে লবণ লবণের বিনিময়ে এক মুদের বদলে এক মুদ বিক্রি করতে হবে। এই প্রকারের একই ধরনের জিনিসের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশী নিবে বা দিবে, তা-ই সুদ হবে।

তবে সোনাকে রূপার বিনিময়ে এ অবস্থায় বিক্রি করা, যখন রূপা উভয় অংশের মধ্যে অধিক হবে, তবে তা দূষণীয় নয়। তবে এতে শর্ত হলো— লেন-দেন হাতে হাতে হতে হবে, বাকীতে বিক্রি জায়গি হবে না। একই রূপে গম যবের বিনিময়ে বিক্রি করা দূষণীয় নয়, যখন যবের অংশ উভয়ের মধ্যে অধিক হবে। তবে তা এ শর্তে যে, লেন-দেন হাতে হাতে হতে হবে এবং এতেও বাকী বিক্রি বৈধ নয়।^১

২৩১৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ زَادَ قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِيعُوهُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

৩৩১৭. আবু বকর ইবন আবী শায়বা (র.).....উবাদা ইবন সামিত (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছটি নবী ﷺ থেকে কিছু কম-বেশী করে বর্ণনা করেছেন। যাতে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : যখন এ সব জিনিসের প্রকারের মধ্যে পার্থক্য হবে, তখন তা যেমন ইচ্ছা বিক্রি করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, লেন-দেন হাতে হাতে সম্পন্ন হতে হবে।^২

৩.৭. بَابُ فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ تَبَاعُ بِالْدَّرَاهِمِ

৩০৭. অনুচ্ছেদ : তরবারির বাঁট দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা

২৩১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالُوا نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنْشَلٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ مَنِيعٍ فِيهَا خَرَزٌ مَعْلُوقٌ بِذَهَبٍ ابْتِاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ

১. একই ধরনের জিনিস হলে এর একটির বিনিময়ে অন্যটি ধার নেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় 'রৈবা' বা সুদের অন্তর্ভুক্ত। জিনিস একই ধরনের হলে তা নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত, অর্থাৎ একটি জিনিস নিয়ে, ঐ ধরনের অন্য জিনিস তৎক্ষণাৎ আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি কেউ সেই জিনিসের মূল্য দিতে চায়, তবে তা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে (অনুবাদক)

بِسَبْعَةِ دَنَانِيرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ ابْنُ عِيْسَى أَرَدْتُ
التَّجَارَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ فِي كِتَابِهِ الْحِجَارَةَ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ التَّجَارَةُ .

৩৩১৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসা (র.)....ফুযালা ইব্ন 'উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
খায়বর বিজয়কালে নবী ﷺ-এর নিকট একটি হার পেশ করা হয়, যাতে সোনা এবং নামাঙ্কিত
মোহরও ছিল। আবু বকর এবং ইব্ন মানী' বলেন : তাতে নাম-অঙ্কিত মোহর ছিল, যার উপর
সোনাও বিজড়িত ছিল। উক্ত হারটি জনৈক ব্যক্তি সাত বা নয় দীনারে খরিদ করতে চাইলে নবী
ﷺ বলেন : যতক্ষণ না সোনা এবং মোহরের মধ্যে পার্থক্য করা হবে, ততক্ষণ তা বিক্রি করা
যাবে না। তখন সে ব্যক্তি বলে : আমি তো কেবল মোহর খরিদ করতে চাই। এতে নবী ﷺ
বলেন : যতক্ষণ না সোনা এবং মোহরের মধ্যে পার্থক্য করা হবে, ততক্ষণ তা বিক্রি করা জাযিয়
হবে না।
রাবী বলেন : এ কথা শুনে সে ব্যক্তি ঐ হারটি ফেরত দেয় এবং তার সোনা ও মোহর পার্থক্য
করা হয়।

৩৩১৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُبَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ
أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُيَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً
بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَقَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَبَاعُ حَتَّى تَفْصَلَ .

৩৩১৯. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র.).... ফুযালা ইব্ন 'উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
আমি খায়বরের যুদ্ধের দিন বার দীনারের বিনিময়ে একটি হার খরিদ করেছিলাম, যা সোনা ও
মোহর বিমণ্ডিত ছিল। এরপর আমি এ সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : এর
সোনা ও মোহর পার্থক্য না করা পর্যন্ত বিক্রি জাযিয় হবে না।

৩৩২০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْجَلَّاحِ أَبِي كَثِيرٍ
حَدَّثَنِي حَنْشُ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُيَيْدٍ قَالَ كُنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ
نُبَاعِ الْيَهُودَ أَوْ قِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ .

৩৩২০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.).... ফুযালা ইবন 'উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরের যুদ্ধের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম, যেখানে এক ইয়াহুদী এক উকিয়া সোনা এক দীনারের বিনিময়ে খরিদ করছিল।

রাবী কুতায়বা ছাড়া অন্য সকলের অভিমত হলো-দুই বা তিন দীনারের বিনিময়ে। এরপর উভয়ে একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা খরিদ করবে না, যতক্ষণ না এর ওজন সমান সমান হয়।

৩.৪. ৩. ৮. بَابُ فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

৩০৮. অনুচ্ছেদ ৪ রূপার বিনিময়ে সোনা নেওয়া

৩৩২১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أبيعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيعِ فَأبيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَأَخْذُ الدَّرَاهِمَ وَأبيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخْذُ الدَّنَانِيرِ وَأَخْذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأَعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ أَنْ يبيعَ الْإِبِلَ بِالنَّقِيعِ فَأبيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَأَخْذُ الدَّرَاهِمَ وَأبيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخْذُ الدَّنَانِيرِ وَأَخْذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأَعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ مَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرَقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ .

৩৩২১. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)..... ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নাকী' নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম। তখন আমি দীনারের হিসাবে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণের সময় দিরহাম নিতাম এবং একইরূপে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণের সময় দীনার গ্রহণ করতাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, আর এ সময় তিনি হাফসা (রা.)-এর গৃহে ছিলেন। তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! মেহেরবানী করে একটু বাইরে আসুন, আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আমি নাকী' নামক স্থানে উট বেচা-কেনার ব্যবসা করি এবং আমি দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণের সময় দিরহাম নেই, আর কোন সময় দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণের সময় দীনার নেই ; অর্থাৎ আমি দীনারের পরিবর্তে বিক্রি করে দিরহাম নেই এবং দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দীনার গ্রহণ করি- এরূপ লেন-দেন কি বৈধ ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এতে কোন দোষ নেই, তবে শর্ত হলো-

সেদিনের বাজার দর অনুসারে লেন-দেন করবে এবং তোমরা দু'জন (ক্রেতা-বিক্রেতা) বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই ব্যাপারটি সম্পন্ন করবে।

২৩২২. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَنَادٍ وَمَعْنَاهُ وَالْأَوَّلُ أَمْ لَمْ يَذْكُرْ بِسَعْرِ يَوْمِهَا .

৩৩২২. হুসায়ন ইবন আসওয়াদ (র.).....সিমা (রা.) হতে হাদীছটি উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্বোক্ত হাদীছটি সম্পূর্ণ। কেননা, এ হাদীছে “সে দিনের বাজার দর অনুসারে” এ কথাটি উল্লেখ নেই।

৩. ৯. بَابُ فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

৩০৯. অনুচ্ছেদ : পশুর বদলে পশু বাকীতে বিক্রি করা

২৩২৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .

৩৩২৩. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)..... সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ পশুর পরিবর্তে পশু বাকীতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩. ১০. بَابُ فِي الرُّحْصَةِ

৩১০. অনুচ্ছেদ : বাকীতে পশু ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে

২৩২৪. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ عُمَرُو بْنِ حُرَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهَّزَ جَيْشًا فَنَفَذَتْ الْأَيْلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبُعَيْرَ بِالْبُعَيْرَيْنِ إِلَى أَيْلِ الصَّدَقَةِ .

৩৩২৪. হাফস ইবন উমার (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যোদ্ধা-বাহিনী তৈরীর জন্য নির্দেশ দেন। এ সময় উট শেষ হয়ে গেলে তিনি তাকে সাদাকার উট আসার শর্তে উট গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। তখন তিনি দু'টি উট প্রদানের শর্তে সৈন্যদের জন্য একটি উট গ্রহণ করতে থাকেন।

৩১১. بَابُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بَيْدَ

৩১১. অনুচ্ছেদ : নগদে বদলী ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে

৩২২৫. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ .

৩৩২৫. ইয়াযীদ ইবন খালিদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম ﷺ দু'টি গোলামের পরিবর্তে একটি গোলাম খরিদ করেন।

৩১২. بَابُ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

৩১২. অনুচ্ছেদ : খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি সম্পর্কে

৩২২৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عِيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسَّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ قَالَ فَفَنَهَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَالُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْنَقْصُ الرُّطْبِ إِذَا يَبَسَ قَالُوا نَعَمْ فَفَنَهَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةٍ نَحْوَ مَا لِكِ .

৩৩২৬. 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....যায়দ আবু 'আয়্যাশ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর নিকট গমকে 'সাল্তের'১ বিনিময়ে বিক্রি করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন : তখন সা'দ (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন : বলতো এদের মধ্যে কোন্টি উত্তম ? তিনি বলেন : গম। তখন তিনি তাকে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে নিষেধ করেন এবং বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনি, যখন তাকে ভিজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ভিজা খেজুর শুকানোর পর কি কমে যায় ? তাঁরা বলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি এরূপ করতে নিষেধ করেন।

৩২২৭. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ نَامِعَاوِيَّةٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عِيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ نَهَى

১. যব জাতীয় এক ধরনের শস্য, যা দেখতে গমের মত, কিন্তু আসলে গম নয়—এরূপ শস্যকে 'সুলুদ' বলে। (অনুবাদক)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَوْلَى لِبْنِي مَخْرُومٍ عَنْ سَعْدِ نَحْوَهُ.

৩৩২৭. রাবী 'ইবন নাফি' (র.).....সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ভিজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩১৩. بَابُ فِي الْمُرَابَنَةِ

৩১৩. অনুচ্ছেদ : মুযাবানা সম্পর্কে

۳۳۲۸. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا وَ عَنْ الزَّدْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا .

৩৩২৮. আবু বাকর ইবন আবী শায়বা (র.).....ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে আন্দাজ করে, আংগুরকে কিশমিশের বিনিময়ে আন্দাজ করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর ক্ষেতের ফসল আন্দাজ করে, গৃহে রক্ষিত ফসলের বিনিময়ে বিক্রি করতেও নিষেধ করেছেন।২

৩১৪. بَابُ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

৩১৪. অনুচ্ছেদ : 'আরায়া বা গাছের ফল পেড়ে বিক্রি করা

۳۳۲۹. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بَنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطْبِ .

৩৩২৯. আহমদ ইবন সালিহ (র.)..... যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আরায়ার ক্রয়-বিক্রয় শুকনো অথবা তাজা খেজুরের বিনিময়ে জায়য বলেছেন। (কেননা, এতে গরীব-মিসকীনদের উপকার নিহিত আছে।)

১. বৃক্ষে রক্ষিত ফল আন্দাজ করে, ঐ পরিমাণ গাছ থেকে পাড়া ফলের বিনিময়ে বিক্রি করাকে 'মুযাবানা' বলে। (অনুবাদক)।

২. কেননা, এতে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই অনুমানের উপর নির্ভর করে ক্রয়-বিক্রয় করা ঠিক নয়। (অনুবাদক)

৩৩২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ
يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخْصَ
فِي الْعَرَايَا أَنْ تَبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا .

৩৩৩০. ‘উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.).....সাহল ইব্ন আবী হাছমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গুলকনো খেজুরকে তাজা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং আরাযার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে অনুমান করে বিক্রি করা যায় এবং মালিক তাজা ফল খেতে পারে।

৩১৫. بَابُ فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

৩১৫. অনুচ্ছেদ : ‘আরাযার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ

৩৩৩১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي
أَحْمَدَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لَنَا الْقَعْبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ وَاسْمُهُ قَرْمَانُ
مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا
يُؤْنُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ .

৩৩৩১. ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ ‘ওয়াসাক’ বা পাঁচ ‘ওয়াসাক’-এর কম পরিমাণে ‘আরাযার ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি প্রদান করেছেন। (ষাট সা‘তে এক ‘ওয়াসাক’)

৩১৬. بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

৩১৬. অনুচ্ছেদ : আরাযার ব্যাখ্যা সম্পর্কে

৩৩৩২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِئُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ أَوْ الرَّجُلَ
يَسْتَتْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ الْأَثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا بِتَمَرٍ .

৩৩৩২. আহমদ ইব্ন সা‘ঈদ (র.).....‘আবদ রাব্বিহী ইব্ন সা‘ঈদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ‘আরাযার অর্থ হলো— কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বৃক্ষ প্রদান করে, অথবা কোন ব্যক্তি

তার বাগানের এক বা দুটি গাছের ফল খাওয়ার জন্য আলাদাভাবে রেখে দেয়। এরপর তা শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে।

৩৩৩৩. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَاتِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .

৩৩৩৩. হানাদ ইবন সারী (র.).....ইবন ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ‘আরায়ার অর্থ হলো— কোন ব্যক্তি কাউকে কয়েকটি গাছ দান করে দেয়, এরপর দাতার নিকট এটা অপ্রিয় মনে হয় যে, সে ব্যক্তি (যাকে দান করেছে) সেই দানকৃত গাছের কাছে আসুক। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি উক্ত গাছের ফল পাড়িয়ে আসল মালিকের নিকট শুকনো খেজুর বিক্রি করে এর সমপরিমাণ তাজা খেজুর গ্রহণ করে।

৩১৭. بَابُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو وَصْلَاهَا

৩১৭. অনুচ্ছেদ : পাকার আগে ফল বিক্রি করা

৩৩৩৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو وَصْلَاهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَشْتَرَى .

৩৩৩৪. ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফল পাকার আগে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৩৩৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ نَا ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو وَعَنِ السَّنْبُلِ حَتَّى يَبْشِضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَشْتَرَى .

৩৩৩৫. ‘আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.).....ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পাকার আগে খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। একই রূপে তিনি শস্যের ছড়া পাকার এবং বাল-মুসীবত থেকে নিরাপদ হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৩৩৬. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى لُقَيْشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يَصْلَى الرَّجُلُ بَغَيْرِ حِرَامٍ .

৩৩৩৬. হাফস ইব্ন 'উমার (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল বন্টনের আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। একই ভাবে তিনি খেজুর সব ধরনের বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কামরবন্দ ব্যতীত সালাত আদায় করতেও নিষেধ করেছেন।

৩৩৩৭. আবু বাকর মুহাম্মদ (র.).....জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুশাক্কাহ' হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় : 'মুশাক্কাহ' শব্দের অর্থ কি ? তিনি বলেন : যখন ফল লাল এবং হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং খাওয়ার উপযোগী হয়।

৩৩৩৮. হাসান ইব্ন 'আলী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আংগুর কালো রং বিশিষ্ট হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং শস্যের দানা শক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে মানা করেছেন।

৩৩৩৯. আহমাদ ইব্ন সালিহ (র.).....ইউনুস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবু যিনাদের নিকট ফল পাকার আগে বিক্রি করা যায় কিনা এবং এ সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত

৩৩৩৯. আহমাদ ইব্ন সালিহ (র.).....ইউনুস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবু যিনাদের নিকট ফল পাকার আগে বিক্রি করা যায় কিনা এবং এ সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত

আছে কি না, তা জানতে চাই। তিনি বলেন : ‘উরওয়া ইব্ন যুযায়র (র.) সাহুল ইব্ন আবী হাছমা (র.) সূত্রে তিনি যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : লোকেরা ফল পাকার আগে বিক্রি করে দিত। এরপর লোকেরা যখন ফল পাড়া শুরু করতো এবং এ সম্পর্কে তাগিদ দেওয়া শুরু হতো, তখন ক্রেতা বলতো— ফলে দুমান^১, কুশাম^২ এবং রোগ হয়েছে। এরূপ ক্ষতি ফলের মধ্যে দেখা যেত। যখন নবী ﷺ-এর নিকট এ ধরনের মোকদ্দমা অধিক হারে আসতে লাগলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের পরামর্শ দিয়ে বললেন : এখন থেকে ফল পাকার নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা তা বিক্রি করবে না। তিনি লোকদের ঝগড়া ও মতানৈক্যের কারণে এরূপ পরামর্শ দেন।

২২৪. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَانِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ وَصْلَاهُ وَلَا يَبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا .

৩৩৪০. ইসহাক ইব্ন ইসমাইল (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফল পাকার নমুনা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : ‘আরায়া ব্যতীত অন্যান্য ফল দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে।

৩১৮. بَابُ فِي بَيْعِ السِّنِينَ

৩১৮. অনুচ্ছেদ : কয়েক বছরের জন্য গাছের ফল বিক্রি করা

২২৪১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِزَ .

৩৩৪১. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.).....জাবির ইব্ন ‘আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ কয়েক বছরের জন্য গাছের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং এরূপ বিক্রয়ের ফলে ক্রেতা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে বিক্রেতাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২২৪২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ .

১. এক জাতীয় রোগ, যার কারণে ফলের রং কালো ও বিবণ হয়ে যায় এবং খারাপ দেখায়। (অনুবাদক)

২. কুশামঃ এও এক ধরনের রোগ যার কারণে ফল পরিপুষ্ট হতে পারে না। (অনুবাদক)

৩৩৪২. মুসাদ্দাদ (র.)....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ কয়েক বছরের জন্য গাছের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩১৭. بَابُ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ

৩১৯. অনুচ্ছেদ : ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে

৩৩৪৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةُ .

৩৩৪৩. আবু বকর ও উছমান (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ ধোঁকাপূর্ণ এবং পাথর নিষ্ক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।

৩৩৪৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنِ اللَّيْثِيِّينِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمَلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللَّيْثِيَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ وَأَنَّ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

৩৩৪৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.).....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এবং দু'ধরনের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এরূপ যে, (১) ক্রেতা বা বিক্রেতার মধ্যে কেউ কোন কাপড়ে হাত দিল, (২) অথবা তা একজন অন্যজনের প্রতি নিষ্ক্ষেপ করলো— এতে ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারিত হয়ে যায়। আর দু'ধরনের কাপড় এরূপ যে, (১) যদি কেউ মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক কাপড়ে আচ্ছাদিত করে, (২) অথবা যদি কেউ এরূপ কোন বস্ত্র পরিধান করে বসে, যাতে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায়, অথবা তার লজ্জাস্থানের উপর কোন কাপড় না থাকে।

৩৩৪৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فَاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرْفِي الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَبْرُزُ

شَقَّهُ الْاَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةَ اَنْ يَقُولَ اِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمَلَامَسَةُ اَنْ يَمْسَهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يَقْلِبُهُ فَاِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .

৩৩৪৫. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে এ হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (১) 'ইশ্তিমালুস সাম্মা' অর্থাৎ যদি কেউ তার শরীরে একটি কাপড় এমনভাবে জড়ায়, যাতে উক্ত বস্ত্রের দু'মাথা বাম দিকে থাকে এবং ডান দিক খোলা থাকে ; (২) 'মুনাবাযা'— অর্থাৎ যদি বিক্রেতা বলে : যখন আমি এ কাপড় তোমার দিকে নিষ্ক্ষেপ করব, তখন বিক্রয় নির্ধারিত হয়ে যাবে ; (৩) 'মুলামাসা'— অর্থাৎ যদি কেউ কোন কাপড় স্পর্শ করে, তখনই বিক্রি নির্ধারিত হয়ে যায়, যদিও সে ব্যক্তি তা খুলে না দেখে। ১

৩৩৪৬. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ও দু'ধরনের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। হাদীছটি সুফয়ান ও 'আবদুর রায়যাক একত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩৩৪৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাবলুল হাবলার'২ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

৩৩৪৮. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)..... ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন : হাবলুল হাবলা— এরূপ বিশেষ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যে, ক্রয়কৃত উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করবে এবং তার বাচ্চা সম্ভব হলে পরে সে উষ্ট্রীর মূল্য পরিশোধ করা হবে।

৩৩৪৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাবলুল হাবলার'২ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

৩৩৫০. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)..... ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন : হাবলুল হাবলা— এরূপ বিশেষ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যে, ক্রয়কৃত উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করবে এবং তার বাচ্চা সম্ভব হলে পরে সে উষ্ট্রীর মূল্য পরিশোধ করা হবে।

৩৩৫১. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)..... ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন : হাবলুল হাবলা— এরূপ বিশেষ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যে, ক্রয়কৃত উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করবে এবং তার বাচ্চা সম্ভব হলে পরে সে উষ্ট্রীর মূল্য পরিশোধ করা হবে।

১. এতে ক্রেতার বা বিক্রেতার-উভয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। (অনুবাদক)

২. এধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে এরূপ খাত থাকে যে, যখন ক্রয়কৃত উষ্ট্রীর বাচ্চা-বাচ্চা জন্ম নেবে, তখন এর মূল্য পরিশোধ করা হবে এর আগে নয়। শরীআতের দৃষ্টিতে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। (অনুবাদক)

৩২০. بَابُ فِي بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

৩২০. অনুচ্ছেদ : ঠেকায় পড়ে বিক্রি করা

৩২৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا هُشَيْمٌ أَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ نَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبْنَا عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَوْ قَالَ قَالَ عَلَى قَالَ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعْضُ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَيَبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ .

৩৩৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইসা (র.)..... 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন একজন অপর জনকে দাঁত দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করবে। এ সময় সম্পদশালী ব্যক্তির তাদের সম্পদ দান করতে চাইবে না, অথচ তাদের এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি। যেমন আল্লাহর বাণী :

وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে ভুলবে না। অথচ তারা একে অন্যের নিকট ঠেকায় পড়ে বিক্রি করবে। আর নবী ﷺ ঠেকায় পড়ে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। একই রূপে তিনি ধোকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং ফল পাকার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩২১. بَابُ فِي الشَّرِكَةِ

৩২১. অনুচ্ছেদ : শরীকী কারবার সম্পর্কে

৩২৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصِّيَصِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمْ .

৩৩৫০. মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন : আমি দুই শরীকের মধ্যে তৃতীয়, যতক্ষণ না তারা একে

অপরের প্রতি খিয়ানত করে। এরপর যখন তাদের কেউ অন্যের প্রতি খিয়ানত করে, তখন আমি তাদের সংস্রব পরিত্যাগ করি। (ফলে সে যৌথ কারবারে বরকত উঠে যায়।)

৩২২. بَابُ فِي الْمَضَارِبِ يُخَالِفُ

৩২২. অনুচ্ছেদ : ব্যবসায়ীর বৈপরীত্য সম্পর্কে

৩২৫১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَزَفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَيُّ عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أَصْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ فَآتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَيُبَيِّعُهُ فَكَانَ لَوَاشْتَرَى ثَرَابًا لَرِيحَ فِيهِ .

৩৩৫১. মুসাদ্দাদ (র.).....উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী তাকে কুরবানীর পশু অথবা বকরী ক্রয়ের জন্য একটি দীনার দেন। তিনি তা দিয়ে দু'টি বকরী ক্রয় করেন। পরে একটিকে এক দীনারে বিক্রি করেন এবং একটি বকরী ও এক দীনার নবী -এর খিদমতে পেশ করেন। তখন তিনি তার কারবারে বরকতের জন্য দু'আ করেন। ফলে তার ব্যবসায় এত উন্নতি হয় যে, তিনি যদি মাটিও খরিদ করতেন, তবু তিনি তাতে লাভবান হতেন।

৩৩৫২. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا أَبُو الْمُنْذِرِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ نَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرَيْتِ عَنْ أَبِي لَيْدٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلَفٌ .

৩৩৫২. হাসান ইবন সাব্বাহ (র.).....উরওয়া বারিকী (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এর শব্দের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৩৩৫৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أَصْحِيَّةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أَصْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ .

৩৩৫৩. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.).....হাকীম ইবন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ তাকে একটি দীনার দিয়ে কুরবানীর পশু খরিদের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এক দীনার দিয়ে কুরবানীর পশু খরিদ করে, পরে তা দুই দীনারে বিক্রি করে দেন। এরপর তিনি নবী -এর জন্য এক দীনারে একটি কুরবানীর পশু খরিদ করেন এবং নগদ এক দীনার নিয়ে

তার খিদমতে হাযির হন। তখন নবী ﷺ উক্ত দীনারটি দান করে দেন এবং তার ব্যবসায়ে বরকতের জন্য দু'আ করেন।

৩২৩. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَتَجَرُّ فِي مَالِ الرَّجُلِ بغيرِ اِذْنِهِ

৩২৩. অনুচ্ছেদ : মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার মাল দিয়ে কারো ব্যবসা করা

৩২৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو أُمَامَةَ نَا عَمْرُ بْنُ حَمْرَةَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ قَرْقِ الْأَرَزِّ فَيَكُنْ مِثْلَهُ قَالُوا وَمَنْ صَاحِبُ الْأَرَزِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ حِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَذْكُرُوا أَحْسَنَ عَمَلِكُمْ قَالَ وَقَالَ الثَّلَاثُ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقِ أَرَزٍّ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ فَنَمَرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقْرًا وَرِعَاءَ هَا فَلَقِينِي فَقَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ أَذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَاءِ فَخُذْهَا فَذَهَبَ فَاسْتَأْجَرَهَا .

৩৩৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.).....'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 'ফারকিল আরকয্যের' মত হতে সক্ষম, সে যেন তার মত হয়। সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! 'ফারকিল আরকয্যে' কে ? তখন তিনি গুহাবাসী (তিন ব্যক্তির) হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : যখন তাদের গর্তের মুখে বিরাট প্রস্তরখণ্ড এসে পড়ে, তখন তারা বলে, এখন তোমরা তোমাদের জীবনের উত্তম আমলের কথা উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দু'আ কর। তখন তাদের তৃতীয় ব্যক্তি বলে : ইয়া আল্লাহ ! আপনি জানেন আমি জনৈক ব্যক্তিকে এক ফারক চাউলের বিনিময়ে মজুর হিসাবে নিয়োগ করি। সন্ধ্যার সময় আমি তাকে তার মজুরী দিতে চাইলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং চলে যায়। এরপর আমি তার মজুরীর চাউল বিক্রি করে তা দিয়ে ক্ষেত-কৃষি করি এবং পরে তা দিয়ে গরু খরিদ করি এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখালও নিয়োগ করি। এরপর সে ব্যক্তি আমার সাথে (বহুদিন পর) সাক্ষাৎ করে এ বলে : আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দিন। তখন আমি বলি : তুমি এই গরুগুলো এবং এর রাখালদের নিয়ে যাও। তখন সে ব্যক্তি তা ভাড়িয়ে নিয়ে যায়।^১

১. এরূপ যে ব্যক্তি বলে : ইয়া আল্লাহ ! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার সাথে এরূপ আচরণ করেছি। তাই এর বিনিময়ে তুমি আমাদের এবিপদ থেকে রক্ষা কর। সে ব্যক্তির এ দু'আ কবুল হয় এবং গর্তের মুখ থেকে ভারি পাথর আল্লাহর কুদরতে সরে যায় এবং তারা বিপদমুক্ত হয়। মানুষের উপকার ও নেক আমল করার প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নবী (সা.) এ হাদীছ বর্ণনা করেন। (অনুবাদক)

৩২৬. بَابُ فِي الشَّرَكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

৩২৪. অনুচ্ছেদ : মূলধন ব্যতীত লভ্যাংশে শরীক হওয়া

৩৩৫৫. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا يَحْيَى نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَارُ وَسَعْدٌ فِي مَا نَصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرٍ يَنْ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَارُ بِشَيْءٍ .

৩৩৫৫. ‘উবায়দুল্লাহ (র.).....‘আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি, ‘আম্মার এবং সা‘দ (রা.) বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদে শরীক হই। তিনি আরো বলেন : এরপর সা‘দ দু’জন বন্দী নিয়ে আসেন এবং আমি ও ‘আম্মার (রা.) কিছুই আনি নি।

৩২৫. بَابُ فِي الْمَزَارَعَةِ

৩২৫. অনুচ্ছেদ : কৃষি জমি বর্গা দেওয়া

৩৩৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمَزَارَعَةِ بَاسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا فَذَكَرْتُهِ لَطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ لِيَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خِرَاجًا مَّعْلُومًا .

৩৩৫৬. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.).....ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কৃষি জমি বর্গা দেয়াকে আমি খারাপ মনে করতাম না। এরপর আমি রাফি‘ ইবন খাদীজ (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি তাউসের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : ইবন ‘আব্বাস (রা.) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেন নি। তবে তিনি বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ তার জমি কৃষির জন্য বর্গা দেয়, তবে তা ঐ ব্যবস্থার চাইতে উত্তম যে, কাউকে তা নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে দেবে।

৩৩৫৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ الْمُعْنَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَارٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا آتَاهُ رَجُلَانِ قَالَ مُسَدَّدٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا قَدْ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لَا تُكْرُوا
الْمَزَارِعَ .

৩৩৫৭. আবু বাকর ইবন আবী শায়বা (র.).....' উরওয়া ইবন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) বলেছেন : আল্লাহ রাফি' ইবন খাদীজ (রা.)-কে ক্ষমা করুন ! আল্লাহর শপথ ! আমি এ হাদীছ সম্পর্কে তার চাইতে অধিক অবহিত। ঘটনাটি এরূপ : একদা দু'জন আনসার সাহাবী পরস্পর মারামারি করে নবী ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের অবস্থা যদি এই হয়, তবে তোমরা জমি বর্ণা দেবে না। মুসাদ্দিদ (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) শুধু এতটুকু শোনে : তোমরা জমি বর্ণা দেবে না।

২৩৫৮ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي لَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِ مِنَ
الزَّرْعِ وَسَعْدٍ بِأَلْمَاءٍ مِنْهَا فَفَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ
أَوْ فِضَّةٍ .

৩৩৫৮. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.).....সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নালার নিকটবর্তী কৃষি উপযোগী জমি এবং যেখানে আপনা-আপনি পানি উঠতো, তা বর্ণা দিতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং আমাদের এরূপ নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন সোনা বা রূপার বিনিময়ে জমি লাগাই।

২৩৫৯ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى نَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ نَا لَيْثٌ كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّفْظُ لِلْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي
حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالدَّهَبِ
وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَبَّاسٌ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى
الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهِلِكَ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكَ
هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَّضْمُونٌ مَّعْلُومٌ فَلَبَّاسٌ بِهِ

وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ أَيْمٌ وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوُهُ .

৩৩৫৯. ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র.).....হানযালা ইব্ন কায়স আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.)-কে সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : এতে দোষের কিছু নেই। তিনি আরো বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় লোকেরা নালার পার্শ্ববর্তী ফসলের জমি এবং কোন জমির বিশেষ অংশে উৎপন্ন ফসলের উপর জমি বর্গা দিত। তাই কখনো নালার পার্শ্ববর্তী জমির ফসল নষ্ট হতো এবং অন্য ফসল নিরাপদ থাকতো। সে সময় লোকদের মাঝে কেবল মাত্র এই প্রথা চালু ছিল। তাই নবী ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেন। অবশ্য যা নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকবে, সেখানে এরূপ করলে তাতে দোষের কিছু নেই।

۲۳۶۰ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقُلْتُ أِبَالِذَّهَبٍ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَبَّاسٌ بِهِ .

৩৩৬০. কুযায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).....হানযালা ইব্ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.)-এর নিকট জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। এরপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : যদি সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি লাগানো হয় ? তিনি বলেন : যদি সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি লাগানো হয়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই।

۳۲۶ . بَابُ فِي التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

৩২৬. অনুচ্ছেদ : জমি বর্গা না দেওয়া সম্পর্কে

۲۳۶۱ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ يُكْرَى أَرْضُهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ

১. জমি লাগান দেওয়ার সময়, জমির মালিক ও কৃষক একটি বিশেষ চুক্তিতে একমত হয়; যারফলে পরবর্তীতে গোলমালের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই এতে দোষের কিছু নেই। (অনুবাদক)

الْأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمِّي وَكَأَنَّا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَتْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعَبِيدُ اللَّهِ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَذَلِكَ رَوَى زَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَكَذَا رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عَمِّهِ ظَهْيَرِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৩৬১. আবদুল মালিক (র.)...সালিম ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্ন উমার (রা.) তাঁর জমি বর্গা দিতেন। এর পর তিনি জানতে পারেন যে, এ সম্পর্কে রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেন। তখন আবদুল্লাহ্ (রা.) তাঁর সংগে সাক্ষাত করে বলেন : হে ইব্ন খাদীজ! আপনি জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কোন্ হাদীছ বর্ণনা করেন? তখন রাফি (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) কে নিলেন : আমি আমার দু'জন চাচার নিকট শ্রবণ করেছি, যারা বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন, তারা তাদের পরিবারবর্গের নিকট থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় জমি বর্গা দেওয়া হতো। এর পর আবদুল্লাহ্ (রা.) এই ভয়ে যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ জারী করেছেন, যার খবর তিনি রাখেন না, তাই তিনি জমি বর্গা দেওয়া পরিত্যাগ করেন।

২৩৬২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسِرَةَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا سَعِيدُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نَخَاطِبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَا قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ الْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يَكْرِهْهَا بَيْتُكَ وَلَا بَرْبُعٍ وَلَا بَطْعَامٍ مُسْمًى .

৩৩৬২. উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র.)....রাফি ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় জমি বর্ণা দিতাম। এর পর আমার এক চাচা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে আমরা উপকৃত হতাম। কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ আমাদের জন্য অধিক উপকারী। রাবী বলেন, তখন আমরা তাকে বললাম : তা কিরূপ? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, তার উচিত নিজে তা চাষাবাদ করা অথবা নিজের ভাইকে দিয়ে চাষাবাদ করানো। কিন্তু তিন ভাগের এক ভাগ, বা চার ভাগের এক ভাগ অথবা কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল দেওয়ার চুক্তিতে জমি বর্ণা দেওয়া ঠিক হবে না।

۳۳۶۳ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعُ نَا عَنْ عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ بِنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِّنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَاوْطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ أَرْفُقُ بِنَاهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ .

৩৩৬৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র.)....রাফি ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আবু রাফি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হতে আমাদের কাছে এসে বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এমন কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যাতে আমরা উপকৃত হতাম। বস্তুত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুসরণই আমাদের জন্য অধিক উপকারী। তিনি আমাদের নিজস্ব জমি ছাড়া অন্য জমিতে চাষাবাদ করতে নিষেধ করেছেন। অথবা তিনি এমন জমি চাষাবাদ করতে বলেছেন, যার জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি।

۳۳۶۴ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنْ اسْتَقْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدِّعَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفْصَلُ بْنُ مَهْلَهٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ شُعْبَةُ أُسَيْدُ بْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .

৩৩৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)....মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উসায়দ ইব্ন যুহায়র (র.) হতে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, একদা রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) আমাদের কাছে এসে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে তোমরা উপকৃত হতে। বস্তুত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণই তোমাদের জন্য অধিক উপকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের 'হাকল' হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : যে ব্যক্তি তার জমির মুখাপেক্ষী নয়, সে যেন তা তার ভাইকে দেয়, অথবা খালি ফেলে রাখে।

৩৩৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ قَالَ بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ قُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَّغْنَا عَنْكَ فِي الْمَزَارَعَةِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَاسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثُ فَاتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظَهِيرٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعُ ظَهِيرٍ قَالُوا لَيْسَ لِظَهِيرٍ قَالَ لَيْسَ أَرْضُ ظَهِيرٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فَلَانٍ قَالَ فَخَنُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوْا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ رَافِعٌ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ سَعِيدٌ أَفْقِرَ أَخَاكَ أَوْ أَكْرَهَ بِالذَّرَاهِمِ .

৩৩৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র.)....আবু জাফর খাতমী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমার চাচা আমাকে এবং তার একটি গোলামকে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা.) নিকট প্রেরণ করেন। তখন আমরা তাকে বলি : আমরা আপনার তরফ থেকে বর্ণিত জমি বর্ণা দেওয়া সম্পর্কে একটি হাদীছের খবর জানতে পেরেছি। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) জমি বর্ণা দেওয়াতে দোষণীয় বলে মনে করতেন না। পরে তিনি রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে অবহিত হন। তখন তিনি রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু হারিছায় গমন করে জহীরের জমিতে উৎপন্ন ফসল দেখে বলেন, জহীরের ফসল কি উত্তম! তখন উপস্থিত সাহাবীরা বলেন : এ জমি যহীরের নয়। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : এ জমি কি যহীরের নয়? তারা বলেন : হ্যাঁ, তবে এর ফসল অমুক ব্যক্তির। এ কথা শুনে তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের ফসল নিয়ে যাও এবং তাকে তার শ্রমের বিনিময় দিয়ে দাও।

রাবী রাফি (রা.) বলেন : তখন আমরা চাষীকে তার শ্রমের বিনিময় প্রদান করি এবং আমাদের ক্ষেত ফেরত নিয়ে নিই।

রাবী সাঈদ (রা.) বলেন : হয় তুমি তোমার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাও (তোমার জমি চাষাবাদ করতে দিয়ে), নয়তো দিরহামের বিনিময়ে জমি বর্ণা দাও।

৩৩৬৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةُ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مَنَحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا يَذْهَبُ أَوْ فِضَّةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِي قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمْ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ إِنِّي لَيَتِيمٌ فِي حَجَرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فَلَانَةً بِمِائَتِي دِرْهَمٍ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ كَرَى الْأَرْضِ .

৩৩৬৬. মুসাদ্দাদ (র.)....রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘মুহাকালার’ এবং ‘মুরাবানার’ হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : চাষাবাদের পদ্ধতি হল তিন ধরনের : (১) যার জমি আছে, সে নিজে তা চাষাবাদ করবে; (২) অন্যের জমি আর নিয়ে তা চাষাবাদ করবে এবং (৩) সোনা বা রূপার বিনিময়ে জমি নিয়ে তা চাষাবাদ করবে ।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : আমি সাঈদ ইব্ন ইয়াকুব তালিকানীকে এটি পরে শোনাই । এরপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : আপনার নিকট ইব্ন মুবারক কি কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন ? আমার নিকট সাঈদ ইব্ন আবু সুজা : ‘উসমান ইব্ন সাহল ইব্ন রাফি “ইব্ন খাদীজ (রা.) হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন : আমি ইয়াতীম ছিলাম এবং রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) আমাকে লালন পালন করেন । আমি তাঁর সঙ্গে হাজ্জও আদায় করি । এরপর আমার ভাই ইমরান ইব্ন সাহল এস তাঁর কাছে বর্ণনা করেন যে, আমি দু’শত দিরহামের বিনিময়ে আমার জমি অমুক ব্যক্তির নিকট বর্গা দিয়েছি । তখন তিনি বলেনঃ তুমি তোমার জমি ছাড়িয়ে নাও । কেননা, নবী ﷺ জমি বন্ধক দিতে নিষেধ করেছেন ।’

৩৩৬৭. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا بَكِيرٌ يَعْنِي بَنَ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ فَقَالَ زَرْعِي بِيَذْرِي وَعَمَلِي لِي الشَّطْرُ وَلِبْنِي فَلَانَ الشَّطْرُ فَقَالَ أَرَبَيْتَهَا فَرَدَّ الْأَرْضَ إِلَى أَهْلِهَا وَخَذَ نَفَقَتَكَ .

১. ‘মুহাকালার’ বলা হয়, শুকনো ফসল বা শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া ।

২. ‘মুরাবানার’ বলা হয়, শকুনো ফলের বিনিময়ে ফলের বাগান বিক্রি করা । এক্রপ করা বৈধ নয় । (অনুবাদক)

৩. সম্ভবত : এটি বিশেষ কোন ব্যাপারের সাথে সম্পৃক্ত । কেননা টাকার বিনিময়ে জমি লাগান নেওয়া বা দেওয়া দূরস্ত ।

৩৩৬৭. হারুন ইবন আবদুল্লাহ্ (র.)....রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি জমি চাষাবাদ করেন। একদা নবী ﷺ সে জমির পাশ দিয়ে এমন সময় যাচ্ছিলেন, যখন রাফি' তাঁর ক্ষেতে পানি দিচ্ছিলেন, তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : এ ফসল কার এবং এ জমির মালিক কে? তখন রাফি (রা.) বলেনঃ এ ফসল আমার, বীজ আমার এবং শ্রমও আমার। তবে এ শর্তে যে, অর্ধেক ফসল আমার এবং বাকী অর্ধেক জমির মালিকের। তখন তিনি বলেনঃ তুমি তো সুদের মত কারবার করেছ। তুমি জমির মালিককে তার জমি ফিরিয়ে দাও এবং তোমার যা খরচ হয়েছে, তা তার থেকে নিয়ে নাও।^১

৩২৭. بَابُ فِي زَرْعِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

৩২৭. অনুচ্ছেদ : জমির মালিকের বিনা অনুমতিতে তার জমি চাষ করা

৩২৬৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِي الْأَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

৩৩৬৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)....রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির জমিতে তার অনুমতি ছাড়া চাষাবাদ করে, সে ফসলের কিছুই পাবে না। অবশ্য সে তার পারিশ্রমিক পাবে।

৩২৮. بَابُ فِي الْمُخَابَرَةِ

৩২৮. অনুচ্ছেদ : জমি ভাগে বণ্টন দেওয়া

৩২৬৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا إِسْمَاعِيلُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَّادًا وَعَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَاهُم كُلَّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَزَابَنَةِ وَالْمَحَاقِلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةُ وَقَالَ الْآخَرُ بَيْعِ السَّنَيْنِ ثُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنِ السُّنِّيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

১. আলোচ্য হাদীছটি ও বিশেষ কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। অন্যথায় এ ধরনের ভাগ, যাতে উভয় পক্ষের অর্থাৎ চাষীর ও জমির মালিকের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, তা জাইয। সাধারণতঃ উভয় পক্ষের মধ্যে, কোন পক্ষের যদি কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে এরূপ করা উচিত নয়। (অনুবাদক)

৩৩৬৯. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা^১, মুহাকাল^২ মুখাবারা^৩ এবং মু'আওয়ামা^৪ করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ইসতিছনা^৫ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৩৭০. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ أَبُو حَفْصٍ نَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ التَّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ .

৩৩৭০. আমার ইবন ইয়াযীদ (র.)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা, মুহাকাল ও ইসতিছনা করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য যদি তার পরিমাণ নির্ধারিত থাকে, তবে তা জাইয।

৩৩৭১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا ابْنُ رَجَاءٍ يَعْنِي الْكَلْبِيَّ قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَذَرَ الْمَخَابِرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

৩৩৭১. ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (র.)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মুখাবারা পরিত্যাগ করে না, সে যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখে।

৩৩৭২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَخَابِرَةِ قُلْتُ وَمَا الْمَخَابِرَةُ قَالَ أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ .

৩৩৭২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র.)...যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, মুখাবারা কি? তখন তিনি বলেন : অর্ধেক, তিন ভাগের এক ভাগ অথবা চার ভাগের একভাগ দেওয়ার শর্তে জমি বর্ণা দেওয়া।

১. মুযাবানা হলো শুকনো ফলের বিনিময়ে ফলের বাগান বিক্রি করা।
২. মুহাকাল হলো শুকনো ফসল বা শস্যের বিনিময়ে জমি ভাগে দেওয়া।
৩. মু'আওয়ামা হলো কয়েক বছরের জন্য কোন বাগানের ফল এব সংগে বিক্রি করা।
৪. ইসতিছনা হলো ফসলের কিছু অংশকে মোট অংশ হতে পার্থক্য করা।
৫. কারো কারো মতে খায়বরের হাদীছ দ্বারা এ হাদীছ মানসূখ হয়েছে। কেননা, নবী (সা.) খায়বর বাসীদের সাথে মুখাবারা করেছিলেন। (অনুবাদক)।

৩২৯. بَابُ فِي الْمَسَاقَاةِ

৩২৯. অনুচ্ছেদ : গাছের ফল বন্টন সম্পর্কে

৩২৭৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .

৩৩৭৩. আহমদ ইবন হাম্বল (র.).... ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খয়বরের অধিবাসীদের সাথে গাছের ফল অথবা ক্ষেতের ফসলের উপর অর্ধেক ভাগে লেনদেন সম্পন্ন করেন।

৩২৭৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ غَنْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَارْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا .

৩৩৭৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.).... ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ খায়বরের ইয়াহুদীদের এ শর্তে বাগান এবং জমি প্রদান করেন যে, তারা তাতে ফসল উৎপন্ন করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদান করবে।

৩২৭৫. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّقِيُّ نَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مِمْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أَنْ لَهُ الْأَرْضُ وَكُلُّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَقَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ فَأَعْطَانَا عَلَى أَنْ لَكُمْ نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفُ الْفَرْعِ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرِمُ النَّخْلَ بَعَثَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخُرْصَ فَقَالَ فِي ذِمِّ كَذَا وَكَذَا قَالُوا أَكْثَرَتْ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ فَأَنَا إِلَى حَزْرِ النَّخْلِ وَأَعْطَيْكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُمْ قَالُوا هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ .

৩৩৭৫. আয়্যুব ইবন মুহাম্মদ (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর বিজয়ের পর এরূপ শর্ত লাগান যে, যমীন আমি নিয়ে নেবো এবং এখানে যে সোনা-রূপা পাওয়া যাবে, তাও আমার। তখন খায়বরবাসীগণ বলেন : আমরা আপনাদের চাইতে

চাষাবাদে বিশেষ পটু, তাই আপনি এ শর্তে খায়বরের জমি আমাদের প্রদান করুন যে, এর উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক হবে আপনার এবং বাকী অর্ধেক হবে আমাদের। তখন নবী ﷺ এ শর্তে তাদের জমি প্রদান করেন। এরপর যখন খেজুর কাটার সময় আসতো, তখন নবী (স,) আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) কে তাদের নিকট পাঠাতেন। তিনি সেখানে গিয়ে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করে বলতেন : এ বাগানে এত পরিমাণ খেজুর হবে। মদীনাবাসীদের পরিভাষায় একে 'খারুস' বলা হতো। তখন তারা বলতো : ওহে ইবন রাওয়াহা (রা.) ! আপনি তো বেশী আন্দায করলেন। তখন তিনি বলেন : তাহলে আমি খেজুর কাটার ব্যবস্থা করি এবং আমি যা আমান করেছি তার অর্ধেক তোমাদের দেই। তখন তারা বলেঃ না, আপনার অনুমানই সত্য এবং এ সত্যের কারণে আসমান ও যমীন স্থির আছে। আর আমরা আপনার অনুমান অনুযায়ী ফল গ্রহণে রাফি আছি।

৩৩৭৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكُلُّ صَفْرَاءَ وَيَيْخُضَاءَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ .

৩৩৭৬. 'আলী ইবন সাহল (র.)... জা'ফর ইবন বুরকান (রা.) থেকে উপরোক্ত সনদে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) বলেন : এরপর তারা নিজেরাই খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে থাকে। রাবী আরো বলেনঃ 'সাফরা' ও 'বায়যা' শব্দের অর্থ হলো : সোনা ও রূপা, যার মালিক হবেন নবী করীম।

৩৩৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ نَا مَيْمُونٌ عَنْ مَقْسَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدٍ قَالَ فَحَزَرَ النَّخْلَ قَالَ فَأَنَا إِلَى جِذَازِ النَّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ .

৩৩৭৭. মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র.)....মিকসাম (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত, যেরূপ উপরে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ খায়বর যখন জয় করেন। এর পর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের আরূপ বর্ণনা করে বলেনঃ তিনি খেজুরের আনুমান করেন। পরে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) বলেনঃ আমি খেজুর কাটাব এবং আমি যে আনুমান করেছি, তার অর্ধেক তোমাদের দেব।

৩৩. بَابُ فِي الْخَرْصِ

৩৩০. অনুচ্ছেদ : আনুমান করা সম্পর্কে

৩৩৭৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ

يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزُّكُوةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَارُ وَتُفَرَّقَ .

৩৩৭৮. ইয়াহইয়া ইব্ন মাস্নিন (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)-কে প্রতি বছর খায়বর পাঠাতেন, যাতে তিনি খেজুর পাকার সময়, খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার আগে তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন। এরপর তিনি খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করে ইয়াহুদীদের ইখতিয়ার দিতেন যে, তারা এ পরিমাণ নিতে পারে অথবা ঐ পরিমাণ গ্রহণ করে, বাকি অংশ তাঁকে প্রদান করে, যাতে ফলগুলো খাওয়া যায় এবং ছড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তার যাকাতও পরিশোধ করা যায়।

৩৩৭৯. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَائِقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ .

৩৩৭৯. ইব্ন আবী খালাফ (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ তা'আলা বিনা যুদ্ধে খয়বরকে তাঁর রাসূলকে প্রদান করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানকার অধিবাসীদের সেরূপ রাখেন, যেসূরূপ তারা ছিলো। তিনি তাদের উৎপাদিত ফসলের শরীক হন। এর পর তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)-কে সেখানে প্রেরণ করেন, যিনি সেখানে গিয়ে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করেন এবং তাদের থেকে অর্ধেক ফল নিয়ে নেন।

৩৩৮০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيْرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسَقٍ .

৩৩৮০. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) খায়বরে প্রাপ্ত খেজুরের অনুমান করেন-চল্লিশ হাজার ওসক। এর পর তিনি যখন সেখানকার ইয়াহুদীদের ইখতিয়ার দেন, তখন তারা বিশ হাজার ওসক পরিমাণ দিতে সম্মত হয় এবং খেজুর তাদের অধিকারে নিয়ে নেয়।

৩৩৮১. بَابُ فِي كَسْبِ الْمَعْلَمِ

৩৩৮১. অনুচ্ছেদ : শিক্ষকের পারিশ্রমিক সম্পর্কে

৩৩৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ ابْنِ زِيَادَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ

عَلَّمْتُ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَ فَأَهْدَى إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَبِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَا سَأْلَهُ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَى قَوْسٍ مِّمَّنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِّنْ نَّارٍ فَأَقْبِلْهَا .

৩৩৮১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র.).... ‘উবাদা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আহলে-সুফ্যার কিছু লোককে লেখা এবং কুরআন পড়া শিখাতাম। তখন তাদের একজন আমার জন্য একটি ধনুক হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করে। তখন আমি ধারণা করি যে, এ তো কোন মাল নয়, আমি এ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাযী করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি যাদের কুরআন পড়া এবং লেখা শেখাই, তাদের একজন আমাকে হাদিয়া হিসাবে একটি ধনুক প্রদান করেছে, যা কোন মালই নয়। আমি এ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাযী করব। তিনি ﷺ বলেন : তুমি যদি তোমার গলায় জাহান্নামের কোন বেড়ী পরাতে চাও, তবে তুমি তা গ্রহণ কর।^১

৩৩৮২. ২৩৮২ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا بَقِيَّةُ حَدِيثِي بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ عَمَرُو وَحَدَّثَنِي عَبَادَةُ بْنُ نُسَيْبٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ فَقُلْتُ مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقْلُدُتُهَا أَوْ تَعْلَقُتُهَا .

৩৩৮২. আমার ইবন ‘উছমান (র.).... ‘উবাদা ইবন সামিত (রা.) এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আগের হাদীছটি সম্পূর্ণ। (এ হাদীছে তিনি বলেনঃ) তখন আমি বলিঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন তিনি বলেনঃ এতো অংগার, যা তুমি তোমার দুটি কাঁধে ঝুলিয়েছ!

৩৩২. ৩৩২ . بَابُ فِي كَسْبِ الْأَطْبَاءِ

৩৩২. অনুচ্ছেদ : চিকিৎসকদের মজুরী সম্পর্কে

৩৩৮২. ২৩৮২ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَهْطًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَيٍّ

১। ইমাম আবু হানীফা (র) হাদীছের বাহ্যিক অর্থের দিকে খেয়াল করে কুরআন শিখানোর জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে ‘মাকরুহ’ বলেছেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ‘আলিমগণ এবং অধিকাংশ ‘আলিমের মত এর পক্ষে দেখা যায়। বিশেষতঃ এ যুগে, যখন কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করে, তাতে দোষের কিছু নেই। সম্ভবতঃ সতর্কতা অবলম্বন হেতু ইমাম আবু হানীফা (র) একে ‘মাকরুহ’ বলেছেন (অনুবাদক)।

مِنَ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ قَالَ فُلْدِرْغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَشَفُّوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ سَيِّدَنَا لِدِرْغَ فَشَفُّوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ يَعْزِي رُقِيَّةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ اسْتَخَفُّنَا كُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِّنَ الشَّاءِ فَاتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأَمِّ الْكُتُبِ وَيَتَفَلَّحُ حَتَّى بَرَّءَ كَانَمَا أَنْشَطَ مِنْ عَقَالٍ قَالَ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَسْتَأْمِرَهُ فَعَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ أَحْسَنْتُمْ وَأَضْرَبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ .

৩৩৮৩. মুসাদ্দাদ (র.)....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের একটি দল কোন এক সফরে থাকাকালে তাঁরা আরবের একটি গোত্রের নিকট অবতরণ করেন এবং তাদের নিকট মেহমান হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তারা তাদেরকে আতিথেয় বরণ করতে অস্বীকার করে।

রাবী বলেনঃ এ গোত্রের নেতাকে বিষাক্ত জীবে দংশন করে। তারা তার চিকিৎসার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। তখন তাদের কেউ কেউ বলে, যদি তোমরা এই দলের লোকদের নিকট গমন কর, যারা তোমাদের কাছে অবস্থান করছে, তবে এদের কারো কাছে এরূপ কিছু থাকতে পারে, যাতে তোমাদের নেতার উপকার হতে পারে। তখন সে গোত্রের একজন সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেঃ আমাদের নেতাকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে এবং সব ধরনের চিকিৎসা সত্ত্বেও তার কোন উপকার হচ্ছে না, এখন তোমাদের মাঝে এমন কোন ঝাড়-ফুককারী আছে কি না, যে তাকে রোগমুক্ত করতে পারে? তখন সাহাবীদের একজন বলেনঃ আমি তো ঝাড়-ফুক দ্বারা চিকিৎসা করি। কিন্তু ব্যাপার হলো আমরা তোমাদের মেহমান হতে চেয়েছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমান হিসাবে গ্রহণ করতে রাগি হওনি। এখন আমি কোন ঝাড়-ফুকই করব না, যতক্ষণ না তোমরা এর পারিশ্রমিক দেবে। তখন তারা তাঁকে এক পাল ছাগল প্রদান করতে চায়। সাহাবী সে ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে দংশিত স্থানে ধুতুর প্রলেপ দিতে থাকেন, যাতে সে রোগমুক্ত হয় এমন ভাবে, যেমন কোন ব্যক্তি রশির বন্ধন হতে মুক্তি পায়। তখন সে গোত্রের লোকেরা উক্ত সাহাবীকে যে বিনিময় দিতে চেয়েছিল, তা প্রদান করে। তখন তাঁরা বলেন : আসুন, আমরা এগুলো বন্টন করে নেই। তখন ঝাড়-ফুকদাতা সাহাবী বলেনঃ তোমরা ততক্ষণ বন্টন করো না, যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত

হই এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। এর পর সাহাবীগণ পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে ঘটনাটি তাঁর নিকট বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কিরূপে জানলে যে, এটি একটি ঝাড়-ফুঁকের মত্ন ? তোমরা খুব ভাল কাজ করেছ। তোমরা তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ নির্ধারণ কর।

২৩৮৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْثُرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبُدِ بْنِ سَيْثُرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

৩৩৮৪. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের আনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

২৩৮৫. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِنَا أَبِي نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَأَرَقْنَا لَنَا هَذَا الرَّجُلُ فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهِ فِي الْقِيُودِ فَرَقَاهُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدَوَةً وَعَشِيَّةً وَكَلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بَرَاقَةً ثُمَّ تَفَلَ فَكَانَمَا أَنْشَطُ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بَرَقِيَّةً بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بَرَقِيَّةً حَقًّا .

৩৩৮৫. 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র.)....খারিজা ইব্ন সুলুত (রা.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা তিনি কোন এক কাণ্ডের পাশ দিয়ে গমন কালে সেখানকার কিছু লোক তার কাছে এসে বলে : আপনি তো ঐ ব্যক্তির [নবী ﷺ -এর] নিকট থেকে কিছু মংগল নিয়ে এসেছেন, এখন আপনি আমাদের এ ব্যক্তির উপর ঝাড়-ফুঁক করুন। তখন তারা জনৈক শৃঙ্খলাবদ্ধ পাগলকে তাঁর কাছে নিয়ে আসে। তিনি তার উপর তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পাঠ করে থুথু জমা করে তার শরীরে নিক্ষেপ করতে থাকেন। ফলে সে ব্যক্তির অবস্থা এমন ভাল হয়ে যায় যে, সে যেন বন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। তখন সে লোকেরা তাঁকে কিছু প্রদান করে। এর পর তিনি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি যা পেয়েছ তা ভক্ষণ কর। আমার জীবনের শপথ! কিছু লোক তো মিথ্যা তত্ত্ব-মত্ন পাঠ করে এর বিনিময়ে অর্জিত মালামাল ভক্ষণ করে। আর তুমি তো সত্য মত্ন পাঠ করে এর বিনিময়ে প্রাপ্ত মাল ভক্ষণ করছো।

৩৩৩. بَابُ فِي كَسْبِ الْحَجَامِ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ : হাজ্জামের উপার্জন সম্পর্কে

৩৩৮৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَسَبُ الْحَجَامِ خَبِيثٌ وَتَمْنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ .

৩৩৮৬. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)....রাফি ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হাজ্জামের উপার্জন নিকৃষ্ট, কুকুর বিক্রির মূল্যও নিকৃষ্ট এবং ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের আয়ও নিকৃষ্ট।

৩৩৮৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْضَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَامِ فَتَهَاةُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ أَنْ أَعْلَفَهُ نَا ضِحَكَ وَرَقِيقَكَ .

৩৩৮৭. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)....মুহাইয়াযা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শিংগা লাগিয়ে এর বিনিময় গ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি চান। তখন তিনি তাকে এরাপ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি বারবার এ ব্যাপারে নবী ﷺ-এর অনুমতি চাইতে থাকলে পরে তিনি ﷺ বলেন : এর বিনিময় লব্ধ উপার্জন দিয়ে তুমি তোমার উটের খাদ্য ক্রয় করবে এবং তোমার গোলামকে তা প্রদান করবে।

৩৩৮৮. حَدَّثَنَا مَسَدُّ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ نَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِ .

৩৩৮৮. মুসাদ্দাদ (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে শিংগা লাগাবার পর, শিংগা লাগানোওয়ালাকে তার বিনিময় প্রদান করেন। যদি তিনি ﷺ তা স্বাৱাপ মনে করতেন, তবে তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করতেন না।

৩৩৮৯. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ .

৩৩৮৯. আল কানাবী (র.)....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু তীবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে শিংগা লাগান। তখন তিনি তাকে এক সা'আ খেজুর দেওয়ার জন্য

۳۳۴. بَابُ فِي كَسْبِ الْأَمَاءِ

٣٣٩٠ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِجَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا حَازِمٍ سَمِعَ أَبَاهُ رِيرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأَمْوَاءِ .

٣٣٩١ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا عِكْرَمَةُ حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَا نَا النَّبِيُّ ﷺ الْيَوْمَ فَذَكَرُ أَشْيَاءَ وَنَهَا نَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخُبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّقْشِ .

٣٣٩٢ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ هُرَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ .

১। জাহিলী যুগে মনিবরা তাদের দাসীর উপর কর ধার্য করতো ফলে, তারা তা পরিশোধের জন্য ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হতো।

২। যদি তারা তা হালালভাবে আয় করে, তবে তা গ্রহণীয়; অন্যথায় তা বর্জনীয় (অনুবাদক)।

৩৩৫. بَابُ فِي عَسْبِ الْفَحْلِ

৩৩৫. অনুচ্ছেদ : পুরুষ পশুকে স্ত্রী পশুর সাথে সংগম করিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ

৩৩৯৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

৩৩৯৩. মুসাদ্দাদ (র.)....নাফে' ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষ পশুকে স্ত্রী পশুর সাথে সংগম করিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৩৬. بَابُ فِي الصَّائِغِ

৩৩৬. অনুচ্ছেদ : স্বর্ণকারের পেশা সম্পর্কে

৩৩৯৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ نَا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَاجِدَةَ قَالَ قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلَامٍ أَوْقَطَعَ مِنْ أُذُنِي فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًّا فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَرَفَعْنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا إِلَيَّ حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ لَهَا فِيهِ فَقُلْتُ لَهَا لَا تَسْلِمِيهِ حَجَّامًا وَلَا صَائِغًا وَلَا قِصَّابًا .

৩৩৯৪. মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.)....মাজিদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কোন ছেলের কান কেটে ফেলেছিলাম, অথবা কেউ আমার কান কেটে নিয়েছিল। এ সময় আবু বাকর (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে আসলে আমরা তাঁর নিকট সমবেত হই। তখন তিনি আমাদের 'উমার (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। এ সময় 'উমার (রা.) বলেন : এতে তো কিসাস গ্রহণ করা যেতে পারে। হাজ্জামকে আমার কাছে ডেকে আন, যাতে সে তার থেকে রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে। এরপর যখন নাপিতকে ডাকা হয়, তখন 'উমার (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি আমার খালাকে একটি গোলাম দান করেছিলাম এবং আমার আশা ছিল যে, এতে তাঁর বরকত হবে। তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম : আপনি এ গোলামকে কোন ক্ষৌরকার, স্বর্ণকার ও কসাইয়ের নিকট সমর্পণ করবেন না।

৩৩৯৫. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَقِيُّ عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِمَعْنَاهُ .

৩৩৯৫. ফযল ইবন ইয়া'কুব (র.)....'উমার ইবন খাত্তাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩৩৯৬. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى نَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ نَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৩৯৬. ইউসুফ ইবন মুসা (র.)....আবু মাজিদ (রা.) 'উমার ইবন খাত্তাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৩৩৯৭. بَابُ فِي الْعَبْدِ يَبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

৩৩৯৭. অনুচ্ছেদ : মালদার গোলাম বিক্রি করা

৩৩৯৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤْتَرًّا فَالْمُتَمَرَّةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

৩৩৯৭. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....সালিম (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি কোন মালদার গোলাম বিক্রি করে, তবে তার সম্পদের মালিক হবে বিক্রেতা। তবে কেনার সময় ক্রেতা যদি শর্তারোপ করে, তবে তা আলাদা ব্যাপার। একই ভাবে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ খেজুর গাছ বিক্রি করে, যার নর ও মাদা খেজুর মিশ্রিত আছে, তবে সে গাছের ফলের মালিক হবে বিক্রেতা। তবে ক্রেতা যদি বিক্রেতার সাথে কোন শর্ত করে, তবে তা আলাদা ব্যাপার।

৩৩৯৮. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِقِصَّةِ النَّخْلِ .

৩৩৯৮. আল-কা'নাবী (র.)....'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কেবল গোলামের কথা এবং নাবি' (র.) ইবন 'উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে কেবল খেজুর গাছের কথা বর্ণনা করেছেন।

৩৩৯৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْمَالِ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

৩৩৯৯. মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি কোন মালদার গোলাম বিক্রি করে, তবে সে গোলামের মালের মালিক হবে বিক্রেতা । তবে ক্রেতা যদি ক্রয়ের সময় গোলামের মালসহ খরিদ করার শর্তারোপ করে, তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার ।

৩৩৮. بَابُ فِي التَّلَقِّي

৩৩৮. অনুচ্ছেদ : ব্যবসায়ীদের বাজারে আসার আগে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মালামাল খরিদ করা

৩৪০০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السِّلْعَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ .

৩৪০০. ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন একজন বিক্রেতার জিনিসের উপর নিজের জিনিস বিক্রি না করে এবং ব্যবসায়ী যতক্ষণ না তার মাল বাজারে আনে, ততক্ষণ তার সাথে সাক্ষাৎ করবে না ।

৩৪০১. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو الرَّقِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَّقٍ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سَفِيَانُ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ أَنْ عِنْدِي خَيْرٌ مِنْهُ بَعْشَرَةً .

৩৪০১. রাবী ইব্ন নাকি (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : নবী ﷺ বাজারে আসার আগে ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিত হয়ে মাল খরিদ করতে নিষেধ করেছেন । যদি কেউ এভাবে কোন মাল ক্রয় করে, তবে বাজারে উপস্থিত হওয়ার পর ব্যবসায়ীর ইখতিয়ার থাকবে ।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন, সুফয়ান (র.) বলেছেন : তোমরা একজন অ্যা জনের বিক্রীত জিনিসের উপর জিনিস বিক্রি করবে না । যেমন এরূপ বলা যে, তার কাছে (এগার টাকায়) যা বিক্রি করা হচ্ছে, এর চাইতে ভাল পণ্যের মূল্য আমার কাছে দশ টাকা মাত্র ।

৩৩১. بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجَشِ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ : ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য দালালী করা নিষিদ্ধ

৩৪০২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنَاجَشُوا .

৩৪০২. আহমদ ইব্ন 'আমর (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পরস্পর জিনিসের মূল্য বাড়াবে না।

৩৪০. بَابُ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

৩৪০. অনুচ্ছেদ : শহরবাসীদের জন্য গ্রামবাসীদের পক্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রি না করা

৩৪০৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا أَبُو ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقُلْتُ مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا .

৩৪০৩. মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শহরবাসীদের গ্রাম হতে শহরে আগত পণ্য বিক্রেতাদের পক্ষে দালাল সেজে, তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : শহরবাসীরা কি গ্রামবাসীদের পণ্য বিক্রি করবে না? তিনি ﷺ বলেন : ঐ মাল বিক্রির জন্য কেউ যেন দালাল না সাজে।

৩৪০৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَانَ أَبَاهُمَا حَدَّثَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَا أَبُو هِلَالٍ نَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا .

৩৪০৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন : শহরবাসীরা যেন গ্রামবাসীদের পণ্য বিক্রি না করে, যদিও সে তার ভাই বা পিতা হয়।

১। অর্থাৎ নিজের খরিদ করার ইচ্ছা নেই, তবু ও ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কোন জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে বলা বা পণ্য দ্রব্যের প্রশংসা করা, যাতে ক্রেতা অনুপ্রাণিত হয়ে তাড়াতাড়ি তা ক্রয় করে। (অনুবাদক)

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : আমি হাফস ইবন আমর (রা.)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শহরবাসীদের, গ্রামবাসীদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয়ের কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ তাদের হয়ে না কিছু বিক্রি করবে, আর না তাদের কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে।

৩৪০৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَالِمِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحُلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبَّيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنْ أَذْهَبَ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مِنْ يَبَائِعِكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى أُمِرَكَ وَأَنْتَهَاكَ .

৩৪০৫. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)....সালিম মক্কী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন আরবী তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু মিষ্টি নিয়ে তাল্হা (রা.)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেন : নবী ﷺ কোন শহরবাসীকে গ্রামবাসীদের পক্ষে কিছু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বরং তুমি নিজে বাজারে গিয়ে দেখ যে, কে তোমার জিনিস ক্রয় করতে চায়। তখন তুমি আমার সাথে পরামর্শ করলে, আমি তোমাকে বিক্রির অনুমতি দেব বা নিষেধ করবো।

৩৪০৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبَّيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

৩৪০৬। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.)....জাবর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহরবাসীরা গ্রামবাসীদের পক্ষ হয়ে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রি করবে না, এবং তাদের ছেড়ে দেবে, যাতে আল্লাহ কিছু লোককে অন্য কিছু লোকের মাধ্যমে খাদ্য পৌঁছান।

৩৪১. بَابُ مَنْ اشْتَرَى مُصْرَأَةً فَكَرَّهَهَا

৩৪১. অনুচ্ছেদ : পশুর স্তনভর্তি আটকান দুধ দেখে ক্রয়ের পর তা না-পসন্দ করা

৩৪০৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبَّيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَصْرُوا الْأَيْلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ .

৩৪০৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাতের বেলায় তেজারতী কাফিলার সাথে পথিমধ্যে মিলিত হবে না। আর তোমাদের কেউ যেন অন্যের বিক্রীত মালের উপর নিজের মাল বিক্রি না করে এবং তোমরা উষ্ট্রী বা বাকরীর স্তনে বিক্রির উদ্দেশ্যে দুধ জমা করে রাখবে না। যদি কেউ এরূপ কোন পশু ক্রয় করে, তবে দুধ দোহনের পর তার ইখতিয়ার থাকবে, যদি সে খুশী হয়, তবে তা রাখতে পারবে; অন্যথায় এক সা'আ পরিমাণ খেজুর সহ তা ফিরিয়ে দেবে।

৩৪০৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهَشَامٍ وَحَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاءً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَأَسْمَرَاءَ .

৩৪০৮. মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি স্তনভর্তি দুধ দেখে কোন বকরী ক্রয় করে, তবে তিনদিন পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে। এরপর সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এক সা'আ পরিমাণ খাদ্য-শস্য দিয়ে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে, তবে গম দেবে না।

৩৪০৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ نَا الْكَكِّيُّ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصْرَاءً احْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَقِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمَرٍ .

৩৪০৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মাখলাদ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ স্তনভর্তি দুধ দেখে কোন বকরী ক্রয় করে, তবে সে যেন তার দুধ দোহন করে দেখে নেয়। এরপর পসন্দ হলে সে তা রেখে দেবে, অন্যথায় দুধের বিনিময়ে এক সা'আ খেজুর দিয়ে (বিক্রেতাকে) তা ফেরত দেবে।

৩৪১০. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيعٍ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاَعَ مُحْفَلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَى لَبْنِهَا قَمَحًا .

৩৪১০. আবু কামিল (র.)....আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ স্তনভর্তি দুধ দেখে কোন বাকরী ক্রয় করে, তবে তিনদিন পর্যন্ত তার

ইখতিয়ার থাকবে। এরপর যদি সে তা ফেরত দিতে চায়, তবে দুধের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা তার দ্বিগুণ পরিমাণ গম (বিক্রেতাকে) দেবে।

৩৪২. بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحُكْرَةِ

৩৪২. অনুচ্ছেদ : মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্য-শস্য মওজুদ রাখা নিষিদ্ধ

৩৪১১. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نَا خَالِدٌ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ .

৩৪১১. ওয়াহব ইব্ন বাকীওয়া (র.)....মুআম্মার ইব্ন আবু মু'আম্মার (রা.), যিনি 'আদী ইব্ন কা'বের বংশধর, বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মূল্যবৃদ্ধির আশায় জঘন্য অপরাধী ব্যতীত আর কেউ খাদ্য-শস্য মওজুদ করে না। রাবী বলেন, তখন আমি আমার (রা.)-কে বলি : আপনি তো খাদ্য-শস্য মওজুদ রাখেন। তখন তিনি বলেন : মু'আম্মার (রা.)ও খাদ্য-শস্য মওজুদ রাখতেন। ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন, আমি আহমদ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : হুকরা কি? তিনি বলেন : মানুষের জীবন ধারণের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জিনিসের মওজুদ করাকে 'হুকরা' বলে।

ইমাম আবু দাউদ ও আওয়াযী (র.) বলেন : মুহ্তাকির হলো সে ব্যক্তি, যার খাদ্য-শস্য মওজুদের কারণে বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হয় এবং জিনিসের দাম বেড়ে যায়।

৩৪১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَاضٍ نَا أَبِي ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَاضِ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَنِ الْحَسَنِ فَقُلْنَا لَهُ لَا تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بِأَطْلٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ النَّوَى وَالْخَبْطَ وَالْبُرَّزَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ كَبْسٍ الْقَتِّ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحُكْرَةَ وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ الْعِيَّاشِ قَالَ أَكْبِسُهُ .

৩৪১২. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.)...কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুরের মধ্যে ইহতিকার নেই, অর্থাৎ খেজুর মওজুদ রাখতে কোন দোষ নেই।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছটি আমাদের নিকট গ্রহণীয় নয়। তিনি আরো বলেন : সাঈদ ইব্ন মুসায়াব (র.) শস্যের বীজ মওজুদ রাখতেন, যা থেকে তৈল উৎপন্ন হতো। তিনি আরো বলেন, আমি আহমদ ইব্ন ইউনুসকে বলতে শুনেছি যে, একদা আমি সুফয়ান (রা.)-কে পশু খাদ্য মওজুদ রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : প্রাথমিক যুগের লোকেরা এটা ভাল মনে করতেন না। এরপর আমি আবু বাকর 'আয়াশ (রা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : এটি মওজুদ রাখতে কোন দোষ নেই।

৩৪৩. ۳۴۳. بَابُ فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

৩৪৩. অনুচ্ছেদ : রূপার টাকা ভেঙে ফেলা সম্পর্কে

۳۴۱۳. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ قُضَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُكَسَّرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَأْسٌ .

৩৪১৩। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)....'আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতীত মুসলমানদের চলিত মুদ্রা ভেঙে ফেলতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন প্রয়োজন হলে তা ভাঙলে ক্ষতি নেই।

৩৪৪. ۳۴۴. بَابُ فِي التَّسْعِيرِ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ : দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেওয়া সম্পর্কে

۳۴۱۴. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرَ فَقَالَ بَلْ ادْعُوا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرَ فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَا رَجْوَا أَنْ أَلْقَى وَلَيْسَ لَأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ .

৩৪১৪. মুহাম্মদ ইব্ন উছমান (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি দ্রব্য-মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেন : বরং আমি দু'আ করব। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি জিনিসের দর নির্ধারণ করে দিন। তিনি বলেন : বরং আল্লাহ-ই জিনিসের দর বাড়ান-কমান। আর আমি এরূপ ইচ্ছা করি যে,

আমি মহান আল্লাহর সংগে এমন অবস্থায় মিলিত হই, যাতে কারো আমার জুলুমের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকবে না।

৩৪১৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَفَّانُ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَرُوا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

৩৪১৫. 'উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা লোকেরা এরূপ অভিযোগ করে যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আপনি আমাদের জন্য তার মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মহান আল্লাহ-ই দ্রব্য-মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, তিনি তা বৃদ্ধি করেন এবং কমান, আর তিনিই রিয়ক প্রদান করেন। বস্তুত আমি এরূপ আশা করি যে, আমি আল্লাহর সংগে এমন অবস্থায় মিলিত হই, যাতে তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে কোন খুনের বা মালের দাবীদার হবে না।

৩৪১৬. بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغَشِّ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ : খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া নিষিদ্ধ

৩৪১৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعَ فَأَخْبَرَهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ ادْخُلْ يَدَكَ فِيهِ فَادْخُلْ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُوطٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنْهُ مِنْ غَشٍّ .

৩৪১৬. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যে খাদ্য-শস্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন : কিরূপে বিক্রি করছো? তখন সে ব্যক্তি তা বর্ণনা করে। ইত্যবসরে তাঁর প্রতি এমন ওয়াহী নাযিল হয় যে, আপনি আপনার হাত ঐ খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। তখন তিনি তাঁর হাত তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পান যে, তার ভিতরের অংশ ভিজা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে খাদ্য-দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করে।

৩৪১৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُسَبِّحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنْهُ لَيْسَ مِنْنَا .

৩৪১৭. হাসান ইবন সাব্বাহ (র.)....ইয়াহইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুফ্য়ান এরূপ ব্যাখ্যা অপসন্দ করতেন যে, 'সে আমাদের দলভুক্ত নয়, বরং সে আমাদের মত নয়।

৩৪৫. ۳۴۵. بَابُ فِي خِيَارِ الْمُتَبَاعِينَ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ : ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার সম্পর্কে

৩৪১৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَاعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ .

৩৪১৮. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)....আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ে ততক্ষণ ইখতিয়ার থাকে, যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার শর্ত থাকলে তা স্বতন্ত্র কথা।

৩৪১৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرُ .

৩৪১৯. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)....ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের ন্যায় হাদীছ বর্ণনা করে বলেন : অথবা তাদের একজন অপরজনকে এরূপ বলবে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের কাজটি শেষ করে ফেল।

৩৪২০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَاعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ .

৩৪২০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)....আমর ইবন 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উক্ত ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে। তবে যদি কোন শর্ত সাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে, তবে ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকবে। ক্রেতা বা বিক্রেতার এরূপ করা উচিত হবে না যে, বিক্রীত বস্তু ফেরত দিতে হবে এ ভয়ে একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্রুত চলে যাবে।

৩৪২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ قَالَ غَزَوْنَا غَزْوَةً لَّنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَبَاعَ صَاحِبُ لَّنَا فَرَسًا بِغَلَامٍ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا

أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ قَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِحُهُ فَقَدِمَ فَاتَى الرَّجُلُ وَأَخَذَهُ
بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَيْنَا
أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعُسْكَرِ فَقَالَ لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةُ فَقَالَ أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا
بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ هِشَامُ
بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ مَا أَرَكُمَا افْتَرَقْتُمَا .

৩৪২১. মুসাদ্দাদ (র.)....আবুল ওয়াযী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কোন এক জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এ সময় আমাদের জনৈক সাথী একটি গোলামের বিনিময়ে একটি ঘোড়া ক্রয় করে। এরপর ক্রেতা-বিক্রেতা সেখানে সমস্ত দিন অবস্থান করে। পরদিন সকালে যখন যাত্রার সময় উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি ঘোড়া ক্রয় করেছিল, সে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধতে শুরু করে। তখন বিক্রেতা লজ্জিত অবস্থায় তার নিকট উপস্থিত হয়ে ঘোড়াটি ফেরত চাইলে সে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। তখন সে ব্যক্তি বলেঃ নবী ﷺ-এর সাহাবী আবু বারযা (রা.) আমার ও তোমার মধ্যকার ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করে দেবেন। তখন তারা উভয়ে সৈন্যদলের শেষ মাথায় আবু বারযা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বলেন : তোমরা উভয়ে এতে রাযী আছ কি যে, আমি তোমাদের ব্যাপারটি সেরূপে ফয়সালা করে দেই, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা করতেন? রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকবে। রাবী হিশাম ইবন হাসুসান (র.) বলেন : জামিল (র.) বর্ণনা করেছেন যে, আবু বারযা (রা.) এও বলেনঃ আমি দেখছি তোমরা এখনও বিচ্ছিন্ন হওনি।

৩৪২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرَانِيُّ قَالَ مَرَّوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرَنِي فَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ .

৩৪২২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র.)....ইয়াহুইয়া ইবন আয়্যুব (রা.) বলেন, আবু বারযা (রা.) যখন কারো সংগে ক্রয়-বিক্রয় করতেন, তখন তিনি তাকে ইখতিয়ার দিয়ে বলতেন : তুমিও আমাকে ইখতিয়ার প্রদান কর। এরপর তিনি বলতেন : আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা রাফি হওয়ার আগে পৃথক হওয়া উচিত নয়।

৩৪২৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبُرْكََةُ مِنْ

بَيَّعَهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ وَأَمَّا هَمَّاءُ فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

৩৪২৩. আবু ওয়ালীদ (র.)..... হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকে। যদি তারা সততার সাথে তা সম্পন্ন করে এবং বিক্রীত মালের দোষ-গুণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তবে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের উভয়ের বরকত হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা তা গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তবে তাদের বেচা-কেনার বরকত দূর হয়ে যাবে। ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন, রাবী সাঈদ ইব্ন আবু উরওয়া এবং হাম্মাদ(র.) বলেন : যতক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হয়, অথবা ইখতিয়ারের কোন শর্ত নির্ধারণ না করে। তিনি ﷺ তিনবার এরূপ বলেন।

৩৪৬. ۳۴۶. بَابُ فِي فَضْلِ الْأَقَالَةِ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ : বিক্রেতার চাহিদা মত বিক্রীত দ্রব্য স্বৈচ্ছায় ফেরত দেওয়ার মর্যাদা সম্পর্কে

۳۴۲۴. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا حَفْصُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ .

৩৪২৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন মাঈন (র.).. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে ইকালাত করে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

৩৪৭. ۳۴۷. بَابُ فِي مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ : একই সাথে দুটি বেচাকেনা করা

۳۴۲۵. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَى .

১. যদি কেউ কোন জিনিস বিক্রি করে, এরপর কোন কারণবশতঃ বিক্রেতা তা ফেরত চায় এবং ক্রেতা তা খুশী মনে ফেরত দেয়। এ ধরনের বেচাকেনাকে ইকালাত বলা হয়। (অনুবাদক)

٣٤٨. بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْعَيْنَةِ

٣٤٩. بَابُ فِي السُّلْفِ

২. যদি কেউ এক মাসের জন্য দশ টাকায় কোন জিনিস বিক্রি করে এবং মাস শেষ হওয়ার পর বিক্রিতা তা আট টাকায় কিনে নেয়, এরূপ বিক্রিকে 'ঈনা' বলা হয়। এরূপ করা নিষিদ্ধ। (অনুবাদক)

فِي الثَّمْرِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوِزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

৩৪২৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আগমন করেন, তখন সেখানকার লোকেরা এক, দুই এবং তিন বছরের জন্য খেজুর অগ্রিম বিক্রি করতেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যারা খেজুর অগ্রিম বিক্রি করবে, তাদের উচিত হবে আগে থেকেই পরিমাপ যন্ত্র, ওজন ও সময় নির্ধারিত করে নেওয়া।

٣٤٢٨ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ ح وَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبِعْنُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّ كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عَنْدهُمْ ثُمَّ اتَّفَقَا وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

৩৪২৮. হাফস ইব্ন উমার (রা.)... মুহাম্মদ অথবা আবদুল্লাহ ইব্ন মুজালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ এবং আবু বুরদা (রা.)-এর মধ্যে অগ্রিম বিক্রি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। তখন তাঁরা আমাকে ইব্ন আবু আওফা (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। আমি তাঁর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় এবং আবু বাকর (রা.) ও উমার (রা.)-এর সময় গম, যব, খেজুর এবং কিসমিস অগ্রিম বিক্রি করতাম। রাবী ইব্ন কাছীর (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, অগ্রিম বিক্রি এমন লোকদের সাথে করা হতো, যাদের কাছে এ ধরনের ফল থাকতো না। এরপর আমি ইব্ন আব্বাস (র.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ও এরূপ বলেন।

٣٤٢٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ الْمُجَالِدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عَنْدهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالصَّوَابُ ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ .

৩৪২৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... ইব্ন আবু মুজালিফ (রা.) হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমরা এমন লোকদের সাথে অগ্রিম বিক্রি করতাম, যাদের কাছে এ ধরনের ফল থাকতো না।

٣٤٣٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى نَا أَبُو الْغُبَيْرَةِ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَةَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الشَّامَ فَكَانَ

يَاتَيْنَا أَنْبَاطُ مَنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَتُسَلِّمُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا
فَقِيلَ لَهُ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ .

৩৪৩০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফ্ফা (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে শামের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। এ সময় সেখানকার কৃষকেরা আমাদের নিকট আসতো এবং আমরা তাদের নিকট হতে গম এবং তেল নির্দিষ্ট মূল্যে এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য অগ্রিম খরিদ করতাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যাদের নিকট এ ধরনের মাল থাকতো, আপনারা কি কেবল তাদের সাথে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতেন? তখন তিনি বলেন : আমরা তো তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করতাম না।

৩৫০. بَابُ فِي السَّلْمِ فِي ثَمَرَةِ بَعِينَهَا

৩৫০. অনুচ্ছেদ : বিশেষ কোন ফলের অগ্রিম বিক্রি সম্পর্কে

৩৪৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِيٍّ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَلَفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ فَقَالَ بِمَا تَسْتَحِلُّ مَا لَهُ أَرَدُّ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لَا تَسْتَلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُ
وَصَلَاحُهُ .

৩৪৩১. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)... ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিশেষ একটি গাছের ফলের উপর অগ্রিম বিক্রি নির্ধারণ করে। ঘটনা-ক্রমে সে বছর সে গাছে কোন ফল ধরেনি। তখন তারা উভয়ে ব্যাপারটি নবী ﷺ -এর নিকট পেশ করে। তখন তিনি বলেন : তুমি কিসের বিনিময়ে তার মাল গ্রহণ করছো? তুমি তার মাল ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি ﷺ বলেন : তোমরা বিশেষ কোন গাছের ফল ততক্ষণ অগ্রিম বিক্রি করবে না, যতক্ষণ না তা পরিপক্ব হয়।

৩৫১. بَابُ فِي السَّلْفِ لَا يَحُولُ

৩৫১. অনুচ্ছেদ : অগ্রিম বিক্রীত দ্রব্য হস্তান্তরিত না হওয়া সম্পর্কে

৩৪৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا أَبُو بَدْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ يَعْنَى الطَّائِي
عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فِي
شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ .

৩৪৩২. মুহাম্মদ ইব্ন সীসা (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দ্রব্য অগ্রিম বিক্রি করবে, সে তা আর কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না।

৩৫২. بَابُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ

৩৫২. অনুচ্ছেদ : দৈব-দুর্বিপাকে ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফল ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে

৩৪৩৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكُتِرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ .

৩৪৩৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)...আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় কয়েকটি গাছের ফল ক্রয় করেছিল, যা দৈব-দুর্বিপাকে বিনষ্ট হওয়ায় লোকটি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা তাকে সাদাকা প্রদান কর। তখন লোকেরা তাকে দান-সাদাকা প্রদান করা সত্ত্বেও তার ঋণ অপরিশোধিত থাকে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি এখন যা পেয়েছ তা গ্রহণ কর, বর্তমানে আর কিছুই পাবে না।

৩৪৩৪. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِهْرِيُّ وَاحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ الْمَعْلَى أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذَ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

৩৪৩৪. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.)...জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে কোন ফল বিক্রি কর এবং তা দৈব-দুর্বিপাকে বিনষ্ট হয়ে যায়, এমতাবস্থায় তার নিকট হতে কিছু গ্রহণ করা তোমার জন্য হালাল নয়। বস্তুত তুমি কিভাবে তোমার ভাইয়ের মাল অয্যাযভাবে গ্রহণ করবে ?

৩৫৩. بَابُ فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ : দৈব-দুর্বিপাকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

৩৫৩৫. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسَدٍ مِنْ مَطَرٍ وَبَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ .

৩৪৩৫. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.)....আতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দৈব-দুর্বিপাক ঐ সব ঘটনা, যার ফলে প্রকাশ্য ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন- অতিবৃষ্টি, তুষারপাত, পঙ্গপালের আক্রমণ, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বা অগ্নিকান্ড।

৩৫৩৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا جَائِحَةٌ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ يَحْيَى وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ .

৩৪৩৬. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.)....ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি তিন ভাগের চাইতে কম মালের উপর দৈব-দুর্বিপাক আসে, তবে একে বিপদ হিসাবে গণ্য করা যাবে না। ইয়াহুইয়া বলেন : এটাই মুসলমানদের নিয়ম।

৩৫৪. بَابُ فِي مَنَعِ الْمَاءِ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ : পানি বন্ধ করা সম্পর্কে

৩৫৩৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكَلَاءُ .

৩৪৩৭. উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতিরিক্ত পানি থেকে কাউকে নিষেধ করা যাবে না, যাতে ঘাস বেঁচে থাকে।

৩৫৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكْمَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ

১. জাহিলী যুগে আরবের কিছু লোকের নিয়ম এরূপ ছিল যে, তারা নিজেদের পশুদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে গর্ত, কুপ বা পুকুর খনন করতো, কিন্তু অন্যদের পশু যেখানে আসতে দিত না। কেননা, পশু যদি পানি পান না করতে পারে, তবে লোকেরা তাদের পশু চরাবার জন্য সেখানে আসবে না। ফলে, সেখানকার ঘাস বোঁচে যাবে এবং তাদের পশু তা খেতে পারবে। নবী (সা) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। (অনবাদক)

فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سَلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِي كَاذِبًا وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ
أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ .

৩৪৩৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি এমন, যাদের সাথে মহান আল্লাহু কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না । (১) এমন ব্যক্তি, যার কাছে তার প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানি আছে, কিন্তু সে মুসাফিরকে সে পানি পান করতে নিষেধ করে; (২) এমন ব্যক্তি, যে আসরের সালাতের পর তার মাল বিক্রির জন্য মিথ্যা কসম করে এবং (৩) এমন ব্যক্তি, যে কোন ইমামের নিকট বায়আত করে, এরপর ইমাম যদি তাকে কিছু প্রদান করে, তখন সে বায়আতের উপর স্থির থাকে । পক্ষান্তরে ইমাম যদি তাকে কিছু না দেয়, তখন সে তার আনুগত্য করে না ।

٣٤٣٩ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْإِيمِ وَقَالَ فِي السَّلْعَةِ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذًا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ وَأَخَذَهَا .

৩৪৩৯. ‘উছমান ইবন আবু শায়বা (র.)....আ’মশ (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদে একই অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তবে তিনি এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ‘আল্লাহু তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মভেদ শাস্তি । আর মালের উপর কসম খাওয়ার অর্থ হলো এরূপ বলা : আল্লাহর কসম ! অমুক ব্যক্তি এ মাল এত টাকায় খরিদ করতে চেয়েছিল । এ কথা শুনে ক্রেতা ব্যক্তি তা সত্য মনে করে এবং কিনে নেয় ।

٣٤٤٠ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي فِزَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ ﷺ فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يَقْبَلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَّكَ .

৩৪৪০. ‘উবায়দুল্লাহ ইবন মু’আয (র.)....বুহায়সা (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : একদা আমার পিতা নবী ﷺ -এর অনুমতি নিয়ে তাঁর জামার অভ্যন্তরে মুখ ঢুকিয়ে তাঁর দেহ মুবারক চুষন করেন এবং তাঁর শরীরের সংগে মিশে যান । এ সময় তিনি বলেন : ইয়া নাবিয়াল্লাহ! এমন কোন-বস্তু আছে যা দিতে নিষেধ করা যায় না ? তিনি বলেন : পানি । এরপর তিনি বলেন : হে আল্লাহর নবী! এমন কোন জিনিস আছে, যা না দেওয়া বৈধ নয়? তিনি বলেন : লবণ । এরপর তিনি

জিজ্ঞাসা করেনঃ ইয়া নাবিয়াল্লাহ ! এমন কোন বস্তু আছে, যা থেকে আন্যকে মানা করা যায় না ?
তখন তিনি বলেন : তুমি যত ভাল কাজ করবে, তা তোমার জন্য ততই উত্তম ।

৩৪৪১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ نَا جَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَّانٍ زَيْدٍ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قُرْنٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا جَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ نَا أَبُو خَدَّاشٍ وَهَذَا لَفْظٌ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ .

৩৪৪১. আলী ইবন জা'দ (র.)....নবী ﷺ-এর জনৈক মুহাজির সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, 'আমি তিনবার নবী ﷺ-এর সংগে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। এ সময় আমি তাঁকে একরূপ বলতে শুনি : প্রত্যেক মুসলমান তিনটি জিনিসে শরীক; যথা- ঘাস, পানি, এবং আগুন।

৩৫৫. بَابُ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

৩৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা

৩৪৪২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .

৩৪৪২. 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.)....ইয়াস ইবন 'আবদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৫৬. بَابُ فِي ثَمَنِ السَّنُورِ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ : বিড়াল বিক্রির মূল্য সম্পর্কে

৩৪৪৩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَا ثَنَا عِيسَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُورِ .

৩৪৪৩. ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ কুকুর এবং বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪৪৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا عَمْرُو بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهَرِّ .

৩৪৪৪. আহমদ ইবন হাম্বল (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪৫. بَابُ فِي أَثْمَانِ الْكَلَابِ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ : কুকুরের মূল্য গ্রহণ সম্পর্কে

৩৪৪৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

৩৪৪৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.) আবু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে, যিনাকারী স্ত্রীলোকের যিনার উপার্জন গ্রহণ করতে এবং গণকবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪৪৬. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَاْمْلَأْ كَفَّهُ تَرَابًا .

৩৪৪৬. রাবী ইবন নাফি' (র.).... 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর যদি কেউ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে আসে, তবে তার হাতের মুঠো মাটি দিয়ে ভরে দেবে।

৩৪৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

৩৪৪৭. আবু ওয়ালীদ (র.).... 'আওন ইবন আবু হুযায়ফা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

১. ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণ করা জাইয। ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে, এ নিষেধাজ্ঞা ততদিন বলবৎ ছিল, যতদিন কুকুর হত্যার বিধান কার্যকরী ছিল। এরপর এ বিধান শিথিল হওয়ায় ঐ সমস্ত কুকুর, যা দিয়ে উপকার পাওয়া যায়, তার মূল্য গ্রহণ করা জাইয। (অনুবাদক)

৩৪৪৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْحَذَامِيُّ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي حَالٍ اللَّحْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ .

৩৪৪৮. আহমদ ইবন সালিহ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কুকুরের মূল্য গ্রহণ, গণকবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন এবং যিনাকার স্ত্রীলোকের যিনার উপার্জন হালাল নয়।

৩৪৪. بَابُ فِي ثَمَنِ السَّخْمِ وَالْمَيْتَةِ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ : মদ এবং মৃত জীব-জন্তুর মূল্য সম্পর্কে

৩৪৪৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُحْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ .

৩৪৪৯. আহমদ ইবন সালিহ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মদ, এবং এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন। মৃত জীব-জন্তু এবং এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন এবং শূকর এবং তার মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন।

৩৪৫০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِيحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَحْمَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ .

৩৪৫০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.).... জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের বছর, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাতে ছিলেন, তখন আমি তাঁকে এরূপ বলতে শুনি যে, আল্লাহ তা'আলা মদ, মৃত জীব-জন্তু, শূকর এ বং মূর্তি ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করেছেন।

তখন তাঁকে বলা হয় : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি তো জানেন, মৃত জীব-জন্তুর চর্বি দিয়ে নৌকাকে তৈলাক্ত করা হয় এবং চামড়াকে মসৃণ করা হয়, আর লোকেরা তা দিয়ে বাতি জ্বালায়। তখন তিনি ﷺ বলেন : না, এসব তো হারাম-ই। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন! যখন আল্লাহ তাদের উপর মৃত জীব-জন্তুর চর্বি হারাম করেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে শুরু করে এবং এর মূল্য ভক্ষণ করতে থাকে।

৩৪৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ .

৩৪৫১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.)... ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব (র.) বলেন, আমার নিকট আতা (রা.) জাবির (রা.) থেকে একরূপ হাদীছ লিখে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তাতে ‘এতো হারাম’ বলেন নি।

৩৪৫২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بَشَرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَاهُمُ الْمُعْنَى عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَآكَلُوهَا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَأَيْتُ وَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ .

৩৪৫২. মুসাদ্দাদ (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাবার নিকট উপবিষ্ট দেখতে পাই। তিনি বলেন : এ সময় নবী ﷺ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং হেসে তিনবার বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদীদের উপর অভিসম্পাত করুন! আল্লাহ তাদের জন্য মৃত জীব-জন্তুর চর্বিকে হারাম করেন, কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে। আর আল্লাহ যখন কোন কাওমের জন্য কোন জিনিস ভক্ষণ করাকে হারাম করেন, তখন তাদের জন্য তার মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষণ করা হারাম হয়ে যায়।

রাবী খালিদ ইবন আবদিল্লাহ হতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তাতে এর উল্লেখ নেই যে, আমি নবী ﷺ-কে কাবার নিকট উপবিষ্ট দেখেছিলাম। বরং তাতে উল্লেখ আছে যে, মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন!

৩৪৫৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكَيْعٌ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ بَيَانَ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ .

৩৪৫৩. উহমান ইব্ন আবু শায়বা (র.)....মুগীরা ইব্ন শূবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করলো, সে যেন শূকরের মাংস (খাওয়ার জন্য) প্রস্তুত করলো।

৩৪৫৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَاشِعَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وَقَالَ حُرِّمَتِ التَّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ .

৩৪৫৪. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন সূরা বাকারার শেষের আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে উক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে আমাদের শোনান এবং বলেন : মদের ব্যবসা হারাম হয়ে গেল।

৩৪৫৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الْآيَةُ الْوَاحِدَةُ فِي الرِّبَا .

৩৪৫৫. উহমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... আ'মাশ (রা.) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো হলো সূদ হারাম হওয়া সম্পর্কীয়।

৩৪৬. بَابُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفَى

৩৪৬. অনুচ্ছেদ : খাদ্য-শস্য হস্তগত করার আগে তা বিক্রি করা

৩৪৫৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

৩৪৫৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)... ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি শস্য ক্রয় করে, তবে তার উচিত হবে--তা ঠিক মত মেপে হস্তগত করার আগে বিক্রি না করা।

৩৪৫৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبِيعُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِإِثْقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ يَعْنِي جُزْأً .

৩৪৫৭. ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)....ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় খাদ্য-শস্য ক্রয় করতাম । তখন তিনি কাউকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে আমাদের সে স্থান হতে খাদ্য-শস্য আন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন, যেখানে আমরা তা ক্রয় করতাম । সে খাদ্য-শস্য বিক্রি করার আগে তিনি এরূপ নির্দেশ দিতেন ।

۳۴۵۸ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتْبَاعُونَ الطَّعَامَ جُزْأً بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقَلُوهُ .

৩৪৫৮. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : লোকেরা বাজারের উঁচু স্থানে শস্যের স্তুপের উপর স্তুপ করে তা বিক্রি করতো । এর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য-শস্য ক্রয়ের পর তা আত্রে সরিয়ে নেবার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেন ।

۳۴۵۹ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَاعَمَرُو عَنْ الْمُنْذِرِ عُبَيْدِ بْنِ أَيْدِيٍّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

৩৪৫৯. আহমদ ইবন সালিহ (র.)....‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে খাদ্য-শস্য ক্রয়ের পর তা হস্তগত করার আগে ঐ খাদ্য-শস্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন , যা সে মেপে বা ওজন করে ক্রয় করেছে ।

۳۴۶۰ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ الْاْتَرَى أَنَّهُمْ يَبِيعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَى .

৩৪৬০. আবু বাকর ইবন শায়বা (র.)....ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি খাদ্য-শস্য ক্রয় করে,তবে তা মেপে নেওয়ার আগে বিক্রি করা উচিত হবে না ।

রাবী আবু বাকর (র.) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইবন ‘আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : এরূপ নিষেধাত্তার কারণ কি ? তিনি বলেন : তুমি কি দেখ না যে, লোকেরা আশরাফী নিয়ে বিক্রি করে, অথচ শস্য তো তার মওসুমেই উৎপন্ন হয়ে থাকে ।

৩৪৬১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاحْصِبْ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ .

৩৪৬১. মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কোন খাদ্য-শস্য ক্রয় করে, তখন সে যেন তা তার অধিকারে আনার আগে বিক্রি না করে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন : আমার মতে প্রত্যেক জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম খাদ্য-শস্য ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুমের মত। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পর তা নিজের মালিকানায় আনার আগে বিক্রি করা উচিত নয়।

৩৪৬২. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا الطَّعَامَ جُرَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ إِلَى رَحْلِهِ .

৩৪৬২. হাসান ইব্ন আলী (র.)...ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় লোকদের মারতে দেখেছি, যারা খাদ্য-শস্যের স্তুপ ক্রয় করে তা নিজ গৃহে নেওয়ার আগে বিক্রি করে দিত।

৩৪৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهَيْبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عِيَّيْدٍ بْنِ حَنْظَلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتِغَتْ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبَتْهُ لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِيحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي ابْدِرَاعِي فَأَلْتَفْتُ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتِغَتْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تَبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

৩৪৬৩. হাসান ইব্ন আলী (র.)...ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বাজারে গিয়ে তেল খরিদ করি। যখন ক্রয়-বিক্রয় নিষ্পন্ন হয়ে যায়, তখন আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি আসে, যে আমাকে এর মনোমত মুনাবা দিতে আগ্রহী হয়। তখন আমি তা তার কাছে বিক্রি

করতে ইচ্ছা করি । এ সময় পেছন দিক থেকে এক ব্যক্তি আমার হাত ধরলো । আমি ফিরে দেখি তিনি হলেন যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) । তখন তিনি বললেন : তুমি এখান থেকে তেল খরিদ করেছ, কাজেই তুমি তা তোমার স্থানে (অধিকারে) নেওয়ার আগে বিক্রি করো না । কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন জিনিসকে তার ক্রয়ের স্থানে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না ব্যবসায়ী তা নিজের অধিকারে নেয় ।

৩৬. **بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ الْبَيْعِ لَا خِلَابَةَ**

৩৬০. অনুচ্ছেদ : বিক্রির সময় যদি কেউ বলে : এতে কোন ধোঁকাবাজি নেই

৩৬৬৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ .

৩৬৬৪. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলে যে, লোকেরা তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ধোঁকা দেয় । তখন তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একদা যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন এরূপ বলবে যে, এতে কোন ধোঁকাবাজি নেই তো । এরপর তিনি এরূপ করতেন ।

৩৬৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِيُّ وَأَبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مُحَمَّدُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ أَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عَقْدَتِهِ ضِعْفُ فَاتَى أَهْلَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَحْجِرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عَقْدَتِهِ ضِعْفُ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَفَنَهَاةً عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ ﷺ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ عَنْ سَعِيدٍ .

৩৬৬৫. মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (র.)....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় জনৈক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করতো, কিন্তু তার জ্ঞান-বুদ্ধি কম ছিল । তখন সে ব্যক্তির পরিবারের লোকে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : হে আল্লাহর নবী! আপনি অমুক ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দেন । কেননা, এ ব্যাপারে তার বুদ্ধি কম । তখন নবী ﷺ সে ব্যক্তিকে ডেকে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দেন । তখন সে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর সবর করতে পারি না । তখন তিনি বলেন : যদি তুমি ক্রয়-বিক্রয় বাদ দিতে না পার, তবে এরূপ বলবে যে, দাম দাও, মাল নাও! এতে কোন ধোঁকাবাজি নেই ।

৩৬১. بَابُ فِي الْعَرَبَانِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ : অগ্রিম বায়না করা

৩৬১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعَرَبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدُ أَوْ يَتَكَرَّى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنْتِي إِنْ تَرَكَتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ .

৩৬১. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)....আমর ইব্ন শুআয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বায়না দিতে নিষেধ করেছেন।

রাবী মালিক বলেন : আর তা এরূপ, যা আমরা দেখি এবং আল্লাহ এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত যে, 'যদি কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে অথবা একটি চতুষ্পদ জন্তু ভাড়া নেয় এবং বলে : আমি তোমাকে দীনার দেব, যদি আমি ক্রয়কৃত বস্তু অথবা ভাড়া করা জন্তু পরিত্যাগ করি ও না নেই, তবে তোমাকে যা বায়না দিলাম, তা তোমার হয়ে যাবে।

৩৬২. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

৩৬২. অনুচ্ছেদ : যা নিজের কাছে নেই, তা বিক্রি করা

৩৬২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِيَنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاْعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

৩৬২. মুসাদ্দাদ (র.)....হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! যদি কেউ আমার কাছে উপস্থিত হয়ে এমন কিছু জিনিস ক্রয় করতে চায়, যা আমার কাছে নেই, তবে কি আমি তাকে সে জিনিস বাজার থেকে ক্রয় করে দিতে পারি? তখন তিনি ﷺ বলেন : তোমার কাছে যা নেই, তা তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে না।

৩৬২. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالٌ تَضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

৩৪৬৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বাকীর শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয নয় এবং একটি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে দু'টি শর্ত নির্ধারণ করা জাইয নয়। একইরূপে যে জিনিসের নিজে যিম্মাদার নয়, তা থেকে তার উপকার গ্রহণ করা উচিত নয় এবং ঐ জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা দুরস্ত নয়, যা তোমার কাছে মওজুদ নেই।

৩৬৩. بَابُ فِي شَرْطِ بَيْعٍ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে শর্তারোপ করা

৩৪৬৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا نَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْعُهُ يَعْني بَيْعُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاشْتَرَطْتُ حَمَلَانَهُ إِلَى أَهْلِي قَالَ فِي آخِرِهِ تَزَانِي أَنْمَا مَا كَسْتُكَ لِأَذْهَبَ بِجَمْلِكَ خَذْ جَمْلَكَ وَتَمْنَهُ فَهُمَا لَكَ .

৩৪৬৯. মুসাদ্দাদ (র.)... জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর নিকট উট বিক্রি করি এবং তার পিঠে বোঝা চাপিয়ে নিজের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য শর্ত করি।

রাবী হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে শেষে বলেন : নবী ﷺ আমাকে বলেন যে, তুমি কি এরূপ মনে কর যে, আমি তা ক্রয় করতে এজন্য ইতস্তত করছিলাম যে, তোমার উট আমি নিয়ে যাব। এখন তুমি তোমার উট নিয়ে যাও এবং এর মূল্যও নিয়ে নাও। বস্তুত এ দুটি তোমারই।

৩৬৪. بَابُ فِي عَهْدَةِ الرَّقِيقِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ : কৃতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পর্কে

৩৪৭০. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا أَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .

৩৪৭০. মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.)...উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গোলাম ক্রয় করার ব্যাপারে ক্রেতার জন্য তিন দিনের ইখতিয়ার থাকে।

৩৪৭১. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ نَا هُمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ إِنْ وَجِدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلَاثِ كَلَفَ الْبَيْتَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِهِ هَذَا الدَّاءُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ .

৩৪৭১. হারুন ইব্ন আবদিল্লাহ (র.)....কাতাদা (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি তিন দিনের মধ্যে দাস বা দাসীর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি দেখা যায়, তবে ক্রেতা কোন সাক্ষী পেশ করা ব্যতীত তা মালিকের নিকট ফেরত দিতে পারবে। আর যদি তিন দিনের পর কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায়, তখন ক্রেতার নিকট এর জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ চাইতে হবে, যাতে প্রমাণিত হবে যে, খরিদের সময় গোলামের মধ্যে এ দোষ-ত্রুটি ছিল।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : এ ব্যাখ্যা হলো আবু কাতাদা (রা.)-এর।

৩৬৫. **بَابُ فِي مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَاشْتَعَمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا**

৩৬৫. অনুচ্ছেদ : গোলাম খরিদের পর তাকে কাজে লাগাবার পর তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে

৩৪৭২. **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ .**

৩৪৭২. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গোলামের উপার্জিত পারিশ্রমিক রক্ষণাবেক্ষণকারীর প্রাপ্য।^১

৩৪৭৩. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفَرِیَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَخْلَدِ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنَاسٍ شِرْكَةٌ فِي عَبْدٍ فَأَقْتَوْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَأَغْلَى عَلَى غَلَّةٍ فَخَاصَمْنِي فِي نَصِيْبِهِ إِلَى بَعْضِ الْقَضَاةِ فَأَمَرْنِي أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّةَ فَاتَّيْتُ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ فَأَتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ .**

৩৪৭৩. মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র.)....মাখলাদ গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং আরো কয়েকজন একটি গোলামে শরীক ছিলাম। এরপর আমি তাকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে শুরু করি এবং এ সময় আমার সাথীরা অ্যুপস্থিত ছিল। পরে সে গোলাম আমাকে বলে : আমার অ্য শরীকরা আমার কাছ থেকে তাদের অংশ পাওয়ার জন্য ঝগড়া করছে। এরপর তারা কাযীর দরবারে মোকদমা পেশ করে, যিনি আমাকে তাদের অংশ প্রদান করতে নির্দেশ দেন। অবশেষে আমি উরওয়া ইব্ন যুযায়র (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করি।

১. অর্থাৎ গোলামের জামিনদার তার অর্জিত সম্পদের মালিক হবে। কেননা, গোলাম ক্রয়ের পর ক্রেতাই তার রক্ষণাবেক্ষণের মালিক হয়। তাই গোলামের মধ্যে কোনরূপ দোষত্রুটি দেখা গেলে গোলামকে তার আসল মালিকের নিকট প্রত্যাপন করার সময় পর্যন্ত সে যা উপার্জন করবে, তার হকদার হবে রক্ষণাবেক্ষণকারী মালিক। (অনুবাদক)

তখন তিনি আমার শরীকদের নিকট উপস্থিত হন এবং 'আইশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ পেশ করে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গোলামের উপার্জিত পারিশ্রমিক রক্ষণাবেক্ষণকারীর জন্য নির্ধারণ করেছেন।

৩৪৭৪. حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْوَانَ نَا أَبِي نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزُّنْجِيُّ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاَعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَزَدَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَفْلُ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَلِكَ .

৩৪৭৪. ইব্রাহীম ইব্ন মারওয়ান (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে, যা তার নিকট কিছুদিন থাকার পর তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি দেখা যায়। তখন সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে। এসময় তিনি ﷺ সে গোলামকে তার বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেন। এ সময় বিক্রেতা বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এ ব্যক্তি তো আমার গোলাম দ্বারা লাভবান হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুনাফা সে পাবে, যে তার রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিল।

৩৬৬. بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَالْمُبِيعُ قَائِمٌ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ : বিক্রীত বস্তুর উপস্থিতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য হলে

৩৪৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ أَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرَيْنِ أَلْفًا فَارْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعِشْرَةِ أَلْفٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاخْتَرَجَ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ .

৩৪৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুয়া (র.)... মুহাম্মদ ইব্ন আশআহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আশআহ (রা.) খুমুসের (মালে গনীমতের পঞ্চমাংশ) গোলাম থেকে কয়েকটি গোলাম আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) হতে বিশ হাজার টাকায় খরিদ করেন। এরপর আবদুল্লাহ (রা.) আশআহ (রা.)-এর নিকট গোলামদের দাম আনার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। তখন আশআহ (রা.) বলেন : আমি তো তাদের দশ হাজার টাকায় খরিদ করেছি। একথা শুনে আবদুল্লাহ (রা.)

বলেন : তুমি আমার ও তোমার মধ্যে কাউকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিয়োগ কর। তখন আশআছ (রা.) বলেন : আমার ও তোমার মধ্যের (মতানৈক্যের) ফয়সালার ভার তোমার উপর। এ সময় আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি : যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে এবং তাদের কাছে কোন সাক্ষী থাকবে না, এমতাবস্থায় মালের মালিক বা বিক্রেতার কথাই গ্রহণীয় হবে এবং তারা উভয়ে একমত হয়ে ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল সাব্যস্ত করবে।

২৪৭৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَاهُشِيمُ أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

৩৪৭৬. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.)... আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি আশআছ ইবন কায়স (রা.)-এর নিকট কয়েকটি গোলাম বিক্রি করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থে- হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীছের বর্ণনায় শব্দের মধ্যে কিছু কমবেশী আছে।

৩৬৭. ۳۶۷. بَابُ فِي الشُّفْعَةِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ : শুফ'আ বা শরীকী অধিকার সম্পর্কে

২৪৭৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرِكٍ رِبْعَةٌ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلَحُ أَنْ يُبَيَّعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَ .

৩৪৭৭. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক শরীকী জিনিসে শুফ'আ আছে, চাই তা ঘরবাড়ী হোক বা বাগান। শরীকী জিনিস শরীকের আনুমতি ছাড়া বিক্রি করা উচিত নয়। যদি কেউ শরীকী অংশ বিক্রি করে, তবে এর শরীক যতক্ষণ না আনুমতি দেবে, ততক্ষণ সে এর হকদার হবে।^১

১. শুফা' এমন হক, যা শরীক হওয়ার বা নিকটে হওয়ার কারণে নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন কেউ যদি তার জমা-জমি, ঘর-বাড়ি বা অন্যকিছু বিক্রি করতে চায় এবং তার শরীক ও নিকটে বসবাসকারী কেউ থাকে, তবে বিক্রেতার উচিত হবে, এদের কাছে বিক্রির কথা বলা। যদি তারা তা ক্রয় করতে অস্বীকার করে বা অক্ষমতা প্রকাশ করে, তথা বিক্রেতা অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে। পক্ষান্তরে, বিক্রেতার যদি তার শরীক ও নিকট প্রতিবেশীকে না জানিয়ে তা অন্যত্র বিক্রি করে, তবে তারা ক্রয়কারীকে তার দেয় টাকা পরিশোধ করে দিয়ে, নিজেরা তা খরিদ করতে পারে। (অনুবাদক)

৩৪৭৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَاعِدُ الرَّزَاقِ نَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يَقْسَمَ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ .

৩৪৭৮. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক শরীকী জিনিসে শুফআ'র হক নির্ধারণ করেছেন, তবে যদি সীমানা চিহ্নিত হয়ে যায় এবং রাস্তা ভিন্ন হয়, তাহলে তাতে শোফআ' নেই।

৩৪৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ نَا ابْنُ أُدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قُسِمَتِ الْأَرْضُ وَحَدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا .

৩৪৭৯. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি জমি বন্টন হয়ে এর সীমানা চিহ্নিত হয়ে যায়, তবে তাতে শুফআ'র হক থাকবে না।

৩৪৮০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسِرَةَ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ الشَّرِيدِ سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْفِهِ .

৩৪৮০. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).... আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : প্রতিবেশী তার নিকটবর্তী ঘরের অধিক হকদার।

৩৪৮১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِيسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ وَالْأَرْضِ .

৩৪৮১. আবু ওয়ালীদ (র.)...সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর ঘর বা জমির অধিক হকদার।

৩৪৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا .

৩৪৮২. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফআ'র অধিক হকদার। যদি সে উপস্থিত না থাকে, তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যদি তাদের উভয়ের বাড়ীতে যাতায়াতের রাস্তা এক হয়।

৩৬৮. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلَ مَتَاعَهُ بَعِيْثَهُ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ : কপর্দকহীন গরীব লোকের নিকট যদি কেউ তার মাল পায়

২৪৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرُ الْمَعْنَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَادْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بَعِيْثَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

৩৪৮৩. 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ কোন কপর্দকহীন গরীব লোকের নিকট তার মাল পায়, তবে সে তা গ্রহণে অন্যের চাইতে অধিক হকদার।

২৪৮৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعَهُ فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعًا بَعِيْثَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَسْوَأُ الْغُرَمَاءِ .

৩৪৮৪. 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)....আবু বাকর ইবন আবদির রহমান ইবন হারিছ ইবন হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ তার মাল বিক্রি করার পর ক্রেতা হঠাৎ গরীব হয়ে যায় এবং সে বিক্রেতাকে তার মূল্য বাবদ কিছুই পরিশোধ করে না; এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার সমস্ত মাল ক্রেতার নিকট হতে ফিরিয়ে নেবে এবং এটাই তার হক। আর যদি ক্রেতা মারা যায়, তবে মালের মালিক আন্যান্য পাওনাদারদের মত হবে।

২৪৮৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِي الْخُبَائِرِيَّ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১. অর্থাৎ ধার-কর্জ গ্রহণের পর কোন ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে পড়ার পর ধারের দ্রব্য তার কাছে বিদ্যমান থাকলে, ধার দাতাই তা ফেরত পাবে। (অনুবাদক)

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمْنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَإِذَا امْرَأُيْهِ هَكَذَا وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ امْرَأُيْهِ بِعَيْتِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

৩৪৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আওফ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যদি গরীব ক্রেতা বিক্রেতার মালের কিছু মূল্য পরিশোধ করে থাকে, তবে অবশিষ্ট মালের জন্য সে আ্য পাওনাদারদের মত অংশপ্রাপ্ত হবে। আর যদি ক্রেতা মারা যায়, আর তার কাছে বিক্রেতার মাল অবশিষ্ট থাকে, চাই তার কোন মূল্য আদায় করা হোক বা না হোক; এমতাবস্থায় সেও আ্যন্য পাওনাদারদের মত একজন হবে।

৩৪৮৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمْنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ .

৩৪৮৬. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.)....আবু বাকর ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :...। এরপর রাবী মালিকের হাদীছের বিষয়বস্তু বর্ণনা প্রসঙ্গে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি গরীব ক্রেতা বিক্রেতার মালের কিছু মূল্য পরিশোধ করে থাকে, তবে সে অবশিষ্ট মালের মালিক হবে; (এবং বিক্রেতা বাকী মালের মূল্য গ্রহণে আ্যন্য পাওনাদারদের মত হবে)।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : রাবী মালিক (র.) বর্ণিত হাদীছ অধিক সহীহ।

৩৪৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

৩৪৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....‘আমর ইব্ন খাল্দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আমার এক গরীব সাথীর মোকদ্দমা নিয়ে আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালার ন্যায় তোমাদের মাঝে সমাধান করে দেব। নবী ﷺ -এর নিয়ম হলো : যদি কেউ নিঃস্ব হয়ে যায় অথবা মারা যায় এবং বিক্রেতা তার মাল হুবহু তার নিকট প্রাপ্ত হয়, তবে সে তা গ্রহণের অধিক হকদার।

৩৬৭. بَابُ فِي مَنْ أَحَى حَسِيرًا

৩৬৯. অনুচ্ছেদ : অক্ষম, দুর্বল পশু প্রতিপালন সম্পর্কে

৩৬৮৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى نَا أَبَانٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُمَيْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيِّئُوهَا فَآخِذَهَا فَآخِياها فَهِيَ لَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانٍ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ عَنْ مَنْ قَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ وَهُوَ ابْنُ وَائِمٍ .

৩৬৮৮. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)...আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পশুকে খাদ্য দিতে অপারগ হয়ে তার মালিক তাকে ছেড়ে দিয়েছে, এখন এ পশুকে যে লালন-পালন করবে, সে-ই তার মালিক হবে।

রাবী আবানের হাদীছে উল্লেখ আছে যে, একদা ‘উবায়দুল্লাহ (র.) ‘আমির শা‘আবী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি এ হাদীছ কার থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একাধিক সাহাবী থেকে শ্রবণ করেছি।

৩৬৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ يَغْنَى ابْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلِكٍ فَآخِياها رَجُلٌ وَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاها .

৩৬৮৯. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র.)...‘আমির শা‘বী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন পশুকে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পরিত্যগ করে, এরপর অন্য কোন ব্যক্তি তাকে লালন-পালন করে; এমতাবস্থায় সে-ই তার মালিক হবে, যে পশুটিকে পতিপালন করে জীবিত রাখে।

৩৭০. بَابُ فِي الرَّهْنِ

৩৭০. অনুচ্ছেদ : বন্ধক রাখা সম্পর্কে

৩৬৮৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكْرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ يَحْلِبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يَحْلِبُ وَيُرْكَبُ النَّفْقَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ .

৩৪৯০. হান্নাদ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দুগ্ধবতী বন্ধকী পশুর দুধ তাকে ঘাস খাওয়ানোর বিনিময়ে যে বন্ধক রাখে সে দোহন করতে পারে। একইরূপে আরোহণযোগ্য বন্ধকী পশুর উপর তাকে ঘাস খাওয়ানোর বিনিময়ে যে বন্ধক রাখে, সে আরোহণ করতে পারে।

৩৭১. **بَابُ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ**

৩৭১. অনুচ্ছেদ : নিজের সন্তানের কামাই খাওয়া

৩৪৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَتَّصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِي حَبْرِيٍّ يَتِيمٌ أَفَا كُلُّ مَنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مَنْ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ .

৩৪৯১. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)....‘উমারা ইবন ‘উমায়র (রা.) তাঁর ফুফু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা তিনি ‘আইশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার লালন-পালনে একজন ইয়াতীম আছে, আমি কি তার মাল খেতে পারি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের জন্য উত্তম খাবার হলো তার নিজের হাতে অর্জিত খাদ্য এবং তার সন্তানের আয়ও নিজের উপার্জনের মত।

৩৪৭২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ إِذَا احْتَجَمَ وَهُوَ مُنْكَرٌ .

৩৪৯২. ‘উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র.)....‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মানুষের সন্তান তার উৎপাদিত ফসলের মত, বরং তা উত্তম উপার্জন। অতএব, তোমরা তাদের উপার্জন হতে ভক্ষণ করবে।

৩৪৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْهَالٍ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ الَّذِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنْ أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ .

৩৪৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল (র.)....‘আমর ইব্ন শু‘আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আছে, আর আমার পিতা আমার মালের মুখাপেক্ষী। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি এবং তোমার মাল-সবই তোমার পিতার। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য উত্তম উপার্জন। কাজেই, তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জিত মাল ভক্ষণ করবে।

৩৭২. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

৩৭২. অনুচ্ছেদ : নিজের কোন হারানো মাল অন্যের নিকট পাওয়া গেলে

৩৪৭৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ .

৩৪৯৪. ‘আমর ইব্ন ‘আওন (র.)....সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ তার নিজের কোন হারানো মাল অন্যের নিকট পায়, তবে সে তা পাওয়ার অধিক হকদার এবং ব্যক্তি সে মাল খরিদ করবে, সে বিক্রেতার কাছ থেকে তার টাকা আদায় করবে।

৩৭৩. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ لُحْتِ يَدِهِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ : স্বীয় অধিকারের মাল হতে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ সম্পর্কে

৩৪৭৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ فَهَلْ عَلَى مِنْ جُنَاحٍ أَنْ أَخْذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَبَنِيكَ بِالْمَعْرُوفِ .

৩৪৯৫. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)....‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুআবিয়ার মা হিন্দা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আবু সুফয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার এবং আমার সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ দেয় না। কাজেই আমি যদি তার মাল হতে কিছু করি, (যা আমার নিকট থাকে, তবে কি আমার গুনাহ

হবে? তিনি বলেন, তোমার এবং তোমার সন্তানদের যা একান্ত প্রয়োজন, কেবল ততটুকু মাল সদুপায়ে গ্রহণ করতে পার।

২৪৭৬. حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْـيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَى مِنْ حَرَجٍ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ .

৩৪৯৬. খুশায়শ ইব্ন আসরাম (র.) 'আইশা (রা.)....থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিন্দা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আবু সফযান একজন কৃপণ লোক, এমতাবস্থায় আমি যদি তার বিনা আনুমতিতে তার মাল হতে তার সন্তানদের জন্য খরচ করি, এতে কি আমার গুনাহ হবে? তিনি ﷺ বলেন : যদি তুমি তার সন্তানদের জন্য প্রয়োজন মত সৎভাবে খরচ কর, তবে তাতে তোমার কোন গুনাহ হবে না।

২৪৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ نَا حُمَيْدُ يَعْنِي الطَّوِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَنِي مَاهِكِ الْكَلْبِيِّ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ آيَتَامٍ كَانَ وَلِيَهُمْ فَغَالَطُوهُ بِالْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَهَا قَالَ قُلْتُ اقْبِضِ الْآلِفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لَا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَعَمَّنَكَ وَلَا تَخْزَنَّ مِنْ خَانَكَ .

৩৪৯৭. আবু কামিল (র.)....ইউসুফ ইব্ন মাহিক মক্কী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে ইয়াতীমদের খরচের হিসাব লেখতাম এবং তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলেন। একবার ইয়াতীমরা তার নিকট এক হাজার দিরহামের একটি ভুল হিসাব পেশ করে, যা তিনি তাদের দিয়ে দেন। এর পর হিসাব করে আমি ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত মাল ইয়াতীমদের মালের মধ্যে পাই।

রাবী বলেন, তখন আমি তাকে বলি : এখন আপনি আপনার হাজার দিরহাম গ্রহণ করুন যা ভুল হিসাবের কারণে আপনি ইয়াতীমদের দিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, না, আমি তা নেব না। কেননা, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করেছেন : যদি কেউ তোমাদের নিকট কিছু আমানত রাখে, তবে তা আদায় করবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ তোমাদের সাথে খিয়ানত করে, তবে তোমরা তাদের সাথে খিয়ানত করবে না।

৩৭৬. بَابُ فِي قَبُولِ الْهَدَايَا

৩৭৪. অনুচ্ছেদ : হাদিয়া কবুল করা সম্পর্কে

৩৬৯৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرَّوَاسِيُّ قَالَا نَا عِيسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ ابْنِ أَبِي اسْحَقَ السَّبْيَعِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .

৩৪৯৮. ‘আলী ইব্ন বাহর (র.)....‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিয়া কবুল করতেন এবং এর বিনিময়ে তিনিও হাদিয়া প্রদান করতেন।

৩৬৯৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّاظِيُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَائِمُ اللَّهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قَرَشِيًّا أَوْ أَنْصَرِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا .

৩৪৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহর শপথ ! আজ হতে আমি কুরায়শ মুহাজির, আনসার, দাওসী অথবা ছাকফী ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হাদিয়া গ্রহণ করব না।

৩৭৫. بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهَبَةِ

৩৭৫. অনুচ্ছেদ : দানে প্রদত্ত বস্তু ফেরত নেওয়া

৩৫০০. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا نَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ لَا نَعْلَمُ الْقِيَاءَ إِلَّا حَرَامًا .

১. একদা জনৈক গ্রাম্য নিরক্ষর লোক নবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে হাদিয়া হিসাবে একটি উট প্রদান করে। এর বিনিময়ে তিনি তাকে ছয়টি উট দেন। এতদসত্ত্বেও সে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে। এ নবী (সা.) উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন।

আলোচ্য হাদীছের প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, যদি কেউ অধিক প্রাপ্তি আশায় হাদিয়া দেয় এবং তা পাওয়া সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ যোগ্য নয়। যে ব্যক্তি হাদিয়া দেবে, তাকে নির্লোভ হতে হবে। এভাবে যদি কেউ হাদিয়া প্রদান করে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে, অন্যথায় নয়। (অনুবাদক)

৩৫০০. মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দানে প্রদত্ত বস্তু ফেরত নেওয়া প্রদানকারী ব্যক্তি নিজের বমি নিজে ভক্ষনকারীর সমতুল্য। রাবী আবু কাতাদা (রা.) বলেন : আমরা তো বমিকে হারাম-ই মনে করি। (কাজেই, কাউকে কিছু দান করার পর তা ফেরত নেওয়াও হারাম।)

৩৫০১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ نَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَاحِدَ فِي مَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمَثْلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ .

৩৫০১. মুসাদ্দাদ (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেবল পিতা তার পুত্রদের কিছু দিয়ে তা ফেরত নিতে পারে। এ ছাড়া আর কারো জন্য কোন জিনিস কাউকে দিয়ে তা ফেরত নেওয়া জাইয নয়। আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে কাউকে কিছু দিয়ে তা আবার ফেরত চায়, ঐ কুকুরের মত, যে পেট পূরে খাওয়ার পর বমি করে, পরে তা আবার নিজে ভক্ষণ করে।

৩৫০২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثْلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقِفْ فَلْيَعْرِفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ .

৩৫০২. সুলায়মান ইবন দাউদ (র.)....আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ কোন বস্তু দান করে তা আবার ফেরত নেয়, তবে তার উদাহরণ এরূপ যে, কোন কুকুর যেন বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে। যদি কোন ব্যক্তি তার দানকৃত কোন বস্তু ফেরত নিতে ইচ্ছা করে, তখন দান-গ্রহীতা ব্যক্তি তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। যদি বিশেষ কোন কারণে দানকারী তা ফেরত চাইতে বাধ্য হয়, তখন তাকে তা ফেরত দেবে।

৩৭৬. بَابُ فِي الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

৩৭৬. অনুচ্ছেদ : প্রয়োজন পূরণের জন্য হাদিয়া গ্রহণ

৩৫০৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ الْقَسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَىٰ أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

৩৫০৩. আহমদ ইবন 'আমর (র.)....আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে, পরে সে ব্যক্তি সুপারিশের জন্য তাকে কোন হাদিয়া দেয় এবং সুপারিশকারী তা গ্রহণও করে; এমতাবস্থায় হাদিয়া গ্রহণকারী যেন সুদের একটি বড় দরবার মধ্যে প্রবেশ করলো। ১২

৩৭৭. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُفْضَلُ بَعْضُ وَكَدِهِ فِي النَّحْلِ

৩৭৭. অনুচ্ছেদ : কোন সন্তানকে অতিরিক্ত কিছু দান করা সম্পর্কে

৩৫০৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا سَيَّارٌ وَأَنَا مُغِيرَةُ وَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلْنِي أَبِي نَحْلًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عُمَرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ أَعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشْهَدُهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نَحْلًا وَإِنَّ عُمَرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أَشْهَدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَلَاكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّهُمْ أَعْطِيَتْ مِثْلَ مَا أَعْطِيَتْ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ هَذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا تَلَجِبُهُ فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ الْيَسَّ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سِوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثٍ أَنْ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنْ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبْرُوكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَدِكَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيهِ أَلَاكَ بَنُونَ سِوَاهُ وَقَالَ أَبُو الضُّحَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَلَاكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ .

১. কেননা, কোন মুসলমানকে সাহায্য করা, অথবা তার কোন কাজ করে দেওয়া অনেক ছওয়াবের কাজ। তাই, যখন সে ব্যক্তি হাদিয়া নেবে, তখন সে এ ছওয়াব হতে বঞ্চিত হবে। অবশ্য উপরোক্ত কারণে কেউ যদি কাফিরদের থেকে কিছু বিনিময় গ্রহণ করে, তাতে কোন দোষ নেই। (অনুবাদক)

৩৫০৪. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করেন। রাবী ইসমাঈল ইবন সালিম, যিনি এ হাদীছের রাবীদের অন্যতম, বলেন : নু'মানের পিতা তাকে একটি গোলাম প্রদান করেন। নু'মান (রা.) বলেন : তখন আমার মাতা 'উমরা বিন্ত রাওহা (রা.) আমার পিতাকে বলেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে সাক্ষী বানিয়ে নিন। তখন আমার পিতা নবী ﷺ -কে সাক্ষী বানাবার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট হাযির হয়ে বলেন : আমি আমার নু'মানকে কিছু প্রদান করেছি, এতে আমার স্ত্রী 'উমরা আমাকে বলে যে, আমি যেন এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখি।

রাবী নু'মান বলেন, একথা শুনে তিনি ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : নু'মান ব্যতীত তোমার আর কোন পুত্র সন্তান আছে কি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, আরো সন্তান আছে। তিনি ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এরূপ প্রদান করেছ, যেমন নু'মানকে দিয়েছ? তিনি বলেন : না।

এ হাদীছের কোন কোন রাবী বর্ণনা করেছেন যে, তখন নবী (স.) বলেন : এতো জুলুম। আর কোন কোন রাবী বলেন, একথা শনার পর নবী ﷺ বলেন, এতো নীতি বিরুদ্ধ প্ররোচনার কাজ। কাজেই, এ ব্যাপারে আমি ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী রাখ।

রাবী মুগীরা তাঁর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেন যে, তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, তোমার সব ছেলেরা নেকী ও সৌভাগ্যশালী হওয়ার ব্যাপারে সমান হোক? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি এ ব্যাপারে আমি ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী রাখ। রাবী মুজালিদ (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ বলেন : তোমার উপর তাদের (সন্তানদের) এরূপ দাবী আছে যে, তুমি তাদের সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করবে, যেমন তাদের উপর তোমার জন্য এ হক আছে যে, তারা সকলে তোমার সংগে সদাচরণ করবে।

ইমাম আবু দাউদ (র.) যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে বলেন যে, তখন তাদের মধ্য হতে কেউ এরূপ প্রশ্ন করে যে, তারা সকলেই কি তোমার ছেলে? আবার কেউ বলে : এরা কি তোমার সন্তান?

রাবী ইবন আবু খালিদ (র.) শা'বী (রা.) থেকে এ সম্পর্কে বলেন যে, এ ব্যতীত তোমার কি আরো সন্তান আছে? রাবী আবু দুহা (র.) নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন : সে ছাড়া তোমার কি আরো সন্তান আছে?

৩৫০৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذَا الْغُلَامُ قَالَ غُلَامِي أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ أَفَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَرَدْتَهُ .

৩৫০৫. 'উছমান ইবন আবু শায়বা (র.)....নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর পিতা তাকে একটি গোলাম প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে উক্ত গোলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন : এটি আমার গোলাম, যা আমার পিতা আমাকে দিয়েছেন।

তিনি রাঃ বলেন : তোমার পিতা তোমার সব ভাইকে কি এরূপ গোলাম দিয়েছে? আমি বলি : না। তখন তিনি রাঃ বলেনঃ তাহলে তুমি এ গোলাম ফিরিয়ে দাও।

৩৫০৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ جَانِبِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَعْدِلُوا بَيْنَ ابْنَائِكُمْ اَعْدِلُوا .

৩৫০৬. সুলায়মান ইবন হারব (র.)....হাজিব ইবন মুফাযযাল তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি নু'মান ইবন বাশীর (রা.)-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায্যবিচার করবে, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে।

৩৫০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةٌ بِشِيرٍ أَنْحَلَ ابْنِي غُلَامًا وَأَشْهَدُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلْتَنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامًا فَقَالَتْ لِي أَشْهَدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اخْوَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّهُمْ أُعْطِيَتْ مَا أُعْطِيَتْهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ .

৩৫০৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বাশির (রা.)-এর স্ত্রী তাকে বলে যে, তুমি তোমার গোলামটি আমার ছেলে নু'মানকে দিয়ে দাও এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সঃ -কে আমার পক্ষ হতে সাক্ষী রাখ। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : অমুক ব্যক্তির কন্যা আমার কাছে এরূপ আবেদন করছে যে, আমি যেন একটি গোলাম তার ছেলেকে প্রদান করি। আর সে আমাকে এরূপও বলেছে যে, আমি যেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সঃ -কে সাক্ষী রাখি। তখন তিনি সঃ বলেন : তার কি আরো ভাই আছে? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তখন নবী সঃ জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি সকলকে একটি করে গোলাম দিয়েছ, যেমন তাকে দিয়েছ? তিনি বলেন : না। তখন তিনি সঃ বলেন : এরূপ করা উচিত নয়। আর আমি তো ন্যায্য ছাড়া আন্যায়ের সাক্ষী হতে পারি না।

৩৭৮. بَابُ فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ أَذْنِ زَوْجِهَا

৩৭৮. অনুচ্ছেদ : স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর কিছু দান করা

৩৫০৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصَمَتَهَا .

৩৫০৮. মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.)....‘আমর ইব্ন শু‘আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মাল হতে কিছু দান করা জাইয নয়, যতক্ষণ না তার স্বামী তার সতীত্বের মালিক থাকে।

৩৫০৯. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ نَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

৩৫০৯. আবু কামিল (র.)....‘আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার মাল হতে কাউকে কিছু দেওয়া জাইয নয়।

৩৭৭. بَابُ فِي الْعُمَرَى

৩৭৯. অনুচ্ছেদ : সারা জীবনের জন্য কিছু দান করা

৩৫১০. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ .

৩৫১০. আবু ওয়ালীদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : সারা জীবনের জন্য কাউকে কিছু প্রদান করা জাইয।

৩৫১১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

৩৫১১. আবু ওয়ালীদ (র.)....সামুরা (রা.) নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৩৫১২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ .

৩৫১২. মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : সারা জীবনের জন্য প্রদত্ত জিনিস তারই হবে, যাকে তা দেওয়া হয়।

৩৫১৩. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقْبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ .

৩৫১৩. মুআম্মাল ইব্ন ফযল (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তিকে সারা জীবনের জন্য কিছু দেওয়া হয়, সে তার মালিক। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী যারা হবে, তারা এর মালিক হবে।

৩৫১৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ نَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ .

৩৪১৪. আহমদ ইব্ন আবু হাওরী (র.)....জাবির (রা.) নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : লায়ছ ইব্ন সা'দ (র.) যুহরী (রা.) হতে, তিনি আবু সালামা (র.) হতে, তিনি জাবির (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৩৮. . بَابُ مَنْ قَالَ فِيهِ وَلَعَقَهُ

৩৮০. অনুচ্ছেদ : সারা জীবনের জন্য কাউকে কিছু দেওয়ার সময় দাতা যদি পরবর্তীতে তার ওয়ারিছের কথা উল্লেখ করে

৩৫১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا بِشَرُّ بْنُ عُمَرَ نَا مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمُرِي لَهُ وَلَعَقِيهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعْ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ .

৩৫১৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবনের জন্য কাউকে কিছু প্রদান করে বলে যে, আমি এই বস্তু সারা জীবনের জন্য এবং তোমার ওয়ারিছদের দিলাম, তবে এর মালিক সেই হবে, যাকে তা দেয়া হবে। সে বস্তু ফেরত নেওয়া যাবে না। কেননা, সে ব্যক্তি তা এভাবে প্রদান করেছে, যাতে উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

৩৫১৬. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ نَا يَعْقُوبُ أَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ عَقِيلٌ وَيَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَأَخْتَفَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي لَفْظِهِ وَرَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ .

৩৫১৬. হাজ্জাজ ইব্ন আবু ইয়া'কুব (র.)....ইব্ন শিহাব (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : 'আকীল (র.) ইব্ন শিহাব (রা.) হতে এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব (র.) ইব্ন শিহাব (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا الْعُمَرَى الَّتِي أَجَارَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقْبِكَ فَمَا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا .

৩৫১৭. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকে সারা জীবনের জন্য দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিয়েছেন, তা এরূপ যে, সে বলবে : এ আমি তোমাকে এবং তোমার ওয়ারিছদের প্রদান করছি। কিন্তু যখন কেবল বলবে : আমি এ বস্তু তোমাকে প্রদান করছি ততদিনের জন্য, যতদিন তুমি জীবিত থাকবে। সে ব্যক্তির মৃত্যুর পর, তা তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

৩৫১৮. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَرْقِبُوا وَلَا تَعْمِرُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أَعْمَرَهُ فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ .

৩৫১৮. ইসহাক ইব্ন ইসমাইল (র.)....জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কাউকে কিছু দান করার সময় এরূপ বলবে না যে, তোমার জীবিতাবস্থায় এ তুমি ভোগ করবে। আমার মৃত্যু আগে হলে এ তোমার হবে, আর তোমার মৃত্যু হলে এ আমার নিকট ফিরে আসবে। অথবা এ আমি তোমাকে তোমার জীবিতাবস্থার জন্য দান করলাম। এরূপ বলে যে ব্যক্তি কোন জিনিস কোন ব্যক্তিকে প্রদান করে, তখন তা তার ওয়ারিছদের জন্য হয়ে যায়।

৩৫১৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ طَارِقِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِّنْ نَّخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا إِنَّمَا أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهَا حَيَاتُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ لَهَا حَيَاتُهَا وَمَوْتُهَا قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا قَالَ ذَلِكَ أَبَعْدُ لَكَ .

৩৫১৯. উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসার রমণীর ব্যাপারে ফয়সালা করেন, যার পুত্র তাকে

একটি খেজুরের বাগান প্রদান করেছিল। সে মহিলার মৃত্যুর পর তার ছেলে বলে : আমি তো এ বাগান তাঁর জীবিত থাকাকালীন সময়ের জন্য দিয়েছিলাম; আর সে ব্যক্তির আরো ভাই ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ বাগানটি সে মহিলার, তার জীবিত থাকা এবং মারা যাওয়া, উভয় অবস্থায়। তখন সে (ছেলে) বলে : আমি তাকে এটি সাদাকা স্বরূপ দিয়েছিলাম। নবী ﷺ বলেন : এখন এটি তোমার থেকে দূরে সরে গেছে; (অর্থাৎ তুমি আর তা ফেরত পাবে না।)

৩৮১. بَابُ فِي الرُّقْبَى

৩৮১. অনুচ্ছেদ : দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কেউ মারা গেলে, জীবিত ব্যক্তি তা ভোগ করার শর্ত সাপেক্ষে কাউকে কিছু দান করা

৩৫২০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا دَاوُدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمَرَى جَانِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَانِزَةٌ لِأَهْلِهَا .

৩৫২০. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....জাবরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জীবদ্দশায় ভোগের জন্য প্রদত্ত জিনিস মৃত্যুর পর তার পরিবারের জন্য বৈধ হয়ে যায় এবং জীবিত থাকাকালীন সময়ের জন্য প্রদত্ত জিনিসও তার পরিবারের জন্য বৈধ হয়ে যায়, যাকে তা প্রদান করা হয়।

৩৫২১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهُ وَلَا تَوَقَّبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ .

৩৫২১. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.)....যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি কাউকে তার সারা জীবনের জন্য কিছু প্রদান করে, তবে তা সে ব্যক্তির হয়ে যায়। তার জীবিত থাকাবস্থায় ঐ বস্তু যেমন তার থাকে, তেমনি তার মৃত্যুর পরেও থাকে। আর তোমরা রোকবার শর্ত আরোপ করবে না। কেননা, কোন ব্যক্তি যদি কাউকে সারা জীবনের জন্য কিছু দেয়, তবে তা তার-ই হয়ে যায়।

৩৫২২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْعُمَرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَؤُلَاءِ مَا عَشْتُ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِرِثَّتِهِ وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ .

২. আবদুল্লাহ ইব্ন জাররা (র.)....মুজাহিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমরা বা সারা জীবনের জন্য দেওয়ার অর্থ হলো, যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে বলে যে, যতদিন তুমি জীবিত থাকবে, এটি তোমার। যখন কেউ এরূপ বলে, তখন ঐ বস্তু তার হয়ে যায় এবং পরে তার ওয়ারিছদের হয়ে যায়। আর রোকবার অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি কাউকে কিছু দিয়ে বলে যে, যদি আমার পরে তোমার মৃত্যু হয়, তবে এ জিনিস তোমার; অন্যথায় আমি তা ফিরিয়ে নেব।

৩৮২. بَابُ فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ

৩৮২. অনুচ্ছেদ : ধার হিসাবে গৃহীত বস্তুর ক্ষতিপূরণের যিম্মাদারী

৩৫২৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشُّمَّرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

৩৫২৩. মুসাদ্দাদ (র.)...সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : হাত দিয়ে গৃহীত বস্তুর যিম্মাদারী ততক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ না তা আদায় করা হবে। এর রাবী হাসান হাদীছটি ভুলে যান এবং পরে বলেন : যাকে তুমি কিছু প্রদান করবে, সে তার আমানতদার হবে। (আর যদি তা অনিচ্ছা সত্ত্বে নষ্ট হয়ে যায়), তবে এতে তার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

৩৫২৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ عَنْ أُمِّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغْصَبُ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لِأَبِلَ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ رِوَايَةُ يَزِيدٍ بِنَبْدَادٍ وَفِي رِوَايَتِهِ بِوَأَسِطٍ تَغْيِيرٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا .

৩৫২৪. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....উমাইয়্যা ইব্ন সাফওয়ান (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট হতে হুনায়নের যুদ্ধের সময় কয়েকটি লৌহবর্ম ধার হিসাবে গ্রহণ করেন। তখন সাফওয়ান জিজ্ঞাসা করেন : হে মুহাম্মদ! আপনি কি এ জোর পূর্বক নিতেছেন? তিনি ﷺ বলেন : না, বরং ধার হিসাবে নিচ্ছি, এর কোন ক্ষতি হলে, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

৩৫২৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ عَنْ أَنَسٍ مِّنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ قَالَ

عَارِيَةً أَمْ غَضَبًا قَالَ لَا بَلْ عَارِيَةٌ فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَرَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَنِئًا فَلَمَّا هَزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقِدَ مِنْهَا أَدْرَاعُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَصَفْوَانَ إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرِمُ لَكَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ .

৩৫২৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র.).... আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান (রা.)-এ বংশধরদের কেউ বলেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে সাফওয়ান! তোমার কাছে কি কোন অস্ত্র-শস্ত্র আছে? সে জিজ্ঞাসা করে : আপনি কি তা জোর পূর্বক নিতে চান, না আর হিসাবে? তিনি ﷺ বলেন : না, বরং ধার হিসাবে নিতে চাই। তখন সাফওয়ান তাঁকে ত্রিশ থেকে চল্লিশটি লৌহবর্ম ধার হিসাবে প্রদান করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হনায়নের যুদ্ধে গমন করেন। এ যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হওয়ার পর সাফওয়ানের লৌহবর্মগুলো একত্রিত করে দেখা যায় যে, কয়েকটি লৌহবর্ম হারিয়ে গেছে। তখন নবী ﷺ সাফওয়ানকে বলেন : তোমার কয়েকটি বর্ম হারিয়ে গেছে, আমরা কি তোমাকে এর ক্ষতিপূরণ দেব? সে বলে না, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কেননা, আজ আমার মনের অবস্থা যেমন, সেদিন তেমন ছিল না।

৩৫২৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَفِيعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

৩৫২৬. মুসাদ্দাদ (র.).... সাফওয়ান (রা.)-এর বংশধরদের কেউ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : নবী ﷺ আর হিসাবে লৌহবর্ম গ্রহণ করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৩৫২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ نَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَلَا تَنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالْمَنْحَةُ مُرْدُودَةٌ وَالَّذِينَ مُقْضَى وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .

৩৫২৭. আব্দুল ওয়াহাব (র.).... আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা হকদার ব্যক্তিকে পূর্ণ হক প্রদান করেছেন। কাজেই এখন ওয়ারিছদের জন্য ওসীয়াত করা ঠিক নয়। কোন স্ত্রী যেন তার ঘরের কোন

জিনিস, তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে খরচ না করে। তখন তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য-দ্রব্যও নয় কি? তিনি বলেন : খাদ্য-দ্রব্যই তো আমাদের মালের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। এরপর তিনি ﷺ বলেন : ধার হিসাবে যা গ্রহণ করা হয়, তা পরিশোধ করতে হবে। দুগ্ধবতী পশুর দুধ পান করা শেষ হলে তা ফেরত দিতে হবে, দেনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে এবং কেউ যদি কোন জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে তাকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

৩৫২৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ نَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ قَالَ بَلْ مُؤَدَّاةٌ .


৩৫২৮. ইবরাহীম (র.)....সাফ্‌ওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : যখন আমার দূত তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাকে ত্রিশটি বর্ম এবং ত্রিশটি উট প্রদান করবে। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি কি এরূপ ধার চাচ্ছেন, যার ক্ষতিপূরণ দেবেন, অথবা এরূপ আর, যা মালিককে পরে ফেরত দেবেন? তিনি ﷺ বলেনঃ এ ধরনের ধার, যা মালিককে আবার ফেরত দেওয়া হয়।

৩৮৩. بَابُ فِي مَنْ أَقْسَدَ شَيْئًا يَغْرُمُ مِثْلَهُ

৩৮৩. অনুচ্ছেদ : কারো কোন জিনিস নষ্ট করলে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া

৩৫২৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ أَحَدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ قَالَ فَضَرَبْتُ بِيَدِيهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فَآخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَسْرَتَيْنِ فَضَمَّ أَحَدَهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُكُمُ زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى كُلُّوْا فَكُلُّوْا حَتَّى جَاعَتْ قَصْعَتُهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى لَفْظِ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ قَالَ كُلُّوْا وَحَبَسَ الرَّسُولُ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَعُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِهِ .

৩৫২৯. মুসাদ্দাদ (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ তাঁর কোন এক স্ত্রীর কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তখন অপর একজন উম্মাহাতুল মু'মিনীন তাঁর এক খাদিমের হাতে একটি পাত্রে কিছু খাদ্যবস্তু প্রেরণ করেন, যা তাঁর স্ত্রী হাত দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে দেন।

রাবী ইব্ন মুছান্না (রা.) বলেন : তখন নবী  ভাঙ্গা পেয়ালার দু'টি অংশ উঠিয়ে নেন এবং এর একটি অংশ অপরটির সাথে মিশ্রিত করেন এবং তার মধ্যে পতিত খাদ্য-বস্তু জমা করতে থাকেন এবং পরে বলেন : তোমাদের মাতা রাগান্বিত হয়েছে।

রাবী ইব্ন মুছান্না (রা.) আরো বলেন, এর পর নবী ﷺ বলেন : তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর। তখন সকলে খেতে শুরু করে। এ সময় সে স্ত্রীর ঘর হতে ও খাবার আসে, যেখানে তিনি ﷺ অবস্থান করছিলেন। তিনি ﷺ বলেন : এগুলোও খাও। এরপর নবী ﷺ সে খাদিমকে বিলম্ব করতে বলেন এবং পেয়ালাটিও রেখে দেন। পরে যখন সকলের খাওয়া শেষ হয়, তখন তিনি ভাল পেয়ালাটি উক্ত খাদিমকে প্রদান করেন এবং ভাঙ্গা ফেয়ালাটি তাঁর ঘরে রেখে দেন।

٣٥٣٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِهِ فَأَخَذَنِي أَكُلُ فَكَسَرْتُ الْإِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ قَالَ إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ .

৩৫৩০. মুসাদ্দাদ (র.)....জাসরা বিনত দাজাজা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আইশা (রা.) বলেছেন : আমি সাফিয়ার ন্যায় আর কাউকে উত্তম খানা পাকাতে দেখিনি। একদা তিনি খানা পাকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করেন, যাতে আমি রাগান্বিত হই এবং পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলি। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি যা করেছি, এর কাফ্ফারা কি? তখন তিন বলেন : পাত্রের বিনিময়ে এরূপ পাত্র এবং খানার বিনিময়ে এরূপ খানা।

٣٨٤. بَابُ الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

৩৮৪. অনুচ্ছেদঃ লোকজনের ফসল নষ্টকারী পশু সম্পর্কে

٣٥٣١ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمُرُوزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحِیْصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَاقَةَ لِلْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ
فَافْسَدَتْهُ عَلَيْهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ
الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ .

৩৫৩১. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....হারাম ইব্ন মুহায়্যাসা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা বারা' ইব্ন আযিব (রা.)-এর উদ্ভী জনৈক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে তা বিনষ্ট করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালা এরূপ করেন যে, দিনের বেলা মালের মালিক তার মালের হিফায়ত করবে এবং রাতের বেলা পশুর মালিক তার পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

৩৫৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفَرَّيَّابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيَّمَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ لَنَا نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَافْسَدَتْ فِيهِ فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقَضَى أَنْ حِفْظُ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنْ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتَهُمْ بِاللَّيْلِ .

৩৫৩২. আহমদ ইব্ন খালিদ (র.)....বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তার একটি মোটা -তাজা উদ্ভী ছিল, যা একদা জনৈক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে তা নষ্ট করে দেয়। এরপর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি এরূপ ফয়সালা দেন : দিনের বেলা বাগানের মালিক তার বাগানের হিফায়ত করবে এবং রাতের বেলা পশুর মালিক তার পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আর রাতের বেলা যদি কারো পশু অন্যের কোন ক্ষতি করে, তবে পশুর মালিক এর ক্ষতিপূরণ দেবে।

(أَخْرَجُ كِتَابُ الْبَيُوعِ)

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্ত

كِتَابُ الْقَضَاءِ

অধ্যায় বিচার

৩৮৫. بَابُ فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ !

৩৮৫. অনুচ্ছেদ : বিচারকের পদার্থার্থী হওয়া সম্পর্কে

৩৫২৩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ .

৩৫৩৩. নাসর ইবন আলী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে, তাকে যেন ছুরি ব্যতীত যবাহ করা হয়েছে।

৩৫২৪. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا بِشَرُّ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ الْمُقْبَرِيِّ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ .

৩৫৩৪. নাসর ইবন আলী (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তিকে লোকদের মধ্যে বিচারক বানানো হয়েছে, তাকে যেন ছুরি ব্যতীত যবাহ করা হয়েছে।

৩৮৬. بَابُ فِي الْقَاضِيِ يَخْطِئُ

৩৮৬. অনুচ্ছেদ : বিচারকের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে

৩৫২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ السَّمْتِيُّ نَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا

الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ .

৩৫৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাস্‌সান (র.)....বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বিচারক তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণী জান্নাতে যাবে এবং দু'শ্রেণী জাহান্নামে যাবে। আর যে জান্নাতে যাবে সে ব্যক্তি তো এমন, যে সত্যকে জানার পর সে আনুযায়ী বিচার করবে। পক্ষান্তরে, যে বিচারক সত্যকে সত্য হিসাবে জানার পরও স্বীয় বিচারে জুলুম করবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত ভুল বিচার করবে, সেও জাহান্নামে যাবে।

৩৫৩৬. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسِرَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩৫৩৬. উবায়দুল্লাহ (র.)....‘আমর ইব্ন আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন বিচারক চিন্তা-ভাবনার পর সঠিক বিচার করে, তখন সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়। আর চিন্তা-ভাবনার পরও যদি ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তখন সে এক গুণ ছওয়াব পায়।

৩৫৩৭. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ نَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ نَجْدَةَ عَنْ جَدِّهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ .

৩৫৩৭. ‘আব্বাস আনবারী (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলমানদের খিদমত করার উদ্দেশ্যে বিচারক নিযুক্ত হয় এবং তার ন্যায়-পরায়ণতা তার জুলুমের উপর প্রাধান্য পায়, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির জুলুম তার ইনসাফের উপর অধিক হবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের উপযুক্ত হবে।

৩৫৩৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَبِي الزُّدِّ قَاءَ نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِلَىٰ قَوْلِهِ الْفَاسِقُونَ هَٰؤُلَاءِ الْآيَاتُ لَثُلُثٌ نَزَلَتْ فِي يَهُودٍ خَاصَّةً فِي قَرِيبَةٍ وَالنَّضِيرِ .

৩৫৩৮. ইবরাহীম ইব্ন হামযা (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত : যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করবে না, সে তো কাফির, যালিম এবং ফাসিক। এ তিনটি আয়াত বিশেষ রূপে বনু কুরায়যা এবং বনু নযীরের ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়।

৩৮৭. بَابُ فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسْرُعِ إِلَيْهِ

৩৮৭. অনুচ্ছেদ : বিচারক হতে চাওয়া এবং দ্রুত বিচার করা

৩৫৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجَاءِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَرَزَقِيِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَیَوَابِ كِنْدَةَ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْفَةٍ فَقَالَ الْأَرَجَلُ يُنْفَذُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْفَةِ أَنَا فَاخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كَفًّا مِّنْ حَصَى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهْ إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّسْرُعَ إِلَى الْحُكْمِ .

৩৫৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র.)....আব্দুর রহমান ইব্ন বিশর আরযাক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা কিনদা গোত্রের দু ব্যক্তি একটি মোকদ্দমা নিয়ে হাযির হয়। এ সময় আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) হালকার মধ্যে বসে ছিলেন। তখন সে দু ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, এখানে কি এমন কেউ আছেন, যিনি আমাদের ব্যাপারটি ফয়সালা করে দিতে পারেন? তখন হালকার মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে : আমি ফায়সালা করে দেব। এ সময় আবু মাস'উদ (রা.) এক মুষ্টি কাঁকর নিয়ে তার প্রতি নিক্ষেপ করে বলেন : অপেক্ষা কর। বস্তুত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) ফয়সালা ব্যাপারে জলদি করাকে খারাপ মনে করতেন।

৩৫৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا إِسْرَائِيلُ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وَكَلَّ إِلَيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ .

৩৫৪০. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি চাকরী চাইবে এবং তা পাওয়ার জন্য লোক দিয়ে সুপারিশ कराবে, সে ব্যক্তি নিজেই নিজের যিম্মাদার হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি চাকরী চাইবে না এবং তার জন্য কাউকে দিয়ে সুপারিশও করাবে না। আল্লাহ তার সাহায্যের জন্য একজন ফেরেশতা পাঠান।

৩৫৪১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنْ نُسْتَعْمَلَ أَوْلَا نُسْتَعْمَلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ .

৩৫৪১. আহমদ ইবন হাম্বল (র.).... আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন চাকরী চাইবে, আমরা কখনো তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করবো না।

৩৮৮. بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ

৩৮৮. ঘুষের অপকারিতা সম্পর্কে

৩৫৪২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا بَنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّأشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ .

৩৫৪২. আহমদ ইবন ইউনুস (র.).... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষদাতা এবং গ্রহীতার উপর লানত করেছেন।

৩৮৯. بَابُ فِي هَذَايَا الْعَمَالِ

৩৮৯. কর্মচারীদের হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা সম্পর্কে

৩৫৪৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَانِي أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلَيَاتِ بِقَلِيلٍ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدٌ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ ائْتَهَى .

৩৫৪৩. মুসাদ্দাদ (র.).... আদী ইবন উমায়রা কিন্দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে জনগণ! তোমাদের যে কেউ-ই আমাদের কোন কাজে নিয়োজিত থাকে এবং সে আদায়কৃত জিনিস হতে সুঁচ পরিমাণ জিনিসও গোপন করে, তবে তা আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে। কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তা নিয়ে হাযির হবে। এ সময় আনসারদের মধ্য হতে জনৈক

কৃষ্ণকায় ব্যক্তি দাঁড়ালো, যাকে আমি এখনো দেখছি, এবং বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি আমার নিকট হতে আপনার দেওয়া দায়িত্ব প্রত্যাহার করে নিন। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ কেন? তখন সে ব্যক্তি বলে, আমি শুনেছি আপনি এ সম্পর্কে এরূপ এরূপ বলেছেন। তখন তিনি ﷺ বলেন, এতে আমার আশা এই যে, আমি যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি তার উচিত হলো-কমবেশী যাই আদায় হোক না কেন, তা আমার কাছে হাযির করে দেবে এবং এর বিনিময়ে তাকে যা দেওয়া হবে, সে তা গ্রহণ করবে, আর তাকে যে বস্তু গ্রহণ করতে মানা করা হবে, সে তা থেকে বিরত থাকবে।

৩৯. بَابُ كَيْفَ الْقَضَاءِ

৩৯০. অনুচ্ছেদ বিচার কিরূপে করতে হবে

৩৫৪৪. حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ نَاشَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمِينِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلْنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّا اللَّهُ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخُصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ آخِرُي أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَّكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ .

৩৫৪৪. 'আমর ইব্ন আওন (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানের কাযী নিযুক্ত করে পাঠান। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি তো আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন যুবক মাত্র এবং বিচার করার মত কোন জ্ঞান-ই আমার নেই। তখন নবী ﷺ বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমার দিলকে হিদায়াত দেবেন এবং তোমার যবানকে সঠিক রাখবেন। কাজেই যখন দু'ব্যক্তি তোমার নিকট কোন মোকদমা নিয়ে আসবে, তখন তুমি ততক্ষণ কোন ফয়সালা দেবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করবে। কেননা, দু'ব্যক্তির বক্তব্য শোনার পর, তাদের ব্যাপারটি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। 'আলী (রা.) বলেন : এরপর আমি কাযী হিসাবে কর্তব্যরত থাকি এবং এ সময়ে কোন মোকদমা ফয়সালার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে আপতিত হই নাই।

৩৯। بَابُ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

৩৯১. অনুচ্ছেদ : কাযীর বিচারে যদি কোন ভুল-চুক হয়

৩৫৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ

وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .

৩৫৪৫. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমিও একজন মানুষ, আর তোমরা তো আমার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে এসো। আর এও সম্ভব যে তোমাদের কেউ কেউ অন্যের বিরুদ্ধে স্বীয় দাবীকে উত্তমভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পার, যা শোনার পর আমি হয়তো তার পক্ষেই ফয়সালা দিয়ে দেই। এমতাবস্থায় আমি যদি কারো পক্ষে তার ভাই থেকে কিছু নেওয়ার ফয়সালা করে দেই, তখন তার উচিত হবে স্বীয় ভাই থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করা। কেননা, এমতাবস্থায় আমি যেন তাকে একখণ্ড আগুনের ইবনকরা দেই।

৩৫৪৬. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوَيْةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَأَقْسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَا .

৩৫৪৬. রাবী ইবন নাফি' (র.)...উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়, যারা তাদের মীরাছের ব্যাপারে কলহ করছিল। আর তাদের উভয়ের পক্ষে তাদের দাবী ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী ছিল না। তখন নবী ﷺ উপরোক্ত হাদীছের ন্যায় হাদীছ বর্ণনা করেন, যা শুনে তারা দুজন কাঁদতে শুরু করে এবং তারা বলতে থাকে : আমার হক তারই প্রাপ্য। তখন নবী ﷺ তাদের উভয়কে সযোধন করে বলেন : তোমরা দু'জন যা করার তা করেছ, এখন তোমরা উভয়ের মধ্যে তা বন্টন করে নাও এবং নিজের অংশ অনুযায়ী গ্রহণ কর। এরপর তারা উভয়ে দোষ স্বীকার করে এবং একজন অপর জনের কাছে ক্ষমা চায়।

৩৫৪৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى نَا أُسَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزَلْ عَلَى فِيهِ .

৩৫৪৭. ইবরাহীম ইবন মুসা (র.)...আবদুল্লাহ ইবন রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা.)-এর নিকট হতে শ্রবণ করেছি, যিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দু'ব্যক্তি

মীরাছ এবং পুরাতন জিনিসের ব্যাপারে মামলা নিয়ে হাযির হয়। তখন নবী ﷺ বলেন : আমি তোমাদের এ মোকদ্দমায় আমার ইচ্ছানুযায়ী ফয়সালা দেব, যার সম্পর্কে আমার উপর কোন হুকুম নাযিল হয়নি।

৩৫৪৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُصِيبًا لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكْلِيفُ .

৩৫৪৮. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.)....ইব্ন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) মেষরের উপর বলেন যে, হে জনগণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালা সঠিক হতো। কেননা, মহান আল্লাহ তাঁকে সঠিক জ্ঞান দান করেছিলেন, আর আমাদের মতামত হলো ধারণাভিত্তিক এবং মেহনতের ফল মাত্র।

৩৯২. بَابُ كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي

৩৯২. অনুচ্ছেদ : বাদী-বিবাদী কাযীর সামনে কিরূপে বসবে?

৩৫৪৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ .

৩৫৪৯. আহমদ ইব্ন মনী' (র.)....আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন যে, (বিচারের সময়) বাদী-বিবাদী উভয়েই কাযীর সামনে বসা থাকবে।

৩৯৩. بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضَبَانُ

৩৯৩. অনুচ্ছেদ : রাগান্বিত অবস্থায় কাযী ফয়সালা দিলে

৩৫৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْضِي الْحَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ .

৩৫৫০। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)....আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি তার পুত্রকে লেখেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাগান্বিত অবস্থায় কাযী যেন কোন মামলার রায় প্রদান না করে।

৩৯৬. بَابُ الْحَكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

৩৯৪. অনুচ্ছেদ ৪ যিশীদেৱ মধ্য বিচার সম্পর্কে

৩৫০১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّخَوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَإِنْ جَاؤَكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَتُسَخِّتُ قَالَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ .

৩৫০১. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র.)..ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি :

فَإِنْ جَاؤَكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ .

অর্থাৎ যদি কাফিররা আপনার নিকট আসে, তবে আপনি তাদের মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসা করে দেবেন, অথবা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, পরবর্তী আয়াত :

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ .

“অর্থাৎ তুমি তাদের মধ্যকার ব্যাপারটি আল্লাহর হুকুম মূতাবিক ফয়সালা করে দেবে,ঃ-দ্বারা রহিত হয়েছে।

৩৫০২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَإِنْ جَاؤَكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ .

৩৫০২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় : “যদি কাফিররা আপনার নিকট আসে, তবে আপনি তাদের মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসা করে দেবেন, অথবা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আর যদি আপনি ফয়সালা করেন, তবে আপনি তাদের মাঝে ইনসাফের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায্য-বিচারকারীদের ভালবাসেন।

ইবন আব্বাস (রা.) বলেন : এর আগে এরূপ নিয়ম ছিল যে, যখন বনু নযীর- কুরায়যা গোত্রের কাউকে হত্যা করতো, তখন তারা রক্তপণের অর্ধেক আদায় করতো। আর বনু কুরায়যার কেউ বনু নযীরের কাউকে হত্যা করলে, তখন তারা পূর্ণ রক্তপণ আদায় করতো। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুটি গোত্রের উপর সমান-সমান রক্তপণ নির্ধারণ করে দেন।

১. মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের যিশী বলা হয়। (অনুবাদক)

৩৯৫. بَابُ فِي اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ

৩৯৫. অনুচ্ছেদ : ফয়সালার ব্যাপারে ইজতিহাদ করা

৩৫৫২. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حِمَصَ مِّنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ

قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلْوَ فُضِرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ .

৩৫৫৩. হাফস ইবন উমার (র.)... হিমসের কতিপয় অধিবাসী মু'আয ইবন জাবাল (রা.)-এর সাথীদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয (রা.) কে যখন ইয়ামনের শাসনকর্তা নিয়োগ করে প্রেরণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কাছে যখন কোন মোকদ্দমা পেশ করা হবে, তখন তুমি কিরূপে তার ফয়সালা করবে? তিনি বলেন : আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করবো। এরপর নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : যদি আল্লাহর কিতাবে এর কোন সমাধান না পাও? তখন মু'আয (রা.) বলেন : তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাত অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তিনি ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করেন : যদি তুমি রাসূলের সুনাতে এবং আল্লাহর কিতাবে এর কোন ফয়সালা না পাও? তখন তিনি বলেন : এমতাবস্থায় আমি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ইজতিহাদ করবো এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য করবো না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আযের বুকে হাত মেরে বলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূতকে এরূপ তাওফীক দিয়েছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

৩৫৫৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو عَنْ نَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ بِمَعْنَاهُ .

৩৫৫৪. মুসাদ্দাদ (র.)... মু'আয ইবন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৩৯৬. بَابُ فِي الصَّلْحِ

৩৯৬. অনুচ্ছেদ : সন্ধি সম্পর্কে

৩৫৫৫. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ نَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ وُلَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ .

৩৫৫৫. সুলায়মান ইবন দাউদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করা জাইয।

ইমাম আহমদ এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কিন্তু এরূপ সন্ধি যা হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে—তা বৈধ নয়।

রাবী সুলায়মান ইবন দাউদ (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের উচিত দীনের ব্যাপারে সন্ধির শর্তের উপর স্থির থাকা।

৩৫৫৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَدَرْدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُمْ فَأَقْضِهِ .

৩৫৫৬. আহমদ ইবন সালিহ (র.).... কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় ইবন আবী হাদ্রাদের নিকট স্বীয় পাওনা আদায়ের জন্য মসজিদের মধ্যে তাগাদা দেন, যা তিনি তার নিকট পেতেন। এ সময় তাদের কথাবার্তা এমন প্রচণ্ডভাবে হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কানে তা পৌছে যায় এবং এ সময় তিনি তাঁর গৃহে অবস্থান করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সামনে বেরিয়ে আসেন এবং হুজরার পর্দা উঠিয়ে

কা'ব ইব্ন মালিককে আহবান করে বলেন : হে কা'ব! তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি হাযির আছি। তখন তিনি ﷺ তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন : তোমার পাওনার অর্ধেক মাফ করে দাও। কা'ব (রা.) বলেন : আমি অর্ধেক মা'ফ করে দিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর তিনি ﷺ ইব্ন আবী হাদ্রাদ (রা.)-কে বলেন : এখন উঠ এবং বাকী পাওনা আদায় করে দাও।

৩৯৭. بَابُ فِي الشَّهَادَاتِ

৩৯৭. অনুচ্ছেদ : সাক্ষী ও সাক্ষ্যদান সম্পর্কে

৩৫০৭. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّتَهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكُ الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ قَالَ الْهَمْدَانِيُّ وَيَرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَوْ يَأْتِي بِهَا الْأَمَامَ وَالْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ لَمْ يَقُلْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ .

৩৫৫৭. ইব্ন সারহ (র.)....খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে খবর দেব না? আর তা হলো সে ব্যক্তি, যে জিজ্ঞাসা করার আগে হাযির হয়ে সাক্ষ্য দেয়।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন, ইমাম মালিক (র.) বলেছেন : এরূপ সাক্ষীর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে সাক্ষী দেয়, কিন্তু সে জানে না তার সাক্ষ্যদান কার জন্য উপকারী। (অর্থাৎ সে সত্য ও নিরপেক্ষ সাক্ষীদান করে)।

৩৯৮. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِّنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا

৩৯৮. অনুচ্ছেদ : প্রকৃত ঘটনা না জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বাদী-বিবাদীকে সাহায্য করে

৩৫০৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرُ نَا عَمَارَةَ بْنُ عَزِيَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ زِدْعَةَ
الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ .

৩৫৫৮. আহমদ ইবন ইউনুস (র.)....ইয়াহুইয়া ইবন রাশিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.)-এর অপেক্ষায় বসে ছিলাম। এ সময় তিনি আমার কাছে এসে বসেন এবং বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী হয়, সে যেন আল্লাহর সংগে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে কোন মিথ্যা মামলা দায়ের করে, যতক্ষণ না সে তা থেকে ফিরে আসে, ততক্ষণ সে আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে থাকে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর এমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, যা হতে সে পবিত্র এবং মুক্ত; এমতাবস্থায় যতক্ষণ না সে তা থেকে তাওবা করবে, ততক্ষণ সে দোযখের কাদার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে।

৩৫৫৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الثُّنَيْبِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ .

৩৫৫৯. আলী ইবন হুমায়ন (র.)....ইবন উমার (রা.) নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থের
অরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মামলায় সাহায্য করে,
সে বস্তৃত আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে যায়।

৩৯৯. بَابُ فِي شَهَادَةِ الزَّوْرِ

৩৯৯. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে

৩৫৬০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ يَعْنِي
الْعَصْفَرِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزَّوْرِ
بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ
حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ .

৩৫৬০. ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র.)....খুরায়ম ইবন ফাতিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা
রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় শেষে দাঁড়িয়ে তিনবার বলেন : মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহর
সংগে শিরক সম অপরাধ। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : তোমরা মূর্তির

অপবিত্রতা হতে দূরে থাক এবং মিথ্যা বলা পরিহার কর, একমাত্র আল্লাহর দিকে একাগ্রচিত্তে মুখ ফিরাও তাঁর সংগে কোন কিছু শরীক না করে।

৪০০. ৴َابُ مَنْ تَرَدَّدَ شَهَادَتُهُ

৪০০. অনুচ্ছেদ : যার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়

৩৫৬১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ نَا سَلِيمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَ بغيرِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِمْرُ الْحَقْدُ وَالشُّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الْأَجِيرُ التَّابِعُ مِثْلُ الْأَجِيرِ الْخَاصِ .

৩৫৬১. হাফস ইবন উমার (র.)....আমর ইবন শুআয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খিয়ানতকারী পুরুষ স্ত্রীর সাক্ষ্য, স্বীয় ভ্রাতার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং চাকর-বাকর ও অধীনস্থদের সাক্ষ্য তার পরিবারের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অন্যান্য লোকদের অনুমতি দিয়েছেন।

৩৫৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ بْنُ طَارِقٍ الرَّازِيُّ نَا زَيْدُ بْنُ يَحَىٰ عَنْ عُبَيْدِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .

৩৫৬২. মুহাম্মদ ইবন খাল্ফ (র.)....সুলায়মান ইবন মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খিয়ানতকারী পুরুষ ও স্ত্রীর সাক্ষ্য, যিনাকার নর-নারীর সাক্ষ্য এবং স্বীয় ভ্রাতার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।

৴. ৴َابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ

৪০১. অনুচ্ছেদ : শহরবাসীদের উপর গ্রামবাসীদের সাক্ষ্যদান

৩৫৬৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ .

৩৫৬৩. আহমদ ইবন সাঈদ (র.)....আবুছরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ বর্ণনা করতে শোনেন যে, শহরবাসীদের উপর গ্রামবাসীদের সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়।

২. ৪. ৬. ৭. ৮. ৯. ১০. ১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০. ১০১. ১০২. ১০৩. ১০৪. ১০৫. ১০৬. ১০৭. ১০৮. ১০৯. ১১০. ১১১. ১১২. ১১৩. ১১৪. ১১৫. ১১৬. ১১৭. ১১৮. ১১৯. ১২০. ১২১. ১২২. ১২৩. ১২৪. ১২৫. ১২৬. ১২৭. ১২৮. ১২৯. ১৩০. ১৩১. ১৩২. ১৩৩. ১৩৪. ১৩৫. ১৩৬. ১৩৭. ১৩৮. ১৩৯. ১৪০. ১৪১. ১৪২. ১৪৩. ১৪৪. ১৪৫. ১৪৬. ১৪৭. ১৪৮. ১৪৯. ১৫০. ১৫১. ১৫২. ১৫৩. ১৫৪. ১৫৫. ১৫৬. ১৫৭. ১৫৮. ১৫৯. ১৬০. ১৬১. ১৬২. ১৬৩. ১৬৪. ১৬৫. ১৬৬. ১৬৭. ১৬৮. ১৬৯. ১৭০. ১৭১. ১৭২. ১৭৩. ১৭৪. ১৭৫. ১৭৬. ১৭৭. ১৭৮. ১৭৯. ১৮০. ১৮১. ১৮২. ১৮৩. ১৮৪. ১৮৫. ১৮৬. ১৮৭. ১৮৮. ১৮৯. ১৯০. ১৯১. ১৯২. ১৯৩. ১৯৪. ১৯৫. ১৯৬. ১৯৭. ১৯৮. ১৯৯. ২০০. ২০১. ২০২. ২০৩. ২০৪. ২০৫. ২০৬. ২০৭. ২০৮. ২০৯. ২১০. ২১১. ২১২. ২১৩. ২১৪. ২১৫. ২১৬. ২১৭. ২১৮. ২১৯. ২২০. ২২১. ২২২. ২২৩. ২২৪. ২২৫. ২২৬. ২২৭. ২২৮. ২২৯. ২৩০. ২৩১. ২৩২. ২৩৩. ২৩৪. ২৩৫. ২৩৬. ২৩৭. ২৩৮. ২৩৯. ২৪০. ২৪১. ২৪২. ২৪৩. ২৪৪. ২৪৫. ২৪৬. ২৪৭. ২৪৮. ২৪৯. ২৫০. ২৫১. ২৫২. ২৫৩. ২৫৪. ২৫৫. ২৫৬. ২৫৭. ২৫৮. ২৫৯. ২৬০. ২৬১. ২৬২. ২৬৩. ২৬৪. ২৬৫. ২৬৬. ২৬৭. ২৬৮. ২৬৯. ২৭০. ২৭১. ২৭২. ২৭৩. ২৭৪. ২৭৫. ২৭৬. ২৭৭. ২৭৮. ২৭৯. ২৮০. ২৮১. ২৮২. ২৮৩. ২৮৪. ২৮৫. ২৮৬. ২৮৭. ২৮৮. ২৮৯. ২৯০. ২৯১. ২৯২. ২৯৩. ২৯৪. ২৯৫. ২৯৬. ২৯৭. ২৯৮. ২৯৯. ৩০০. ৩০১. ৩০২. ৩০৩. ৩০৪. ৩০৫. ৩০৬. ৩০৭. ৩০৮. ৩০৯. ৩১০. ৩১১. ৩১২. ৩১৩. ৩১৪. ৩১৫. ৩১৬. ৩১৭. ৩১৮. ৩১৯. ৩২০. ৩২১. ৩২২. ৩২৩. ৩২৪. ৩২৫. ৩২৬. ৩২৭. ৩২৮. ৩২৯. ৩৩০. ৩৩১. ৩৩২. ৩৩৩. ৩৩৪. ৩৩৫. ৩৩৬. ৩৩৭. ৩৩৮. ৩৩৯. ৩৪০. ৩৪১. ৩৪২. ৩৪৩. ৩৪৪. ৩৪৫. ৩৪৬. ৩৪৭. ৩৪৮. ৩৪৯. ৩৫০. ৩৫১. ৩৫২. ৩৫৩. ৩৫৪. ৩৫৫. ৩৫৬. ৩৫৭. ৩৫৮. ৩৫৯. ৩৬০. ৩৬১. ৩৬২. ৩৬৩. ৩৬৪. ৩৬৫. ৩৬৬. ৩৬৭. ৩৬৮. ৩৬৯. ৩৭০. ৩৭১. ৩৭২. ৩৭৩. ৩৭৪. ৩৭৫. ৩৭৬. ৩৭৭. ৩৭৮. ৩৭৯. ৩৮০. ৩৮১. ৩৮২. ৩৮৩. ৩৮৪. ৩৮৫. ৩৮৬. ৩৮৭. ৩৮৮. ৩৮৯. ৩৯০. ৩৯১. ৩৯২. ৩৯৩. ৩৯৪. ৩৯৫. ৩৯৬. ৩৯৭. ৩৯৮. ৩৯৯. ৪০০. ৪০১. ৪০২. ৪০৩. ৪০৪. ৪০৫. ৪০৬. ৪০৭. ৪০৮. ৪০৯. ৪১০. ৪১১. ৪১২. ৪১৩. ৪১৪. ৪১৫. ৪১৬. ৪১৭. ৪১৮. ৪১৯. ৪২০. ৪২১. ৪২২. ৪২৩. ৪২৪. ৪২৫. ৪২৬. ৪২৭. ৪২৮. ৪২৯. ৪৩০. ৪৩১. ৪৩২. ৪৩৩. ৪৩৪. ৪৩৫. ৪৩৬. ৪৩৭. ৪৩৮. ৪৩৯. ৪৪০. ৪৪১. ৪৪২. ৪৪৩. ৪৪৪. ৪৪৫. ৪৪৬. ৪৪৭. ৪৪৮. ৪৪৯. ৪৫০. ৪৫১. ৪৫২. ৪৫৩. ৪৫৪. ৪৫৫. ৪৫৬. ৪৫৭. ৪৫৮. ৪৫৯. ৪৬০. ৪৬১. ৪৬২. ৪৬৩. ৪৬৪. ৪৬৫. ৪৬৬. ৪৬৭. ৪৬৮. ৪৬৯. ৪৭০. ৪৭১. ৪৭২. ৪৭৩. ৪৭৪. ৪৭৫. ৪৭৬. ৪৭৭. ৪৭৮. ৪৭৯. ৪৮০. ৪৮১. ৪৮২. ৪৮৩. ৪৮৪. ৪৮৫. ৪৮৬. ৪৮৭. ৪৮৮. ৪৮৯. ৪৯০. ৪৯১. ৪৯২. ৪৯৩. ৪৯৪. ৪৯৫. ৪৯৬. ৪৯৭. ৪৯৮. ৪৯৯. ৫০০. ৫০১. ৫০২. ৫০৩. ৫০৪. ৫০৫. ৫০৬. ৫০৭. ৫০৮. ৫০৯. ৫১০. ৫১১. ৫১২. ৫১৩. ৫১৪. ৫১৫. ৫১৬. ৫১৭. ৫১৮. ৫১৯. ৫২০. ৫২১. ৫২২. ৫২৩. ৫২৪. ৫২৫. ৫২৬. ৫২৭. ৫২৮. ৫২৯. ৫৩০. ৫৩১. ৫৩২. ৫৩৩. ৫৩৪. ৫৩৫. ৫৩৬. ৫৩৭. ৫৩৮. ৫৩৯. ৫৪০. ৫৪১. ৫৪২. ৫৪৩. ৫৪৪. ৫৪৫. ৫৪৬. ৫৪৭. ৫৪৮. ৫৪৯. ৫৫০. ৫৫১. ৫৫২. ৫৫৩. ৫৫৪. ৫৫৫. ৫৫৬. ৫৫৭. ৫৫৮. ৫৫৯. ৫৬০. ৫৬১. ৫৬২. ৫৬৩. ৫৬৪. ৫৬৫. ৫৬৬. ৫৬৭. ৫৬৮. ৫৬৯. ৫৭০. ৫৭১. ৫৭২. ৫৭৩. ৫৭৪. ৫৭৫. ৫৭৬. ৫৭৭. ৫৭৮. ৫৭৯. ৫৮০. ৫৮১. ৫৮২. ৫৮৩. ৫৮৪. ৫৮৫. ৫৮৬. ৫৮৭. ৫৮৮. ৫৮৯. ৫৯০. ৫৯১. ৫৯২. ৫৯৩. ৫৯৪. ৫৯৫. ৫৯৬. ৫৯৭. ৫৯৮. ৫৯৯. ৬০০. ৬০১. ৬০২. ৬০৩. ৬০৪. ৬০৫. ৬০৬. ৬০৭. ৬০৮. ৬০৯. ৬১০. ৬১১. ৬১২. ৬১৩. ৬১৪. ৬১৫. ৬১৬. ৬১৭. ৬১৮. ৬১৯. ৬২০. ৬২১. ৬২২. ৬২৩. ৬২৪. ৬২৫. ৬২৬. ৬২৭. ৬২৮. ৬২৯. ৬৩০. ৬৩১. ৬৩২. ৬৩৩. ৬৩৪. ৬৩৫. ৬৩৬. ৬৩৭. ৬৩৮. ৬৩৯. ৬৪০. ৬৪১. ৬৪২. ৬৪৩. ৬৪৪. ৬৪৫. ৬৪৬. ৬৪৭. ৬৪৮. ৬৪৯. ৬৫০. ৬৫১. ৬৫২. ৬৫৩. ৬৫৪. ৬৫৫. ৬৫৬. ৬৫৭. ৬৫৮. ৬৫৯. ৬৬০. ৬৬১. ৬৬২. ৬৬৩. ৬৬৪. ৬৬৫. ৬৬৬. ৬৬৭. ৬৬৮. ৬৬৯. ৬৭০. ৬৭১. ৬৭২. ৬৭৩. ৬৭৪. ৬৭৫. ৬৭৬. ৬৭৭. ৬৭৮. ৬৭৯. ৬৮০. ৬৮১. ৬৮২. ৬৮৩. ৬৮৪. ৬৮৫. ৬৮৬. ৬৮৭. ৬৮৮. ৬৮৯. ৬৯০. ৬৯১. ৬৯২. ৬৯৩. ৬৯৪. ৬৯৫. ৬৯৬. ৬৯৭. ৬৯৮. ৬৯৯. ৭০০. ৭০১. ৭০২. ৭০৩. ৭০৪. ৭০৫. ৭০৬. ৭০৭. ৭০৮. ৭০৯. ৭১০. ৭১১. ৭১২. ৭১৩. ৭১৪. ৭১৫. ৭১৬. ৭১৭. ৭১৮. ৭১৯. ৭২০. ৭২১. ৭২২. ৭২৩. ৭২৪. ৭২৫. ৭২৬. ৭২৭. ৭২৮. ৭২৯. ৭৩০. ৭৩১. ৭৩২. ৭৩৩. ৭৩৪. ৭৩৫. ৭৩৬. ৭৩৭. ৭৩৮. ৭৩৯. ৭৪০. ৭৪১. ৭৪২. ৭৪৩. ৭৪৪. ৭৪৫. ৭৪৬. ৭৪৭. ৭৪৮. ৭৪৯. ৭৫০. ৭৫১. ৭৫২. ৭৫৩. ৭৫৪. ৭৫৫. ৭৫৬. ৭৫৭. ৭৫৮. ৭৫৯. ৭৬০. ৭৬১. ৭৬২. ৭৬৩. ৭৬৪. ৭৬৫. ৭৬৬. ৭৬৭. ৭৬৮. ৭৬৯. ৭৭০. ৭৭১. ৭৭২. ৭৭৩. ৭৭৪. ৭৭৫. ৭৭৬. ৭৭৭. ৭৭৮. ৭৭৯. ৭৮০. ৭৮১. ৭৮২. ৭৮৩. ৭৮৪. ৭৮৫. ৭৮৬. ৭৮৭. ৭৮৮. ৭৮৯. ৭৯০. ৭৯১. ৭৯২. ৭৯৩. ৭৯৪. ৭৯৫. ৭৯৬. ৭৯৭. ৭৯৮. ৭৯৯. ৮০০. ৮০১. ৮০২. ৮০৩. ৮০৪. ৮০৫. ৮০৬. ৮০৭. ৮০৮. ৮০৯. ৮১০. ৮১১. ৮১২. ৮১৩. ৮১৪. ৮১৫. ৮১৬. ৮১৭. ৮১৮. ৮১৯. ৮২০. ৮২১. ৮২২. ৮২৩. ৮২৪. ৮২৫. ৮২৬. ৮২৭. ৮২৮. ৮২৯. ৮৩০. ৮৩১. ৮৩২. ৮৩৩. ৮৩৪. ৮৩৫. ৮৩৬. ৮৩৭. ৮৩৮. ৮৩৯. ৮৪০. ৮৪১. ৮৪২. ৮৪৩. ৮৪৪. ৮৪৫. ৮৪৬. ৮৪৭. ৮৪৮. ৮৪৯. ৮৫০. ৮৫১. ৮৫২. ৮৫৩. ৮৫৪. ৮৫৫. ৮৫৬. ৮৫৭. ৮৫৮. ৮৫৯. ৮৬০. ৮৬১. ৮৬২. ৮৬৩. ৮৬৪. ৮৬৫. ৮৬৬. ৮৬৭. ৮৬৮. ৮৬৯. ৮৭০. ৮৭১. ৮৭২. ৮৭৩. ৮৭৪. ৮৭৫. ৮৭৬. ৮৭৭. ৮৭৮. ৮৭৯. ৮৮০. ৮৮১. ৮৮২. ৮৮৩. ৮৮৪. ৮৮৫. ৮৮৬. ৮৮৭. ৮৮৮. ৮৮৯. ৮৯০. ৮৯১. ৮৯২. ৮৯৩. ৮৯৪. ৮৯৫. ৮৯৬. ৮৯৭. ৮৯৮. ৮৯৯. ৯০০. ৯০১. ৯০২. ৯০৩. ৯০৪. ৯০৫. ৯০৬. ৯০৭. ৯০৮. ৯০৯. ৯১০. ৯১১. ৯১২. ৯১৩. ৯১৪. ৯১৫. ৯১৬. ৯১৭. ৯১৮. ৯১৯. ৯২০. ৯২১. ৯২২. ৯২৩. ৯২৪. ৯২৫. ৯২৬. ৯২৭. ৯২৮. ৯২৯. ৯৩০. ৯৩১. ৯৩২. ৯৩৩. ৯৩৪. ৯৩৫. ৯৩৬. ৯৩৭. ৯৩৮. ৯৩৯. ৯৪০. ৯৪১. ৯৪২. ৯৪৩. ৯৪৪. ৯৪৫. ৯৪৬. ৯৪৭. ৯৪৮. ৯৪৯. ৯৫০. ৯৫১. ৯৫২. ৯৫৩. ৯৫৪. ৯৫৫. ৯৫৬. ৯৫৭. ৯৫৮. ৯৫৯. ৯৬০. ৯৬১. ৯৬২. ৯৬৩. ৯৬৪. ৯৬৫. ৯৬৬. ৯৬৭. ৯৬৮. ৯৬৯. ৯৭০. ৯৭১. ৯৭২. ৯৭৩. ৯৭৪. ৯৭৫. ৯৭৬. ৯৭৭. ৯৭৮. ৯৭৯. ৯৮০. ৯৮১. ৯৮২. ৯৮৩. ৯৮৪. ৯৮৫. ৯৮৬. ৯৮৭. ৯৮৮. ৯৮৯. ৯৯০. ৯৯১. ৯৯২. ৯৯৩. ৯৯৪. ৯৯৫. ৯৯৬. ৯৯৭. ৯৯৮. ৯৯৯. ১০০০.

৪০২. অনুচ্ছেদ ৪ দুধ পান করানোর ব্যাপারে সাক্ষ্যদান

৩৫৬৪. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً سَوْدَاءَ فَرَعَمْتُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعَاهَا عَنْكَ.

৩৫৬৪. সুলায়মান ইবন হারব (র.)....ইবন আবী মুলায়কা (র.) বলেন, উক্বা ইবন হারিছ (রা.) হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং আমার একজন বন্ধুও আমার নিকট উক্বা (রা.) হতে ঐ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আমার বন্ধুর বর্ণিত হাদীছটি আমার খুবই স্মরণ আছে।

উক্বা (রা.) বলেন : আমি উম্মু ইয়াহুইয়া বিন্ত আবু ইহাবকে বিয়ে করেছিলাম। এরপর কাল রংয়ের একজন মহিলা আমাদের কাছে এসে বলে : আমি তোমাদের দুজনকে দুধ পান করিয়েছি। একথা শুনে আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করি। কিন্তু তিনি আমার বক্তব্যের প্রতি কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! মহিলাটি তো মিথ্যাবাদী। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি তা কিরূপে জানলে ? সে যা বলার, তা তো বলেছে। সুতরাং তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর।

৩৫৬৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ نَا الْحَارِثُ بْنُ عَمِيرٍ الْبَصْرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرِيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

১. সাধারণত : গ্রামের অধিবাসীরা সহজ ও সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে ; পক্ষান্তরে, শহরের অধিবাসীরা ধূর্ত ও চালাক স্বভাবের হয়, সেজন্য তারা তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানতে পারে না।

অধিকন্তু গ্রাম্যালোকেরা মূর্খ ও হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে থাকে, আর শহরেরা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত, তাই গ্রাম্য মূর্খদের সাক্ষ্য শহুরেদের পক্ষে বা বিপক্ষে বৈধ নয়। (অনুবাদক)

২. আলোচ্য হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, দুগ্ধদানকারিণী মহিলার সাক্ষ্য দুধপান করানোর ব্যাপারে গ্রহণীয় হবে। শরীআতের বিধানে দুধ বোনের সাথে বিবাহ অব্যব। অজান্তে তার সাথে বিয়ে হয়ে গেলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে। (অনুবাদক)

٤٠٣. بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ

٣٥٦٧ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ نَا بَنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهِ مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرْكِهِ فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَاحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَجَدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا

لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا وَأَنَّ الْجَامَ لِسَاحِبِنَا قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ .

৩৫৬৭. হাসান ইব্ন আলী (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাহম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তামীমদারী ও আদী ইব্ন বাদ্দা' (নামক দুজন খৃষ্টানের সাথে) সফরে গমন করেন। এরপর সাহম গোত্রের লোকটি এমন স্থানে মারা যায়, যেখানে কোন মুসলমান উপস্থিত ছিল না। পরে যখন তারা দুজন (তামীম ও আদী) সে ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে আসে, তখন তারা একটি রূপার গ্লাস গোপন করে, যার উপর সোনার কারুকার্য করা ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়কে সে সম্পর্কে কসম করতে বলেন। পরে সে গ্লাসটি মক্কায় পাওয়া যায় এবং যার কাছে তা পাওয়া যায়, সে বলে : আমি এটি তামীম ও আদী হতে ক্রয় করেছি। এসময় সাহমী গোত্রের দু'জন দাঁড়ায় এবং শপথ করে বলে যে, আমাদের সাক্ষ্য তো অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিক গ্রহণীয়, এ গ্লাস তো আমাদের গোত্রের লোকের। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের পরস্পরের সাক্ষ্য যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়....শেষ পর্যন্ত।

৪০৬. بَابُ إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صَدَقَ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ

৪০২. অনুচ্ছেদ : কোন একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য সত্য বলে বিশ্বাস হলে বিচারক তার সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে ফয়সালা করতে পারেন

৩৫৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسَ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَنَا شُعَيْبُ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ ابْتِئَاعَ فَرَسًا مِنَ الْأَعْرَابِيِّ فَاسْتَتَبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَاسْتَرْعَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَشْيُ وَابْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ فَيَسْأَلُونَهُ
بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتِئَاعَهُ فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ
كُنْتَ مُبْتِئَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَالْأَبْعَثُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ
أَوَلَيْسَ قَدْ ابْتِئَعْتَهُ مِنْكَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَاللَّهِ مَا بَعْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلَى قَدْ ابْتِئَعْتَهُ
مِنْكَ فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا فَقَالَ خُزَيْمَةُ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ
النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَا تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ
شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .

৩৫৬৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.)... উমারা ইব্ন খুযায়মা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর চাচা তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ একজন মরুভাসী বেদুঈনের নিকট হতে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। এরপর নবী ﷺ তাকে সাথে নিয়ে রওনা দেন, যাতে তিনি সে ব্যক্তির ঘোড়ার মূল্য পরিশোধ করে দিতে পারেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত গমন করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সে বেদুঈন লোকটি পথিমধ্যে দেবী করতে চাচ্ছিল। এমন সময় কিছু লোক তার নিকট উপস্থিত হয়ে ঘোড়ার দাম জিজ্ঞাসা করে; অথচ তারা জানত না যে, নবী ﷺ সেটি ক্রয় করেছেন।

তখন সে বেদুঈন লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডেকে বলে : আপনি যদি এ ঘোড়া ক্রয় করতে চান, তবে ক্রয় করুন, নয়তো আমি তা অন্যত্র বিক্রি করে দিব। তখন নবী ﷺ তার আওয়ায শুনে দাঁড়িয়ে বলেন : আমি কি এ ঘোড়া তোমার নিকট থেকে ক্রয় করিনি ? তখন সে বলে : না, আল্লাহর শপথ! এ সময় নবী ﷺ বলেন : বিক্রি কিরূপে করনি, অথচ আমি তো তা তোমার নিকট হতে খরিদ করেছি! তখন সে বলে : তা হলে আপনি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করুন। একথা শুনে খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা.) বলেন : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি তার নিকট হতে ঘোড়া খরিদ করেছেন। তখন নবী ﷺ খুযায়মাকে সন্ধোধন করে বলেন : তুমি কিরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছ ? জবাবে খুযায়মা (রা.) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এজন্য যে, আমি আপনাকে সত্যবাদী বলে মনে করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুযায়মার সাক্ষ্যকে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা দেন।

৪০৫. بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

৪০৫. অনুচ্ছেদ : একটি শপথ ও একজন সাক্ষীর উপর বিচার করা

৩৫৬৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا سَيْفُ الْكَلْبِيِّ قَالَ عُثْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ .

৩৫৬৯. উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শপথ ও একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর মামলার বিচার নিষ্পত্তি করেন।

৩৫৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَسَلْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سَلْمَةُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَمْرُو فِي الْحَقُّوقِ .

৩৫৭০. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.)....আমর ইব্ন দীনার (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রাবী সালামা তাঁর হাদীছে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা ইবন দীনার (রা.) বলেছেন : একরূপ ফয়সালা হকের ব্যাপারে হতে পারে। (তবে হদ্ বা শাস্তির ফয়সালা ব্যাপারে অবশ্যই দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন)।

৩৫৭৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ نَا الدَّرَا وَرَدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّي فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ وَهُوَ عِنْدِي ثَقَّةٌ أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَحْفَظُهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ .

৩৫৭৯. আহমদ ইবন আবী বাকর (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ একটি শপথ এবং একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর মামলার বিচার নিষ্পত্তি করেন।

৩৫৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْأَسْكَدَرَانِيُّ نَا زِيَادُ بْنُ يَعْنَى ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ أَبِي مُصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ قَالَ فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي .

৩৫৭৯. মুহাম্মদ ইবন দাউদ (র.)....সুলায়মান ইবন বিলাল (র.) রাবীআ (রা.) হতে মাসআবের বর্ণিত সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রাবী সুলায়মান (র.) বলেন : আমি সুহায়ল (রা.)-এর সংগে সাক্ষাত করে এ হাদীছ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : আমি এ হাদীছ সম্পর্কে অবহিত নই। এরপর আমি তাঁকে বলি যে, রাবী'আ আপনার পক্ষ হতে এ হাদীছ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তখন তিনি বলেন : রাবী'আ যদি আমার পক্ষ হতে এটি তোমার কাছে বর্ণনা করে থাকে, তবে তুমিও এটি আমার পক্ষ হতে রাবী'আ থেকে বর্ণনা কর।

১. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক মামলার স্বাক্ষীর জন্য দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যদান একান্ত জরুরী। (অনুবাদক)

৩৫৭৩ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ نَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي الزَيْبِ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرَكْبَةٍ مِّنْ نَّاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَأْذَنُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَسَبَقَتْهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضَرْنَا أَذَانَ النِّعَمِ فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرُ قَالَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكُمْ بَيْنَهُ عَلَى أَنْكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ بَيْنُكَ قَالَ سَمُرَةُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَكَ فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْآخَرَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِي فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ حَضَرْنَا أَذَانَ النِّعَمِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ وَلَا تَمْسُوا ذُرَارِيَهُمْ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالًا قَالَ الزَيْبُ فَدَعَيْتَنِي أُمِّي فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ أَحَدَ زُرِّيَّتِي فَأَنْصَرَفْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي أَحْبِسْهُ فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيئِهِ وَأَقَمْتُ مَعَهُ مَكَانًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَائِمِينَ فَقَالَ مَا تَرِيدُ بِأَسِيرِكَ فَأَرْسَلْتَهُ مِنْ يَدِي فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلرَّجُلِ رُدْ عَلَى هَذَا زُرِّيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي قَالَ فَأَخْتَلَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ أَذْهَبْ فَرِذْهُ أَصْعًا مِّنْ طَعَامٍ قَالَ فَرَادَنِي أَصْعًا مِّنْ شَعِيرٍ .

৩৫৭৩. আহমদ ইবন আব্দা (র.)....ওআয়ব ইবন উবায়দিল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার দাদা যাবীব আশ্বারী (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আশ্বরের প্রতি একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। যারা তাদেরকে তায়েফের নিকটবর্তী স্থান ‘রুকবাব’তে বন্দী করে নবী ﷺ-এর নিকট পেশ করেন। আমি অশ্বারোহী সৈন্য ছিলাম। তাই আমি তাদের আগে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি : হে আল্লাহর নবী ! আপনার প্রতি সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক। (তিনি বলেন :) আপনার সেনাবাহিনী আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে আমাদের বন্দী করেছে, অথচ আমরা তো ইসলাম কবুল করেছি এবং আমাদের পশুর কান চিরে দিয়েছি।

এর পর আশ্বর গোত্রের লোকেরা যখন উপস্থিত হলো, তখন নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছো, এর কোন সাক্ষী-প্রমাণ আছে কি, যখন তোমরা বন্দী হয়েছো?

তখন আমি বলি, হাঁ আছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করে কে সেই সাক্ষী? আমি বলি : সামুরা, যিনি আমার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এবং আরো একজন -যার নাম সে বলে। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেও সামুরা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে। এ সময় নবী ﷺ বলেন : সে তো তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছে, এখন তুমি তোমার দ্বিতীয় সাক্ষীর সাথে শপথ করতে পার কি? আমি বলি : হ্যাঁ। তখন তিনি ﷺ আমাকে শপথ করতে বলেন এবং আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলি : আমরা অমুক অমুক দিন ইসলাম কবুল করেছি এবং আমাদের পশুর কান চিরে দিয়েছি। একথা শুনে নবী ﷺ তাঁর সৈন্যদলকে এরূপ নির্দেশ দেন : যাও, তোমরা তাদের অর্ধেক মাল ভাগ-বন্টন করে নাও এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের স্পর্শ করবে না। এর পর তিনি ﷺ বলেন : যদি মহান আল্লাহ মুজাহিদদের চেষ্টা অহেতুক হওয়াকে অপসন্দ না করতেন, তবে আমরা তোমাদের মাল হতে একটি রশিও গ্রহণ করতাম না।

যাবীব বলেন : এ সময় আমার মা আমাকে ডেকে বলেন যে, এ লোকটি আমার তোশক ছিনিয়ে নিয়েছে। তখন আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে অবহিত করি। তখন তিনি আমাকে বলেন : তাকে ধ্বংস করার কর। তখন আমি তার গলায় কাপড় দিয়ে তাকে পাকড়াও করি এবং আমাদের অবস্থানে ফিরে যাই। তখন নবী ﷺ আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন : তুমি তোমার বন্দীর কাছে কি চাচ্ছ? এসময় আমি তাকে ছেড়ে দিই। তখন নবী ﷺ দাঁড়িয়ে তাকে এরূপ নির্দেশ দেন : তুমি তার মায়ের তোশক ফিরিয়ে দাও, যা তুমি ছিনিয়ে নিয়েছ। তখন সে বলে : হে আল্লাহর নবী! তা তো আমার কাছে নেই।

রাবী বলেন : তখন নবী ﷺ সে ব্যক্তির তরবারি তার থেকে নিয়ে আমাকে প্রদান করেন এবং তাকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, তাকে আরো কিছু খাদ্য-শস্য প্রদান করো।

যাবীব বলেন : তখন সে ব্যক্তি আমাকে যবের কিছু অংশও প্রদান করে।

৪০৫. ৬. ৫. بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدْعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

৪০৫. অনুচ্ছেদ : সাক্ষী ব্যতীত কোন জিনিসের ব্যাপারে দু'ব্যক্তির দাবীদার হওয়া সম্পর্কে।

৩০৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنِهَالٍ الضَّرِيرُ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا ابْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعِيَا بَعْضُهُمَا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَتْ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا .

৩৫৭৪. মুহাম্মদ ইবন মিনহাল (র.)....সাদ্দ ইবন আবু বুরদা (র.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা আবু মূসা আসআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দু'ব্যক্তি কোন উট বা কোন পশুর ব্যাপারে নবী ﷺ -এর দরবারে দাবী পেশ করে কিন্তু তাদের কারো পক্ষে কোন সাক্ষী ছিলো না। তখন নবী ﷺ তাদের জন্য তা থেকে অর্ধেক-অর্ধেক অংশ নির্ধারিত করে দেন।

৩৫৭৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

৩৫৭৫. হাসান ইবন আলী (র.)....সাইদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৩৫৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعْضُ الرَّأْيِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَفَسَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

৩৫৭৬. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র.)....কাতাদা (রা.) একই সনদে হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় দু'ব্যক্তি একটি উটের মালিকানার ব্যাপারে দাবী করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি দুজন সাক্ষী পেশ করে। তখন নবী ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে উটটি সমান ভাবে বন্টন করে দেন।

৩৫৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْهَالٍ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا بَنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَّاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَوَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهًا .

৩৫৭৭. মুহাম্মদ ইবন মিনহাল (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ দু'ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট একটি জিনিসের ব্যাপারে দাবী করে। কিন্তু এদের দু'জনের পক্ষে কোন সাক্ষীই ছিলো না। তখন নবী ﷺ তাদের দু'জনের কসমের উপর লটারী করার নির্দেশ দেন, চাই সে তা ভাল মনে করুক বা না করুক, (অর্থাৎ লটারীতে যার নাম আগে আসবে, সে কছম করে তা নিয়ে নেবে।

৩৫৭৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْإِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِيَا عَلَيْهَا قَالَ سَلَمَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا كَرِهَ الْإِثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ .

৩৫৭৮. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন দু'ব্যক্তি কসম খেতে অপসন্দ করবে বা উভয়েই কসম করার জন্য প্রস্তুত হবে,

তখন তাদের কসমের ব্যবস্থা লটারীর মাধ্যমে করা উচিত (অর্থাৎ যার নাম লটারীতে আগে আসবে, সে কসম করে তা নিয়ে নেবে।)

৩৫৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِإِسْنَادٍ مِنْهَا مِثْلُهُ قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ .

৩৫৭৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র.)....সাইদ ইবন 'আরুবা (র.) ইবন নিহালের সনদে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেনঃ দু'ব্যক্তি একটি পশুকে কেন্দ্র করে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, অথচ তাদের কারো পক্ষে কোন সাক্ষী ছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'জনকে কসমের উপর লটারী করতে হুকুম দেন।

৬. ৪. ৬. بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

৪০৬. অনুচ্ছেদ : বিবাদীর শপথ করা সম্পর্কে

৩৫৮০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ .

৩৫৮০. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)....ইবন মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবন আব্বাস (রা.) আমার নিকট লেখেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাদীর জন্য শপথ করার ফয়সালা প্রদান করেন।

৭. ৪. ৭. بَابُ كَيْفِ الْيَمِينِ

৪০৭. অনুচ্ছেদ : কসম কিভাবে করতে হবে

৩৫৮১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَغْنَى لِرَجُلٍ أَحْلَفَهُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَغْنَى لِلْمُدْعَى .

৩৫৮১. মুসাদ্দাদ (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে কসম দেওয়ার সময় বলেন, সে যেন এরূপ বলে : আমি আল্লাহর নামে কসম করছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমার কাছে বাদীর কোন জিনিস নেই।

৪০৮. بَابُ إِذَا كَانَ الْمُدْعَى عَلَيْهِ يُحْلَفُ

৪০৮. বিবাদী যদি যিশী (কাফির) হয়, তবে সে কিরূপে শপথ করবে?

৩৫৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْيَهُودِيِّ اخْلَفْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحْلَفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

৩৫৮২. মুহাম্মদ ইবন ইসা (র.)....আশ'আছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং জনৈক ইয়াহুদী একটি যমীনে শরীক ছিলাম। সে তা অস্বীকার করলে, আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হই। তখন নবী (সা) বলেন : তোমার পক্ষে কোন সাক্ষী আছে? আমি বলি : না। এর পর তিনি ﷺ ইয়াহুদীকে শপথ করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! সে তো শপথ করে আমার মাল নিয়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন : যারা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে, কসম করে কিছু মাল খরিদ করবে, আখিরাতে সে কিছুই পাবে না। এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

৪০৯. بَابُ الرَّجُلِ يُحْلَفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

৪০৯. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যাপারে জানা না থাকলে বিবাদীকে সে ব্যাপারে কসম দেওয়া সম্পর্কে

৩৫৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفَرِّيَابِيُّ نَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي كُرْدُوسُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَرْضٍ مِنَ الْأَيْمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْضِي اغْتَصَبَنِهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا وَلَكِنِّي اخْلَفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِيَعْنِي لِلْيَمِينِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

৩৫৮৩. মাহমুদ ইবন খালিদ (র.)....আশ'আছ ইবন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিনদা গোত্রের এক ব্যক্তি এবং হায়রা মাউতের এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট ইয়ামনের একটি যমীন সম্পর্কে মামলা দয়ের করে। হায়রামী বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার যমীন এই কিনদীর পিতা যবর দখল করে নিয়েছে, যা এর কাছে আছে। তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : এ

ব্যাপারে তোমার পক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? তখন সে বলে : না, তবে আমি তার নিকট হতে এরূপ শপথ চাই, সে বলুক যে, “আমি জানি না, আমার পিতা এ জমি যবর দখল করেছে। এ কথা শুনে কিনদী গোত্রের লোকটি কসম করার জন্য তৈরী হয়। এভাবে হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

৩৫৮৬. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضَرَ مَوْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي عَلَى أَرْضِي فِي يَدَيَّ أَرْعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكِ بَيْتَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكِ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ بِيَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ .

৩৫৮৬. হান্নাদ ইবন সারী (র.)....ওয়াইল ইবন হুজর হাযরামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা হাযরা-মাউত ও কিনদার দু' ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়। তখন হাযরামী বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এ ব্যক্তি আমার পৈতৃক সম্পত্তি যবর দখল করেছে। একথা শুনে কিনদী বলে : এতো আমার যমীন, যা আমার দখলে আছে। আমি এতে ফসল ফলাই এবং এ যমীনে তার কোন হক নেই। তখন নবী ﷺ হাযরামীকে বলেন : এ ব্যাপারে তোমার কোন সাক্ষী আছে কি? সে বলে, না। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমার হকের ব্যাপারে তার শপথ গ্রহণযোগ্য হবে। তখন সে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! সে তো শুনাহগার, সে শপথ করতে একটুও ইতস্তত করবে না। কেননা সে কোন কিছুই পরহিয় করে না। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমার এ ছাড়া আর বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।

৬১. . بَابُ الذَّمِّ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

৪১০. অনুচ্ছেদ : কান্ফির যিস্মীকে কিরূপে শপথ দিতে হবে?

৩৫৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ نَا رَجُلٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْزِي لِلْيَهُودِ أَنْشِدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى .

৩৫৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জৈনক ইয়াহুদীকে বলেন : আমি তোমাকে ঐ আল্লাহর শপথ দিচ্ছি, যিনি মুসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেন। তোমরা তাওরাত কিতাবে যিনাকারী সম্পর্কে কি হুকুম পেয়েছ?

৩৫৮৬. আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.)....মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) ইমাম যুহরী (র.) হতে হাদীছটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমার কাছে মুযায়না গোত্রের জৈনক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি ইলমের অনুসারী এবং এর সংরক্ষণকারীও ছিলেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৩৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)...ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ তাকে, অর্থাৎ ইব্ন সুরিয়া (ইয়াহুদী আলিম)-কে বলেন : আমি তোমাদের সে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যিনি তোমাদের ফির'আউনের কাওম থেকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং সমুদ্রের মাঝে তোমাদের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছিলেন, তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়েছিলেন, আর নাযিল করেছিলেন তোমাদের উপর মান্না ও সাল্‌ওয়া এবং নাযিল করেন তোমাদের উপর তাওরাত মুসা (আ)-এর মাধ্যমে। তোমাদের কিতাবের মধ্যে 'রজম' অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে মারার নির্দেশ আছে কি? তখন ইব্ন সুরিয়া বলেন : আপনি তো আমাকে বড় কসম দিলেন, এখন আমার এমন সাধ্য নেই যে, আমি আপনার নিকট মিথ্যা বলব। এরপর পূর্ণ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

৪১১. بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّهِ

৪১১. অনুচ্ছেদ : স্বীয় অধিকার আদায়ের জন্য হলফ করা

৩৫৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ وَمُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِيُّ قَالَا نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمُقْضَى عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُلَوِّمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنَّ عَلَيْكَ بِالْكَفَى فَإِذَا عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقُلْ
حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

৩৫৮৮. আবদুল ওয়াহাব (র.).... 'আউফ ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ দু' ব্যক্তির মধ্যে একটি মামলার ফয়সালা করে দেন। যার বিরুদ্ধে মামলার রায় হয়, সে ফেরার সময় বলে : আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক। তখন নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা মানুষের বেয়াকুফীর জন্য তাকে ভৎসনা করেন। তোমার উচিত ছিলো হুশিয়ারীর সাথে কাজ করা। তখন যদি তুমি পরাভূত হতে, তবে তোমার জন্য "আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়কঃ বলা উচিত হতো।

৴ৱ. ٤١٢. بَابُ فِي الدِّينِ هَلْ يَحْبَسُ بِهِ

৪১২. অনুচ্ছেদ : দেনার কারণে কাউকে কয়েদ করা যায় কিনা ?

٣٥٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبَرِ بْنِ أَبِي
دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لِيَ الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقُوبَتُهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يَحْلُظُ عَلَيْهِ عَقُوبَتُهُ
يَجْلِسُ ﷺ لَهُ .

৩৫৮৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... আমর ইব্ন শারীদ (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মালদার ব্যক্তি যদি দেনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, তবে সে গালমন্দ শোনার ও অসম্মানের পাত্র হয় এবং সে ব্যক্তি শাস্তির উপযুক্ত হয়। রাবী ইব্ন মুবারক বলেন : অসম্মানের পাত্র হওয়ার অর্থ—তাকে এ জন্য গালমন্দ করা হয় এবং কটু কথা শোনান হয়। আর শাস্তির অর্থ হলো—তাকে বন্দী করা হয়।

٣٥٩٠. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ نَا التَّضَرُّ بْنُ شَمِيلٍ نَا هِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ
الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيمٍ لِّي فَقَالَ لِيَ الزَّمَهُ ثُمَّ قَالَ لِيَ يَا
أَخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ .

৩৫৯০. মু'আয ইব্ন আসাদ (র.).... হিরমাস ইব্ন হাবীব (র.), যিনি জংগলে বসবাস করতেন, তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি একজন করযদার ব্যক্তিকে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি ﷺ আমাকে বলেন : তুমি তার

সাথে সাথে অবস্থান কর। এরপর তিনি আমাকে বলেন : হে বনু তামীমের ভাই! তুমি তোমার কয়েদীর নিকট কি চাচ্ছ?

৩৫৯১. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ .

৩৫৯১. ইবরাহীম ইবন মুসা (র.)....বাহায ইবন হাকীম (র.) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে অপবাদ দেওয়ার কারণে বন্দী করেন।

৩৫৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ بْنُ قُدَّامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ابْنُ قُدَّامَةَ إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أَخَذُوا فَأَعْرَضَ لَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ .

৩৫৯২. মুহাম্মাদ ইবন কুদামা (র.)....বাহায ইবন হাকীম (র.) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ খুতবা দেওয়ার সময় দাঁড়িয়ে বলেন : আমার প্রতিবেশীকে দেনার কারণে আটক রাখা হয়েছে, তিনি দুবার এরূপ উচ্চারণ করেন। এর পর তিনি বলেন : কিছু জিনিসের জন্য। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দাও।

রাবী মুআম্মাল (র.) খুতবা পাঠের বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

৬১৩. بَابُ فِي الْوَكَاةِ

৪১৩. অনুচ্ছেদ : উকিল সম্পর্কে

৩৫৯৩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا عَمِّي نَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ .

৩৫৯৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাআদ (র.)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা আমি খায়বর যাওয়ার ইচ্ছা করি, তখন আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি : আমি খায়বর যাওয়ার ইরাদা করেছি। এ সময় তিনি বলেন : যখন তুমি আমার উকিলের সাথে সাক্ষাত করবে,

তখন তুমি তার কাছ থেকে পনের উসক খেজুর নিয়ে নিবে। যদি সে এ ব্যাপারে তোমার কাছে কোন নিদর্শন দাবী করে, তবে তুমি তোমার হাত তাঁর ঘাড়ের উপর রাখবে।^১

৬১৬. بَابُ مَنْ الْقَضَاءِ

৪১৪. অনুচ্ছেদ : বিচার সম্পর্কে আরো আলোচনা

৩৫৯৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا الْمُتَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرَعٍ .

৩৫৯৪. মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোন রাস্তার ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, তখন সাত হাত রাস্তা ছেড়ে দেবে, (যাতে চলাচলকারীদের অসুবিধা না হয়।)

৩৫৯৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَتَنَكْسُوا فَقَالَ مَالِي رَأَيْتُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لَالْقَيْنَهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي خَلْفٍ وَهُوَ أَتَمُّ .

৩৫৯৫. মুসাদ্দাদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যখন তোমাদের কোন ভাই তোমাদের নিকট এজন্য অনুমতি চায় যে, সে তার দেয়ালে খুঁটি লাগাবে, তখন তোমরা তাকে নিষেধ করবে না। এ কথা শুনে সকলে মাথা ঝুঁকিয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

তখন আবু হুরায়রা (রা.) বলেন : আমি তোমাদের এ হাদীছ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি কেন? আর আমি তো একে তোমাদের কাঁধের উপর রাখব, (অর্থাৎ বারবার বলে আমল করাবার চেষ্টা করবো।)

৩৫৯৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ عَنْ لَوْلَاةَ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ

১. সম্ভবত : নবী (স.) তাঁর উকীলকে এ নির্দেশনের কথা আগেই বলে দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ তোমার ঘাড়ের হাত রাখে, তবে মনে করবে, সে আমার পক্ষ হতে প্রেরিত ব্যক্তি এবং সে যা বলবে তা আমার নির্দেশ মনে করে পালন করবে। (অনুবাদক)

صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَمْرَ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ .

৩৫৯৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.).... আবু সারমা (রা.), যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবি ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে কেউ অন্যের ক্ষতি করবে, মহান আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন। আর যে কেউ অকারণে অন্যের প্রতি শক্রতা করবে, আল্লাহ তার শত্রু হয়ে যাবেন।

৩৫৯৭. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الثَعْلَكِيُّ نَا حَمَّادٌ نَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عِيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عُضْدَمَنٌ نَخِلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَى بِهِ وَيَشْقُ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا مِرَارًا وَتَرَعْبُهُ فِيهِ فَأَبَى فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِيِّ أَذْهَبَ فَأَقْلَعُ نَخْلَهُ .

৩৫৯৭. সুলায়মান ইবন দাউদ (র.).... সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন আনসারের বাগানে তারও কিছু খেজুর গাছ ছিলো এবং সে আনসারের সাথে তার পরিবার পরিজনও ছিলো। আর সামুরা (রা.) যখন বাগানে যেতেন তখন আনসারী এতে কষ্টবোধ করতেন এবং তার আগমন অপসন্দ করতেন। বস্তুত আনসার সাহাবী এরূপ ইচ্ছা করতেন যে, সামুরা (রা.) তার খেজুর গাছগুলো তার কাছে বিক্রি করুক। কিন্তু তিনি তা বিক্রি করতে রাযী ছিলেন না। তখন আনসারী সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ব্যাপারটি তাকে অবহিত করেন। তখন নবী ﷺ সামুরা (রা.)-কে সে গাছগুলো বিক্রি করে দিতে বলেন। কিন্তু তিনি তা বিক্রি করতে অস্বীকার করেন। পরে নবী ﷺ তাকে তা বিনিময় করে নিতে বললেও তিনি তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অবশেষে নবী ﷺ সামুরাকে বলেন : তুমি অমুক অমুক নিয়ে তা দান করে দাও। নবী ﷺ তাকে বার বার এরূপ বলা সত্ত্বেও সামুরা (রা.) তা করতে অস্বীকার করেন। তখন নবী ﷺ বলেন : তুমি তো কেবল কষ্টদানকারী! অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসার সাহাবীকে বলেন : তুমি যাও এবং তার গাছগুলো উপড়ে ফেলে দাও।

৩৫৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا فَقَالَ

الْأَنْصَارِيُّ سَرَّحَ الْمَاءَ يَمْرُ قَابِي عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى جَارِكَ قَالَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ أَحْسِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذِكِّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ الْآيَةَ .

৩৫৯৮. আবুল ওয়ালীদ তিয়ালিসী (র.)...আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি যুবায়ের (রা.)-এর সংগে প্রস্তরময় যমীনের উপর প্রবাহিত নর্দমার ব্যাপারে ঝগড়া করে। যা দিয়ে ক্ষেতে পানি দেওয়া হতো। আনসার ব্যক্তিটি পানির নর্দমা খুলে দেওয়ার জন্য বলতো যাতে তা প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু যুবায়ের (রা.) তা খুলে দিতে অস্বীকার করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়ের (রা.)-কে বলেন : হে যুবায়ের ! তুমি তোমার ক্ষেত ভর্তি করে পানি দেওয়ার পর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য খুলে দেবে। একথা শুনে আনসার লোকটি রাগান্বিত হয়ে বলে : যুবায়ের কি আপনার ফুফীর ছেলে নন? তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা রাগে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর পরও তিনি বলেন : হে যুবায়ের ! তোমার ক্ষেত পানিতে ভর্তি হওয়ার পরও তুমি পানি ততক্ষণ আটকে রাখবে যতক্ষণ না তা আইলের (বাঁধের) সমান হয়।। যুবায়ের (রা.) বলেনঃ আমার ধারণা পরবর্তী আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাথিল হয়। যার অর্থ হলো : আপনার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের মামলার বিচারক নিযুক্ত করে এবং আপনার দেওয়া ফয়সালাকে নিজের অন্তরে মেনে নেয়।

৩৫৯৯ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْلَاءِ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ بَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ كِبْرَاءَهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَهْزُودٍ يَعْنِي السَّيْلَ الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَحْسِبُ لَأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ .

৩৫৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)....ছা'লাবা ইব্ন আবু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার মুরব্বীদের এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, কুরায়শ বংশীয় জনৈক ব্যক্তি বনু কুরায়যার সাথে পানির অংশের ব্যাপারে শরীক ছিলো। তখন সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি নর্দমার ব্যাপারে মামলা দায়ের করে, যার পানি সকলে বন্টন করে নিতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাঝে এরূপ ফয়সালা করে দেন : যতক্ষণ না পানি গোছা পর্যন্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উপরের ক্ষেতের মালিক নীচের ক্ষেতের মালিকের জন্য পানি ছাড়বে না।

৩৬০০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ نَا الْمُغِيرَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمَسَّكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ .

৩৬০০. আহমদ ইবন আবদা (র.).... আমার ইবন শুআয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাহযূর (মযদানের) নালার ব্যাপারে এরূপ ফয়সালা দেন : যতক্ষণ না ক্ষেতের মধ্যে গোছা পরিমাণ পানি হয়, ততক্ষণ পানি আটকে রাখবে। এরপর উপরের ক্ষেতের মালিক নীচের ক্ষেতের মালিকের জন্য পানি ছেড়ে দেবে।

৩৬০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَثْمَانَ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَوَالَةَ وَعَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ فِي حَرِيمٍ نَخْلَةٍ فِي حَدِيثٍ أَحَدُهُمَا فَأَمَرَبِهَا فَذَرَعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَفِي حَدِيثٍ الْآخِرِ فَوُجِدَتْ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ فَقَضَى بِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذَرَعَتْ .

৩৬০১. মাহমুদ ইবন খালিদ (র.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দু ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে একটি খেজুর গাছের শাখার ব্যাপারে মামলা দায়ের করেন। একটি বর্ণনায় আছে : তখন নবী (সা) তা মেপে দেখার জন্য নির্দেশ দেন। সেটি মাপার পর তা সাত হাত লম্বা পাওয়া যায়। অপর বর্ণনা মতে—তা পাঁচ হাত লম্বা ছিলো। তখন নবী ﷺ তার উপর ফয়সালা প্রদান করেন। রাবী আব্দুল আযীয (র.) বলেনঃ নবী ﷺ সে গাছের একটি শাখা মাপার জন্য নির্দেশ দেন। ফলে তা মাপা হয়।

أَخْرُ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় : শিক্ষা-বিদ্যা, (জ্ঞান-বিজ্ঞান)

৴ৱ. ٲَابُ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ

ৱৱৱ. অনুচ্ছেদ : 'ইলমের ফযীলত সম্পর্কে

৳৳৳. ٲَادَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءَ بْنَ حَيَّوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَّغْنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيَّاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَادًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِظٍّ وَافِرٍ .

৳৳৳৳. মুসাদ্দাদ (র.)....কাছীর ইব্ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি দামেশকের মসজিদে আবু দারদা (রা.)-এর নিকট বসে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলে : হে আবু দারদা (র.)! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শহর মদীনা থেকে আপনার নিকট একটা হাদীছ শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি উক্ত হাদীছটি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে

বর্ণনা করেন। এছাড়া আর কোন কারণে আমি এখানে আসিনি। তখন আবু দারদা (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইলম (কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান) হাসিলের জন্য কোন রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি রাস্তা অতিক্রম করান। আর ফেরেশতারা 'তালেবে-ইলম বা জ্ঞান অব্বেষণকারীর জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং আলিমের জন্য আসমান ও যমীনের সব কিছুই মাগফিরাত কামনা করে, এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আবিদের উপর 'আলিমের ফযীলত এরূপ, যে রূপ পূর্ণিমার রাতে চাঁদের ফযীলত সমস্ত তারকারাজির উপর। আর আলিমগণ হলেন, নবীদের ওয়ারিছ, এবং নবীগণ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) মীরাছ হিসাবে রেখে যান না, বরং তাঁরা রেখে যান॥ ইল্ম। কাজেই যে ব্যক্তি 'ইলম হাসিল করলো, সে প্রচুর সম্পদের মালিক হলো।

৩৬০৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الدِّمَشْقِيُّ نَا الْوَلِيدُ قَالَ لَقِيتُ شُبَيْبَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ صَعْنَاهُ يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৬০৩. মুহাম্মদ ইবন ওয়াযীর (র.).... 'উছমান ইবন আবু সাওদা (র.) আবু দারদা (রা.) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থে নবী ﷺ হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৩৬০৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

৩৬০৪. আহমদ ইবন ইউনুস (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করার জন্য কোন রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। আর যে ব্যক্তির আমল তাকে পেছনে ফেলে রাখবে, তার বংশ-গরিমা তাকে এগিয়ে দেবে না।

৪১৬. بَابُ رَوَايَةِ الْحَدِيثِ أَهْلُ الْكِتَابِ

৪১৬. অনুচ্ছেদ : আহলে-কিতাবদের হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে

৩৬০৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمُرُوزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ مَرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ

فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تَكْذِبُوهُمْ وَقُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تَكْذِبُوهُ.

৩৬০৫. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....আবু নাম্বা আনসারী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসেছিলেন এবং একজন ইয়াহুদী ও তাঁর পাশে বসে ছিল। এ সময় একটি জানাযা অতিক্রম করতে থাকলে সে জিজ্ঞাসা করে : হে মুহাম্মদ! এ লাশ কি কথা বলতে পারে? তিনি ﷺ বলেন : এ ব্যাপারে আল্লাহ অধিক অবগত। এরপর ইয়াহুদী বলে : সে তো কথা বলে, কিন্তু দুনিয়াবাসীরা তা বুঝতে পারে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিতাবধারী লোকেরা তোমাদের নিকট যা বলে, তাকে তোমরা সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না, বরং তোমরা বলবে : আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। এমতাবস্থায় যদি ঐ কথাগুলো মিথ্যা হয়, তবে তোমাদের তা সত্য বলে বিশ্বাস করা হবে না, আর যদি তার কথা সত্য হয়, তবে তোমাদের অবিশ্বাস করা হবে না।

৩৬০৬. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)....যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়াহুদীদের লেখা শেখার জন্য নির্দেশ দেন। আমি তাঁর হুকুম মত ইয়াহুদীদের লেখা-পড়া শিখি। এরপর তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! ইয়াহুদীদের ব্যাপারে আমার কোন আস্থা নেই যে, তারা আমার ব্যাপারে সঠিক তথ্য পরিবেশন করবে। সুতরাং আমি তাদের লেখা শিখি এবং মাসের অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই বুঝতে ও পড়তে সক্ষম হই। এরপর নবী ﷺ যখন যা লিখাতেন, তখন আমি তা লিখে দিতাম। আর যখন তাঁর কাছে কোন চিঠি লেখা হতো, তখন আমি তা পড়ে দিতাম।

৬১৭. بَابُ فِي كِتَابَةِ الْعِلْمِ

৪১৭. অনুচ্ছেদ : 'ইল্ম লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে

৩৬০৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَتَهْتَنِي قَرِيشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ

تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَاَمْسَكَتُ عَنِ الْكِتَابَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اَكْتُبْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ .

৩৬০৭. মুসাদ্দাদ (র.).... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যা কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে শ্রবণ করতাম, তা লিখে রাখতাম। আমি ইচ্ছা করতাম যে, আমি এর সবই সংরক্ষণ করি। কিন্তু কুরায়শরা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করে এবং বলে : তুমি যা কিছু শোন তার সবই লিখে রাখ, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষ, তিনি তো কোন সময় রাগান্বিত অবস্থায় কথাবার্তা বলেন এবং খুশীর অবস্থায়ও বলেন। একথা শুনে আমি লেখা বন্ধ করি এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবহিত করি। তখন তিনি তার আংগুল দিয়ে নিজের মুখের প্রতি ইশারা করে বলেন : তুমি লিখতে থাক, ঐ যাতের কসম, যার হাতে আমার জীবন, যা কিছু এ মুখ হতে বের হয়, তা সবই সত্য।

৩৬০৮. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أَحْمَدَ نَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ فَأَمَرَ اِنْسَانًا يَكْتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَمَرَنَا اَنْ لَا نَكْتُبَ شَيْئًا مِّنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ .

৩৬০৮. নাসর ইবন 'আলী (র.).... মুত্তালিব ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হান্তাভ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি হাদীছ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন মু'আবিয়া (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে সে হাদীছটি লিখে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এ দেখে যায়দ (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন তাঁর কোন হাদীছ লিপিবদ্ধ না করি। আর যা কিছু লেখা হয়েছিল, তিনি তার সবই মুছে দেন।

৪১৮. بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْكَذْبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৪১৮. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে কোন মিথ্যা কথা বলার কঠোর পরিণতি

৩৬০৯. حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ الْمَعْنَى عَنْ بَيَانَ بْنِ بَشْرِ قَالَ مَسَدَّدٌ أَبُو بَشْرٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

১. সত্বেত : এটি ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা, যখন লেখার চাইতে মুখস্থ করার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এছাড়া তখন কুরআন নাযিল হতে থাকার কারণে, যাতে কুরআনের সংগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীছের কোন অংশ মিশ্রিত না হয়ে যায়, সে জন্য সাবধানতা অবলম্বন হেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ নির্দেশ প্রদান করেন। পরে এ নির্দেশ জারী ছিল না (অনুবাদক)।

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُكَ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجْهٌ وَمَنْزِلَةٌ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৬০৯. 'আমর ইব্ন 'আওন (র.)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ জিনিস আপনাকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীছ বর্ণনা করতে, যেমন তাঁর পক্ষ হতে আপনার অন্য সাথীরা হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন? তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে আমার বিশেষ ধরনের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু একদা আমি তাঁকে এরূপ বলতে শুনি : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলে, সে যেন তার স্থান জাহান্নমে বানিয়ে নেয়। (একারণেই সতর্কতা হেতু আমি কম হাদীছ বর্ণনা করি।)

৬১৭. بَابُ الْكَلَامِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ

৪১৯. অনুচ্ছেদ : কুরআন না বুঝে তাফসীর করলে

৩৬১০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُهْرِيُّ نَا سُهَيْلُ بْنُ مَهْرَانَ نَا أَبُو عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِرَأْيِهِ فَاصْبَابٌ فَقَدْ أَخْطَأَ .

৩৬১০. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের রায় অনুযায়ী আল্লাহর কিতাবের তাফসীর করে, আর সে যদি তার বর্ণনায় সঠিকও হয়, তবু সে ভুল করলো।

৬২. بَابُ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ

৪২০. অনুচ্ছেদ : একটি হাদীছ বারবার বর্ণনা করা

৩৬১১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هَاشِمِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ رَجُلٍ خَدَّمَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

১. কুরআনের তাফসীর নিজের ইচ্ছানুযায়ী করা আদৌ উচিত নয়, বরং এ ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা প্রয়োজন। কেননা, কুরআনের যে ব্যাখ্যা তাঁরা পেশ করেছেন, তা সরাসরি বা মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে গ্রহণ করেছেন, যা সঠিক ব্যাখ্যা। এছাড়া যারা নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করে, তা সত্যতার দিক দিয়ে পূর্বোক্ত বর্ণনার সমান হতে পারে না। (অনুবাদক)

৩৬১১. 'আমর ইবন মারযুক (র.).... আবু সালাম (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জ্ঞানিক খাদিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ যখন কোন হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন তিনি তা তিনবার উল্লেখ করতেন।

৪২১. بَابُ فِي سَرْدِ الْحَدِيثِ

৪২১. অনুচ্ছেদ : দ্রুত হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে

৩৬১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ نَا سَفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةَ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَجَعَلَ يَقُولُ اسْمِعْنِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا قَضَتْ صَلَوَتَهَا قَالَتْ أَلَا تَعْجَبُ إِلَى هَذَا وَحَدِيثِهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُحَدِّثَ الْحَدِيثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُّ أَنْ يُحْصِيَهُ أَحْصَاهُ .

৩৬১২. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র.).... 'উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আবু হুরায়রা (রা.) 'আইশা (রা.)-এর হুজুরার নিকট বসে ছিলেন এবং এ সময় 'আইশা (রা.) সালাতরত ছিলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন : হে হুজুরার বাসিন্দারা, শ্রবণ করুন! তিনি দু'বার এরূপ বলেন। তখন 'আইশা (রা.) বলেন : তুমি কি তার কথার উপর আশ্চর্য হবে না! (তিনি আরো বলেন :) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা বলতেন, তখন যদি কেউ তা গণনা করতে ইচ্ছা করতো, তবে সে তা গণনা করতে পারতো।

৩৬১৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أَسْبَحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُسَرِّدُ الْحَدِيثَ سَرْدَكُمْ .

৩৬১৩। সুলায়মান ইবন দাউদ (র.).... নবী ﷺ-এর সহধর্মিসী 'আইশা (রা.) একদা 'উরওয়া (রা.)-কে বলেন : আবু হুরায়রার আচরণে তুমি কি আশ্চর্য হবে না? সে আমার হুজুরার নিকটবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছ আমাকে শোনাতে চেয়েছিল, আর এ সময় আমি সালাতরত ছিলাম। আমার সালাত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি আমি তাকে পেতাম, তবে বলতাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার ন্যায় দ্রুত কথা বলতেন না; (বরং আস্তে আস্তে বলতেন, যাতে সকলে তা বুঝতে পারে।)

৴৲৲. ٲَابُ التَّوْفِىِّ فِى الْفَتَا

৴৲৲. অনুচ্ছেদ : ফতোয়া দেওয়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা

৳৶৶৴. ٲَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ نَا عِيْسَى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الصُّنَابِجِىِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْغُلُوْطَاتِ .

৳৶৶৴. ইব্রাহীম ইবন মূসা (র.)... মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : নবী ﷺ কাউকে ধোঁকায় ফেলতে নিষেধ করেছেন ।

৳৶৶৵. ٲَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ نَا سَعِيْدُ يَعْنِى ابْنَ اَبِيْ اَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْتٰى بَغْيِرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ .

৳৶৶৵. হাসান ইবন 'আলী (র.)..আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দেবে, তার গুনাহ মুফতীর উপর বর্তাবে ।

৳৶৶৶. ٲَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا اِبْنُ وَهْبٍ ٲَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو بْنِ اَبِيْ نُعَيْمَةَ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ الطَّنْبُذِىِّ رَضِيْعُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْتٰى بَغْيِرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرٰى فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَنْ اَشَارَ عَلَى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يُّعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ .

৳৶৶৶. সুলায়মান ইবন দাউদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দেবে, তার গুনাহ মুফতীর উপর বর্তাবে ।

রাবী সুলায়মান মিহরী (র.) তার বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাইকে জেনে-গুনে কোন ক্ষতির পরামর্শ দিল, সে যেন খিয়ানত করলো ।

৴৲৳. ٲَابُ فِىْ كِرَاهِيَةِ مَنَعَ الْعِلْمِ

৴৲৳. অনুচ্ছেদ : জ্ঞানের বিষয় গোপন করলে

৳৶৶৷. ٲَدَّثَنَا مُوسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَتَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ اَجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৩৬১৭. মূসা ইব্ন ইসমাইল (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে কোন 'ইল্ম বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে জানা সত্ত্বেও তা না বলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।

৪২৪. بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

৪২৪. অনুচ্ছেদ : 'ইল্ম প্রচারের ফযীলত সম্পর্কে

৩৬১৮. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْمَعُونَ وَيَسْمَعُ مِنْكُمْ وَيَسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ .

৩৬১৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র.)..... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নিকট হতে শ্রবণ কর এবং লোকেরা তোমাদের নিকট হতে শ্রবণ করবে। আর যারা তোমাদের নিকট হতে শোনবে তাদের নিকট হতে অন্য লোকেরা শ্রবণ করবে।

৩৬১৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ فَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرَبَّ حَامِلٍ فَقِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ .

৩৬১৯. মুসাদ্দাদ (র.)... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে সুখে-শান্তিতে রাখুন, যে আমার কথা শোনার পর তা স্মরণ রাখে এবং অন্য লোকের নিকট পৌছে দেয়। বস্তৃত ফিকাহ তত্ত্ববিদ একে অপরের চাইতে বিচক্ষণ। আবার এমন অনেকেই আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে ফকীহ নন।

৩৬২০. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِهَذَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ .

৩৬২০. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)... সাহুল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর শপথ! তোমার হিদায়াতের কারণে যদি একটা লোকও সত্য পথের পথিক হয়, তবে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চাইতেও উত্তম।

৴৲৵. ٲَابُ الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ

৴৲৵. অনুচ্ছেদ : বনু ইসরাঈলের নিকট হতে কাহিনী বর্ণনা

৳৲৲৳. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَلَا حَرَجَ .

৳৲৲৳. আবু বাকর আবী শায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বনু ইসরাঈলের কাছ থেকে কাহিনী বর্ণনা করবে । কেননা, এতে কোন গুনাহ নেই ।

৳৲৲৳. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُعَاذُ نَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ إِلَى عَظَمِ صَلَوةٍ .

৳৲৲৳. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র.)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : নবী ﷺ আমাদের নিকট বনু ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করতেন, এমন কি এতে সকাল হয়ে যেত । এর পর তিনি ফজরের সালাত আদায়ের জন্য উঠতেন ।

৴৲৶. ٲَابُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللَّهِ

৴৲৬. অনুচ্ছেদ : গায়কুল্লাহর উদ্দেশ্যে ‘ইলমে দীন শিক্ষা করা

৳৲৲৳. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ نَا فُلَيْحٌ عَنْ أَبِي طَوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَعْنِي رِيحَهَا .

৳৲৲৳. আবু বাকর ইবন আবী শায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইলমকে দুনিয়া লাভের আশায় অর্জন করলো, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের খোশবু পাবে না ।

৪২৭. بَابُ فِي الْقَصَصِ

৪২৭. অনুচ্ছেদ : কিস্সা বর্ণনা প্রসংগে

৩৬২৪ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَبُو مُسْهَرٍ نَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ الْخَوَّاصُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْصُ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ .

৩৬২৪। মুহাম্মদ ইবন খালিদ (র.).... 'আওফ ইবন মালিক আশজায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : নেতা, উপ-নেতা বা দাস্তিক ধোকাবাজ লোক ছাড়া আর কেউ-ই কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করে না।

৩৬২৫ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَشِيرٍ الْمُرَزِيِّ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عَصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ بَعْضُهُمْ يَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعَرَى وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَّنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِن أُمَّتِي مَنْ أَمَرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَطْنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَتَحَلَّفُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ .

৩৬২৫. মুসাদ্দাদ (র.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি একদল গরীব মুহাজিরের মাঝে বসে ছিলাম, আর এ সময় তারা একে অন্যের আশ্রয় নিয়ে তার উন্মুক্ত সতর ঢাকার চেষ্টা করছিল। তখন একজন ক্বারী আমাদের কুরআন পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ

১. নেতা তার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশের জন্য ; উপ-নেতা-নেতাকে খুশী করার জন্য এবং ধোকাবাজ তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সত্য-মিথ্যা বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। বর্তমানে তথাকথিত 'আলিম' নামধারী এক ধরনের বক্তা আজগবী কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করে ওয়াজের মাহফিল গরম করে থাকে এবং এভাবে নিজেদের হালুয়া-কুটির ব্যবস্থা করে থাকে। এ হাদীছ থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। (অনুবাদক)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে আসেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দাঁড়ানোর কারণে ক্বারী কিরা'আত পাঠ করা বন্ধ করে দেয়। এরপর তিনি ﷺ সালাম করে জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কি করছিলে ? আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! তিনি হলেন কারী, আমরা তার নিকট হতে কুরআন পাঠ শুনছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকদের পয়দা করেছেন, যাদের সংগে সবার করার জন্য আমাকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাবী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সংগে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশের জন্য আমাদের মাঝে বসে পড়েন। এরপর তিনি ﷺ তাঁর হাতের ইশারায় সকলকে গোলাকার হয়ে বসতে বলেন। পরে সকলে হাল্কা করে বসলে সকলের চেহারা নবী ﷺ-এর দিকে হয়।

রাবী বলেন : আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মধ্য হতে আমাকে ব্যতীত আর কাউকে চিনতে পারেন নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে ফকীর মুহাজির দল! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর কিয়ামতের দিন পূর্ণ আলো পাওয়ার। তোমরা ধনী-ব্যক্তিদের অর্ধ-দিন আগেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সে অর্ধ-দিন হবে পঁচিশ বছরের সমান।

৩৬২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي الْمُطَهَّرَنَا مُوسَى بْنُ حَلْفٍ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَوةِ الْغُدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةَ مِنْ وَلَدِ اسْمُعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةَ .

৩৬২৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি সেই কাওমের (লোকদের) সাথে বসতে আগ্রহী, যারা ফজরের সালাত আদায়ের পর, সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে থাকে। এ আমার কাছে ইসমাইলের সন্তান থেকে চারজন গোলাম আযাদ করার চাইতেও অধিক প্রিয়। আর আমি সেই লোকদের সাথে বসতে চাই, যারা আসরের সালাত আদায়ের পর সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। এ আমার কাছে চারজন গোলাম আযাদ করার চাইতেও অধিক উত্তম।

৩৬২৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْ عَلَى سُورَةِ النِّسَاءِ قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ أَحَبُّ أَنْ أَسْمِعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ الْآيَةَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلَانِ .

৩৬২৭. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)....'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন : তুমি আমার সামনে সূরা 'নিসা' তিলাওয়াত কর। তখন আমি বলি : আমি তিলাওয়াত করব, অথচ এতো আপনার উপর নাযিল হয়েছে! নবী ﷺ বলেন : আমি অন্যের নিকট হতে তা শুনতে পসন্দ করি। এরপর তিলাওয়াত করতে করতে আমি যখন এ আয়াতে পৌছি : সে সময়ের অবস্থা কিরূপ হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন সাক্ষী পেশ করবো....আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এরপর আমি মাথা উঁচু করে দেখতে পাই যে, নবী ﷺ -এর দুটি চোখ হতে অশ্রু ঝরে পড়ছে।

اٰخِرُ كِتَابِ الْعِلْمِ

كِتَابُ الْأَشْرَبَةِ

অধ্যায় : পানীয়

٤٢٨. بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

৪২৯. অনুচ্ছেদ : মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

٣٦٢٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ نَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْعَنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا لَنْتَهِيَ إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابُ مِّنْ أَبْوَابِ الرِّيَا .

৩৬২৮. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)...উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন মদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়, তখন পাঁচটি জিনিস দিয়ে মদ তৈরী করা হতো। যেমন—(১) আংগুর, (২) খেজুর, (৩) মধু, (৪) গম এবং (৫) যব থেকে। আর মদ হলো ঐ জিনিস, যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে তিরোহিত করে। আর আমি চাইতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন ততদিন আমাদের থেকে প্রথক না হন, যতদিন না তিনটি জিনিসের হুকুম সম্পর্কে আমরা তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত পাই। আর তা হলো : দাদার প্রাপ্য অংশ, উত্তরাধিকারহীন পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবস্থা এবং সুদের যাবতীয় মামলা।

٣٦٢٩. حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْخَتَلِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ

اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ الْآيَةُ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقَرَعَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي أَلَا لَا يَقْرَبُ الصَّلَاةَ سَكَرَانَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقَرَعَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَقَالَ عُمَرُ أَنْتَهَيْنَا .

৩৬২৯. ‘আব্বাদ ইব্ন মুসা (র.).... ‘উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন মদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়, তখন উমার (রা.) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্টরূপে বর্ণনা করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, যা সূরা বাকারাতে আছে : লোকেরা আপনার নিকট মদ ও জুয়ার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদের বলে দিন যে, এ দুটিতে আছে বড় গুনাহ.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

এরপর উমার (রা.)-কে ডাকা হয় এবং আয়াতটি তাঁকে শোনান হয়। তখন তিনি বলেন : ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্ট করে বলে দিন। তখন সূরা নিসার এ আয়াত নাযিল হয় : ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।

এরপর সালাতের ইকামত শুরু হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আহ্বানকারী এরূপ ঘোষণা করতেন যে, “কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেন সালাতে শরীক না হয়।” পরে ‘উমার (রা.)-কে ডেকে এ আয়াত শোনান হয়। তখন তিনি বলেন : ইয়া আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয় : নিশ্চয় মদ এবং জুয়া ইত্যাদি এরূপ জঘন্য শয়তানী আমল, যা দ্বারা শয়তান মানুষের মধ্যে দূশমনী সৃষ্টি করে এবং এর দ্বারা আল্লাহর যিকির হতে বিরত রাখে। তবু কি তোমরা ফিরে আসবে না? তখন উমার (রা.) বলেন : আমরা ফিরে আসলাম।

৩৬৩০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبَدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تَحْرُمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلَىٰ فِي الْمَغْرِبِ وَقَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَخَلَطَ فِيهَا فَنَزَلَتْ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ .

৩৬৩০. মুসাদ্দাদ (র.).... ‘আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক আনসার সাহাবী তাঁকে ও আবদুর রহমান ইব্ন ‘আওফ (রা.)-কে দাওয়াত দিয়ে শরাব পান করান। আর এ ছিল শরাব হারাম হওয়ার আগের ঘটনা। এরপর ‘আলী (রা.) মাগরিবের সালাতে

তাদের ইমামতি করেন এবং সূরা কাফিরুন পাঠ করেন, যাতে তিনি ভুল করে ফেলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, তোমরা কী বলছো!

৩৬৩১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُرْزِيِّ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدِ النَّخْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا أَثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ نَسَخْتُهَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الْآيَةُ .

৩৬৩১. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের এ আয়াতদ্বয় : (১) ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, এবং (২) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। আপনি বলুন : এ দু'টি ভয়ংকর গুনাহের কাজ এবং মানুষের কিছু উপকারও এতে রয়েছে। এ দু'টি আয়াতের হুকুমকে সূরা মায়িদার এ আয়াত : “নিশ্চয় মদ, জুয়া ইত্যাদি এরূপ জঘন্য শয়তানী কাজ, যা দ্বারা শয়তান মানুষের মধ্যে দুশ্মনী সৃষ্টি করে— আয়াতের শেষ পর্যন্তঃ বাতিল করে দিয়েছে।

৩৬৩২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ وَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا هَذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩৬৩২. সুলায়মান ইবন হার্ব (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন শরাব হারাম হয়, তখন আমি আবু তালহা (রা.)-এর ঘরে লোকদের শরাব পান করচ্ছিলাম। এ সময় আমাদের শরাব ছিল পচা খেজুর রসের নেশায়ুক্ত তাড়ি। এ সময় আমাদের কাছে একজন এসে বলে : শরাব হারাম হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষকও এরূপ ঘোষণা দিচ্ছিল। তখন আমরা বলি : ইনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক।

৪৩. بَابُ الْعَنْبِ يُعَصَّرُ لِلْخَمْرِ .

৪৩০. অনুচ্ছেদ : মদ তৈরীর জন্য আংগুর নিংড়ানো সম্পর্কে

৩৬৩৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ مَوْلَا هُمَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّاقِفِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَ هَاوِحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ .

৩৬৩৩. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর লানত শরাবের উপর, তা পানকারীর উপর, যে পান করায় তার উপর, যে বিক্রি করে তার উপর, যে তা খরিদ করে তার উপর, যে তা নিংড়ায় এবং যার নির্দেশে নিংড়ায় তার উপর, আর যে ব্যক্তি তা বহন করে এবং যার জন্য বহন করে, সকলের উপর।

৪৩১. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تَخْلُلُ

৪৩১. অনুচ্ছেদ : শরাবের সিকী বানানো সম্পর্কে

৩৬৩৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَيِّتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا .

৩৬৩৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আবু তাল্হা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই সমস্ত ইয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যারা মীরাছ হিসাবে শরাব পয়েছিল। তিনি ﷺ বলেন : শরাব ঢেলে ফেলে দাও। তখন আবু তাল্হা (রা.) আবার জিজ্ঞাসা করেন : আমি কি এ দিয়ে সিকী বানাব না ? তিনি বলেন : না।

৪৩২. بَابُ الْخَمْرِ مِمَّا هِيَ

৪৩২. অনুচ্ছেদ : কোন্ কোন্ জিনিস থেকে শরাব তৈরী হয়

৩৬৩৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْعَنْبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبَرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا .

৩৬৩৫. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)...নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আংগুরের রস, কিশমিশ, খেজুর, মধু, গম এবং যব হতে শরাব তৈরী হয়।

৩৬৩৬. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرْيَزٍ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ وَإِنِّي أَنَهَكُمُ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ .

৩৬৩৬. মালিক ইব্ন আবদিল ওয়াহিদ (র.)...নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ বলতে শুনেছি : আংগুরের রস, কিশমিশ, খেজুর, গম এবং যব হতে শরাব তৈরী হয়। আমি তোমাদের সব ধরনের নেশার দ্রব্য ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

৩৬৩৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ .

৩৬৩৭. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শরাব এ দুটি গাছ থেকে তৈরী হয়, যথা—খেজুর ও আংগুর গাছ।

৪৩৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّكْرِ

৪৩৩. অনুচ্ছেদ : নেশার বস্তু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে

৩৬৩৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي آخَرَيْنِ قَالُوا نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَدْخُلُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ .

৩৬৩৮. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.).... ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নেশার বস্তু হলো শরাব এবং প্রত্যেক নেশার বস্তু হারাম। কাজেই, যে ব্যক্তি শরাব পান করতে করতে মারা যাবে, আখিরাতে তাকে বেহেশতী শরাব পান করানো হবে না।

৩৬৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّسَابُورِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُخْمَرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَخَسَتْ صَلَوَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيلَ

১. অর্থাৎ শরাব খোরেস মৃদু কাফিরের মত হবে। কাজেই সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না বিধায় বেহেশতী শরাব হতে সে বঞ্চিত হবে। (অনুবাদক)

وَمَا طِئْنَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِئْنَةِ الْخَبَالِ .

৩৬৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক বুদ্ধি-জ্ঞান বিনষ্টকারী বস্তু হলো শরাব। আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। কাজেই, যে শরাব পান করে, তার চল্লিশ দিনের সালাতের (ছওয়াব) কম হয়ে যায়। এরপর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। এভাবে যদি সে চতুর্থবারও শরাব পান করে, তখন আল্লাহর জন্য এটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! 'তীনাতুল খাবাল' কি ? তিনি বলেন : জাহান্নামবাসীদের পুঁজ। একই ভাবে, যে ব্যক্তি কোন কম বয়েসী বাচ্চাকে, যে হালাল-হারাম সম্পর্কে কিছুই জানে না, শরাব পান করায়, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জাহান্নামীদের পুঁজ পান করাবেন।

৩৬৪০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .

৩৬৪০. কুতায়বা (র.).... জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যা অধিক পরিমাণে পান করলে নেশার সৃষ্টি হয়, তা অল্প পরিমাণে পান করাও হারাম।

৩৬৪১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتَعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجَرَجَسِيِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ وَالتَّبَعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا كَانَ أَثْبَتَهُ مَا كَانَ فِيهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِي فِي أَهْلِ حِمَصٍ يَعْنِي الْجَرَجَسِيِّ .

৩৬৪১. আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মধুর তৈরী শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি ﷺ বলেন : যে শরাব পানে নেশার সৃষ্টি হয়, তা হারাম।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : যুহুরী (র.) এ হাদীসটি উপরোক্ত সনদে বর্ণনা প্রসঙ্গে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, ‘মধুর তৈরী শরাবকে বিত্‌উ’ বলা হয়। যা ইয়ামানের অধিবাসীরা পান করতো।

ইমাম আবু দাউদ (র.) আরো বলেন : আমি ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়াযীদ ইব্ন আবদ রাব্বিহি জারজাসী, যিনি এ হাদীছের বর্ণনাকারী, আল্লাহু ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি দৃঢ়চিত্তের অধিকারী এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। হিম্‌সের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর ন্যায় আর কেউ-ই ছিলেন না, অর্থাৎ জারজাসীর ন্যায়।

৩৬৬২. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ عَبْدِ هُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ دَيْلَمِ الْحَمِيرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نَعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمَحِ نَتَّقَوِي بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلْ يَشْكُرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرَنَا رَكِبَهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ .

৩৬৪২. হান্নাদ (র.)...দায়লাম হিমইয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলিঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা এমন এক ঠাণ্ডা এলাকায় বসবাস করি, যেখানে আমার শ্রমসাধ্য কাজ করতে হয়। ঠাণ্ডা দূর করার জন্য এবং কষ্ট ও শ্রমে হারানো প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা সেখানে গমের তৈরি শরাব ব্যবহার করি, (এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?) তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তাতে কি নেশার সৃষ্টি হয়? আমি বলি : হ্যাঁ। তিনি বলেন : তোমরা তা পরিহার করবে। দায়লাম হিমইয়ারী (রা.) বলেন, তখন আমি বলি যে, লোকেরা তো তা পরিত্যাগকারী নয়। তখন নবী ﷺ বলেন : যদি লোকেরা তা পরিত্যাগ না করে, তবে তুমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, (যাতে তারা তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।)

৩৬৬২. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ ذَاكَ الْبَيْعُ قُلْتُ وَيَتُنَبَّذُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ فَقَالَ ذَلِكَ الْمُرْزُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৬৪৩. ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়া (র.)...আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-কে মধুর তৈরি শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : এটাই তো বিত্‌উ’ এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি : লোকেরা তো যব ও ভুট্টার শরাব তৈরি করে? তখন তিনি বলেন : এ তো মাযর। এরপর তিনি ﷺ বলেন : তুমি তোমার কাওমের লোকদের জানিয়ে দেবে যে, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

৩৬৪৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبِيرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৬৪৪. মুসা ইবন ইসমাইল (র.)....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ শরাব পান করতে, জুয়া খেলতে, ঢোল বা তবলা বাজাতে এবং ঘরের তৈরী শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

৩৬৪৫. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ .

৩৬৪৫. সাঈদ ইবন মানসুর (র.).... উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী এবং অলসতা আনয়নকারী বস্তু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৩৬৪৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا مَهْدِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ نَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ أَبُو مُوسَى وَهُوَ عَمْرٍو بْنُ سَالِمٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا اسْكُرْمَنَهُ الْفَرْقُ فَمِلَى الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ .

৩৬৪৬. মুসাদ্দাদ (র.)....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। আর যে বস্তুর অধিক পানে নেশার সৃষ্টি হয় তা এক অঞ্জলীও পান করা হারাম।

৪৩৪. بَابُ فِي الذَّاذِي

৪৩৪. অনুচ্ছেদ : দাযী শরাব সম্পর্কে

৩৬৪৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حَرْيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ فَقَدْ أَكْرَنَا الطَّلَاءَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْشُرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا .

٤٣٥. بَابُ فِي الْأَوْعِيَةِ

১. আঙুরের রস, যার দুই-তৃতীয়াংশ আঙুনে জ্বাল দিয়ে রসঘন করে, এক অংশ বাকী রাখা হয়।
২. প্রকৃত প্রস্তাবে তা খারাবই। যা লোকে পান করবে। কিন্তু তারা তাকে শরাব বলবে না। বরং অন্য নামে অভিহিত করবে। যেমন বাংলাদেশে তৈরী বিভিন্ন প্রকারের সজ্জীবনী সূধা' আসলে এসব মদেরই নামান্তর মাত্র।
৩. চারটি পাত্রের নাম, যা দিয়ে তৎকালে মদ তৈরী করা হতো। দুক্বা-কঁদুর খোল দিয়ে তৈরী হানুতাম-সবুজ লাঘার তৈরী মটকা; মুযাফ্ফাত-নীশার তৈরী বিশেষ ধরনের পাত্র এবং নকীর-কাঠের তৈরী বিশেষ পাত্র। এসব পাত্রে মদ তৈরী করা হতো। (অনুবাদক)

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি : ইব্ন 'উমার (রা.) কি বলেন, তা কি আপনি শুনেছেন? তিনি বলেন : তিনি [ইব্ন উমার (রা.)] কী বলেন : তখন আমি বলি : তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'নাবীয-জার'-কে হারাম করেছেন । তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : 'জার' শব্দের অর্থ কি? তিনি বলেন : 'জার' ঐ পাত্র, যা মাটি দ্বারা তৈরি করা হয় । (অর্থাৎ মাটির তৈরি মটকা, যার মধ্যে খেজুর, আংগুর ইত্যাদি পঁচিয়ে মদ তৈরি করা হয়) ।

৩৬০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَدِمَ وَقَدْ عَبَّدَ الْقَيْسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رِبِيعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارٌ مُضَرٌّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمَرُّنَا بِشَيْءٍ نَا خَذُّ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنَّهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدَ بِيَدِهِ وَاحِدَةً وَقَالَ مُسَدَّدٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فُسِّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَأَنَّ تُؤَدُّوا الْخُمْسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ وَأَنَّهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْفَتِ وَالْمُقَيْرِ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ النَّقِيرُ مَكَانُ الْمُقَيْرِ قَالَ مُسَدَّدٌ وَالْمُقَيْرُ وَالْمُقَيْرُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَرْفَتَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو جَمْرَةَ نَصَرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ .

৩৬৫০. সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে যে, "ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা রাবীআ' গোত্রের লোক, আমাদের ও আপনার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টিকারী হল মুযার গোত্রের লোকেরা । সে জন্য আমরা সম্মানিত মাস^১ ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না । আপনি আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দেন, যা আমরা নিজেরা আমল করবো এবং অন্য লোকদের নিকট তা পৌঁছে দেব । তিনি ﷺ বলেন : আমি তোমাদের চারটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি এবং অপর চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি । (আমি যা করার নির্দেশ দিচ্ছি, তাহলোঃ), (১) আল্লাহ্র প্রতি এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই । এ বলে তিনি তাঁর হাত দিয়ে একের প্রতি ইশারা করেন ।

রাবী মুসাদ্দিদ (র.) বলেন : নবী ﷺ এরূপ বলেন যে, "আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা ।" এরপর এর ব্যাখ্যায় তাদের বলেন : এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং

১. যিল্‌কাদ, যিলহাজ্জ, মুহাররম ও সফর-এ চারটি মাসকে সম্মানিত মাস বলা হয় ।

মুহাম্মদ ﷺ আব্বাহর রাসূল; (২) সালাত কায়েম করা; (৩) যাকাত আদায় করা এবং (৪) গনীমতের মাল হতে এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা।

আর আমি তোমাদের নিষেধ করছি : (১) কদুর খোল দ্বারা তৈরী পাত্র হতে; (২) সবুজ লাখার তৈরী পাত্র হতে; (৩) শীশার তৈরী বিশেষ পাত্র এবং (৪) কাঠের তৈরী পাত্র ব্যবহার করা হতে।^১ ইবন 'উবায়দ 'মুকীরের' স্থানে 'নাকীর' বলেছেন এবং মুসাদ্দাদ 'মুকীর' এবং 'নাকীর' বলেছেন, মুযাক্ফাত বলেন নি। ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : আবু জাম্রার নাম হলো ইবন ইমরান।

৩৬০১. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْثْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ فِدَ عَبْدُ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمُ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالِدُبَاءِ وَالْمَزَادَةِ وَالْمَحْبُوبَةِ وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَانِكَ وَأَوْكِهِ .

৩৬৫১. ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদের বলেন যে, “আমি তোমাদের কাঠের তৈরী পাত্র, শীশার তৈরী পাত্র, লাখার তৈরী পাত্র, কদুর খোল দ্বারা তৈরী পাত্র এবং কর্তিত মশক দ্বারা তৈরী পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। বরং তিনি বলেন : মশকের পানি পান করবে এবং তার মুখ বেঁধে রাখবে।

৩৬০২. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا أَبَانُ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ قَالُوا فِيمَا نَشْرَبُ يَأْنِي اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَسْقِيَةِ الْآدَمِ الَّتِي يَلِاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا .

৩৬৫২. মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) হতে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তারা জিজ্ঞাসা করেছিল : হে আব্বাহর নবী! আমরা কোন্ কোন্ পাত্রে পান করবো? তখন নবী ﷺ বলেন : চামড়ার তৈরী মশক দ্বারা পান করবে, যার মুখ বাঁধা যায়।

৩৬০২. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْقَمُوصِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَقَفُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسِبُ

১. বস্তুত ইসলামের প্রথম মুগেও উক্ত চার ধরনের পাত্রে মদপান করা হতো। এজন্য নবী (সা.) এ চার ধরনের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেন, যাতে পাত্রের কারণে মদের খেয়াল ও না আসে, যা হারাম হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী কালে নবী (সা.) এ পাত্রগুলি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। কেননা, পাত্রের তো কোন দোষ নেই, তাই সব ধরনের পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে (অনুবাদক)।

عَوْفُ أَنْ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ وَلَا مَزْفَةٍ وَلَا دُبَاءٍ وَلَا حَنْتَمٍ
وَأَشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمَوَكَّاءِ عَلَيْهِ فَإِنْ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَاهْرِيقُوهُ .

৩৬৫৩. ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়া (র.)...আবু কামুস যায়দ ইব্ন 'আলী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল কায়স গোত্রের যে প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়েছিল, তাদের একজন আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। রাবী আওফ (র.) বলেন : আমার ধারণা, তাঁর নাম ছিল কায়স ইব্ন নু'মান। নবী ﷺ তাদের বলেন : তোমরা কাঠের তৈরী পাত্র, শীশার তৈরী পাত্র, লাখার তৈরী পাত্র এবং কদুর খোলে তৈরী পাত্রে পান করবে না; বরং তোমরা এমন চামড়ার মশকে পান করবে, যাব মুখ বাঁধা যায়। আর নাবীযের মধ্যে যদি তীব্রতা আসে, তবে এর সাথে পানি মিশিয়ে এর তীব্রতা হ্রাস করবে। যদি এতেও তার তীব্রতা হ্রাস না পায়, তবে তা ঢেলে ফেলে দেবে।

٣٦٥٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ
بُذَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ جَنْتَرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْ وَقَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَشْرَبُ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْمَزْفَةِ وَعَنِ النَّقِيرِ
وَأَنْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ قَالَ فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ اهْرِيقُوهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى
أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ قَالَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ
بُذَيْمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ قَالَ الطَّبْلُ .

৩৬৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমরা কোন্ পাত্রে পান করবো? তিনি ﷺ বলেন : তোমরা কদুর খোলে তৈরী পাত্রে, শীশার তৈরী পাত্রে এবং কাঠের তৈরী পাত্রে পান করবে না। বরং তোমরা মশকের মধ্যে নাবীয ভিজিয়ে রাখবে। তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! মশকের মধ্যে ভিজিয়ে রাখার কারণে যদি নাবীযের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়? তিনি ﷺ বলেন : তবে তাতে আরো পানি মিশাবে। পরে তাঁরা আবার এরূপ জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের তৃতীয় অথবা চতুর্থবারের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন : এমতাবস্থায় তোমরা নাবীয ঢেলে ফেলে দেবে। এরপর নবী ﷺ আরো বলেন : সব ধরনের নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

রাবী সুফয়ান (র.) বলেন : আমি 'আলী ইব্ন বুযায়মা (রা.)-কে 'কুবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : কুবার অর্থ হলো—ঢোল, যার দু'মুখ আবৃত অর্থাৎ তবলা।

৩৬৫৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمِيعٍ قَالَ نَا مَالِكُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْجِعَةِ .

৩৬৫৫. মুসাদ্দাদ (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কদুর খোলে তৈরী পাত্র, লাখার তৈরী পাত্র, কাঠের তৈরী পাত্র এবং যবের তৈরী শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৬৫৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا مُعْزَفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا أُمْرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُؤُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةٌ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرَبَةِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ .

৩৬৫৬. আহমদ ইবন ইউনুস (র.)....ইবন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের তিনটি বস্তু হতে নিষেধ করেছিলাম, এখন আমি তোমাদের সেগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছি। আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা, এর ফলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। আর আমি তোমাদের চামড়ার মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু ছাড়া যে কোন পান-পাত্র ব্যবহার করতে পার। আর আমি তোমাদের তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যতদিন খুশী তা খেতে পার এবং তোমাদের সফরের সময় এর দ্বারা উপকৃত হতে পার।

৩৬৫৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَثُورٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْأَوْعِيَةِ قَالَ قَالَتْ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا قَالَ فَلَا إِذَا .

৩৬৫৭. মুসাদ্দাদ (র.)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেন, তখন আনসার সাহাবীরা বলেন : এর ব্যবহার তো আমাদের জন্য অপরিহার্য। তখন তিনি ﷺ বলেন : এখন আমি তোমাদের এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করবো না।

৩৬৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا شَرِيكَ عَنْ زِيَادِ بْنِ قِيَاضٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَوْعِيَةَ الدُّبَاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمَزْفَتَ وَالنَّقِيرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّهُ لَا ظُرُوفَ لَنَا فَقَالَ اشْرَبُوا مَا حَلَّ .

৩৬৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র.)....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ লাখার তৈরী পাত্র, রৌগন কাঠের তৈরী পাত্র এবং কাঠের তৈরী পাত্র সম্পর্কে উল্লেখ করেন, (যার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল)। তখন জনৈক আরবী বলেন : এখন তো আমাদের কাছে আর কোন পান-পাত্রই থাকলো না। তখন নবী ﷺ বলেন : তবে তোমরা উক্ত পাত্রে হালাল বস্তু পান করতে পার।

৩৬৫৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ نَا شَرِيكَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَجْتَنَّبُوا مَا أَسْكَرَ .

৩৬৫৯. হাসান ইব্ন আলী (র.)....শরায়ক (র.) উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু পরিহার করবে।

৩৬৬০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ يَنْتَبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نَبَذَهُ فِي تَوْدٍ مِنْ حِجَارَةٍ .

৩৬৬০. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য মশকে নাবীয ভিজিয়ে রাখা হতো। আর যদি মশক না পাওয়া যেত, তবে পাথরের কোন বড় পাত্রে তা ভিজানো হতো।

৪৩৬. بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

৪৩৬. অনুচ্ছেদ : মিশ্রিত বস্তু সম্পর্কে

৩৬৬১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يَنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا .

৩৬৬১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আংগুর এবং খেজুর মিশ্রিত করে 'নাবীয' তৈরী করতে এবং আধ-পাকা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে 'নাবীয' বানাতে নিষেধ করেছেন।

৩৬৬২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَيْطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ

الزَّهْوِ وَالرُّطْبِ وَقَالَ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

৩৬৬২. মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.).... আবু কাতাদা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আংগুর এবং খেজুর মিশ্রিত করে নাবীয বানাতে, আধ-পাকা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে নাবীয বানাতে এবং অল্প পাকা ও কাঁচা খেজুর মিশিয়ে নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। রাবী বলেন : আমার নিকট আবু সালামা ইব্ন আবদির রহমান (র.) আবু কাতাদা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৩৬৬৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَفْصُ بْنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَهَى عَنِ الْبَلْعِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ .

৩৬৬৩. সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.).... হাফস (র.) নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ পাকা খেজুর এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভিজিয়ে (নাবীয বানাতে) নিষেধ করেছেন।

৩৬৬৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَنِي رَبِطَةُ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجِمَ النَّوْىَ طَبَخًا أَوْ نَخْلُطَ الزَّيْبَ وَالتَّمْرَ .

৩৬৬৪. মুসাদ্দাদ (র.).... কাবশা বিনত আবী মারযাম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি উম্মু সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞাস করি যে, নবী ﷺ কোন্ কোন্ জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন : নবী ﷺ খেজুর এভাবে পাকাতে নিষেধ করেছেন, যাতে তার আটি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি আংগুর ও খেজুর মিশ্রিত করে ভিজিয়ে (নাবীয বানাতে) নিষেধ করেছেন।

৩৬৬৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مُسْعَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْبِذُ لَهُ زَيْبٌ فَيَلْقَى فِيهِ تَمْرًا أَوْ تَمْرًا فَيَلْقَى فِيهِ زَيْبٌ .

৩৬৬৫. মুসাদ্দাদ (র.)....‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য আংগুরের নাবীয তৈরী করা হতো এবং তাতে খেজুরও দেওয়া হতো। আর কোন কোন সময় খেজুরের নাবীয তৈরী করা হতো এবং তাতে আংগুর মিশ্রিত করা হতো।

২৬৬৬. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَنَانِيُّ نَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ نَا عَتَابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةٍ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّيْبِ فَقَالَتْ كُنْتُ أَخْذُ قُبْضَةً مِّنْ تَمْرٍ وَقُبْضَةً مِّنْ زَيْبٍ فَأَلْقَيْتُهُ فِي إِيَّائِ فَأَمْرَسُهُ ثُمَّ اسْقَيْتُهُ النَّبِيَّ ﷺ .

৩৬৬৬. যিয়াদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র.)....সাফিয়া বিন্ত আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আবদুল কায়স গোত্রের কয়েকজন মহিলার সাথে ‘আইশা (রা.)-এর নিকট হাযির হই। এরপর আমরা তাঁর কাছে খেজুর ও আংগুরের তৈরী নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : আমি এব মুষ্টি খেজুর ও এক মুষ্টি আংগুর নিয়ে একটি পাত্রে রাখতাম। এরপর তা হাত দিয়ে মিশিয়ে নবী ﷺ কে পান করাতাম।

৪৩৭. ৬৩৭. অনুচ্ছেদ : আধ-পাকা খেজুর দ্বারা নাবীয তৈরী করা

২৬৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرَمَةَ أَنَّهُمَا كَانَ يَكْرَهُانِ الْبُسْرَ وَحَدُّهُ وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَحْشَى أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ الَّتِي نُهَيْتُ عَنْهُ عَبْدُ الْقَيْسِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا الْمَرْءُ قَالَ النَّبِيُّ فِي الْحَتْمِ وَالْمَرْقَتِ .

৩৬৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র.)....জাবির ইব্ন যায়দ ও ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আধ-পাকা খেজুর দিয়ে তৈরী নাবীযকে এমতাবস্থায় মাকরুহ মনে করতেন, যখন তা কেবল আধ-পাকা খেজুর দ্বারা তৈরী করা হতো। আর তাঁরা এটাকে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হিসাবে মনে করতেন। কেননা, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন : আমার সন্দেহ হয় যে, যেন তা ‘মুযায্ব না হয়ে যায়, যে সম্পর্কে আব্দুল কায়স গোত্রকে নিষেধ করা হয়েছিল।

(রাবী বলেন :) আমি কাতাদা (রা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, ‘মুযায্ব-এর অর্থ কি ? তিনি বলেন : লাখা এবং রৌগন (সুগন্ধি) পাত্রে যে নাবীয তৈরী করা হয়, তাকে ‘মুযায্ব বলে।

৪৩৮. অনুচ্ছেদ : নাবীযের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

٣٦٧٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَيْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ مِقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَتَّبِعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَدَوَةً

فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ فَتَعَشَيْ شَرِبَ عَلَى عِشَائِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَعْتُهُ ثُمَّ تَنَبَّذُ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ تَغْدَى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ قَالَتْ نَغْسِلُ السِّقَاءَ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً فَقَالَ لَهَا أَبِي مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَتْ نَعَمْ .

৩৬৭০. মুসাদ্দাদ (র.).... 'আ'ইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য সকালে নাবীয তৈরি করতেন। এর পর সন্ধ্যা হলে তিনি তা সন্ধ্যায় পান করতেন। আর যা অতিরিক্ত থাকতো, আমি তা ফেলে দিতাম অথবা পাত্র খালি করে ফেলতাম। এরপর রাতে তার জন্য যে নাবীয বানানো হতো, তিনি তা সকাল হলে সকালের নাশতা খাওয়ার পর পান করতেন। তিনি আরো বলেন : আমি সকাল-সন্ধ্যায় মশক ধৌত করতাম। রাবী বলেন, আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : একদিনে কি দু'বার মশক ধোয়া হতো? তিনি বলেন : হ্যাঁ।

৩৬৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عُمَرَ يَحْيَى الْهَانِئِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ نَبِيذُ النَّبِيِّ ﷺ الزَّبِيبُ فَيَشْرِبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدُ بَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمُ أَوْ يَهْرَاقُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ يَبَادِرُ بِهِ الْفَسَادَ .

৩৬৭১. মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র.).... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর জন্য কিশমিশের নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি তা সমস্ত দিন পান করতেন, পরদিনও পান করতেন, এমন কি তার পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তা পান করতেন। এরপর তাঁর নির্দেশে তা খাদিমদেরও পান করানো হতো অথবা তা ঢেলে ফেলে দেওয়া হতো।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : খাদিমদের পান করানোর অর্থ হলো, তারা তা নষ্ট হয়ে তাতে মাদকতা সৃষ্টি হওয়ার আগেই পান করতো।

৪৩৯. بَابُ فِي شَرَابِ الْعَسَلِ

১১. অনুচ্ছেদ : মধুর শরবত পান করা

৩৬৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصِيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ ابْنَتَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ فَدَخَلَ عَلَى أَحَدُهُنَّ

فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي إِلَىٰ أَنْ تُتَوَيَّا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا .

৩৬৭২. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র.)...নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন যয়নব বিনত জাহাশ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করতেন, তখন তিনি সেখানে মধুর শরবত পান করতেন। এরপর আমি এবং হাফসা (রা.) এরূপ পরামর্শ করি যে, আমাদের মধ্যে যারই কাছে নবী ﷺ আসেন, সে যেন বলি : আমি আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের^১ দুর্গন্ধ অনুভব করছি। এরপর নবী ﷺ যখন এঁদের কারো কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি এরূপ উক্তি করেন। তখন নবী ﷺ বলেনঃ আমি তো যয়নব বিনত জাহাশের ঘরে মধুর শরবত পান করেছি। এখন হতে আমি আর তা পান করবো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : হে নবী ﷺ! আপনি কেন হারাম করলেন তা, যা হালাল করেছেন আল্লাহ আপনার জন্য। এর দ্বারা আপনি কি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করেন? নিশ্চয় আল্লাহ স্ফমশীল, দয়ালু।

এরপর 'আইশা এবং হাফসা (রা.)-এর প্রতি এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁরা যেন আল্লাহর নিকট তাওবা করেন। অন্যথায় আল্লাহ স্বীয় নবীকে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী প্রদান করতে সক্ষম।

۳۶۷۳ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْخَبَرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ وَفِي الْحَدِيثِ قَالَتْ سَوْدَةُ بَلْ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ قَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا سَقَيْتَنِي حَفْصَةُ فَقُلْتُ جَرَسْتُ نَحْلُهُ الْعُرْفُطُ نَبْتُ مَنْ نَبَتْ النَّحْلُ .

৩৬৭৩. হাসান ইবন আলী (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হালুয়া এবং মধু পসন্দ করতেন। এরপর তিনি হাদীছের কিছু অংশ বর্ণনা করার পর বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি খুবই না পসন্দ করতেন যে, তাঁর নিকট হতে কোনরূপ দুর্গন্ধ বের হোক। হাদীছে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সাওদা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি মনে হয় মাগাফির খেয়েছেন। তিনি ﷺ বলেনঃ না, আমি মধু পান করেছি, যা আমাকে হাফসা পান করিয়েছে। তখন আমি বলি : মধু-মক্ষিকা 'উরফাতা'^২ চেটেছে, যা দিয়ে তারা মধু তৈরি করে।

১. মাগাফির হলো এক ধরনের দুর্গন্ধ যুক্ত গাছের কণা, যা পানিতে গুলে পান করা হয়। নবী (সা.) যে কোন দুগন্ধকে অপছন্দ করতেন।

২. একধরনের দুর্গন্ধযুক্ত ঘাস, মধুমক্ষিকা তা থেকেও মধু সংগ্রহ করে থাকে। ফলে সে মধু দুগন্ধযুক্ত হয়। (অনুবাদক)

৬৬. .بَابُ فِي النَّبِيِّ إِذَا غَلَى

৪৪০. অনুচ্ছেদ : নাবীয যদি জোশ মেয়ে উঠে, তবে তা পান করা সম্পর্কে

৩৬৭৪. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فَتَحْنِيتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنْشُ فَقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَاطِطِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .

৩৬৭৪. হিসাম ইব্ন 'আম্মার (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। সুতরাং তিনি যেদিন রোযা রাখেননি, আমি সেদিনের প্রতি খেয়াল রাখি এবং কদুর খোলে তৈরি পায়ে নাবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হই, যা আমি আগে থেকেই তাঁর জন্য প্রস্তুত করে রাখি। হঠাৎ তা জোশ মেয়ে উঠে। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি একে দেওয়ালের দিকে নিক্ষেপ কর। কেননা, এতো ঐ সব লোকের শরাব, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

৬৭. .بَابُ فِي الشَّرَابِ قَائِمًا

৪৪১. অনুচ্ছেদ : দাঁড়ান অবস্থায় পানি পান করা

৩৬৭৫. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ نَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

৩৬৭৫. মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ দাঁড়িয়ে, পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৬৭৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كُدَامٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسِرَةَ عَنْ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَّ رَجُلًا يَكْرَهُ أَحَدَهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُوْنِي فَعَلْتُ .

৩৬৭৬. মুসাদ্দাদ (র.)....নাযাল ইব্ন সাবুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আলী (রা.) পানি চান এবং তা দাঁড়িয়ে পান করেন। এরপর তিনি বলেন : কিছু লোক একে খারাপ কাজ বলে

মনে করে, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এভাবে পানি পান করতে দেখেছি, যেভাবে তোমরা আমাকে পানি পান করতে দেখলে ।^১

৬৬২. بَابُ الشَّرَابِ مِنْ فِي السَّقَاءِ

৪৪২. অনুচ্ছেদ : মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা

৩৬৭৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرَابِ مِنْ فِي السَّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَالَةِ وَالْمُجْتَمَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَلَالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ .

৩৬৭৭. মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে, অপবিত্র বস্তু ভক্ষণকারী জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করতে এবং তীর খাওয়া পশুর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন ।^২

৬৬৩. بَابُ فِي اخْتِنَاتِ الْأَشْقِيَةِ

৪৪৩. অনুচ্ছেদ : মশকের মুখ বাঁকা করে পানি পান করা

৩৬৭৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ اخْتِنَاتِ الْأَشْقِيَةِ .

৩৬৭৮. মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.)....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখ বাঁকা করে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন ।

৩৬৭৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِأِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ اخْنِثْ فَمِ الْأِدَاوَةِ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ فِيهَا .

১. সম্ভবত : কোন প্রয়োজনে নবী (সা.) দাঁড়িয়ে পানি পান করেছিলেন । অথবা তা এরূপ পানি ছিল, যা দাঁড়ান অবস্থায় পান করাতে ছুঁয়াব রয়েছে । যেমন-যমযমের পানি, উয়ূর পানি । অথবা ব্যাপারটি নবী (সা.)-এর জন্য খাস ছিল, যা অন্যের বেলায় প্রযোজ্য নয় ।

২. অর্থাৎ ঐ পশুর গোশত, যে তীরের আঘাতে মারা গেছে এং তা যবাহ করা হয়নি । এরূপ পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয় । (অনুবাদক)

৩৬৭৯. নাসর ইবন 'আলী (র.).... 'আবদুল্লাহ আনসারী (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উহদের যুদ্ধের দিন একটি পান-পাত্র আনতে বলেন। এরপর তিনি বলেন : এর মুখটি বাঁকা কর। এরপর তিনি তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেন।^১

৬৬৬. بَابُ فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ

৪৪৪. অনুচ্ছেদ : ভাস্মা পাত্রের ছিদ্রপথে পানি পান করা

৩৬৮০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يَنْفَخَ فِي الشَّرَابِ .

৩৬৮০। আহমদ ইবন সালিহ (রা.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পাত্রের ছিদ্রপথে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

৬৬৫. بَابُ فِي الشُّرْبِ فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

৪৪৫. অনুচ্ছেদ : সোনা ও রূপার পাত্রে পানি পান করা

৩৬৮১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حَدِيقَةً بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَاتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالْدِّبَاجِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

৩৬৮১. হাফস ইবন উমার (রা.).... ইবন আবী লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হযায়ফা (রা.) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলে জনৈক গ্রাম্য লোক একটি রূপার পাত্রে তাঁর জন্য পানি আনে। তিনি তা দূরে নিক্ষেপ করে বলেন : আমি এটি এজন্য দূরে নিক্ষেপ করেছি যে, আমি এ ব্যক্তিকে এরূপ করতে (এর আগে) নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সে আমার নিষেধ শোনেনি। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী কাপড়, দীবাজের তৈরী কাপড় পরিধান করতে এবং রূপার পাত্রে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন : এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের ব্যবহারের জন্য এবং তোমরা এগুলো আখিরাতে পাবে।

১. তিনি (সা) যুদ্ধের সময় প্রয়োজনের ভাগিদে এভাবে পানি পান করেন। এতে বুঝা যায় যে, এরূপে পানি পান করা হারাম নয়। (অনুবাদক)

২. দীবায হলো এক ধরনের মোটা রেশমী কাপড়, যা পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা জাইয নয়। (অনুবাদক)

৪৪৬. بَابُ فِي الْكَرْعِ

৪৪৬. অনচ্ছেদ : জানোয়ারের মত পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা

৩৬৮২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَحُولُ الْمَاءَ فِي خَائِطِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنٍْ وَإِلَّا كَرَعْنَا قَالَ بَلَى عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍْ .

৩৬৮২. উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ জনৈক সাহাবীর সংগে একজন আনসারের নিকট গমন করেন, যিনি তাঁর বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যদি তোমার কাছে পুরাতন সুরাহীতে রাতের ঠাণ্ডা পানি থাকে (তবে ভাল), নয়তো আমি মুখ লাগিয়ে নহরের পানি পান করবো। তিনি বলেন : হাঁ, আমার কাছে পুরাতন সুরাহীতে রাতের পানি আছে।

৪৪৭. بَابُ فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ

৪৪৭. অনুচ্ছেদ : সাকী নিজে কখন পানি পান করবে

৩৬৮৩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْخُثَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شَرِبًا .

৩৬৮৩. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী 'আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : লোকদের যে পানি পান করায়, তার উচিত সবার শেষে পানি পান করা।


৩৬৮৪. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بَلْبَنٍ قَدْ شَيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْإِيْمَنُ فَلَا يَمَنُ .

৩৬৮৪. কানাবী (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ-এর জন্য দুধ আনা হয়, যাতে পানি মিশানো ছিল। তখন তাঁর ডান দিকে জনৈক মরুবাসী বেদুঈন

১. যে ব্যক্তি অন্য লোকদের পানি পান করায়, তাকে 'সাকী' বলা হয়। (অনুবাদক)

বসা ছিল এবং বাম দিকে ছিলেন আবু বাকর (রা.)। তিনি ^{দুই হাত তুলে} দুধ পান করে (বাকী দুধ) উক্ত বেদুঈনকে দিয়ে বলেন : ডান দিক, ডান দিকে দাও।

٣٦٨٥ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي عَصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَاءُ وَأَمْرٌ وَأَبْرَأُ .

৩৬৮৫. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী  তিন দমে পানি পান করতেন এবং বলতেন : এভাবে পানি পান করলে তৃষ্ণা উত্তমরূপে নিবারিত হয়, খাদ্য অধিক হযম হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

٤٤٨. بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

৪৪৮. অনুচ্ছেদ : পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেওয়া সম্পর্কে

٣٦٨٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْأَنْاءِ أَوْ يَنْفَخَ فِيهِ .

৩৬৮৬. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)...ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 রাসূলুল্লাহ ﷺ পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٨٧ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ
مَنْ بَنَى سَلِيمٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي فَزَلَّ عَلَيْهِ فَقَدِمَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَذَرَّ حَيْسًا
أَتَاهُ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَبٍ فَشَرَبَ فَنَازَلَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ فَآكَلَ ثَمَرًا فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى
ظَهْرِ أَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَلَمَّا قَامَ قَامَ أَبِي فَآخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي
فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ .

৩৬৮৭. হাফস ইবন 'উমার (র.)... 'আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা.) থেকে বর্ণিত। যিনি বনু সুলায়মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিতার নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁর সামনে খাবার পেশ করলে, তিনি ﷺ হাযসার^১ কথা বলাতে, তাও তাঁর সামনে হাযির করেন। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর সামনে শরবত পেশ করেন, যা তিনি পান করেন এবং অবশিষ্ট পানীয় ডান দিকে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে দেন। পরে তিনি ﷺ খেজুর খেয়ে তার আঁটি তর্জীনী এবং মধ্যমা আঙুলের উপর রাখেন। অবশেষে তিনি ﷺ চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে, আমার পিতাও দাঁড়ান এবং তিনি তাঁর বাহনের লাগাম ধরে বলেন : আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন। তখন তিনি ﷺ বলেন : ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের যে রিয়ক দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের উপর রহম করুন।

১. খোরমা দিয়ে তৈরী এক ধরনের খাদ্য-বস্তু। (অনুবাদক)

৬৬৭. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا شَرَبَ اللَّبَنَ

৪৪৯. অনুচ্ছেদ : দুধ পানের পর যা বলতে হবে

৩৬৮৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَيْنِ عَلَى ثَمَامَتَيْنِ فَتَبَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ خَالِدٌ أَخَاكَ تَقْدَرُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَجَلٌ ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَاطْعَمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سَقَى لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ .

৩৬৮৮. মুসাদ্দাদ (র.)....ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে প্রবেশ করেন এবং তাঁর সংগী ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা.)। তখন কিছু লোক দুটি গুইসাপ ভুনা করে দুটি কাঠের উপর রেখে তাঁর ﷺ সামনে পেশ করে, যা দেখে তিনি ﷺ থুথু নিক্ষেপ করেন। তখন খালিদ (রা.) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ হাঁ, আমি তা ক্ষেতে ঘৃণা করি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য দুধ আনা হয় এবং তিনি তা পান করেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন কোন খাদ্য খাবে, তখন সে যেন বলে : 'ইয়া আল্লাহ! আপনি এ খাদ্যে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং আমাদের এর চাইতে উত্তম খাদ্য প্রদান করুন।'

(তিনি ﷺ আরো বলেন :) আর তোমাদের কেউ যখন দুধ পান করবে, তখন সে যেন বলে : ইয়া আল্লাহ! আপনি এ দুধের মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং আমাদের এর চাইতে অধিক প্রদান করুন।

৬৫০. بَابُ فِي إِيْكَاءِ الْأَنِيَةِ

৪৫০. অনুচ্ছেদ : পাত্র ঢেকে রাখা সম্পর্কে

৩৬৮৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَعْلِقْ بِابِكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا

وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنْاءَكَ وَلَوْ يَعُودُ تَعَرَّضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ
وَأَوَّلِكَ سِقَاكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ .

৩৬৮৯. আহমদ ইবন হাম্বল (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তুমি তোমার ঘরের দরজা আল্লাহর নাম নিয়ে (অর্থাৎ ‘বিসমিল্লাহ’ বলে) বন্ধ করবে। কেননা, এভাবে দরজা বন্ধ করলে শয়তান তা খুলতে পারে না। আর আল্লাহর নাম নিয়ে বাতি নিভাবে এবং স্বীয় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখবে, যদিও তা একখণ্ড কাঠ দিয়েও হয়। আর তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার মশকের মুখ বন্ধ করবে।

৩৬৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا وَلَا يَحِلُّ وَكَاءٌ وَلَا يَكْشِفُ إِنْاءً وَأَنَّ الْفَوَيْسِقَةَ تَضُرُّ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بِيُوتَهُمْ .

৩৬৯০. ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).... জাবির ইবন ‘আবদিল্লাহ (রা.) নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীছটি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না, সে বন্ধ মশকের মুখও খুলতে পারে না এবং সে পাত্রের মুখও খুলতে সক্ষম হয় না। (আর তোমরা এজন্য বাতি নিভিয়ে রাখবে যে,) অধিকাংশ সময় ইদুর লোকের ঘর জ্বালানোর কারণ হয়ে থাকে।

৩৬৯১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ فَضِيلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ السَّكْرِيُّ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شَنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ أَكْفَتُوا صَبِيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا أَوْ خُطْفَةً .

৩৬৯১. মুসাদ্দাদ (র.)....জাবির ইবন ‘আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমার ‘ইশার সময়, রাবী মুসাদ্দাদ (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাচ্চাদেরকে হিফায়ত করবে। কেননা, জিন্‌রা এ সময় ছড়িয়ে পড়ে এবং ছোট বাচ্চাদের খোঁচা দেয়।

৩৬৯২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَلَا تُسْقِيكَ نَبِيًّا قَالَ بَلَى فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا خَمَرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ .

১. কেননা, অধিকাংশ সময় বাতি জ্বালানো থাকলে রাতে ইদুর তা টেনে নিয়ে যায়, ফলে গৃহে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ঘরের বাতির আগুন নিভিয়ে শোয়া উত্তম। (অনুবাদক)

৩৬৯২. উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। সে সময় তিনি ﷺ পানি চাইলে কাওমের জনৈক ব্যক্তি বলেন : আমরা কি আপনাকে নবী পান করাবো না ? তিনি ﷺ বলেন : হাঁ। তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে চলে যায় এবং একটি পেয়ালায় নবী পান নিয়ে আসে। এসময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি পাত্রটি ঢেকে আনলে না কেন? তুমি যদি এর উপর এক খণ্ড কাঠও রাখতে, তবে ভাল হতো। ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন, আস্মাঈ (র.) বলেছেন : সে কাঠখানা এর উপর যদি চওড়াভাবে রাখতো।

৩৬৯৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْتَعَذَّبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بَيُوتِ السَّقِيَا قَالَ قُتَيْبَةُ هِيَ عَيْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ .

৩৬৯৩. সাঈদ ইব্ন মানসুর (র.)....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর জন্য 'সুকিয়া' নামক কুয়া হতে পানি আনা হতো।

রাবী কুতায়বা (র.) বলেন : সুকিয়া হলো একটি কুয়ার নাম, যা মদীনা থেকে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত।

كِتَابُ الْأَطْعَمِ

অধ্যায় : খাদ্যদ্রব্য

৪৫১. بَابُ مَا جَاءَ فِي إجابة الدُّعْوَةِ

৪৫১. অনুচ্ছেদ : দাওয়াত গ্রহণ করা সম্পর্কে

৩৬৭৪. حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا .

৩৬৭৪. কা'নাবী (র.)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে বিবাহের ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সেখানে যাবে।

৩৬৭৫. حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَإِنْ كَانَ مُفْطَرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ .

৩৬৭৫. মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র.)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন, যে রূপ উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ হাদীছে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, যদি তুমি রোযাদার না হও, তবে খানা খাবে; আর রোযাদার হলে খানা খাবে না।

৩৬৭৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ .

৩৬৯৬. হাসান ইব্ন আলী (র.)...ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কোন ভাই তার ভাইকে দাওয়াত দেয়, তখন তা কবুল করা উচিত। চাই তা ওলীমা হোক বা এরূপ অন্য কোন দাওয়াত।

৩৬৯৭. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ نَا بَقِيَّةُ قَالَ نَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ بِمَعْنَاهُ .

৩৬৯৭. ইব্ন মুসাফফা (র.)...নাফি' (র.) আইয়ুব (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩৬৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَعَى فَلْيَجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

৩৬৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তার তা কবুল করা উচিত। আর ইচ্ছা হলে খাদ্য গ্রহণ করবে, নয়তো খানা খাবে না। (অর্থাৎ রোযাদার বা অন্য কোন উযর থাকলে খানা খাবে না)।

৩৬৯৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَنِي طَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَعَى فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا .

৩৬৯৯. মুসাদ্দাদ (র.)...আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যদি তা কবুল না করে, তবে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো। আর যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে কোন খানা খায়, সে যেন চোর হিসাবে সেখানে প্রবেশ করে এবং লুণ্ঠন করে ফিরে আসে।

৩৭০০. حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

৩৭০০. কা'নাবী (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঐ ওলীমার খানা খুবই নিকৃষ্ট, যেখানে আমীরদের দাওয়াত দেওয়া হয় গরীবদের পরিত্যাগ করা হয়। আর যে ব্যক্তি দাওয়াতে আসে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে।

৬৫২. بَابُ فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَاحِ

৪৫২. অনুচ্ছেদ : বিবাহের ওলীমা মুস্তাহাব

৩৭০১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذَكَرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ لَمْ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نِّسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ بِشَاةٍ .

৩৭০১. মুসাদ্দাদ ও কুতায়বা (র.)...ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর নিকট যয়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-এর বিবাহের প্রসংগ আলোচিত হয়। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অন্য কোন বিবির ব্যাপারে এরূপ ওলীমা করতে দেখিনি, যেসকল তিনি যয়নাব (রা.)-এর ওলীমা করেন। তিনি ﷺ একটি বকরী দ্বারা ওলীমা করেন।

৩৭০২. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ بِكَرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمَرٍ .

৩৭০২. হামিদ ইবন ইয়াহুইয়া (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ সুফিয়া (রা.)-এর ওলীমা ছাতু এবং খোরমা দ্বারা করেছিলেন।

৬৫৩. بَابُ الْأَطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

৪৫৩. অনুচ্ছেদ : সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় খাদ্য খাওয়ানো

৩৭০৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جُزُورًا أَوْ بَقَرَةً .

৩৭০৩. উছমান ইবন আবীশৈব (রা.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন (তবুকের যুদ্ধ হতে) মদীনায়া ফিরে আসেন, তখন তিনি একটি উট বা গাভী যবাহ করেন।

৬৫৪. بَابُ فِي الضِّيَافَةِ

৪৫৪. অনুচ্ছেদ : মেহমানের মেহমানদারী কত দিন এবং কিভাবে করতে হবে

৩৭০৪. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَيَّعَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ .

৩৭০৪. কানাবী (র.)... আবু শুরায়হ কানাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিত হবে একদিন এবং একরাত তার মেহমানের উত্তমরূপে সম্মান করা। আর মেহমানের হক হলো একদিন এবং এক রাত। আর যিয়াফত বা মেহমানী হলো তিন দিনের জন্য, পরে তা সাদাকা হবে। আর মেহমানের জন্য উচিত নয় যে, সে মেজবান (গৃহস্থামী)-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য অধিক দিন সেখানে থাকবে।

২৭০৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا سَوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مَسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ يُكْرِمُهُ وَيُتَحَفُّهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةً .

৩৭০৫. মুসা ইবন ইসমাইল (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যিয়াফত বা মেহমানী হবে তিন দিনের জন্য এবং এর অতিরিক্ত হলে তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : হারিছ ইবন মিসকীনের মজলিসে, যখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, তখন এভাবে পড়া হয় যে, আশ্হাব (র.) ইমাম মালিক (র.) থেকে একরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, “মেহমানী হলো একদিন ও এক রাতের। তিনি বলেন : একদিন ও একরাত মেহমানের খোঁজ-খবর নেবে, তাকে তোহফা দেবে এবং তার হিফাযত করবে। আর তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করতে হবে।

৪৫৫. بَابُ فِي كَمْ تَسْتَحِبُّ الْوَلِيمَةَ

৪৫৫. অনুচ্ছেদ : ওলীমা কতদিন পর্যন্ত করা মুস্তাহাব ?

৩৭০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ النَّقَّافِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَعُوذَ مِنْ تَقْيِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا أَيْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنَّ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّلَاثُ سَمْعَةٌ وَرِيَاءٌ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَاجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِي فَاجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّلَاثَ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ أَهْلُ سَمْعَةٍ وَرِيَاءٍ .

৩৭০৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)...বনু ছাকীফের জনৈক কানা ব্যক্তি, যাকে তার সদাচারের জন্য মারুফ বলা হতো, যদি তার নাম যুহায়র ইব্ন 'উছমান না হয়, তবে আমি জানি না তার সঠিক নাম কি! তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বিবাহের প্রথম দিনে ওলীমার ব্যবস্থা করা জরুরী, দ্বিতীয় দিনে উত্তম এবং তৃতীয় দিনে করলে তা নাম প্রচার ও লোক দেখানোর জন্য করা হচ্ছে বলে বিবেচিত হবে।

৩৭০৭. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بِهَذَا الْقِصَّةِ قَالَ فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّلَاثُ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَّبَ الرَّسُولَ .

৩৭০৭. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)...সাদ্দ ইব্ন মুসায়্যাব (রা.) হতে উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তাকে ওলীমার প্রথম দিন ডাকা হলে তিনি যান; দ্বিতীয় দিন ডাকা হলেও যান এবং তৃতীয় দিন ডাকা হলে তিনি যান নি। তিনি আহ্বানকারীকে পাথর মারেন।

৪৫৬. بَابُ مِنَ الضِّيَافَةِ أَيضًا

৪৫৬. অনুচ্ছেদ : যিয়াফত সম্পর্কে আরো কিছু বক্তব্য

৩৭০৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

৩৭০৮. মুসাদ্দাদ (র.)... আবু কারীমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানের উপর এক রাতের জন্য মেহমানের হক আছে, যে ব্যক্তি তা বিনষ্ট করবে, তা তার জন্য দেনা স্বরূপ হবে। ইচ্ছা করলে তা আদায় করবে, আর ইচ্ছা না থাকলে বর্জন করবে।

৩৭০৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجَرْدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ الْقُدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ نَوْمًا فَاصْبَحَ الضَّيْفُ مُحْرُومًا فَإِنْ نَصَرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِّنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ .

৩৭০৯. মুসাদ্দাদ (রা.) মিকদাম আবু কারীমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো নিকট মেহমান হিসাবে যায় এবং সে সকাল পর্যন্ত মাহরুম থাকে,

এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তার সাহায্য করা। এমন কি সেই মেহমান, সে রাতের জন্য মেহমানীর হক সে কাওমের ফসল এবং মাল হতে নেওয়ার হকদার হয়ে যায়।

২৭১০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَخَذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ .

৩৭১০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)... উকবা ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি আমাদের কখনো কোন কাজে প্রেরণ করেন, তখন আমরা কখনো এমন কাওমের কাছে যাই, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন : যদি তোমরা কোন কাওমের কাছে যাও এবং তারা তোমাদের জন্য মেহমানদারীর উপকরণ যোগাড় করে দেয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে, তবে তোমরা তাদের থেকে মেহমানদারীর সে হক আদায় করে নেবে, যা তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব।

৬৫৭. بَابُ فِي نَسْخِ الضَّيْقِ فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالٍ غَيْرِهِ

৪৫৭. অনুচ্ছেদ : মেহমানের জন্য অন্যের মাল খাওয়ার হুকুম বাতিল হওয়া

২৭১১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَوْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَسَنِ بْنِ وَقْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَكَانَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي فِي النُّورِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّي لَأَجْنَحُ أَنْ أَكُلَ مِنْهُ وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ وَيَقُولُ الْمُسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي فَاحْلَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاحِلٌ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ .

৩৭১১. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) “তোমরা একে অন্যের মাল অবৈধভাবে খাবে না, অবশ্য ব্যবসার মধ্যে একে অন্যের সম্মুখি সাপেক্ষে একজন অপর জনের মাল গ্রহণ করতে পার। এ আয়াত নাযিল

হওয়ার পর এতে অন্যের বাড়ীতে আহার করাকে গুনাহের কাজ বলে মনে করতে থাকে। পরে এ আয়াতের হুকুম সূরা নূরের এ আয়াত দ্বারা মানুষুখ বা রহিত হয়ে যায়। আয়াতটি হলো : (অর্থ) এতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই যে, তোমরা খাদ্য খাবে তোমাদের ঘরে, অথবা তোমাদের মাতা-পিতার ঘরে, অথবা নিজের সন্তানের ঘরে, অথবা ভাই ও বোনের ঘরে, অথবা চাচাত ও ফুফীর ঘরে, অথবা মামা ও খালার ঘরে, অথবা ঐ ঘরে যার চাবির মালিক তুমি নিজে, অথবা কোন দোস্ত ও বন্ধুর বাড়ীতে।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগে লোকদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, যদি কোন ধনী ব্যক্তি তার কোন বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত দিত, তখন সে বলতো : আমি তো এখাদ্য গ্রহণ করাকে গুনাহ বলে মনে করি। আর সে আরো বলতো : মিসকীন ব্যক্তি এখাদ্য গ্রহণে আমার চাইতে অধিক হকদার। বস্তুত এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ সমস্যা দূরীভূত হয় যে, তারা একে অন্যের বাড়ীতে খাদ্য গ্রহণ করবে এ শর্তে যে, সে খাদ্যবস্তু (প্রাণী) এমন হবে, যার উপর তা (যবাহর সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হবে, আর আহলে কিতাব বা কিতাবধারীদের খাদ্য গ্রহণ করাও বৈধ সাব্যস্ত হয়।

৪৫৮. بَابُ فِي طَعَامِ الْمُتَبَارِئِينَ

৪৫৮. অনুচ্ছেদ : প্রতিযোগিতা করে খাদ্য খাওয়ানো

৩৭১২. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزُّرَّاءِ قَالَ قَالَ نَا أَبُو جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ خَرَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِئِينَ أَنْ يُوَكَّلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيرٍ لَا يَذْكُرُ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ .

৩৭১২. হারুন ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ প্রতিযোগিতা করে, গর্ব প্রকাশের জন্য, খাদ্য খাওয়াতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : যারীর (র.) থেকে অধিকাংশ বর্ণনাকারী ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-কে এ বর্ণনায় উল্লেখ করেননি। তবে হারুন নাহবী (র.) এ হাদীছে ইবনে 'আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ করেছেন। আর রাবী হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) ও ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেননি।

৪৫৯. بَابُ الرَّجُلِ يَدْعُو فَيُرَى مَكْرُوهًا

৪৫৯. অনুচ্ছেদ : যাকে দাওয়াত করা হয়, সে যদি শরীআত বিরোধী কিছু দেখে

৩৭১৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَضَافُ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ

১. অর্থাৎ যখন কোন মুসলমান বা কিতাবধারী (ইয়াহুদী ও নাসারা) 'বিসমিল্লাহ' বলে কোন প্রাণী যবাহ করবে এবং অন্য মুসলমানকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেবে, তখ সেখানে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। (অনুবাদক)

لَوَدَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْ مَعَنَا فَدَعَا فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِصَادَتِي الْبَابِ
فَرَأَيْتُ الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَعَلِّي الْحَقُّهُ فَانْظُرْ مَا
أَرْجَعُهُ فَنَبِعْتُه فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا رَدَّكَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْلِيٌّ أَنْ يَدْخُلَ
بَيْتًا مَرْوُفًا .

৩৭১৩. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)... আবু আবদির রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.)-কে দাওয়াত করে তাঁর জন্য খানা তৈরী করে (তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দেয়)। তখন ফাতিমা (রা.) বলেন : যদি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ডাকতাম, তবে তিনিও আমাদের সংগে খানা খেতেন। তখন তাঁরা নবী ﷺ -কে দাওয়াত দেন। তিনি ﷺ এসে দরজার চৌকাঠে হাত রেখে ঘরের কোণে একটি নকশাদার পর্দা দেখতে পান। ফলে, তিনি ফিরে যান। তখন ফাতিমা (রা.) 'আলী (রা.)-কে বলেন : দেখুন তো তিনি ﷺ -কে ফিরে যাচ্ছেন। (আলী (রা.) বলেন :) তখন আমি তাঁর পশ্চাদনুসরণ করি এবং বলি : ইয়া রাসূলান্নাহ ﷺ ! আপনি কেন ফিরে যাচ্ছেন ? তিনি ﷺ বলেন : আমার জন্য বা কোন নবীর জন্য এটা দুরস্ত নয় যে, তিনি এমন কোন ঘরে প্রবেশ করবেন, যেখানে কারুকার্য থাকবে।

৬৬. بَابُ إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ إِلَيْهِمَا أَحَقُّ

৪৬০. অনুচ্ছেদ : যদি দু'ব্যক্তি এক সাথে দাওয়াত করে, তবে এদের মধ্যে অধিক হকদার কে ?

২৭১৪. حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالْنِيِّ عَنْ
أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمِيرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاجِبُ أَقْرَبَهُمَا أَبَا فَإِنْ أَقْرَبَهُمَا أَبَا
أَقْرَبَهُمَا جَوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَاجِبُ الَّذِي سَبَقَ .

৩৭১৪. হান্নাদ ইবন সারী (র.)... হুমায়দ ইবন আবদির রহমান হিমযারী (র.) নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন : যখন দু'ব্যক্তি একই সাথে দাওয়াত করবে, তখন যার ঘর নিকটে, তার দাওয়াত গ্রহণ করবে। কেননা এদের মালের নিকট প্রতিবেশীর হক অধিক। আর দু'জন দাওয়াতকারীর মধ্যে যে আগে দাওয়াত দেবে, তার দাওয়াত কবুল করবে।

৬১. بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْعِشَاءُ

৪৬১. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাত এবং রাতের খাবার একত্রিত হলে

৩৭১৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ أَلْعَنَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَضِعَ عِشَاءٌ أَحَدَكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وَضِعَ عِشَاءُهُ أَوْ حَضَرَتْ عِشَاءُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .

৩৭১৫. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো রাতের খাবার তৈরী থাকে এবং ইশার সালাতের তাকবীরও হতে থাকে, তখন তোমরা খানা না খেয়ে উঠবে না।

রাবী মুসাদ্দিদ (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.)-এর নিয়ম এই ছিল যে, যখন খাবার সামনে আসতো, তখন তিনি খানা শেষ করার আগে উঠতেন না, যদিও তিনি ইকামত ও ইমামের কিরাআত শুনতেন।

৩৭১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ قَالَ نَا مُعْلَى يَعْنِي ابْنَ مَنصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِبَطْعَامٍ وَلَا لغيرِهِ .

৩৭১৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.)... জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খানা বা অন্য কোন কাজের জন্য সালাত বিলম্বিত করা উচিত নয়।

৩৭১৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ قَالَ نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ قَالَ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْكُ مَا كَانَ عِشَاؤُهُمْ أَتَرَاهُ كَانَ مِثْلَ عِشَاءِ أَبِيكَ .

১. বস্তুত এমনভাবে খাদ্য গ্রহণ করা বা কোন কাজে মশগুল হওয়া উচিত নয়, যাতে সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, অথবা জামা'আত তরক হয়ে যায়। আর খাবার জিনিস সামনে হাজির হলে তা গ্রহণের নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, যদি কেউ ক্ষুধার্ত থাকে বা খাবার আগে খাবার না খায়, তবে সালাতের মধ্যে তার খাওয়ার খেয়াল আসতে পারে। আর খাওয়ার পর সালাত আদায় করলে, খাওয়ার খেয়াল সালাতের মধ্যে আসবে না, বরং স্বস্তির সাথে সে সালাত আদায় করতে পারবে। অতএব সালাতের আগে অথবা পরে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। (অনুবাদক)

٤٦٢. بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ

٤٦٣. بَابُ غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ

সুফয়ান ছাওরী (র.) খাওয়ার আগে সালাতের উয়ূর ন্যায্য উযু করাকে খারাপ মনে করতেন। ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : হাদীছটি দুর্বল।

৬৬৪. بَابُ فِي الطَّعَامِ الْفَجَاءَةِ

৪৬৪. অনুচ্ছেদ : জলদী খানা খাওয়া সম্পর্কে

৩৭২০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شُعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تَرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءٌ .

৩৭২০. আহমদ ইবন আবু মারযাম (র.)...জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (সা) পাহাড়ের ঘাটি হতে পেশাব-পায়খানা সেরে ফিরে আসেন। এ সময় আমাদের সামনে ঢালের উপর কিছু খেজুর সংরক্ষিত ছিল। আমরা তাঁকে ﷺ আহ্বান করলে তিনি আমাদের সংগে তা আহার করেন। আর এ সময় তিনি ﷺ পানি স্পর্শ করেন নি।

৬৬৫. بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ ذِمِّ الطَّعَامِ

৪৬৫. অনুচ্ছেদ : খাদ্যের দুর্নাম না করা সম্পর্কে

৩৭২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

৩৭২১. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) কোন সময় খাদ্যের কোনরূপ দুর্নাম করতেন না। যদি কোন কিছু তাঁর খাওয়ার ইচ্ছা হতো, তিনি তা খেতেন এবং খাওয়ার কুচি না হলে খেতেন না।

৬৬৬. بَابُ فِي الْأَجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

৪৬৬. অনুচ্ছেদ : একত্রিত হয়ে খানা খাওয়া

৩৭২২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا تَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا كُنْتَ فِي وَلِيْمَةٍ فَوَضِعِ الْعِشَاءَ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ .

৩৭২২. ইবরাহীম ইব্ন মুসা (র.)...ওয়াহশী ইব্ন হারব (র.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। একদা নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলান্নাহ ﷺ! আমরা খানা খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না। তিনি ﷺ বলেন : হয়তো তোমরা আলাদা আলাদা ভাবে খানা খাও। তাঁরা বলেন : হাঁ। তিনি বলেন : তোমরা একত্রিত হয়ে খানা খাবে এবং বিস্মিল্লাহ বলবে, এতে তোমাদের খাবারে বরকত হবে। ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : কোন দাওয়াতে তোমাদের সামনে যখন খানা রাখা হবে, তখন মেজবানের অনুমতি ব্যতীত তা খাবে না।

৬৭৭. بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

৪৬৭. অনুচ্ছেদ : খাওয়ার সময় বিস্মিল্লাহ বলা

৩৭২৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْبَيْتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْبَيْتَ وَالْعِشَاءَ .

৩৭২৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন খালাফ (র.)... জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি নবী ﷺ কে এরূপ বলতে শোনেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে এবং ভেতরে প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় বিস্মিল্লাহ বলে, তখন শয়তান বলে : এখানে তোমাদের জন্য রাতে থাকার কোন স্থান নেই, আর খানাও নেই।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের সময় বিস্মিল্লাহ বলে না, তখন শয়তান বলে : তোমরা রাতে থাকার স্থান পেয়েছ। এরপর সে ব্যক্তি খাবার সময় যখন বিস্মিল্লাহ বলে না, তখন শয়তান (তার সাথীদের) বলে : তোমরা রাতে থাকার স্থান এবং খাবার পেয়ে গেছ।

৩৭২৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حَذِيفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَانَمَا يَدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَانَمَا تَدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ قَالَ فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهَا وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ

الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ وَإِنَّهٗ جَاءَ بِهَٰذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِمْ وَجَاءَ بِهَٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذَتْ بِيَدِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ يَدُهُ لَفِي يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمَا .

৩৭২৪. ‘উহমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... আবু হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে খানা খেতাম, তখন যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ খানা শুরু করতেন, ততক্ষণ আমাদের কেউ-ই খাদ্য স্পর্শ করতো না। একদা আমরা তাঁর সংগে খানা খেতে বসি, তখন সেখানে দৌড়ে একজন বেদুইন লোক আসে। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। সে এসেই খাবারে হাত দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে ফেলেন। এরপর একটি মেয়ে দৌড়ে আসে। মনে হচ্ছিল কেউ যেন তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে এবং সে এসেই খাবারে হাত দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাতও ধরে ফেলেন এবং বলেন : যে খাবারের উপর বিস্মিল্লাহ বলা হয় না, তার উপর শয়তানের আধিপত্য হয়ে যায়। আর শয়তান এ বেদুইন লোকটির উপর ভর করে এসেছিল, যাতে সে এ খাবারের উপর আধিপত্য পায়। আমি যখন তার হাত ধরে ফেলি, তখন সে এ মেয়েটির উপর ভর করে আসে; যাতে শয়তান তার মাধ্যমে এ খানায় আধিপত্য পায়। কিন্তু আমি তার হাতও ধরে ফেলি। ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার জীবন, শয়তানের হাত এ দুঃখজনের হাতের সাথে এখনও আমার হাতের মধ্যে আছে।

৩৭২৫. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدِّسْتَوَائِيَّ عَنْ بُذَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلْتُمْ أَحَدَكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ .

৩৭২৫. মুআম্মাল (র.)... ‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন বিস্মিল্লাহ বলে। যদি সে খাবার গ্রহণের শুরুতে বিস্মিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে সে যেন পরে বলে : (অর্থ)- “আমি আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করছি - প্রথমে এবং শেষে।”

৩৭২৬. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ قَالَ نَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ قَالَ نَا جَابِرُ بْنُ صَبَّحٍ قَالَ نَا الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَزَاعِيُّ عَنْ عَمِّهِ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى

لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ .

৩৭২৬. মুআম্মাল ইবন ফযল (র.)... মুছান্না ইবন 'আবদির রহমান খুযায়ী' (র.) তাঁর চাচা উমাইয়া ইবন মাখশী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন এবং এক ব্যক্তি খানা খাচ্ছিল, কিন্তু সে বিসমিল্লাহ বলেনি। অবশেষে খাবারের এক লোকমা যখন অবশিষ্ট ছিল, তখন তা খাবার সময় সে বলে : (অর্থ) "আমি আল্লাহর নামে খাচ্ছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এ সময় নবী ﷺ হেসে উঠে বলেন : শয়তান তার সাথে খাবার খাচ্ছিল; কিন্তু সে যখন আল্লাহর নাম নিল, তখন শয়তানের পেটে যে খাবার গিয়েছিল, তা সে বমি করে ফেলে দিল।

৬১৮. بَابُ فِي الْأَكْلِ مُتَكِنًا

৪৬৮. অনুচ্ছেদ : হেলান দিয়ে খাওয়া

৩৭২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَكُلُ مُتَكِنًا .

৩৭২৭. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)... আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : আমি হেলান দিয়ে খানা খাই না।

৩৭২৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ مُقَمَّرٌ .

৩৭২৮. ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোন কাজে প্রেরণ করেন। যখন আমি তাঁর কাছে ফিরে আসি, তখন আমি তাঁকে কাত হয়ে বসে খেজুর খেতে দেখি।

৩৭২৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَارَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَكِنًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقْبَهُ رَجُلَانِ .

১. কেননা, এটা অহংকারী ব্যক্তিকেদের কাজ, আর এভাবে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সোজা হয়ে বসে খানা খেলে ভুক্তব্যব সরাসরি খাদ্য নাগি দিয়ে পাকস্থলীতে যায় এবং সহজে হضم হয়। (অনুবাদক)

৩৭২৯. মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কোন সময় হেলান দিয়ে খানা খেতে দেখা যায়নি এবং কখনও দু'ব্যক্তিকে তাঁর পেছনে চলতে দেখা যায়নি।

৬৭৭. بَابُ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصُّحُفَةِ

৪৬৯. অনুচ্ছেদ : পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্য খাওয়া

৩৭৩০. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصُّحُفَةِ وَلَكِنْ يَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبِرْكَهَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا .

৩৭৩০. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি খানা খায়, তখন সে যেন পাত্রের মাঝখান থেকে খানা না নেয়; বরং সে যেন পাত্রের এক পাশ হতে (যা তার দিকে থাকে) নিয়ে খায়। কেননা, খাদ্যের বরকত উপর থেকে নীচের দিকে এসে থাকে।

৩৭৩১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ قَالَ نَا أَبِي مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرِيقٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَسْرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَادُ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أَتَى بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا فَالْتَقَوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا مِنْ حَوَالِيهَا وَدَعُوا ذُرُوتَهَا فَيَهَا .

৩৭৩১. আমর ইব্ন উছমান (র.).... আবদুল্লাহ ইব্ন বসর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর নিকট একটি কড়াই ছিল, যা চার ব্যক্তি ধরে উঠাত এবং এর নাম ছিল 'গাররা'। একদা সাহাবীগণ যখন ইশ্রাকের সালাত আদায় শেষ করেন, তখন ঐ কড়াই আনা হয়, যাতে ছারীদ ছিল। সাহাবীগণ উক্ত পাত্রের নিকট জমায়েত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাঁটুর উপরে বসেন। তখন জনৈক বেদুইন প্রশ্ন করে : এ কোন ধরনের বসা? তখন নবী ﷺ বলেন : মহান আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহশীল বান্দা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি আমাকে দপী-অহঙ্কারী বানান নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা এর পাশ থেকে খাও এবং এর মাঝখান ছেড়ে রাখ, তাহলে এতে বরকত হবে।

৬৭০. بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يَكْرَهُ

৪৭০. অনুচ্ছেদ : এ দস্তরখানে বসা, যাতে কোন নিষিদ্ধ বস্তু থাকে

৩৭৩২. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ .

৩৭৩২. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)....সালিম (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দস্তরখানের উপর খাদ্য গ্রহণকারীদের সাথে খেতে নিষেধ করেছেন, যার উপর শরাব পান করা হয়ে থাকে। আর তিনি ﷺ উপুড় হয়ে শুয়ে খানা খেতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছটি মুনকির, এটি জাফর (র.) যুহরী (র.) হতে শোনে নি।

৩৭৩৩. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا جَعْفَرٌ أَنَّهُ بَلَّغَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ .

৩৭৩৩. হারুন ইবন যায়দ (র.)....জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইমাম যুহরী (র.) হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৬৭১. بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

৪৭১. অনুচ্ছেদ : ডান হাতে খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৩৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ .

৩৭৩৪. আহমদ ইবন হাম্বল (র.).... ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন তার ডান হাতে দিয়ে খায় এবং যখন পানি পান করে, তখন যেন ডান হাতে পান করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে খায় এবং পানি পান করে।

৩৭৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ لَوْيْنٌ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِي وَجْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَذُنُ بَنِي قَسَمٍ اللَّهُ وَكُلُّ بَيْمِينِكَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ .

৩৭৩৫. মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র.)....‘উমার ইবন আবি সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তুমি আমার নিকটবর্তী হও, বিস্মিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের কাছের খাদ্য গ্রহণ কর।

৪৭২. بَابُ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ

৪৭২. অনুচ্ছেদ : গোশত খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৩৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسَّكِينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ وَأَنْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَاءُ وَأَمْرَأُ .

৩৭৩৬. সাঈদ ইবন মানসূর (র.)....‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাবে না, কেননা, এটি অনারবদের রীতি, বরং তোমরা দাঁত দিয়ে গোশত কেটে খাবে, কেননা, এতে অধিক স্বাদ পাওয়া যায় এবং খাবার সহজে হضم হয়ে থাকে।

৩৭৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ أَكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ اللَّحْمَ مَعَ الْعِظَمِ فَقَالَ أَذُنُ الْعِظَمِ مِنْ فَيْكِ فَإِنَّهُ أَهْنَاءُ وَأَمْرَأُ .

৩৭৩৭. মুহাম্মদ ইবন ইসা (র.)....সাক্‌ওয়ান ইবন উমায়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সংগে খাওয়ার সময় আমার হাত দিয়ে হাড় থেকে গোশত ছাড়াছিলাম। তখন তিনি ﷺ বলেন : হাড়খানা তোমার মুখে দাও। কেননা, দাঁত দিয়ে গোশত কেটে খাওয়াতে স্বাদ অধিক পাওয়া যায় এবং তা সহজে হضم হয়।

৩৭৩৮. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الْعِرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِرَاقُ الشَّاةِ .

৩৭৩৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র.)....‘আবদিল্লাহ ইবন মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচাইতে প্রিয় ছিল বকরীর হাড়।

৩৭৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ قَالَ وَسَمُّ فِي الذَّرَاعِ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سَمُؤًا .

৩৭৩৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.) থেকে বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ (রা.) উপরিউক্ত সনদে 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ রানের গোশত অধিক পসন্দ করতেন।

রাবী বলেন : একবার রানের গোশত বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর ধারণা, ইয়াহুদীরা তাতে বিষ মিশিয়েছিল।

৪৭৩. بَابُ فِي أَكْلِ الدَّبَاءِ

৪৭৩. অনুচ্ছেদ : লাউ খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৪০. حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَنَّ خِيَامًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرْقًا فِيهِ دَبَاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الدَّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدَّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ .

৩৭৪০. কা'নাবী (র.)...আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জৈনিক দর্জি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এমন খাবার খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেন, যা তিনি তাঁর জন্য তৈরী করেন। আনাস (রা.) বলেন : আমিও সে দাওয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে যাই। এরপর খাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে যবের রুটি, লাউয়ের সুরুয়া এবং ভুনা গোশত আনা হয়। তখন আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাত্রে পাশে লাউয়ের টুকরা তালাশ করছেন। এরপর থেকে আমি আজ পর্যন্ত লাউকে অধিক পসন্দ করি।

৪৭৪. بَابُ فِي أَكْلِ الثَّرِيدِ

৪৭৪. অনুচ্ছেদ : ছারীদ খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ قَالَ نَا أَلْبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

৩৭৪১. মুহাম্মদ ইব্ন হাস্‌সান (র.).... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট রুটির তৈরী ছারীদ এবং হায়সে তৈরী ছারীদ সব চাইতে প্রিয় খাবার ছিল। ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : হাদীছটি দুর্বল।

৪৭৫. بَابُ كِرَاهِيَةِ التَّقْذِيرِ لِلطَّعَامِ

৪৭৫. অনুচ্ছেদ : কোন খাদ্য-বস্তুকে ঘৃণা করা সম্পর্কে

৩৭৪২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا قَبِيصَةُ بْنُ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَتَخَذَجْنَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ .

৩৭৪২. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....কাবীসা ইব্ন হাল্ব (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করে যে, খাদ্যের মধ্যে এমন কোন জিনিস আছে কি, যা থেকে আমি পরহেয করব? তখন তিনি ﷺ বলেন : কোন জিনিস সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোনরূপ ঘৃণার সৃষ্টি না হয়। কেননা, নাসারারা জিনিসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতো।

৪৭৬. بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَا

৪৭৬. অনুচ্ছেদ : নাপাক দ্রব্য ভক্ষণকারী জন্তুর গোশত না খাওয়া এবং দুধ পান না করা

৩৭৪৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَا .

৩৭৪৩. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাক দ্রব্য ভক্ষণকারী জীব-জন্তুর গোশত খেতে এবং এর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৪৪. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَالَةِ .

৩৭৪৪. ইব্ন মুহান্না (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নাপাক দ্রব্য ভক্ষণকারী পশুর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

১. যে জীব-জন্তু অধিক পরিমাণে নাপাক দ্রব্য খায়, তার গোশত ও দুধে সেই নাপাক বস্তুর দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। তাই তার গোশত ও দুধ খাওয়া উচিত নয়। (অনুবাদক)

৩৭৪৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السُّخْتْيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ ﷺ عَنْ الْجَلَالَةِ فِي الْأَيْلِ أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِهَا .

৩৭৪৫. আহমদ ইবন আবী সুরায়হ (র.)....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাক দ্রব্য ভক্ষণকারী উট বাহনরূপে ব্যবহার করতে এবং এর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

৪৭৭. بَابُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

৪৭৭. অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৪৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَأَذْنِ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .

৩৭৪৬. সুলায়মান ইবন হার্ব (র.)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের খায়বরের (যুদ্ধের) দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন এবং ঘোড়ার গোশত^১ খাওয়ার অনুমতি দেন।

৩৭৪৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَهَنَا نَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ .

৩৭৪৭. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বরের (যুদ্ধের) দিন ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা যবাহ করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের খচ্চর এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে মানা করেন নি।

৩৭৪৮. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ حَيْوَةُ نَا بَقِيَّةً عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ

১. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট ঘোড়ার গোশত খাওয়া মাকরুহ। (অনুবাদক)

৩৭৪৮. সাঈদ ইব্ন শুবায়ব (র.)....খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোড়া, ঝকর এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। রাবী হায়ওয়া (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৪৭৮. অনুচ্ছেদ : খরগোশের গোশত খাওয়া

৩৭৪৯. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একজন সুঠাম যুবক ছিলাম। একদিন আমি খরগোশ শিকার করে ভুনা করি। এ সময় আবু তালহা (রা.) আমার হাতে এর পেছনের অংশ নবী ﷺ-এর নিকট পাঠান। আমি সেটি নিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছলে, তিনি তা গ্রহণ করেন।

৩৭৫০. ইয়াহুইয়া ইব্ন খালাফ (র.)...খালিদ ইব্ন হুয়াইরিছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) সাফাহ নামক স্থানে ছিলেন। রাবী মুহাম্মদ (র.) বলেন : এটি মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান। এ সময় জনৈক ব্যক্তি একটি খরগোশ শিকার করে তাঁর কাছে নিয়ে আসে এবং বলে : হে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর! আপনি এর ব্যাপারে কি বলেন ? তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এটি আনা হয় এবং সে সময় আমি তাঁর কাছে বসা ছিলাম। তিনি ﷺ তা খান নি, তবে অন্যদের তা খেতে নিষেধ করেন নি। তিনি বলেন : এর তো হয়েই হয়েছে।^১

১. সম্ভবত : খরগোশটি দ্বী-জাতীয় ছিল এবং তার হা হয়েছিল। এজন্য নবী (সা) তার গোশত খেতে অস্বীকার করে। খরগোশের গোশত খাওয়াতে কোন বাধা নেই। (অনুবাদক)

৬৭৭. بَابُ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

৪৭৯. অনুচ্ছেদ : গুইসাপ খাওয়া

৩৭৫১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَهَدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنًا وَأَقْطًا وَأَضْبًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الْأَقْطِ وَتَرَكَ الْأَضْبَ تَقْذَرًا وَأَكَلَ عَلَى مَا نَدَّتِهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَا نَدَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩৭৫১. হাফস ইবন 'উমার (র.)....ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তাঁর খালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঘি, পনীর এবং গুইসাপ হাদিয়া হিসাবে পাঠান। তখন তিনি ঘি ও পনীর হতে কিছু খান এবং গুইসাপ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দস্তুরখানে খাওয়া হয়। যদি তা হারাম হতো, তবে কখনো তা নবী ﷺ-এর দস্তুরখানে খাওয়া হতো না।

৩৭৫২. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَتَى بِضَبٍّ مَحْنُوزٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا النَّبِيَّ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكَلَ مِنْهُ فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ .

৩৭৫২. আল-কা'নাবী (র.)...খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে যান। তখন সেখানে একটি ভূনা গুইসাপ আনা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খাওয়ার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালে মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে অবস্থানকারী জনৈক মহিলা বলেন : নবী ﷺ-কে উক্ত বস্তু সম্পর্কে জানিয়ে দিন, যা তিনি খাওয়ার ইচ্ছা করছেন। তখন তাঁরা বলেন : এতো গুইসাপ। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত সরিয়ে নেন। খালিদ (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম : এটা কি হারাম? তিনি ﷺ বললেন : না, তবে যেহেতু এটা আমাদের দেশে হয় না, সেজন্য আমি এটাকে ঘৃণা করছি। খালিদ (রা.) বলেন : একথা শুনে আমি তা টেনে নেই এবং খেয়ে ফেলি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা প্রত্যক্ষ করেন।

৩৭৫৩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَيْشٍ فَأَصْبَنَّا ضُبَّنًا ضُبَابًا قَالَ

فَشَوَّيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاخَذَ عُوْدًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ نَوَابًا فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ النُّوَابِ هِيَ قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ .

৩৭৫৩. 'আমর ইবন 'আওন (র.)....ছাবিত ইবন ওয়াদিআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে একটি সেনা বাহিনীতে ছিলাম। সেখানে আমরা কয়েকটি গুইসাপ শিকার করি এবং এর একটি ভুনা করে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রাখি। তিনি ﷺ একটি কাঠ দিয়ে তার আংগুল গণনা করে বলেন : বনু ইসরাঈলের একটি দলের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যমীনের জন্তুতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি না, সেটি কোন্ জন্তু। রাবী বলেন : তিনি ﷺ তা খান নি এবং অন্যকে খেতে নিষেধও করেন নি।

৩৭৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْخَبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ .

৩৭৫৪. মুহাম্মদ ইবন 'আওফ (র.)....'আবদুর রহমান ইবন শিবলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গুইসাপ খেতে নিষেধ করেছেন।

৪৮০. بَابُ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْحَبَّارَى

৪৮০. অনুচ্ছেদ : দাঁড়ি পাখীর গোশত খাওয়া

৩৭৫৫. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَحْمَ حَبَّارَى .

৩৭৫৫. ফযল ইবন সাহল (র.)...'আমর ইবন সাফীনা (র.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে থাকাবস্থায় দাঁড়ি পাখীর গোশত খেয়েছিলাম।

৪৮১. بَابُ فِي أَكْلِ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ

৪৮১. অনুচ্ছেদ : মাটির নীচের জীব খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৫৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا غَالِبُ بْنُ حُجْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَلْقَامُ بْنُ تَلَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشْرَاتِ الْأَرْضِ تَحْرِيْمًا .

৩৭৫৬. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)....তালাব (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগী ছিলাম। কিন্তু আমি কোন দিন তাঁর থেকে মাটির নীচে বসবাসকারী প্রাণী হারাম হওয়া সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি নি।

৩৭৫৭. حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فُسِّلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَنَلَا قُلٌّ لَا أَجِدُ فِيهِمَا أَوْحَى إِلَى مُحَرَّمًا الْآيَةَ قَالَ قَالَ شَيْخٌ عَنْهُ سَمِعْتُ أَبَاهُ رِيْرَةً يَقُولُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ خَبِيئَةٌ مِنَ الْخِيَاثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَذَرَ .

৩৭৫৭. আবু ছাওর ইবরাহীম (র.)....ঈসা ইবন নুমায়েলা (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমি ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তাঁকে সজার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : (অর্থ) আপনি বলুন, যার সম্পর্কে আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে, আমি তার কোন কিছুই হারাম পাইনা আহারকারীর জন্য, তবে মৃত জানোয়ার, প্রবাহিত রক্ত, শূকর এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত যবাহকৃত পশু (এসব হারাম)। তখন তাঁর পাশের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সজার সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি বলেন : এটি খাবীছ জন্তুদের মধ্যে অন্যতম। তখন ইবন ‘উমার (রা.) বলেন : যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলে থাকেন, তবে তা এরূপ, যে রূপ তিনি বলেছেন। তবে এর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

৪৮২. بَابُ فِي أَكْلِ الضَّبْعِ

৪৮২. অনুচ্ছেদ : বেজী খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ قَالَ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبْعِ فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحَرَّمُ .

৩৭৫৮. মুহাম্মদ ইবন ‘আবদিল্লাহ (র.)....জাবির ইবন ‘আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেজী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : এটা তো শিকার মাত্র। ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে কেউ যদি একে শিকার করে, তবে এর বদলে একটি দুহা কুরবানী করতে হবে।

১. নাসাঈ ও তিরমিযীর বর্ণনায় আছে যে, বেজী খাওয়া যায়। ইমাম শাফি‘ঈ (র) এরূপ অভিমত পোষণ করেন। (অনুবাদক)

৪৮৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ السَّبَاعِ

৪৮৩. অনুচ্ছেদ : হিংস্র প্রাণীর গোশত খাওয়া

৩৭৫৭. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبْعِ.

৩৭৫৯. কা'নাবী (র.).... আবু ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (যথা শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভালুক, সিংহ ইত্যাদি।)

৩৭৬০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مِثْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبْعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ .

৩৭৬০. মুসাদ্দাদ (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং প্রত্যেক নখর-বিশিষ্ট পাখীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (যথা-কাক, চিল, বাজ ইত্যাদি।)

৩৭৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُوْبَةَ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُنُوبٌ مِّنَ السَّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقْطَةُ مِنْ مَّالٍ مُّعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنَى عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ .

৩৭৬১. মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা (র.).... মিকদাম ইবন মাদীকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন জেনে রাখ! কোন দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত হালাল নয়, আর না গৃহ-পালিত গাধার গোশত। আর কোন যিম্মী কাফিরের পড়ে থাকা মালও হালাল নয়, তবে যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেয়, তবে তা খাওয়া জাইয। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে মেহমান হয় এবং তারা তার মেহমানদারী না করে, তবে তাদের মাল হতে মেহমানদারীর অংশ মত গ্রহণ করা বৈধ।^১

১. এ হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে বলবৎ ছিল, যখন কাফিরদের নিকট হতেও মেহমানদারী করার জন্য অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছিল। (অনুবাদক)

৩৭৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا لَا يَحِلُّ نَوْنَابٌ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقْطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنَى عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ .

৩৭৬২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন জেনে রাখ! কোন দস্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত হালাল নয়, আর না কোন গৃহ-পালিত গাধার গোশত। আর কোন যিশী কাফিরের পড়ে থাকা মালও হালাল নয়, তবে যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেয়, তবে তা খাওয়া জাইয। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন কাওমের কাছে গিয়ে মেহমান হয় এবং তারা তার মেহমানদারী না করে, তবে তাদের মাল হতে মেহমানদারীর অংশ মত গ্রহণ করা জাইয।

৩৭৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

৩৭৬৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের দিন দস্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করেন এবং তিনি নখর-বিশিষ্ট হিংস্র পাখীর গোশত খেতেও নিষেধ করেন।

৩৭৬৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمُقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَتَتْ الْيَهُودُ فَسَلَّوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حِظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمُ الْحُمْرُ الْأَهْلِيَّةُ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

৩৭৬৪. 'আমর ইবন 'উছমান (র.)... খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে খায়বরের যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তখন ইয়াহুদীরা আসে এবং এক্রপ অভিযোগ করে যে, (আপনার) লোকেরা আমাদের জীব-জন্তু লুটের ব্যাপারে তাড়াহুড়া

করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সাবধান! যে সব কাফির তোমাদের সাথে সন্ধি করেছে, তাদের ঘোড়া এবং ঋকরের গোশত হারাম এবং প্রত্যেক দন্ত-বিশিষ্ট প্রাণী এবং নখর-বিশিষ্ট হিংস্র পাখীর গোশত খাওয়াও হারাম।

২৭৬০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ الصَّنَعَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهَرِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَآكُلِ ثَمْنَهَا .

৩৭৬৫. আহমদ ইবন হাম্বল (র.)....জাবির ইবন আবদিলাহু (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বিড়াল বিক্রি করে তার মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

রাবী ইবন আবদিল মুল্ক (র.) বলেন : বিড়ালের গোশত খেতে এবং তার বিক্রির মূল্য খেতেও নিষেধ করেছেন।

৪৮৪. بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

৪৮৪. অনুচ্ছেদ : গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

২৭৬১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبَجَرَ قَالَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْئًا مِّنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانَ حُمُرٍ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أُطْعِمُ أَهْلَكَ مِّنْ سَمَيْنَ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقَرْيَةِ .

৩৭৬৬. আবদুল্লাহ ইবন আবী যিয়াদ (র.)....গালিব ইবন আবজার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে আপতিত হই এবং আমার কাছে আমার পরিবারের লোকদের খাওয়ানোর জন্য কয়েকটি পালিত গাধা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা তো দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছি, অথচ আমার কাছে কয়েকটি মোটা-তাজা গৃহপালিত গাধা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, যা দিয়ে আমি আমার লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। আর আপনি তো গাধার গোশত হারাম করে দিয়েছেন। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি তোমার পরিবারের লোকদের মোটা-তাজা গাধাগুলির গোশত খাওয়াও; আর আমি তো এদের গোশত খাওয়াকে এজন্য হারাম করেছিলাম যে, এরা নাপাকী খায়।

২৭৬৭. حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيَّصِيُّ قَالَ نَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمْرِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا وَابْنُ ذَلِكَ الْبَحْرِ يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ .

৩৭৬৭. ইবরাহীম ইবন হাসান (র.)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী 'আমর (র.) বলেন : আমি আবু শাহ্বায (র.)-এর নিকট এ হাদীছ বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন : হাকাম গিফারী (রা.) আমাদের নিকট এরূপ বর্ণনা করতেন। তবে জ্ঞানের সাগর অর্থাৎ ইবন আব্বাস (রা.) এ হাদীছ অস্বীকার করেছেন।

২৭৬৮. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ نَا وَهَيْبٌ عَنْ بَنِي طَاوُسٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا .

৩৭৬৮. সাহল ইবন বাককার (র.)....আমর ইবন শুআয়ব (র.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের দিন গৃহ-পালিত গাধার গোশত এবং নাপাক জিনিস ভক্ষণকারী পশুর গোশত খেতে নিষেধ করেন। আর তিনি ﷺ এদের উপর আরোহণ করতে এবং এদের গোশত খেতেও নিষেধ করেন।

৪৮৫. بَابُ فِي أَكْلِ الْجَرَادِ

৪৮৫. অনুচ্ছেদ : ফড়িং খাওয়া সম্পর্কে

২৭৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ نَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ سَلِيمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا أَكَلَهُ وَلَا أَحْرَمَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ .

৩৭৬৯. মুহাম্মদ ইবন ফারজ (র.).... সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ফড়িং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : এরা আল্লাহর অগণিত সেনা। আমি তা খাই না এবং আমি একে হারামও বলি না।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : মু'তামির (র.) তাঁর পিতা হতে, তিনি আবু উছমান (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর সনদে সালমান (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেননি।

৩৭৭০. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْجَزَّارِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئل فَقَالَ مِثْلَهُ قَالَ أَكْثَرُ جُنْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَى اسْمِهِ فَإِنَّهُ يَعْنِي أَبَا الْعَوَّامِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ .

৩৭৭০. নাসর ইবন 'আলী (র.).... সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ফড়িং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : এরা আল্লাহর অসংখ্য সেনা। 'আলী (র.) বলেন : আবুল 'আওয়ামের নাম হলো ফাইদ।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : হাম্মাদ ইবন সালাম (র.) আবু 'আওয়াম (র.) থেকে, তিনি আবু উছমান (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেন নি।

৪৮৬. بَابُ فِي أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

৪৮৬. অনুচ্ছেদ : মাছ মরে ভেসে উঠলে তা খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৭১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَذَرُ عَنْهُ فَلَكَوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَيُّوبُ وَحَمَّادُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْ قَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا أَيْضًا مِنْ وَجْهِ ضَعِيفٍ عَنْ بَنِي أَبِي ذَنْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৭৭১. আহমদ ইবন 'আবদা (র.).... জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমুদ্র যে মাছকে বাইরে নিক্ষেপ করে, অথবা সমুদ্রের পানি কমে যাওয়ার কারণে যে মাছ উপরে চলে আসে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে। কিন্তু যে মাছ সমুদ্রের মধ্যে মরে ভেসে উঠে, তোমরা তা খাবে না।

ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : এ হাদীছ সুফয়ান ছাওরী, আইয়ূব এবং হাম্মাদ (র.) ইবন যুবায়ের (র.) থেকে জাবির (রা.)-এর উপর মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অপর পক্ষে, মুসনাদ সূত্রে এ হাদীছ ইবন আবী যিব (র.)-এর সূত্রে আবু যুবায়ের (র.) থেকে জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সনদটি দুর্বল।

৩৭৭২. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورَ قَالَ سَمِعْتُ بَنَ أَبِي أَوْفَى وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتًّا أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فُكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ .

৩৭৭২. হাফস ইবন উমার (র.)....আবু ইয়া'ফুর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবন আবী আওফা (রা.)-কে ফড়িং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগী হয়ে ছয়টি বা সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। এ সময় আমরা তাঁর সংগে ফড়িং খেতাম।

৪৮৭. بَابُ فِيمَنْ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ

৪৮৭. অনুচ্ছেদ : মৃত জন্তু খেতে বাধ্য হলে

৩৭৭৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ زَجَلًا نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرَضَتْ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ انْحَرْهَا فَأَبَى فَنَفَقَتْ فَقَالَتْ أَسْلِخْهَا حَتَّى نَقْدِدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ غَنَى يُغْنِيكَ قَالَ لَا قَالَ فَكُلُوْهَا قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلَّا كُنْتُ نَحَرْتُهَا قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ .

৩৭৭৩. মুসা ইবন ইসমাইল (র.)....জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি হাররা নামক স্থানে অবতরণ করে এবং তার সাথে ছিল তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি। সে সময় জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে : আমার উট হারিয়ে গেছে, যদি তুমি সেটিকে পাও, তবে বেঁধে রাখবে। সে ব্যক্তি সে উটকে পেল, কিন্তু তার মালিককে আর পেল না। হঠাৎ সে উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে : তুমি এটিকে নহর বা যবাহ কর। কিন্তু সে তা করতে অস্বীকার করে এবং পরে উটটি মারা যায়। এরপর তার স্ত্রী বলে : তুমি এর চামড়া ছুলে ফেল, যাতে আমরা এর গোশত ও চর্বি খেতে পারি, (কারণ আমরা উপোস ও ক্ষুধার্ত)। তখন সে ব্যক্তি বলে : (অপেক্ষা কর) যাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি।

তখন সে এসে নবী ﷺ-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তোমার নিকট এমন কিছু (খাবার) আছে কি, যা তোমাকে এ মৃত জন্তু খাওয়া থেকে অমুখাপেক্ষী করতে পারে ? তখন সে বলে : আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি ﷺ বলেন : তবে তোমরা তা খেতে পার।

রাবী বলেন : এ সময় উটের মালিক সেখানে আসলে, সে লোকটি তাকে ব্যাপারটি অবহিত করে। তখন উটের মালিক বলে : তুমি তাকে কেন নহর করলে না ? সে লোকটি বলে : তোমার কথা চিন্তা করে আমি লজ্জানুভব করি (যে, তোমার বিনা অনুমতিতে সেটিকে কিভাবে যবাহ করবো ?)

৩৭৭৬. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ نَا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبٍ بْنُ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ الْفَجِيعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَحِلُّ لَنَا أَلْيَتُهُ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَفْتِيقُ وَنَصْطَبِيعُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَسَرَّهُ لِي عُقْبَةُ قَدَحٌ غَدُوَةٌ وَقَدَحٌ عَشِيَّةٌ قَالَ ذَلِكَ وَأَبَى الْجُوعُ فَاحْلُ لَهُمُ أَلْيَتُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ .

৩৭৭৪. হারুন ইবন আবদিল্লাহ (র.)....ফাজী‘ আমিরী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন : আমাদের জন্য মৃত জন্তু কি হালাল নয় ? তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : তোমাদের খাদ্য কি ? তখন সে বলে : আমরা সকালে এক পেয়ালা দুধ এবং সন্ধ্যায় এক পিালা দুধ পান করি মাত্র।

রাবী আবু নু‘আয়ম (র.) বলেন : উক্বা (র.) আমার কাছে এর ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এক পেয়ালা সকালে এবং এক পেয়ালা সন্ধ্যায়। এরপর তিনি বলেন : আমার পিতার শপথ! আমি ক্ষুধার্ত থাকি। তখন নবী ﷺ তার জন্য মৃত জন্তু খাওয়াকে হালাল করে দেন, তার সেই অভুক্ত থাকার প্রেক্ষিতে।

৬৪৪. بَابُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْثَيْنِ

৪৮৮. অনুচ্ছেদ : একই সময়ে কয়েক ধরনের মিশ্রিত খাদ্য খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي خُبْزَةٌ بَيَضَاءُ مِنْ بَرَّةٍ سَمَرَاءُ مَلْبَقَةٌ بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةٍ ضَبٍّ قَالَ أَرَفَعَهُ .

৩৭৭৫. মুহাম্মদ ইবন আবদিল ‘আযীয (র.).... ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাদা গমের সাদা রুটী, ঘি এবং দুধে মিশ্রিত খাবার আমার কাছে খুবই

প্রিয়। তখন লোকদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়ায় এবং এ ধরনের রুটি এনে দেয়। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাস করেন : এ ঘি কোন্ পাশে ছিল ? সে বলে : ওইসাপের চামড়ার তৈরী মশকের মধ্যে। তিনি ﷺ বলেন : তুমি তা সরিয়ে নাও, (আমি খাব না)।

৪৮৯. بَابُ فِي أَكْلِ الْجَبَنِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ : পনীর খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৭৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجَبْنَةٍ فِي ثَبُوكٍ فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ .

৩৭৭৬. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র.)...ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাবুকের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ -এর নিকট একটি পনীরের মত পেশ করা হলে তিনি ছুরি চান এবং বিস্মিল্লাহ বলে তা কেটে খান।

৪৮৯. بَابُ فِي الْخَلِّ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ : সিকী বা আচার সম্পর্কে

৩৭৭৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَفْيَانُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعَمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ .

৩৭৭৭. 'উছমান ইবন আবী শায়বা (র.)...জাবির ইবন আবদিলাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : উত্তম তরকারি হলো সিকী বা আচার।

৩৭৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِيسِيُّ وَمُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا نَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعَمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ .

৩৭৭৮. আবু ওয়ালীদ (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : উত্তম তরকারি হলো সিকী।

৪৯০. بَابُ فِي أَكْلِ الثُّومِ

৪৯০. অনুচ্ছেদ : রসুন খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৭৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ

أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَتَى بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُولِ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَالَ فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِيبُوهَا عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلُّ فَانِيٍّ أَنَا جِيءُ مَنْ لَا تَنَاجِي قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِبَدْرٍ فَسَرَّهُ بْنُ وَهَبٍ طَبَقُ .

৩৭৭৯. আহমদ ইবন সালিহ (র.)....জাবির ইবন আবদিলাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রসুন বা পেয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে পৃথক থেকে, অথবা আমাদের মসজিদ হতে দূরে থাকে। আর তার উচিত, সে যেন তার ঘরের মধ্যে থাকে। এরপর নবী ﷺ-এর নিকট একটি পাত্র পেশ করা হয়, যাতে সবজীর তরকারি ছিল। তিনি ﷺ তরকারীর গন্ধ পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন : এটি কিসের তৈরী? তখন তাঁকে তরকারি সম্পর্কে জানানো হয়। তখন তিনি সেটি তাঁর কোন সাহাবীর নিকট রাখার জন্য নির্দেশ দেন। উক্ত সাহাবী তা খেতে অনীহা প্রকাশ করলে তিনি বলেন : তুমি তা খাও। কেননা, আমি এমন জাতের সংগে একান্তে কথাবার্তা বলি, যার সাথে তুমি কথা বল না, (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সংগে)।

৩৭৮০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بَكْرَيْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاشْدُدْ ذَلِكَ كُلَّهُ الثُّومُ أَنْتَحَرَمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلُّوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرُبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ رِيحُهُ .

৩৭৮০. আহমদ ইবন সালিহ (র.)....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রসুন এবং পেয়াজ সম্পর্কে আলোচনা হয়। সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এ দুটির মধ্যে রসুনে তেজ বা ঝাঁঝ বেশী, আপনি কি একে হারাম মনে করেন? তখন নবী ﷺ বলেন : তোমরা তা খাবে, কিন্তু যে ব্যক্তি তা খাবে, এর দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন মসজিদে না আসে।

৩৭৮১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرَيْبِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَظْنَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَغَلَّ تَجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَغْلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْقِبْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا .

১. রসুন বা পেয়াজ খাওয়ার পর-পরই মসজিদে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, এর গন্ধ অন্য লোকের কাছে অপ্রিয় মনে হতে পারে। তাছাড়া মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা আদবের খেলাফ। (অনুবাদক)

৩৭৮১. 'উহ্মান ইবন আবী শায়বা (র.)....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি হাদীছটি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করেন। তিনি ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (সালাতের মধ্যে) কিব্লার দিকে থুথু নিক্ষেপ করে, সে কিয়ামতের দিন এমন ভাবে উপস্থিত হবে যে, তার নিক্ষিপ্ত থুথু তার দুই চোখের মাঝখানে লেগে থাকবে। আর যে ব্যক্তি এরূপ গন্ধযুক্ত খাবার (রসুন, পেয়াজ) খাবে, সে যেন আমার মসজিদের কাছে না আসে। তিনি তিনবার এরূপ বলেন।

৩৭৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ .

৩৭৮২. আহমদ ইবন হাম্বল (র.).... ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এ গাছ (রসুন, পেয়াজ) হতে কিছু খাবে, সে যেন মসজিদে না আসে।

৩৭৮৩. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوخٍ قَالَ نَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ ثُومًا فَاتَيْتُ مُصَلًّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَبَقَتْ بِرُكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِيحَ الثُّومِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوَتَهُ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهَا فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنِي يَدَكَ قَالَ فَادْخُلْتُ يَدَهُ فِي كُمٍ فَمِصَصْتُ إِلَى صَدْرِي فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ قَالَ إِنَّ لَكَ عَذْرًا .

৩৭৮৩. শায়বান (র.)....মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রসুন খাওয়ার পর মসজিদে গমন করি, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন। এ সময় এক রাক'আত নামায শেষ হয়েছিল। যখনই আমি মসজিদে প্রবেশ করি, তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ রসুনের গন্ধ পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় শেষে বলেন : যে ব্যক্তি এ গাছ (পেয়াজ, রসুন) হতে কিছু খাবে, সে যেন ততক্ষণ আমাদের কাছে না আসে, যতক্ষণ না সে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। আমার সালাত আদায় শেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আল্লাহর শপথ! আপনি আপনার হাতখানা আমাকে দিন। এরপর আমি তাঁর হাত নিজের জামার নীচ দিয়ে আমার বুকের উপর রাখি। এ সময় আমার সীনা বাঁধা ছিল। তখন তিনি ﷺ বলেন : তোমার তো উয়র আছে, (অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে তুমি রসুন, পেয়াজ খেতে পার)।

৩৭৮৪. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ نَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ مِيسْرَةَ يَعْنِي الْعَطَّارَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى هَاتَيْنِ

السَّجْدَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ أَكْلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبَخًا قَالَ يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّومَ .

৩৭৮৪. 'আব্বাস (র.)....কুহরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টি গাছ (পেয়াজ ও রসুন) হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : যে ব্যক্তি এ দুটি জিনিস খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। তিনি ﷺ আরো বলেন : যদি কোন কারণবশত তোমাদের তা খেতে হয়, তবে তোমরা তা রান্না করে এর দুর্গন্ধ দূর করে খাবে। রাবী বলেন : তা হলো রসুন ও পেয়াজ।

২৭৮৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا الْجَرَّاحُ أَبُو وَكَيْعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَرِيكَ بْنُ حَنْبَلٍ .

৩৭৮৫. মুসাদ্দাদ (র.)...'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ রান্না করা ব্যতীত কাঁচা রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন : শরীকের পিতার নাম হাম্বল।

২৭৮৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ نَا بَقِيَّةُ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدِ أَبِي زِيَادٍ خِيَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصْلِ قَالَتْ إِنْ أُخِرَ طَعَامُ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامٌ فِيهِ بَصْلٌ .

৩৭৮৬. ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.)...খিয়ার ইবন সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি 'আইশা (রা.)-কে পেয়াজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ যে খাদ্য গ্রহণ করেন, তাতে পেয়াজ মিশ্রিত ছিল, (অর্থাৎ রান্না করা পেয়াজ)।

৪৯২. بَابُ فِي الثَّمَرِ

৪৯২. অনুচ্ছেদ : খেজুর সম্পর্কে

২৭৮৭. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ نَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ الْأَعْوَرِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزٍ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ .

৩৭৮৭. হারুন ইবন 'আবদিল্লাহ (র.)....ইয়ুসুফ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপর খেজুর রেখে বলেন, এ হলো এর (রুটির) তরকারি।

৩৭৮৮. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُبَّادَةَ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْتٌ لَا تَمُرُّ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ .
৩৭৮৮. ওয়ালীদ ইব্ন 'উতাবা (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ঘরে খেজুর নেই, সে ঘরের লোকেরা অভুক্ত রয়েছে।

৬৭৩. بَابُ تَفْتِيشِ الثَّمْرِ عِنْدَ الْأَكْلِ

৪৯৩. অনুচ্ছেদ : খেজুর খাওয়ার সময় তা পরিষ্কার করা

৩৭৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ قَالَ نَا سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يَفْتِشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ .

৩৭৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ-এর সামনে খেজুর আনা হলে তিনি তা পরিষ্কার করতে থাকেন এবং এর পোকা ধরে ফেলে দিতে থাকেন।

৩৭৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ يُوَدُّ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

৩৭৯০. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)....ইসহাক ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবী তাল্হা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ-এর সামনে পোকা ধরা খেজুর পেশ করা হয়। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

৬৭৪. بَابُ الْأَقْرَانِ فِي الثَّمْرِ عِنْدَ الْأَكْلِ

৪৯৪. অনুচ্ছেদ : একবারে দু'তিনটা খেজুর খাওয়া

৩৭৯১. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْأَقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ .

৩৭৯১. ওয়াসিল (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সাথীদের অনুমতি ব্যতীত দু'তিনটি খেজুর একসাথে খেতে নিষেধ করেছেন। (কারণ একজন বেশী খেলে অপরজন বঞ্চিত হতে পারে)।

৬৯৫. بَابُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ عِنْدَ الْأَكْلِ

৪৯৫. অনুচ্ছেদ : দু'ধরনের খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

৩৭৭২. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْقَنَاءَ بِالرُّطْبِ .

৩৭৯২. হাকিম ইবন 'উমার (র.).... 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ শসাকল তাজা খেজুরে সাথে মিলিয়ে খেতেন।

৩৭৭৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصِيرٍ نَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ فَيَقُولُ نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبُرْدِ هَذَا وَبُرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا .

৩৭৯৩. সাঈদ (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তরমুজ ফল তাজা খেজুরের সাথে খেতেন এবং বলতেন : আমি এর গরমকে ওর ঠান্ডার দ্বারা এবং এর ঠাণ্ডাকে ওর গরমের দ্বারা বিদূরিত করি।

৩৭৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ بُسْرِ السَّلْمِيِّ قَالَ أَدْخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدَّمْنَا زَبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يَحِبُّ الزَّيْدَ وَالتَّمْرَ .

৩৭৯৪. মুহাম্মদ ইবন ওয়াযীর (র.).... সুলায়ম ইবন 'আমির (র.) বুসরের দু'ছেলে থেকে বর্ণনা করেন যে; একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা তাঁর সামনে মাখন এবং খেজুর পেশ করি। আর তিনি ﷺ মাখন এবং খেজুর খুবই পছন্দ করতেন।

৬৯৬. بَابُ فِي اسْتِعْمَالِ أَنْيَةِ أَهْلِ الْكُتُبِ

৪৯৬. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদের পাত্রে খাওয়া

৩৭৭৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَاسْمَعِيلُ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَصِيبُ مِنْ أَنْيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَتَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَا بَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .

৩৭৯৫. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগী হিসাবে জিহাদে শরীক হতাম এবং মুশরিকদের তৈজসপত্র পেতাম, যা দিয়ে আমরা পানি পান করতাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনও মিটিতাম। আর তিনি ﷺ এরূপ করাকে দোষের মনে করতেন না।

৩৭৯৬. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْرٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمٍ بْنِ مِثْلَمٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسْنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ نَجَازِزُ أَهْلِ الْكُتُبِ وَهُمْ يَطْبَخُونَ قُدُورَهُمُ الْخَزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي أُنْيَتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْتَحَضُوا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا .

৩৭৯৬. নাসর ইব্ন 'আসিম (র.)....আবু ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমরা আহলে কিতাবদের প্রতিবেশী এবং তারা তাদের হাঁড়িতে শূকরের পোশত রান্না করে ও তাদের পাত্রে মদপান করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তবে তোমরা তাতে পানাহার করবে। আর যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র না পাও, তবে তোমরা তা উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধুয়ে পবিত্র করে তাতে পানাহার করতে পার।

৪৯৭. بَابُ فِي دَوَابِّ الْبَحْرِ

৪৯৭. অনুচ্ছেদ : সমুদ্রের জীব সম্পর্কে

৩৭৯৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ نَا زُهَيْرُ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِثْرًا لِقْرِيشٍ وَزُودَنَا جِرَابًا مِنْ تَمَرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً كُنَّا نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعَصِينَا الْخَبْطَ ثُمَّ نَبْلُهُ بِالْمَاءِ فَنَاكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفَعَ لَنَا كَهَيْئَةِ الْكُتَيْبِ الضَّخْمِ فَاتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَةُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مِئْتَةٌ وَلَا تَحِلُّ لَنَا ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اضْطَرَرَّتْ إِلَيْهِ

فَكَلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ حَتَّى سَمِعْنَا قَلَمًا قَدِمَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٍ فَتَطْعَمُونَا مِنْهُ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩৭৯৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবায়দা (রা.)-কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করে আমাদেরকে কুরায়শদের একটি কাফেলাকে পাকড়াও করে আনার জন্য প্রেরণ করেন এবং রাস্তায় খাওয়ার জন্য এক থালি খেজুরও প্রদান করেন। এ খেজুর ছাড়া আমাদের সাথে আর কোন খেজুর না থাকায় আবু উবায়দা (রা.) আমাদের মাত্র একটি করে খেজুর দিতেন, যা আমরা বাচ্চাদের মত চুষতাম এবং তা মুখে রেখে পানি পান করতাম। আর তা সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। এ ছাড়া আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। এ অবস্থায় আমরা যখন সমুদ্রের নিকটবর্তী হই, তখন আমরা উঁচু বালুস্তূপের মত কিছু দেখতে পাই। যখন আমরা এর কাছে পৌঁছাই, তখন জানতে পারি যে, এটি একটি সমুদ্রের জীব, যাকে ‘আনবারা’ বলা হয়। সেটিকে দেখে আবু উবায়দা (রা.) বলেন : এতো মৃত জীব, এটি খাওয়া আমাদের জন্য জাইয নয়। এরপর তিনি বলেন : আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি এবং আল্লাহর রাস্তায় সফর করছি। এখন তোমরা অসহায় অবস্থায় পড়েছ, কাজেই তোমরা তা খাও।

জাবির (রা.) বলেন : আমরা সেখানে এক মাসের মত অবস্থান করেছিলাম এবং আমাদের সংখ্যা ছিল তিন শ’তের মত। ফলে, আমরা তা খেতে থাকি, এমনকি আমরা সবাই মোটা-তাজা হয়ে যাই। এরপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসি, তখন এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করি। তিনি বলেন : এ ছিল একটি বিশেষ ধরনের খাদ্য, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য (সমুদ্র থেকে) বের করেছেন। কী, তোমাদের কাছে এর কোন গোশত আছে নাকি, যা তোমরা আমাকে খাওয়াবে? তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সে মাছের গোশত প্রেরণ করি, (যা তিনি খান)।

৬৭৮. بَابُ فِي الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

৪৯৮. অনুচ্ছেদ : ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে

৩৮৭৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مِمْوْنَةَ أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ الْقَوَا مَا حَوْلَهَا وَكَلُّوا .

১. এ এক বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক মাছ, যার চামড়া দিয়ে ঢাল তৈরী করা হয় এবং এর পেট থেকে মেশক-আম্বর পাওয়া যায়। (অনুবাদক)

৩৭৯৮. মুসাদ্দাদ (র.)....মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে ব্যাপারটি নবী ﷺ-এর গোচরীভূত করা হয়। তখন তিনি ﷺ বলেন : ইঁদুরের চারপাশ থেকে ঘি উঠিয়ে ফেলে দাও এবং বাকী অংশ খাও।

২৮৭৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَالْقَوُّهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَبَّمَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৭৯৯. আহমদ ইবন সালিহ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়ে এবং তা জমাট হয়, তবে তোমরা ইঁদুর এবং এর চারপাশ থেকে ঘি উঠিয়ে ফেলে দেবে। আর ঘি যদি গলানো হয়, তবে তোমরা এর নিকটবর্তী হবে না, (অর্থাৎ খাবে না)।

২৮০০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُؤْذِيهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ .

৩৮০০. আহমদ ইবন সালিহ (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মায়মূনা (রা.) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৭৭. بَابُ فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ

৪৯৯. অনুচ্ছেদ : খাবারে মাছি পড়লে সে সম্পর্কে

২৮০১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلَمْلَقُوهُ فَإِنْ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ فَإِنَّهُ يَتَّقَى بِجَنَاحَيْهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ .

৩৮০১. আহমদ ইবন হাফস (র.)..আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তোমরা তাকে পাত্রের মাঝে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দেবে। কেননা, তার এক ডানায় রোগ এবং অপর ডানায় শিফা থাকে। আর মাছি খাবারে পতিত হওয়ার সময় ঐ ডানা নিক্ষেপ করে, যাতে রোগ-জীবাণু থাকে। কাজেই তোমরা তাকে পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে।

৫০০. بَابُ فِي اللَّقْمَةِ تَسْقُطُ

৫০০. অনুচ্ছেদ : খাওয়ার সময় খাদ্যবস্তু পড়ে গেলে

২৮০২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرْنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ أَحَدُكُمْ لَا يَذُرُّ فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَبَارِكُ لَهُ .

৩৮০২. মুসা ইবন ইসমাইল (র.)...আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার পর তাঁর হাতের তিনটি আংগুল চাটতেন এবং বলতেন যে, যখন তোমাদের কারো গ্রাস হতে কিছু পড়ে যায়, তখন তা পরিস্কার করে খেয়ে নেবে এবং তা শয়তানের জন্য পরিত্যাগ করবে না। আর তিনি ﷺ আমাদের খাওয়ার পাত্র পরিস্কার করে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, আর বলেছেন : তোমাদের কেউ অবহিত নয় যে, তার জন্য কোন্ খাদ্যবস্তুতে বরকত রাখা হয়েছে।

৫০১. بَابُ فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى

৫০১. অনুচ্ছেদ : চাকরের মনিবের সাথে খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে

২৮০৩. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوعًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ .

৩৮০৩. কানাবী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো চাকর তার জন্য খাবার তৈরী করে আনে এবং সে তা পাকাবার সময় তাপ ও উত্তাপ সহ্য করে, তখন মনিবের উচিত, তাকে নিজের সাথে বসিয়ে খানা খাওয়ানো। আর যদি খাবারের পরিমাণ কম হয়, তবু তাকে এক বা দুই লোকমা খাদ্য দেওয়া উচিত।

৫.০২. بَابُ فِي الْمُنْدِيلِ

৫০২. অনুচ্ছেদ : রুমাল দিয়ে হাত পরিষ্কার করা

৩৮০৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمُنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا .

৩৮০৪. মুসাদ্দাদ (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে, তখন সে যেন ততক্ষণ তার হাত রুমাল দিয়ে পরিষ্কার না করে, যতক্ষণ না সে নিজের হাত চাটে বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

৩৮০৫. حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا .

৩৮০৫. নুফায়লী (র.)....কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ তিন আংগুল দিয়ে খাবার খেতেন এবং আংগুল চাটার আগে রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করতেন না।

৫.০৩. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ

৫০৩. অনুচ্ছেদ : খাবার খেয়ে কি দু'আ পাঠ করবে ?

৩৮০৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَقْنَى عَنْهُ رَبَّنَا .

৩৮০৬. মুসাদ্দাদ (র.).... আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দস্তরখান উঠিয়ে নেওয়ার পর এরূপ দু'আ পড়তেন : (অর্থ) আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা, বরকতময় শুকরিয়া এ খাদ্যের মধ্যে, যা একবার যথেষ্ট নয় এবং পরিত্যাগযোগ্যও নয়, আর না এ হতে অমুখাপেক্ষী হওয়া যায়, হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।

৩৮০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ .

৩৮০৭. মুহাম্মদ ইবন আলা (র.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খানা খাওয়ার পর এরূপ দু'আ পড়তেন : (অর্থ) সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং আমাদেরকে তাঁর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৩৮০৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الْفَرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا .

৩৮০৮. আহমদ ইবন সালিহ (র.).... আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খানা খাওয়ার এবং পানি পান করার পর এরূপ দু'আ পাঠ করতেন : (অর্থ) সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন এবং খাদ্য বস্তুকে হযম করিয়ে তা বের হওয়ার জন্য রাস্তা তৈরী করেছেন (পেশাব পায়খানার মাধ্যমে)।

৫০৪. ۵. ۴. بَابُ فِي غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ
৫০৪. অনুচ্ছেদ : খাওয়ার পর হাত ধোয়া সম্পর্কে

৩৮০৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا سَهْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يُلَومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .

৩৮০৯। আহমদ ইবন য়ুনুস (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় শয়ন করে যে, তার হাতে তরকারি বা গোশতের খোল লেগে থাকে এবং সে তা ধোয় না; এর ফলে যদি তার কোন ক্ষতি হয়, তবে তার উচিত হবে নিজকে দোষারোপ করা।

৫০৫. ۵. ۵. بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ
৫০৫. অনুচ্ছেদ : খানা খাওয়ার পর মেজবানের জন্য দু'আ করা

৩৮১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الدَّلَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهِثْمِ بْنُ التَّيْهَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ

طَعَامًا فَدَعَى النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَّغُوا قَالَ أَتَيْبُوا أَخَاكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْبُهُ قَالَ إِنْ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَكَلَ طَعَامَهُ وَشَرِبَ شَرَابَهُ فَدَعَا لَهُ فَذَلِكَ أَتَيْبُهُ .

৩৮১০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)...জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আবু হায়ছাম ইব্ন তায়হান (রা.) নবী ﷺ-এর জন্য খানা পাক করেন। তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবী-দের দাওয়াত দেন। সকলের খানা-পিনা শেষ হলে তিনি ﷺ বলেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিনিময় প্রদান কর। সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলান্নাহ ﷺ ! তার জন্য বিনিময় কি ? তখন তিনি ﷺ বলেন : যখন কোন ব্যক্তি কারো বাড়ীতে গিয়ে তার খাবার খায় এবং পানি পান করে, তখন তার জন্য দু'আ করা উচিত। এ হলো তার বিনিময়।

৩৮১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخَيْزٍ وَرَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ .

৩৮১১. মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা.)-এর নিকট যান। তিনি রুটি এবং যয়তুনের তেল তাঁর সামনে পেশ করেন। নবী ﷺ তা খেয়ে এরূপ বলেন : রোযাদার ব্যক্তি তোমাদের কাছে এসে ইফতার করুক, নেককার লোক তোমাদের খানা খাক, আর ফেরেশতারা তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করুক।

৫. ৬. بَابُ مَا لَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمُهُ

৫০৬. অনুচ্ছেদ : যে সব জিন্তু হারাম হওয়ার কথা কুরআন-হাদীছে নেই

৩৮১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ شَرِيكَ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ فَقَبَّعَ اللَّهُ نَبِيَّهٖ ﷺ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَاوُلٌ لَا أَجِدُ فِيهِمَا أُوحَى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

৩৮১২. মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগের লোকেরা কোন কোন বস্তু খেত এবং কোন কোন বস্তুকে খারাপ মনে করে পরিহার করতো। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে প্রেরণ করেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করেন, আর তাঁর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম নির্ধারণ করে দেন। ফলে তিনি যা হালাল করেন তা হালাল এবং যা হারাম করেন তা হারাম। আর তিনি যে সম্পর্কে চুপ থাকেন, তা ক্ষমার যোগ্য। এরপর তিনি ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : (অর্থ) আপনি বলুন! আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহ্বার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। হালাল রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা, এ অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে; তবে কেউ অব্যাহতি না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরুপায় হলে, (সে আলাদা ব্যাপার)। নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৮১৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيَّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِّنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَّجْنُونٌ مُّوْتَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حَدَّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ نُّدَاوِيهِ فَرَقِيَتْهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطُونِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ إِلَّا هَذَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَلْ قُلْتُ غَيْرَ هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِي لِمَنْ أَكَلَ بِرَقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتُ بِرَقِيَّةٍ حَقًّا .

৩৮১৩. মুসাদ্দাদ (র.)....খারিজা ইব্ন সাল্ত তামিমী (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট হতে ফেরার সময় পথিমধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যান, যাদের মধ্যে শিকল পরা একজন পাগল লোক ছিল। তখন পাগলের অভিভাবকরা বলে : আমরা শুনেছি, তোমাদের সাথী {নবী ﷺ} উত্তম ও কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তোমার কাছে এমন কোন জিনিস আছে কি, যা দিয়ে তুমি এ পাগলের চিকিৎসা করতে পার ?

(রাবী বলেন :) তখন আমি সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দেই, যার ফলে সে ভাল হয়ে যায়। তখন তারা আমাকে একশত বকরী প্রদান করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি ﷺ বলেন : তুমি সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু পাঠ করনি তো?

রাবী মুসাদ্দাদ (র.) অন্য বর্ণনায় বলেছেন : তুমি এছাড়া আর কিছু পড়েছিলে নাকি ? আমি বলি : না। তখন তিনি ﷺ বলেন : তুমি এগুলো নিয়ে নাও। আমার জীবনের শপথ! লোকেরা তো জাদু-টোনা করে খায়, যা বাতিল। তুমি তো একটি হক এবং সত্য জিনিস পড়ে ফুঁক দিয়েছ।

৩৮১৪ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ قَالَ فَرَّقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بَرَأَقَهُ ثُمَّ تَغَلَّ فَكَأَنَّمَا أَنْشَطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُوهُ شَاءَ
فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ .

৩৮১৪. উবায়দুল্লাহ (র.).... খারিজা ইবন সাল্ত (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তিনি তাকে তিন দিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দেন। পড়া শেষে মুখে থুথু জমা করে থুক দিতেন। ফলে সে এমন রোগমুক্ত হয়ে যায় যেন সে রশির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তখন তারা তাকে বকরী প্রদান করে। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে আসেন। পরে তিনি মুসাদ্দাদ (র.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

أَخْرَجُ كِتَابَ الْأَطْعِمَةِ

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ